৪
মকতুবাতে শরীফ
মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ)

কোরআন সুন্নার-সার 'এই মকতুবাত'
ইহ-পরকালে ইথে পাইবে নাজাত।
আল্লার সান্নিধ্য-পথ দেখাবে তোমায়
বিত্ত-মায়া পরিহরি-লওহে ইহায়।

মকতুবাত শরীফ

(বঙ্গানুবাদ)

মূল দ্বিতীয় খণ্ড ঃ- চতুর্থ ভাগ

প্রাপ্তিস্থান
মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা
প্রোঃ মোঃ ইব্রাহিম
বাইতুল মোকাররম, ঢাকা।
মোবাঃ ০১৭৭২৩১৫৪৩৯
০১১৯৯-৪৩৫৭৩৮, ০১৯২৯-৪৮৫২৯৯

অনুবাদক ঃ-

শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্মদ আফ্তাবী শাহ্ ফকির।

প্রকাশক ঃ আবুল বারাকাত শাহ্ মোঃ ফতুহুজ্জামান হুমায়ুন আহ্‌মদী
শাহ্ ফকীর
আফ্‌তাবীয়া খান্‌কাহ্ শরীফ, আরিচা রোড, সাভার, ঢাকা।

প্রকাশ কাল ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯শে ছফর ১৪০৪ হিজরী, ২৫ নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রিঃ।
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২রা জমাদিউল আউয়াল ১৪১৭ হিজরী,
১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রিঃ।
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ১১ই রজব ১৪৩০ হিজরী,
৫ই জুলাই ২০০৯ খ্রিঃ।

মুদ্রণে ঃ প্রিন্ট এ্যাক্স, ২৩০, ফকিরাপুল, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
* আফ্‌তাবীয়া খান্‌কাহ্ শরীফ, সাভার, ঢাকা।
* বরকতীয়া খান্‌কাহ্ শরীফ, আলম নগর, রংপুর।
* অধ্যাপক মোঃ আলতাফ হোসেন। ফোনঃ ৯১১৩৩০২
* মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা, বায়তুল মোকাররম, ৬নং দোকান।
* হক লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম, ১৮নং দোকান।
* ইসলামীয়া কুরআন মহল, বায়তুল মোকাররম, ২০নং দোকান।
* রশীদ বুক হাউস, ৬ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।
* মোহাম্মদী কুতুব খানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ও সকল প্রধান লাইব্রেরী।

হাদিয়া ঃ দুইশত টাকা মাত্র।

অশেষ শ্রমের পর লব্ধ এর রতন,
অতি মূল্যবান ভাবী, করহ গ্রহণ।
—অনুবাদক

মুখবন্ধ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল্লাহ্তায়ালার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা এবং তাঁহার মহবুব (দঃ) ও মোহেব্ব-প্রিয় ও প্রেমিকগণের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও ছালাম কেয়ামত পর্য্যন্ত বর্ষিত হউক ('আমিন')। আল্লাহ-পাকের অশেষ মেহেরবাণী এবং পীরানে কেরামের মকবুল দো'য়া ও রুহানী তাৱীদের ফলে মকতুবাত শরীফের এই চতুর্থ ভাগ যাহা মূলে ২য় খণ্ড তাহা মুদ্রিত হইল। শারীরিক বিপর্য্যয় এবং অর্থ সংকটই বিলম্বের হেতু ছিল। আফছোছের বিষয় যে, যে সকল পুস্তকে আল্লাহ–রসুলের নাম গন্ধও নাই, নাটক, নোবেল, কেচ্ছা, কাহিনীতে পরিপূর্ণ সে সকল মুদ্রণের জন্য সরকারী-বেসরকারী প্রচুর সাহায্য বরাদ্দ হইতেছে। কিন্তু তাছাউফ যাহা খাঁটি পরকালের সওগাত ও সওদা-পুঞ্জি এবং যাহা ব্যতীত দ্বীন ঈমান ও নফছ সংশোধিত হয় না তাহা প্রচারের জন্য বিশেষ কোন সহায়তাকারী দেখিতেছি না। পরন্তু দ্রব্যমূল্য আকাশ চুম্বী। কাগজপত্র খরিদ করা, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি শক্তির নাগালের বহির্ভূত। স্বাস্থ্য ভঙ্গতা হেতু পীর ভাইগণের সহিত সাক্ষাত-মোলাকাতের বিশেষ সুযোগ সময় করিয়া উঠিতে পারি না। খোদার কি মহিমা, এ সকলের মধ্যেও আল্লাহ-পাক পীরানে কেরামের অছিলায় পাক-পাকীজা, হালাল রুজীর মধ্য দিয়া যাহা দান করিতেছেন তাহা কিছু সাংসারিক ব্যাপারে ব্যয় করিতেছি এবং প্রচার কার্য্যেও লাগাইতেছি। ইহা যে কিরূপ বিপর্যয়ের সময় ও তমশাচ্ছন্ন জমানা তাহা বোধ হয় উত্তম-অধম কাহারোও জানিতে বাকী নাই। এ সকলের মধ্যেও আল্লাহ-পাক নিছক অনুগ্রহে ও অনুকম্পাবশে যাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন তাহার জন্য লাখ লাখ শোকর গোজারী করিতেছি। প্রকৃত পক্ষে কিতাবগুলির মুদ্রণ কার্য্যের বিলম্ব হওয়ার কারণ ইহাই। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কতিপয় ধনপিপাসু, পার্থিব বিত্ত-কিংকর, দুনিয়ার গোলাম, এই মহামূল্যবান পাক পবিত্র কিতাব খানার জাল ও কৃত্রিম নকল বাহির করার প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু যদি তাহাদের দেলে আখেরাতের কিছু মাত্র ভয় থাকিত ও খোদা, রছুল, পীরানে কেরামের প্রতি বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এই জঘন্য ও ধর্ম গর্হিত কার্য্যে অগ্রসর হইত না। আশাকরি আল্লাহ-পাকের মহান অনুগ্রহ হইতে এ ক্ষুদ্র ও অক্ষম দাস বঞ্চিত হইবে না এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পীরানে কেরামের দুশমনদিগের মূল উৎপাটিত ও ধ্বংস করিতে নিশ্চয় যথেষ্ট। "হাছবুনাল্লাহ ওয়া নে'য়মাল অকিল"।

যাহা হউক আল্লাহ্-পাকের মেহেরবানী যে, এই চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত হইল। আশাকরি ইহার পরবর্ত্তী খণ্ড খোদা চাহে অল্পদিনের মধ্যেই মুমিন মুসলমান ভাইগণের খেদমতে হাজির

করিতে সক্ষম হইব। অবশিষ্ট আল্লাহুর হাওয়ালা। আল্লাহ-পাকের নিরানব্বই কান্তিময় নাম বা আছমায়ে হুছ্নার সংখ্যানুযায়ী ইহাতে মকতুবের সংখ্যা নিরানব্বই মকতুব হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানীর (রাঃ) আদেশক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী খণ্ডে অর্থাৎ মূল তৃতীয় খণ্ডে, যাহা আমাদের পঞ্চম ভাগ তাহাতে ১২৪ মকতুব আছে।

এই মকতুবাত শরীফ তাছাউফ ও আধ্যাত্মিক পথের- ছয়ের ছুলুকের জন্য যে, শুধু আবশ্যকীয় তাহা নহে- বরং জাহিরী শরীয়ত ও ছুন্নতের অনুসরণ ও আকিদা বিশ্বাস দোরস্ত ও সংশোধন ইত্যাদির জন্যও ইহা একান্ত জরুরী। যেহেতু বিশ্বাস ঠিক না হইলে আমলের কোনই মূল্য হইবে না। আকিদা বিশ্বাসের তারতম্যের কারনেই মুসলমান সমাজে তিহাত্তর ফেরকার সৃষ্টি হইয়াছে। সত্য সংবাদদাতা হযরত (দঃ)-এর নির্দ্দেশানুযায়ী তাহাদের বাহাত্তর দলই দোযখী। একমাত্র সুন্নত জামাত দলই উদ্ধার প্রাপ্ত। কিন্তু শেষ জামানার ভীষণ তমশার কারণে আঁধার প্রান্তরে খাঁটি ছুন্নত জামাতের দল বহিষ্করণ বিশেষ সংকটাপন্ন কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যেহেতু প্রত্যেক বেদয়াতী দলই নিজদিগকে ছুন্নত জামাত বলিয়া অভিহিত করিতেছে। অতএব ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই মকতুবাত শরীফ ব্রহ্মাস্ত্রতুল্য। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য বিশেষতঃ মোমিন মুসলমান ভাইদিগের পক্ষে এই মকতুবাত শরীফ পাঠ ও আলোচনা একান্ত জরুরী। আশা করি মুসলমান ভাইগণ বিশেষতঃ তাছাউফ পন্থিগণ ইহা সযত্নে সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইবেন। ইহার যাবতীয় ছওয়াব ঐ মহাপুরুষের পবিত্র কদমে অর্পণ করিলাম, যিনি ইহার মূল-সূত্র এবং সমাপ্তিকরণেরও তিনিই মূল-হেতু। আশা করি এই হীন উপহার তদীয় পবিত্র দরবারের পরিচায়ক বর্গের নিকট উপেক্ষিত হইবে না।

বৃদ্ধা যথা , তব্বালয়ে, ইছফ গ্রাহক,
তব দ্বারে, দাস, তথা হীন আরাধক।

খাদেমুল ফোকারা

শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্মদ আফ্তাবী শাহ্ ফকির ।

প্রকাশকের আরজ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত মহ্‌বুব (দঃ) ও প্রিয় বান্দাগণের প্রদি দরুদ ও ছালাম অবিরত ধারায় বর্ষিত হইতে থাকুক। আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ শোকর গোজারী যে, আল্লাহ্‌পাকের অফুরন্ত রহমতে ও পীরানে কেরামের অছিলায় বিশেষতঃ আমাদের পীর ও ওয়ালেদ কেব্‌লা হজরত হাজী শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্‌মদ আফ্‌তাবী শাহ্ ফকীর (রাঃ)-এর মকবুল দোওয়া ও রূহানী তায়ীদের ফলে শেষ জমানার অদ্বিতীয় অলী-আল্লাহ্ হজরত এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ)-এর পার্শী ও আরবী ভাষায় লিখিত "মকতুবাত শরীফে" **মূল দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্গানুবাদ চতুর্থ ভাগ-এর তৃতীয় প্রকাশ মুদ্রিত হইল।**

খত্‌মে নবুয়তের পর দীন-ইসলামের সংস্কার সাধন তথা বিশুদ্ধ করণের দায়িত্ব মোজাদ্দেদগণের উপর ন্যস্ত আছে। এই মহামতি মোজাদ্দেদ বা দীন ইসলাম সংস্কারকগণ কালের কালিমাসমূহ অপসারণ করিয়া পবিত্র ইসলামকে তাহার প্রাথমিক যুগের তুল্য বিশুদ্ধতা প্রদান করিয়া থাকেন। তরীকতপন্থী ও ছুফীবাদে বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মশহুর আলেমগণ এমামে রব্বানী হজরত শায়েখ আহ্‌মদ ফারুকী ছেরহিন্দী (রাঃ)-কে সর্ব্বসম্মতভাবে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের শ্রেষ্ঠ মোজাদ্দেদ বা মোজাদ্দেদে আল্‌ফ হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত মকতুবাত শরীফ নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকার বিশদ আলোচনা ও সঠিক ব্যাখ্যা সম্বলিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে সর্ব্বত্র গৃহীত ও সমাদৃত। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মূলতঃ উচ্চস্তরের পার্শী ভাষায় হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) ছাহেব কর্ত্তৃক তাঁহার মুরিদানের নিকট লিখিত শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারেফত সম্বলিত প্রত্রাবলীর সঙ্কলন। ইহাতে অবিকল হুজুর পাক (ছঃ)-এর ছাহাবীগণের তরীকা ও তাহার সঠিক ব্যাখ্যা বিধৃত হইয়াছে। সুতরাং আদি ও প্রকৃত ইসলামের পরিচয় প্রাপ্তি বর্ত্তমান জামানায় এই গ্রন্থখানি পঠন ও তাহার বিষয়-বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধিকরণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উক্ত প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে হইলে ফানাফিল্লাহ্-বাকাবিল্লাহ্ স্তরে উপনীত কামেল-মোকাম্মেল অলী- আল্লাহ্‌গণ প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুধাবন ও তাঁহাদের রূহানী ফয়েজ প্রাপ্তি ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ)-এর ওফাত শরীফের প্রায় চারিশত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর বাংলায় ইসলাম ও এল্‌মে মারেফত প্রচারক মনীষীগণের

মধ্যে হজরত মাওলানা শাহ্ মোঃ আফ্‌তাবুজ্জমান (রাঃ) একজন অনন্যসাধারণ যুগপ্রসিদ্ধ অলী-আল্লাহ্ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। সম্ভবত ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে সুদূর আরব দেশ হইতে হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর বংশধরগণের মধ্য হইতে ইসলাম প্রচার মানযে আগত এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে দিনাজপুর জিলার পার্ব্বতীপুর থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের ফকির পাড়ায় বাংলা ১২৭৮ সালের কার্ত্তিক মাসের ৩০ তারিখে এক শুভক্ষণে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই বুজুর্গের শারীরিক গঠন বা আকৃতি সম্পূর্ণ আরব বা ইংল্যান্ড দেশীয় ধরণের ছিল। তাঁহার দেহ অত্যন্ত উজ্জ্বল গৌর বর্ণের, শুভ্র, ঈষৎ ল্যালিমা আভাযুক্ত ও নূরানী ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া বাংলাদেশী বলিয়া কেহ মনে করিতে পারিত না। তাই পরবর্ত্তীকালে তিনি ধলাপীর কেব্‌লা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভগিনীও অনুরূপ আকৃতির ছিলেন। তাই নূরজাহান নামে তাঁহার নামকরণ করা হইয়াছিল। অদ্যাবধি তাঁহার বংশে অনুরূপ সুদর্শন আরবীয় আকৃতির সন্তানাদি বিদ্যমান আছে, যাহা তাঁহাদের আরব বংশ পরিচিতির প্রমাণ বহন করেন।

শৈশবে স্থানীয় পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তৎপর তিনি রংপুর জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলশিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জ্জনের জন্য কলিকাতা সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সুনামের সহিত বিদ্যার্জ্জন করিতে থাকেন। এই মহান বুজুর্গ অতি শৈশব হইতেই ধর্ম্মানুরাগী এবং সাধু প্রকৃতির ছিলেন। তাই আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়েন এবং প্রথমতঃ পীরে কামেল হজরত আব্দুল মজিদ যশোরী (রাঃ)-এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁহার ওফাত শরীফের পর কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন কালে তদীয় পীর কেব্‌লা পাঞ্জাব নিবাসী সৈয়দ আলাইয়ার শাহ্ ছাহেবের অধঃস্তন পুরুষ— তৎকালীন ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল এবং সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ আলেম ছুলতানুল আউলিয়া হজরত আবু মোহাম্মদ বরকত আলী শাহ্ বজওয়াড়ী (রাজিঃ)-এর দস্ত বয়আত্ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার দরবারে একাধারে ২২ বৎসরকাল এল্‌মে তাছাউফ, হদিস, কোরআন, ফিকাহ, তফসীর, তথা সর্ব্ববিধ দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষতঃ মকতুবাতে এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর উপর পূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা হাসিল করেন। তরীকতের ছবকাদির চূড়ান্ত পর্য্যায়ে উপনীত হইয়া পূর্ণ কামালাত অর্জ্জন করতঃ তাঁহার প্রধান খলিফা হিসাবে খেলাফত প্রাপ্ত হন। কলেজে শিক্ষাকালে তিনি

অতিসাফল্যের সহিত ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ হইবার পর আরবী ফার্সি দ্বীনী এল্ম শিক্ষার্জ্জন মানষে তাঁহার পীর কেব্লার নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন এবং তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষার চূড়ান্ত ডিগ্রী 'জামাতে উলা' পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, মেধাবী ও প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। যে কোন কথা একবার তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। তাই তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

সুদীর্ঘ শিক্ষা ও সাধনা জীবন পরিসমাপ্তির পর তিনি বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারত উপ-মহাদেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দ্বীন ইসলাম এবং এল্মে মারেফত ও তরীকত প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা অনুযায়ী ঈমান, এতেকাদ ও শরীয়ত কায়েম করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়া যান। অবশেষে বাংলা ১৩৫২ সালের ২২শে চৈত্র তারিখে তিনি তাঁহার নিজ গ্রামের বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না এলাইহে রাজেউন)। তাঁহার ইন্তেকালে বাংলার আকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের যেন চির অবসান ঘটিল। তাঁহাকে তদীয় নিজ গ্রাম— দিনাজপুর জেলার পার্ব্বতীপুর থানার অন্তর্গত উত্তর বিষ্ণুপুর গ্রামের ফকিরপাড়ায় সমাধিস্থ করা হয়। আজিও তাঁহার অসংখ্য গুণগ্রাহী আশেকান, মুরিদান প্রতি বৎসর ২২শে চৈত্র তারিখে তাঁহার সমাধি পার্শ্বে সমবেত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন।

তাঁহারই সুযোগ্য সন্তান যুগশ্রেষ্ঠ অলীয়ে কামেল হাদিয়ে জামান বহুভাষাবিদ ও বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হজরত মাওলানা শাহ্ মোঃ মুতী আহ্মদ আফ্তাবী পীর ছাহেব কেব্লা (রাঃ)। তিনি তাঁহার পীর ও ওয়ালেদ কেব্লার নিকট হইতে কোরআন, হাদিস, ফিকাহ্, তফ্সীর ইত্যাদি সর্ব্ববিধ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ যোগ্যতা এবং তরীকত ও মারেফতে পূর্ণ কামালাত হাসিল করতঃ খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া দীনী খেদমতে আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি তাঁহার পিতা ও পীর কেব্লার নিকট আজীবনকাল মকতুবাত শরীফ বিষদ্ভাবে পর্য্যালোচনা করতঃ ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যাহার ফলশ্রুতিতে এবং তদীয় ওয়ালেদ পীর কেব্লার রূহানী তাওয়াজ্জোহের বরকতে এই মহাপবিত্র গ্রন্থখানির যথাযথ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করিয়া মোজাদ্দেদসুলভ দীনী দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাহা বাংলা ভাষাভাষী ধর্ম্মপ্রাণ মুসলিম জাতির জন্য একটি অমূল্য অবদান বটে। বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থখানা মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই পঞ্চম ভাগের মকতুবগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী মকতুবসমূহের সারমর্ম্মস্বরূপ এবং শরীয়ত, তরীকত, ইত্যাদির

উচ্চপর্য্যায়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। তাই ইহা পূর্ণ মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে সচেষ্ট হইবেন।

এই মহীয়ান গ্রন্থের অনুবাদক মদীয় ওয়ালেদ ও পীর কেব্‌লা হজরত হাজী শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফ্‌তাবী (রাঃ) আজীবন কোরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ফেকাহ্, তফ্‌ছীর, মকতুবাত শরীফ ও অন্যান্য তরীকার কেতাবাদির সূক্ষ্ম আলোচনা ও প্রচার কার্য্যে অতিবাহিত করতঃ আমাদিগকে তাঁহার গূঢ় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া বিগত ১১ই রজব ১৪১৭ হিজরী, মোতাবেক ২৩শে নভেম্বর ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ ও ৭ই অগ্রহায়ণ ১৪০৩ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন"। তাঁহাকে তদীয় পিতা ও পীর কেব্‌লা (রাঃ)-এর পাশেই সমাধিস্থ করা হয়।

সতর্কতার জন্য উল্লেখ্য যে, কতিপয় অর্থলোভী স্বার্থান্বেষী মহল আর্থিক স্বার্থসিদ্ধি মানষে আমাদের প্রকাশিত মকতুবাত শরীফের বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে নকল বা জাল মকতুব প্রকাশ করিয়াছে বা করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এ বিষয়ে সুধী পাঠকবৃন্দ সাবধান থাকিবেন বলিয়া আশা রাখি।

অবশেষে নিবেদন এই যে, এই মকতুবাত শরীফ অবলম্বনে ইহার ব্যাখ্যাস্বরূপ বিজ্ঞ অনুবাদকের রচিত 'মারেফতের পথে' কিতাবখানার প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যেই পাঠকবৃন্দের নিকট পৌছিয়া থাকিবে। এই পুস্তকটির আরও দুইটি খণ্ড প্রকাশনার অপেক্ষায় রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশুদ্ধ আকায়েদ সম্বলিত হজরত রছুলে আকরাম (ছঃ)-এর শান, ইজ্জত ও হুরমাত এবং তাঁহার পবিত্র রওজা শরীফ জিয়ারতের ফজিলত ইত্যাদি বিষয় অকাট্য দলিল প্রমাণাদিসহ আরবী ও বাংলা ভাষায় শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের লিখিত 'আজাল্লুল বারাহীন" কিতাবখানা আশাকরি সুধী পাঠকবৃন্দ সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইবেন।

হে দয়াময় প্রভু, আমাদিগকে সহজ, সরল ও সত্যপথে পরিচালিত কর, তোমার দাসত্বের প্রতি অটল থাকার শক্তি প্রদান কর এবং তোমার মর্জ্জি ও এরাদা অনুযায়ী আমাদের জীবন সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর কর। তোমার হাবীব (দঃ)-এর মহব্বত অর্জ্জন ও তাঁহার আদর্শের পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দান কর। সমগ্র আম্বিয়া (আঃ)-গণ, আউলিয়ায়ে কেরাম, মাশায়েখ, দরবেশ, ছুফীসাধকগণের ইজ্জত, হুরমত, তাজীম ও সম্মান করার এবং তাঁহাদের স্নেহ ও অনুকম্পা অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান কর।

ইয়া আরহামুর্ রাহেমীন, এই মকতুবাত শরীফের আলোকে সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত কর, মুসলিম কওমের ঈমান ও আকিদা বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় কর এবং ভ্রান্ত

মতবাদ, বিষাক্ত চিন্তাধারা ও কলুষিত ধ্যানধারণা হইতে বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে হেফাজত কর। ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ্, ইয়া নেয়্মাল মাওলা ওয়ানেয়্মান্নাছীর।

আশাকরি আল্লাহ্ গফুরুর রহীম আমাদের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতঃ পরবর্ত্তীতে সকল পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার করার শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন। তৎসঙ্গে যাঁহারা এই মুদ্রণ কার্য্যে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদেরকে নিয়ত অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। আমিন ॥

এই সংস্করণের যাবতীয় ছওয়াব মদীয় পীর কেব্লা (রাঃ)-এর কোমল পদযুগলে অর্পন করিলাম। আশাকরি তদীয় চরণ যুগলে ইহা স্থান লাভ করিবে।

— প্রকাশক

বিষয়বস্তু

এই মকতুবাত শরীফ হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর জীবমান কালেই একত্রিত করা হইয়াছে। জনাব ইয়ার মোহাম্মদ জদীদ ইহার প্রথম খণ্ড একত্রিত করিয়াছেন ও দ্বিতীয় খণ্ড মওলানা আবদুল হাই এব্‌নে খাজা হেছারী এবং তৃতীয় খণ্ড খাজা মোহাম্মদ হাশেম ছাহেব একত্রিত করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে ৩১৩ মকতুব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৯ মকতুব ও তৃতীয় খণ্ডে ১২৪ মকতুব সর্ব্বমোট ৫৩৬টি মকতুব আছে। বঙ্গভাষায় অনুবাদ করার পর দেখা গেল যে, প্রথম খণ্ড ৩১৩ মকতুব রাখিলে পুস্তকের কলেবর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইবে সুতরাং মূল প্রথম খণ্ডের ৩১৩ মকতুব বঙ্গানুবাদে তিন ভাগে অর্থাৎ ১ম মকতুব হইতে ১৫০ মকতুব প্রথম খণ্ড প্রথম ভাগে ও ১৫১ হইতে ২৫৮ মকতুব প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগে এবং ২৫৯ মকতুব হইতে ৩১৩ মকতুব প্রথম খণ্ড তৃতীয় ভাগে মুদ্রণ করা হইয়াছে। মূল দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৯ মকতুব বঙ্গানুবাদে চতুর্থ ভাগে এবং মূল তৃতীয় খণ্ডের ১২৪ মকতুব বঙ্গানুবাদে পঞ্চম ভাগে মুদ্রণ করা হইয়াছে। ইহার পদ্যগুলি পদ্যে এবং গদ্যগুলি গদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সকল মকতুবের শিরোনামগুলি সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থখানি নির্ভুল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইয়াছে বটে।

পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যে, এই পুস্তকের অনুবাদের মধ্যে অথবা যে কোন প্রকারের ভুল হউক না কেন তাহা আমার ঠিকানায় লিখিয়া জানাইবেন। তাহাতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। ইহা-পরকালের যাবতীয় উন্নতি বিশেষতঃ আখেরাতের কল্যাণ সাধনার্থে এই মকতুবাত শরীফের আলোচনা যে একান্ত আবশ্যকীয় তাহা সুধী পাঠক মাত্রই আল্লাহ্‌চাহে উপলব্দি করিতে পারিবেন।

ওয়াচ্ছালাম।

অনুবাদক

মকতুবাত শরীফ—'৪'

সূচীপত্র

মকতুব			পৃষ্ঠা
১	"	ওয়াহ্দাতে অজুদ বা সর্বেশ্বরবাদ এবং এবনে আরাবীর মজহাবের বর্ণনা।	১
২	"	আল্লাহ-পাকের জাত ও ছেফাতের মর্তবা (স্তর) অস্তিত্ব ও অবশ্যম্ভাবী মর্তবার উর্দ্ধে।	১০
৩	"	দায়রায়ে জেলাল ও বেলায়েতে ছোগরা, কোবরা ও কামালাতে নবুয়ত ইত্যাদি।	১১
৪	"	এলমুল একীন আইনুল একীন ও হক্কুল একীন এবং সহস্রের মোজাদ্দেদের বিষয় বর্ণনা।	১৭
৫	"	ছেফাত সমূহের অবস্থা।	১৯
৬	"	কতিপয় গুপ্ত রহস্যের কথা ও হযরত এব্রাহিম (আঃ)-এর অনুসরণের গুরুত্ব।	২০
৭	"	মাহবুবিয়াত, মোহেববিয়াত, মহব্বত, হোব্ব এবং রেজা ও তদুর্দ্ধের মাকাম সমূহের বৈশিষ্ট্য।	২২
৮	"	সাধারণের ঈমানে গায়েব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ঈমান বিল গায়েবের পার্থক্য।	২৪
৯	"	লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমা শরীফের উৎকর্ষ ও পবিত্রতার বর্ণনা।	২৬
১০	"	আর্শের আবির্ভাব ব্যতীত অন্য সকল আবির্ভাব প্রতিচ্ছায়া রহিত নহে।	২৮
১১	"	আর্শের আবির্ভাবের বিষয়।	২৯
১২	"	ফেরেস্তাগণ এবং মানবের মূলবস্তু দর্শনের পার্থক্য।	৩৬
১৩	"	হযরত ছাইয়েদুল মোরছালীন (দঃ) এর অনুসরণ প্রকৃত উপদেশ।	৩৮
১৪	"	পদপ্রাপ্ত অলিআল্লাহগণ এলমধারী কিনা উহার বর্ণনা।	৩৮
১৫	"	খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম বর্জন করতঃ খোৎবা পাঠের তিরস্কার।	৪০
১৬	"	সমাধির কতিপয় অবস্থা ও প্লেগে মৃত্যুর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়।	৪২
১৭	"	মিঞা হোছামুদ্দিনের নিকট বিপদে শান্তনা প্রদান।	৪৪
১৮	"	ওলামায়ে রাছেখীন এবং জাহেরী আলেমবৃন্দ ও ছুফীগণের বিষয় বর্ণনা।	৪৫
১৯	"	মীর মোহেববুল্লার নিকট ছুন্নতের অনুসরণের বিষয়।	৪৬
২০	"	নামাজের শ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধে।	৪৭
২১	"	যে কল্বে আল্লাহ্তায়ালার সংকুলান হয় সে 'কল্ব' মাংসখণ্ড— হৃৎপিণ্ড।	৪৮

মকতুব			পৃষ্ঠা
২২	"	ছেরহিন্দ শরীফের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়।	৫৫
২৩	"	ছুন্নতের অনুসরণের বিষয়।	৫৬
২৪	"	রাবেতা বা পীরের আকৃতি স্মরণ।	৬১
২৫	"	শরীয়তের অনুকূল যে আমল তা জেকেরের অর্ন্তভুক্ত ইত্যাদির বর্ণনা।	৬২
২৬	"	মীর্জা হোছামুদ্দীনের নিকট হজরত খাজা বাকী বিল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র শায়েখ এলাহদাদ হইতে ছবক গ্রহণের অন্যায়ের বিষয়।	৬২
২৭	"	মওলানা মোহাম্মদ তাহেরে বদখশীর নিকট আল্লাহ-পাকের পবিত্র জাতে আদমের অবস্থান এর বিষয়।	৬৪
২৮	"	মওলানা মোহাম্মদ ছাদেক কাশ্মীরির নিকট আল্লাহ-পাক আরও পরে–তাহারও পরে ইত্যাদি ও বাবা আবরেজের আদম আঃ এর মৃত্তিকার পানি দিবার প্রশ্নের উত্তরে।	৬৫
২৯	"	শায়েখ আবদুল হক (মোহাদ্দেছ) দেহলবীর নিকট লিখিতেছেন।	৬৭
৩০	"	পীরের তাছাওয়ারের বিষয়।	৬৮
৩১	"	খাজা শরফুদ্দীন হোছাইনীর নিকট উপদেশ প্রদানে।	৬৯
৩২	"	মীর্জা কলিজুল্লাহ -এর নিকট উপদেশ জ্ঞাপনে।	৭০
৩৩	"	প্রিয় ব্যক্তি প্রেমিকের নিকট সকল সময়েই প্রিয়।	৭০
৩৪	"	কামেল পীরের সংসর্গের সুফলের বিষয়।	৭২
৩৫	"	একবাদ এবং বিশিষ্ট আইনুল একিনের বিষয়।	৭৩
৩৬	"	শীয়া সম্প্রদায়ের বিষয় বর্ণনা।	৭৫
৩৭	"	কলেমায়ে তৈয়্যেবার উৎকর্ষ।	৯৫
৩৮	"	আল্লাহতায়ালার মারেফত লাভের পূর্ব শর্ত্ত সমূহের বিষয়।	৯৮
৩৯	"	আছহাবে ইয়ামীন এবং আছহাবে শেমাল এবং ছাবেকীনগণের বিষয় বর্ণনা।	৯৯
৪০	"	আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত হইতে এছ্‌ম-ছেফত ও শান-এতেবারের আবরণ বিদীর্ণ হওয়া।	১০১
৪১	"	দায়রায়ে এমকান বা সম্ভাব্য জগত হইতে বৃহত্তের স্তর।	১০১
৪২	"	ছয়েরে আফাকী ও আনফুছী ইত্যাদির বিষয় বর্ণনা।	১০২
৪৩	"	"এন্‌দেরাজে নেহায়েতদার ও বেদায়াত" আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রাপ্তির আস্বাদ লাভ হয় প্রাপ্তি হয় না।	১১৬
৪৪	"	'ওয়াহদাতুল অজুদ' বা একবাদ।	১২০
৪৫	"	বিশ্বজগৎ আল্লাহতায়ালার এছ্‌ম ছেফৎ সমূহের আবির্ভাবস্থল, স্বয়ং তাহার জাতের নহে।	১২৭
৪৬	"	কলেমায়ে তৈয়্যেবার ফজিলত যাহা তরিকত হকিকত ও শরিয়াত সমন্বিত।	১৩২

মকতুব			পৃষ্ঠা
৪৭	"	খাজা মোহাম্মদ কাছেম বদখ্শীর নিকট উপদেশ ও সতর্কবাণী।	১৩৮
৪৮	"	খাজা মোহাম্মদ তালেব বদখশীর নিকট বিপদে ধৈর্য্য ধারণের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ।	১৩৯
৪৯	"	'জেকের' এর প্রাবল্যে মজকুর বা স্মৃত বস্তু ব্যতীত অর্ন্তজগতে অন্য কিছুর অবকাশ না থাকা।	১৩৯
৫০	"	শরীয়তের ছুরত এবং হকিকত।	১৪০
৫১	"	আল্লাহতায়ালার বাক্য, মানবের সহিত কখনও সামনাসামনি ভাবে হইয়া থাকে।	১৪৬
৫২	"	এই বুজর্গগণের প্রতি মহব্বতের ফজিলত।	১৪৭
৫৩	"	মুখাপেক্ষী ও নীচতা যাহা অনুতাপের নির্দেশক তাহা আল্লাহতায়ালার অতি উচ্চ নেয়ামত।	১৪৮
৫৪	"	হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) এর অনুসরণের সপ্ত স্তর।	১৪৯
৫৫	"	পবিত্র কোরআন মজিদ শরীয়তের যাবতীয় হুকুমের সমষ্টি।	১৫৪
৫৬	"	উহারাই ঐ ব্যক্তি যাঁহাদের পাপরাশি আল্লাহতায়ালা পুণ্যে পরিবর্তিত করিয়া থাকেন।	১৬৩
৫৭	"	আল্লাহতায়ালার 'জেকের' হযরত রছুল (ছঃ) এর প্রতি দরুদ প্রেরণ হইতে শ্রেষ্ঠ।	১৬৪
৫৮	"	আলমে মেছাল ও আলমে শাহাদত।	১৬৭
৫৯	"	যাহা কিছু জ্ঞানে ধারণায় আত্মিক বিকাশ ও দর্শনে প্রকাশ পায় তাহা খোদা ব্যতীত অন্য বস্তুর অন্তভূক্ত।	১৭৪
৬০	"	হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) এর খেলাফতের সত্যতার বিষয়।	১৭৬
৬১	"	মৌলানা আহমদ বরকীর জন্য সান্তনা প্রদান এবং মৌলানা হাছান বরকীকে তদস্থলে উপবেশনার্থে উপদেশ।	১৭৭
৬২	"	মানব জাতি নাগরিক হিসাবে সৃষ্ট এবং স্বীয় আয়েশ আরামের জন্য প্রত্যেকেই স্বজাতির প্রতি মুখাপেক্ষী।	১৭৯
৬৩	"	পীর বর্তমান থাকিতে কোন তালেবের অন্য পীরের নিকট গমন।	১৮০
৬৪	"	"দুন্ইয়া মোমেনের কারাগার"।	১৮১
৬৫	"	আবশ্যকীয় বস্তু আবশ্যক মত গ্রহণ করিতে হয়।	১৮২
৬৬	"	তওবা এনাবতের বর্ণনা এবং পূর্ণ পরহেজগারীর পরিচয়।	১৮২
৬৭	"	আহলে ছুন্নত জামায়াতের আকীদা বিশ্বাস।	১৮৫
৬৮	"	নুরানী স্তম্ভ ও ধুমকেতুর বিশ্লেষণ।	১৯৯
৬৯	"	নামাজের রোকন আহ্কাম ও শরীয়তের গুরুত্ব।	২০২
৭০	"	কাবা শরীফের হকিকতের বিষয়।	২০৬
৭১	"	কলেমা তাইয়্যেবা ও বান্দার সম্পর্ক।	২০৭

মকতুব			পৃষ্ঠা
৭২	"	কাবা শরীফের তাজাল্লীর বিষয়।	২০৮
৭৩	"	পূর্ণ মানবের অর্ন্তজগত ও বর্হিজগতের বিষয়।	২১০
৭৪	"	দুইটি 'আয়াত' শরীফের প্রকৃত ব্যাখ্যা।	২১২
৭৫	"	বালা–মুছিবাত যে গোনাহের কাফ্‌ফারা তদ্বিষয় লিখিতেছেন।	২১৫
৭৬	"	আরশের হকিকত বা তত্ব।	২১৬
৭৭	"	জেকের, ফানা, সাধকের পরিচিত ও শিক্ষা দিক্ষার বিষয়ে প্রশ্নের সমাধান।	২১৯
৭৮	"	তরীকার বোজর্গগণের মহব্বত এখলাছের বিষয় বর্ণনা।	২২২
৭৯	"	তরীকাত ও শরীয়তের মধ্যে কুফর ও ইসলামের প্রভেদ।	২২৩
৮০	"	আইনুল কোজাতের একটি উক্তির ধোকা ভঞ্জন।	২২৪
৮১	"	মোহাম্মদ মুরাদ কুরবিকীর নিকট নছীহতের বিষয়।	২২৫
৮২	"	খাজা শরফুদ্দিন হোছাইনের নিকট এখলাছের বিশুদ্ধির বিষয় লিখিতেছেন।	২২৬
৮৩	"	মহব্বত ও সংসর্গের বরকত এর বিষয়।	২২৭
৮৪	"	সংসর্গের বিরতি কারণে সতর্ক বর্ণনা।	২২৮
৮৫	"	'শেখ আব্দুল হাই' যে, পূর্ণ 'এল্‌মধারী' তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান।	২২৯
৮৬	"	আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোযোগীতা।	২২৯
৮৭	"	সুন্নত প্রচলন, ফরজ-ওয়াজেব, হালাল-হারামের তাৎপর্য্য এর বিষয় লিখিতেছেন।	২৩০
৮৮	"	মকবুল বান্দার বৈশিষ্টের বিষয়।	২৩১
৮৯	"	'সময়ের মূল্য' এর প্রতি উপদেশ।	২৩১
৯০	"	পরোপকারের তাৎপর্য্য-এর বিষয়।	২৩২
৯১	"	কা'বা কাওছাইনের রহস্যের বিষয়।	২৩২
৯২	"	বেলায়েত এবং কারামত এর বিষয় লিখিতেছেন। উপসংহার ঃ- (ছিজদার বর্ণনা)।	২৩৪
৯৩	"	আলমে আমর ও আলমে খল্‌কের হকীকতের বিষয় বর্ণনা।	২৩৯
৯৪	"	ফানা, বাকার বিষয়ের আলোচনা।	২৪১
৯৫	"	তরীকাতের ইসলাম ও কুফরের বিশ্লেষণ।	২৪৪
৯৬	"	হযরত নবীয়ে করীম (ছঃ) পরলোক গমণের সময় যে কাগজ চাহিয়াছিলেন তদ্বিষয়ের বর্ণনা।	২৪৬
৯৭	"	বেলায়েতে মোহাম্মদী বেলায়েতে ইব্রাহীমির রঙ্গে রঞ্জিত, ইহার সমাধান।	২৫৪
৯৮	"	'আদম' ও ইব্‌লিছের অনিষ্টে প্রভেদের বিষয় বিশ্লেষন।	২৫৫
৯৯	"	বিবিধ প্রশ্ন সমুহের উত্তর বা সমাধানে লিখিতেছেন।	২৬২

১ মকতুব

শায়েখ আবদুল আজিজ জউনপুরীর নিকট-শায়েখ মহিউদ্দিন এব্নে আরাবী কোদ্দেছা ছেররুহুর লিখিত ওয়াহ্দাতে অজুদ বা সর্বেশ্বরবাদ বিষয়ে লিখিতেছেন।

॥ বিছমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম ॥

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতাআলার জন্য, যিনি 'এম্কান' বা সৃষ্ট পদার্থকে 'অজুব' বা অবশ্যম্ভাবী জাতের দর্পণতুল্য ও নাস্তিকে অস্তিত্বের আবির্ভাব স্থল করিয়াছেন। 'অজুব' বা অবশ্যম্ভাব্যতা এবং অজুদ বা অস্তিত্ব, যদিও উভয়ই আল্লাহপাকের পূর্ণতা গুণ, তথাপি আল্লাহতায়ালা ইহাদের পরে, বরঞ্চ তিনি যাবতীয় এছম ছেফাত ও সমূহ 'শান' এতেবারাতেরও পরে, এবং সকল প্রকার বিকাশ ও গুপ্ততা, আবির্ভাব ও অন্তর্ধানেরও পরে, ও তাজাল্লি বা দ্বিতীয় স্তরের প্রকাশ এবং সাধারণ 'জুহুর' বা বিকাশেরও পরে। তিনি সম্মিলন ও বিভিন্নতা ও আত্মীক দর্শন এবং বিকাশেরও পরে। তদ্রূপ অনুভূত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও জ্ঞানলব্ধ বস্তু অথবা চিন্তা ও ধারণার আয়ত্তাধীন বস্তুসমূহেরও পরে। সুতরাং সেই পবিত্র জাত পরের পরে, আবার তাহারও পরে এবং উহারও পরে।

সে পাখীর কথা তোরে কি কহিব আর!
আন্কা পাখীর সাথে বসবাস তা'র।
নামেতে "আন্কার" বটে আছে পরিচয়,
মম পাখীর নামটিও গুপ্ত অতিশয়।

অতএব কোন প্রশংসাকারীর প্রশংসা তাঁহার পবিত্র জাত পর্যন্ত উপনীত হইতে সক্ষম হয় না। বরং তাঁহার ইজ্জত সম্মানের শিবির (তাঁবু) পর্যন্তই উহার অন্ত হইয়া থাকে। তিনি ঐরূপ মহান ব্যক্তি যে, তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রশংসাকারী তিনি, তদীয় জাতের (ব্যক্তিত্বের) গুণগান তদীয় পবিত্র জাত কর্তৃক সমাধা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি প্রশংসাকারী ও তিনিই প্রশংসিত। তিনি ব্যতীত যাহা আছে তাহারা উদ্দিষ্ট প্রশংসা পালন করিতে অক্ষম। হইবে না কেন? যিনি রোজ কেয়ামতে প্রশংসার পতাকা উত্তোলনকারী হইবেন, আদম (আঃ) হইতে পরবর্তী সকলেই যাঁহার পতাকার নিম্নে অবস্থান করিবে এবং যিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ আবির্ভাব প্রাপ্ত ও আল্লাহতায়ালার সর্বাধিক নিকটবর্তী মর্তবাধারী ও সৌন্দর্য ও পূর্ণতার অধিক সমষ্টি, যাঁহার চন্দ্র অধিক পূর্ণ ও যাঁহার সম্মান অতি উচ্চ ও যাঁহার উচ্চতা ও মহত্ব অতি বৃহৎ ও যাঁহার ধর্ম অতি দৃঢ় ও যাঁহার শরিয়ত বা বিধান অতি সত্য ও যাঁহার বংশ ও সম্বন্ধ অতি কুলীন, যাঁহার গোত্র ও কুল অতি পরিচিত। যিনি সৃষ্টি না হইলে আল্লাহ পাক কোন সৃষ্টিই করিতেন না এবং স্বীয় প্রভুত্বও প্রকাশ করিতেন না। যিনি ঐ সময় নবী ছিলেন যখন আদম (আঃ) মৃত্তিকা সলিলে অবস্থিত ছিল। কিয়ামতের দিবসে যিনি নবীগণের এমাম

ও শীর্ষস্থানীয় হইবেন ও তাঁহাদের পক্ষ হইতে আল্লাহ্পাকের সমীপে কথোপকথন ও সুপারিশ করিবেন। তিনি ঐ ব্যক্তি যিনি বলিয়াছেন "আমরা শেষে আগমনকারী, অথচ আমরাই রোজ কেয়ামতে পুরোগামী হইব, ইহা গৌরবের বাক্য নহে।" আমি আল্লার হাবীব এবং আমিই শেষ নবী,-ইহা গৌরব নহে। পুনরোত্থানের সময় আমিই সর্বপ্রথমে উত্থিত হইব। এবং সকলেই যখন দলবদ্ধ হইবে আমিই তাহাদিগকে আল্লাহর নিকট লইয়া আসিব এবং যখন তাহারা নির্বাক হইবে, আমিই তখন তাহাদের পক্ষ হইতে কথোপকথনকারী হইব। যখন তাহারা আবদ্ধ হইবে, আমিই তাহাদিগের জন্য সুপারিশ করিব। যখন তাহারা নিরাশ হইবে আমিই তাহাদিগকে আশা প্রদান করিব। যাবতীয় সম্মান ও কুঞ্জিকা আমার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

যাইতে নাহি পারবো জানি, আছেন যথায় বন্ধুবর,
দূর হ'তে তাই ডঙ্কাধ্বনি শুনবো, ইহাই ভাগ্য মোর।

আল্লাহতায়ালার দরুদ, ছালাম, সম্মান ও বরকতসমূহ তাঁহার প্রতি ও তাঁহার ভ্রাতা অবশিষ্ট পয়গম্বর ও রছুল (আঃ)গণ ও উচ্চ দরের ফেরেস্তাবৃন্দ ও যাবতীয় এবাদতকারী ব্যক্তিগণের প্রতি বর্ষিত হউক, যে প্রকার দরুদ, ছালাম, সম্মান ও বরকতের তিনি উপযোগী ও তাঁহারা উপযুক্ত। যে সকল সময় যেকেরকারীগণ যেকের করেন ও অমনোযোগীগণ অমনোযোগী থাকে (সে সকল সময় উক্ত দরুদ, ছালাম, সম্মান ও বরকত বর্ষিত হউক)। এই প্রকারের মহান মহাজনও যখন আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করা হইতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন- তখন নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত তাঁহার পবিত্র জাতের যথাযথ প্রশংসা করিতে অপর সকলেই অক্ষম।

আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও হজরত (ছঃ)-এর প্রতি দরুদ ও সম্মান জ্ঞাপনের পর, প্রকাশ থাকে যে, যে পত্র এ ফকিরের নামে প্রেরণ করিয়াছেন, শায়েখ মোহাম্মদ তাহের তাহা উপনীত করিয়া আনন্দিত করিল। উহা কাশ্‌ফ, শুহুদধারী ব্যক্তিগণের হকীকত ও মারেফত সম্বলিত ছিল বলিয়া অত্যধিক প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট হইলাম। আল্লাহপাক আপনাকে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। এ ফকির আপনার পত্রের অনুকরণে উক্ত সম্প্রদায়ের আস্বাদের বিষয় আলোচনা করতঃ কয়েক ছত্র লিখিয়া আপনাকে কষ্ট দিতেছে।

হে মান্যবর! আপনি অবগত আছেন যে, 'অজুদ' বা অস্তিত্ব যাবতীয় উৎকর্ষ ও পূর্ণতার উৎপত্তি স্থল এবং 'আদম' বা নাস্তি যাবতীয় ক্ষতি, অপকর্ষ ও ধ্বংসের মূল; অতএব অবশ্যম্ভাবী জাতের জন্য 'অজুদ' প্রমাণিত হয় এবং 'আদম' বা নাস্তি সৃষ্ট পদার্থের অংশ বটে। সুতরাং যাবতীয় উৎকর্ষ ও পূর্ণতা আল্লাহতায়ালার প্রতি প্রত্যাবৃত্ত এবং যাবতীয় অপকর্ষ ও ক্ষতি সৃষ্ট পদার্থের প্রতি প্রবর্তিত হয়। সম্ভাব্য বা সৃষ্ট বস্তুর জন্য 'অযুদ' প্রমাণ করা ও উৎকর্ষ এবং পূর্ণতা তাহার প্রতি বর্তান প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতালার অধিকারে ও রাজ্যে তাহাকে শরীক ও অংশীদার করান হয়। তদ্রূপ সৃষ্ট বস্তুকে অবিকল অবশ্যম্ভাবী জাত বলা এবং তাহার

গুণাবলী ও কার্যকলাপকে অবিকল আল্লাহতায়ালার কার্য্য ও গুণ বলিয়া সাব্যস্ত করা আল্লাহতায়ালার এছম ছেফাতের প্রতি অতি অপমানজনক বাক্য প্রয়োগ ও অধর্ম মাত্র। নিকৃষ্ট সর্ম্মাজ্জনী জীবি[১] যে জন্মগত ইতরতা ও ঘৃণা অবজ্ঞার কলঙ্কে কলঙ্কিত তাহার কি ক্ষমতা যে, সে নিজেকে যিনি যাবতীয় উৎকর্ষ ও পূর্ণতার আকর মহান মহারাজ, তিনি বলিয়া অনুমাণ করে, এবং সে স্বীয় নিকৃষ্ট গুণাবলী ও কার্য্যকলাপকে অবিকল তাঁহার সৌন্দর্য্যময় গুণ ও কার্য্য বলিয়া ধারণা করে। জাহেরী আলেমগণ সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন এবং অবশ্যম্ভাবী 'জাতের' অস্তিত্ব ও সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব উভয়কে সাধারণ অস্তিত্বের শাখা স্বরূপ বলিয়াছেন; অতএব তাঁহারা তুলনামূলক বিধান মতে অবশ্যম্ভাবী জাতের অস্তিত্বকে অগ্রগণ্য ও পুরোগামী অস্তিত্ব বলিয়া থাকেন। কিন্তু অস্তিত্ব হইতে যে সকল পূর্ণতা ও উৎকর্ষের উদ্ভব হয়, তাহার মধ্যে সৃষ্ট বস্তুকে শরিক বা সমকক্ষ করা ইহাতে অনিবার্য্য হয়। নিশ্চয় আল্লাহপাক ইহা হইতে অতি উচ্চ। হাদীছে কুদ্‌ছীতে বর্ণিত আছে, "অহংকার আমার চাদর এবং উচ্চতা আমার লুঙ্গি স্বরূপ।" জাহেরী আলেমগণ যদি উল্লিখিত সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইত তাহা হইলে নিশ্চয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অস্তিত্ব প্রমাণ করিত না এবং যে শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা আল্লাহতায়ালার জন্য বিশিষ্ট তাহাও অস্তিত্বের সহিত বিশিষ্ট হিসাবে সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে প্রমাণ করিত না। হে খোদা আমরা যদি ভুল-ত্রুটি করি তাহা তুমি ধরিও না (কোরান)। অধিকাংশ ছুফী বিশেষতঃ পরবর্তীগণ সৃষ্ট পদার্থকে "অবিকল আল্লাহ" বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং উহার স্বীয় গুণাবলী ও কার্য্যকলাপকে অবিকল আল্লাহতায়ার গুণাবলী ও কার্য্যকলাপ ধারণা করতঃ তাহারা বলেন যে,

পড়শি, বন্ধু, সহগামী মোর সবই ঐ
ফকীরি পোশাকে, নৃপতির সাজে সবই ঐ,
দ্বিত্বের আসরে, অভিন্নত্বের গুপ্ত গৃহে,
খোদার শপথ সবই ঐ, খোদার শপথ সবই ঐ।

এই বুজর্গগণ অজুদের বা অস্তিত্বের মধ্যে সমকক্ষ করা হইতে যতই রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ও দুই অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইতে যতই পলায়ন করিয়াছেন কিন্তু অবশেষে তাঁহারা যাহা অজুদ নহে তাহাকেই অজুদ বলিয়াছেন এবং ক্ষয়ক্ষতি সমূহকেই পূর্ণতাবলী ধারণা করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, কোন বস্তুর মধ্যে তাহার নিজস্ব অপকর্ষ ও ক্ষতি নাই। যাহা কিছু আছে– তাহা অন্যের সহিত সম্বন্ধ ও তুলনা অনুযায়ী আছে। যেরূপ প্রাণনাশক বিষ মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, যেহেতু উহা জীবননাশক, কিন্তু যে সকল জন্তু উহাতে সৃষ্টি হয়, তাহার জন্য উহা আবে হায়াততুল্য অমৃত।

এ বিষয় তাহাদের আত্মিক বিকাশ ও দর্শন সমূহই তাহাদের অগ্রগামী শিক্ষক উহা

টীকা-(১) ঝাড়ুদার।

যে পরিমাণ প্রকাশ পায়, সেই পরিমাণই তাহারা অনুভব করিয়া থাকেন।

হে আল্লাহ! প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথভাবে আমাদিগকে দেখাইয়া দাও।

এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা এ ফকিরের প্রতি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথমতঃ শায়েখ মুহিউদ্দিন এব্‌নে আরাবী যিনি পরবর্তী সুফিগণের এমাম ও অগ্রগামী, তিনি এই মতবাদের বিষয় তাঁহার মযহাব বা অভিমত যাহা লিখিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিব। তৎপর আমার প্রতি যাহা কাশ্‌ফ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিব, তাহাতে উভয় মযহাবের পার্থক্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইবে এবং উভয়ের সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও পরস্পর সম্মিলিত হইবে না। শায়েখ মুহিউদ্দিন এব্‌নে আরাবী এবং তাঁহার অনুগামীগণ বলিতেছেন যে, অবশ্যম্ভাবী জাতপাকের এছেম– ছেফাত বা নাম– গুণাবলী সমূহও অবিকল তাঁহার অবশ্যম্ভাবী 'জাত' এবং নাম– গুণাবলীও পরস্পর অবিকল বস্তু। যথা– এলম (জ্ঞান) এবং কুদরত (ক্ষমতা) যেরূপ অবিকল আল্লাহ তায়ালার জাত, তদ্রূপ উহারাও পরস্পর অনুরূপ বস্তু; অতএব তথায় কোনও নাম ও রছম বা পদ্ধতি হিসাবে কোনরূপ একাধিক্য ও বাহুল্য নাই এবং উহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ও বিভেদ নাই। ফলকথা উক্ত এছেম, ছেফাত, শান, এতেবার সমূহ সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত ভাবে আল্লাহতায়ালার এল্‌মের মধ্যে পার্থক্য ও বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে। উক্ত পার্থক্যের সংক্ষিপ্তিকে 'তায়াইয়ুনে আউয়াল' (প্রথম ব্যক্তিত্ব) এবং উহার বিস্তৃতিকে "তায়াইয়ুনে ছানী" (দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব) বলা হইয়া থাকে। আবার প্রথমটিকে "ওয়াহ্‌দাত" বা একক নাম দেওয়া হয় এবং উহাকেই তাঁহারা হকীকতে মোহাম্মাদী বলিয়া জানেন ও দ্বিতীয় তায়াইয়ুনকে "ওয়াহেদীয়াত" একত্ব বা আধিক্য শূন্যতা বলা হয়, এবং ইহাই যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর হকীকত বা তত্ত্ব। উক্ত সৃষ্ট বস্তুর তত্ত্ব সমূহকে আইয়ানে ছাবেতা (অবস্থিত ব্যক্তিত্ব সমূহ) বলা হয় এবং উক্ত এলমস্থিত তায়াইয়ুনদ্বয় যাহাকে "ওয়াহ্‌দাত" ও "ওয়াহেদিয়াত" বলা হয়, তাহাকে তাহারা অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবায় প্রমাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, উক্ত তায়াইয়ুন বা ব্যক্তিত্ব সমূহ বহির্জগত বা বাস্তব জগতে কোনই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এবং বহির্জগতে আল্লাহতায়ালার নিছক একজাত ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই। এই আধিক্য ও বহুলতা যাহা বহির্জগতে পরিদৃষ্ট হয় তাহা ঐ সকল আইয়ানে ছাবেতার (অবস্থিত ব্যক্তিত্ব সমূহের) প্রতিবিম্ব, যাহা বাহ্যিক অস্তিত্ব, অর্থাৎ যিনি ব্যতীত বহির্জগতে অন্য কোন বস্তু অস্তিত্বধারী নাই তাঁহার (এলম) দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া ধারণাকৃত অস্তিত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। যেরূপ একটি দর্পণে কোন ব্যক্তির আকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া উহাতে ধারণাকৃত অস্তিত্ব সৃষ্টি করে। এই প্রতিবিম্ব অনুমান বা ধারণা ব্যতীত অন্য কোথাও অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই এবং দর্পণে কোন বস্তুই প্রবিষ্ট হয় নাই। অথবা উক্ত দর্পণের উপরিভাগে কোন কিছু অঙ্কিত হয় নাই। যদি এই চিত্র বর্তমান থাকে তাহা হইলে উহা শুধু ধারণার মধ্যেই বর্তমান, যাহা দর্পণের মধ্যে বলিয়া অনুমিত

হইতেছে। এই ধারণা ও অনুমান যখন আল্লাহ্ তায়ালার কারিগরি বা শিল্প নৈপুণ্য সম্বলিত তখন উহার পূর্ণ দৃঢ়তা আছে। অতএব যদি ধারণা অন্তর্হিত হয় তাহাতে উহা তিরোহিত হয় না। এবং চিরস্থায়ী ছওয়াব ও আজাব বা পারিতোষিক ও শাস্তি ইহারই প্রতি প্রবর্তিত হয়। এই বহুলতা যাহা বহির্জগতে বিকাশ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। যথাঃ– প্রথম ভাগ– 'তায়াইয়ুনে রুহী' বা আত্মিক ব্যক্তিত্ব, দ্বিতীয় ভাগ–'তায়াইয়ুনে মেছালী' বা উদাহরণিক ব্যক্তিত্ব। তৃতীয় ভাগ–"তায়াইয়ুন জাছাদী" বা দৈহিক ব্যক্তিত্ব। এই দৈহিক ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ দর্শনের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই তায়াইয়ুনত্রয়কে "তায়াইয়ুনাতে খারেজিয়া" বা বহির্জগতস্থিত ব্যক্তিত্বসমূহও বলা হয় এবং ইহাকে তাহারা সম্ভাব্যের স্তরে প্রমাণ করিয়া থাকেন। এই তায়াইয়ু ন পঞ্চককে অর্থাৎ ওয়াহ্‌দাত, ওয়াহেদিয়াত, তায়াইয়ুনে রুহী, তায়াইয়ুনে মেছালী, তায়াইয়ুন জাছাদীকে তানাজ্জোলাতে খামছা বা অবতরণীয় স্তর-পঞ্চক বলা হয় এবং ইহাকে হাজরাতে খামছও বলিয়া থাকেন। যখন তাহাদের নিকটে এলম বা জ্ঞানে ও বহির্জগত বা বাস্তব জগতে আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত ও তাঁহার এছম ছেফাত সমূহ যাহাকে তাহারা অবিকল জাত বলেন, তাহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই অবস্থিতি প্রমাণিত হয় নাই এবং এলমস্থিত আকৃতি সমূহকে অবিকল আকৃতিধারী বস্তু বলিয়া জানেন, তাহার বাহ্যিক কাঠামো বা আকৃতি বলিয়া নহে, আবার আইয়ানে 'ছাবেতার' প্রতিচ্ছবির আকৃতি যাহা বাহ্যিক অস্তিত্বের দর্পণে বিকাশ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকেই উহারা অবিকল উক্ত আইয়ানে ছাবেতা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, অনুরূপ বস্তু বলিয়া নহে, তখন অগত্যা তাহারা যাবতীয় বস্তুকে এক বলিয়া নির্দেশ প্রদান করতঃ "হামাউছত" বা সবই ঐ বলিয়া থাকেন। ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের বিষয় সংক্ষেপে শায়েখ মুহিউদ্দীন এব্‌নে আরাবির মজহাবের বর্ণনা ইহাই। উল্লিখিত এল্‌ম এবং ইহার অনুরূপ এলম সমূহই ঐ এল্‌ম যাহাকে শায়েখ খাতামুল বেলায়েতের[১] সহিত বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি আরও বলেন যে, "খাতামুন নবুয়ত অর্থাৎ হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) এই এল্‌ম সমূহ খাতামুল বেলায়েত হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন।" তাঁহার ফুছুছ পুস্তকের ব্যাখ্যাকারীগণ ইহার সমাধান করিতে যাইয়া অনেক কিছু আড়ম্বর করিয়াছেন। ফলকথা শায়েখের পূর্বে এ দলের কেহই এই সকল রহস্য লইয়া আলোচনা করেন নাই এবং এ সকল বিষয় এই পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন নাই। যদিও মত্ততার প্রাবল্য হেতু 'তৌহিদ' বা একবাদ ও এত্তেহাদের (অভিন্নতার) বাক্য সমূহ তাহাদের নিকট হইতে প্রকাশ পাইয়াছে; 'আনাল হক' ও 'ছোবহানী' বা আমিই খোদা এবং আমিই সেই পবিত্র জাত ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা একত্বের কোন কারণ অবগত হইতে সক্ষম হন নাই এবং তৌহিদের উৎপত্তিস্থলও অনুভব করিতে পারেন নাই। সুতরাং শায়েখ এই দলের পূর্ববর্তীগণের হেতু নির্ণয়ক ও পরবর্তীগণের প্রমাণ স্বরূপ। ইহা

টীকা-(১) শায়েখ নিজেকে খাতামুল বেলায়েত আখ্যাদান করিয়াছেন এবং হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) কে খাতামুন নবুয়ত বলা হয়।

সত্ত্বেও এই মাহআলার বহু সুক্ষ্ম বিষয় ও গূঢ়তত্ত্ব সমূহ তাঁহার প্রতি প্রকাশিত হয় নাই, যাহা এ ফকিরের প্রতি বিকাশ লাভ করিয়াছে ও আল্লাহপাক লিপিবদ্ধ করার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা প্রকৃত বস্তুকে প্রমাণ করেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হে মান্যবর! সত্যপন্থী সুন্নত জামাতের আলেমগণের নিকট আল্লাহতায়ালার ছেফাতে ছামানিয়া বা গুণ অষ্টক বাস্তব জগতে যখন অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে, তখন নিশ্চয় উহারা তথায় আল্লাহতায়ালার জাত হইতে পৃথকরূপে বর্তমান আছে, অবশ্য উক্ত পার্থক্য রকম প্রকারবিহীন এবং উক্ত ছেফাত সমূহও পরস্পর পরস্পর হইতে প্রকার বিহীনরূপে পৃথক। বরঞ্চ আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের মধ্যেও প্রকারবিহীন পার্থক্য বর্তমান আছে; যেহেতু আল্লাহপাক প্রশস্ত, কিন্তু প্রশস্ততার ধরন অজানা। আমাদের জ্ঞানের আয়ত্বে ও অনুভূতিতে যে পার্থক্য উপলব্ধি হয় সেরূপ পার্থক্য আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত হইতে নিবারিত, কেননা তথায় অংশ ও খণ্ড হওয়ার ধারণা অসম্ভব এবং প্রবেশকরণ ও সংমিশ্রণের তথায় কোন অধিকার নাই ও আধার ও অধিকরণ হওয়ারও অবকাশ রহিত। ফলকথা সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে সকল গুণ ও আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু আছে, তাহা তাঁহার পবিত্র জাত হইতে অপসারিত। তাঁহার অনুরূপ কোন বস্তুই নাই। তাঁহার জাত বা ব্যক্তিত্ব অনুযায়ীও নাই এবং গুণাবলী অনুসারেও নাই ও কার্য্যকলাপ হিসাবেও নাই। উল্লিখিতরূপ প্রকারবিহীন পার্থক্য ও প্রশস্ততা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অবশ্যম্ভাবী জাতের এছ্‌ম ছেফাত বা নাম গুণাবলী তাঁহার এল্‌ম গৃহে আবার বিস্তৃতি ও পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আদম বা নাস্তির স্তরে পার্থক্য প্রাপ্ত প্রত্যেক এছ্‌ম ছেফাতের এক একটি বিপরীত বস্তুও বর্তমান আছে। যথা-নাস্তির স্তরে এল্‌ম বা জ্ঞান ছেফাতের বিপরীত যাহা আছে তাহাকে আদমে এল্‌ম বা জ্ঞানের নাস্তি বলা হয় এবং উহা জহল বা অজ্ঞতা নামে পরিচিত। এইরূপ 'কুদরত' বা ক্ষমতা গুণের বিপরীত যাহা আছে তাহাকে "আজজ" বা ক্ষমতারাহিত্য অর্থাৎ অক্ষমতা বলা হয়। অন্যান্য ছেফতসমূহকেও এইভাবে জানিতে হইবে। বর্ণিত বিপরীত আদম বা নাস্তিসমূহ আবার আল্লাহতায়ালার এল্‌মের মধ্যে পার্থক্য ও বিস্তৃতি সৃষ্টি করিয়াছে; এবং তাহার (আদমের) বিপরীত এছেম সমূহের দর্পণতুল্য হইয়াছে ও উক্ত প্রতিচ্ছায়া সমূহের আবির্ভাব স্থল হইয়াছে। এ ফকিরের নিকট উক্ত আদম বা নাস্তিসমূহ উল্লিখিত আছমা ছেফাতের প্রতিচ্ছায়া রাশিসহ সৃষ্ট পদার্থ সমূহের হাকিকত বা তত্ত্ব হইয়াছে। ফলকথা উক্ত আদম সমূহই যেন উক্ত তত্ত্ব সমূহের মূল এবং উক্ত প্রতিচ্ছায়া সমূহ উহার প্রতিস্থাপিত আকৃতি স্বরূপ। হজরত শায়েখ মুহিউদ্দীন-এর নিকট এল্‌মস্তরের উল্লিখিত পার্থক্য প্রাপ্ত এছ্‌ম ছেফাত সমূহই সৃষ্ট বস্তু সমূহের তত্ত্ব। কিন্তু এ ফকিরের নিকট সৃষ্ট বস্তুর তত্ত্ব "আদম বা নাস্তি", যাহা আল্লাহতায়ালার এছ্‌ম ছেফাত সমূহের বিপরীত। তৎসহ উক্ত এছ্‌ম ছেফাত সমূহের প্রতিচ্ছায়া যাহা আল্লাহতায়ালার এল্‌মরূপ গৃহে উক্ত আদম সমূহের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহতায়ালা যখন ইচ্ছা করেন তখন উল্লিখিত তত্ত্ব বা

সম্মিলিত প্রতিচ্ছায়াসমূহের কোন একটি তত্ত্ব বা প্রতিচ্ছায়াকে প্রতিবিম্বিত অস্তিত্বের যাহা আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া, তাহার সহিত অস্তিত্ববান করতঃ বহির্জগতে অস্তিত্বধারী করেন এবং স্থূল হিসাবে উক্ত সম্মিলিত মূল বস্তুর প্রতি আল্লাহতালার অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া নিক্ষেপ করতঃ তাহাকে বহির্জগতস্থিত কার্য্যকলাপের উৎপত্তি স্থান করেন। অতএব আল্লাহতায়ালার এল্‌মগৃহের মধ্যেই হউক অথবা বহির্জগতেই হউক সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব তাহার যাবতীয় গুণাবলীর ন্যায় আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের অনুগত পূর্ণতা সমূহের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যথা সৃষ্ট বস্তুসমূহের এল্‌ম বা জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী আল্লাহতায়ালার এল্‌মের কিরণ ও প্রতিচ্ছায়া– যাহা তাহার বিপরীত বস্তুর প্রতি প্রতিফলিত হইয়াছে। এইরূপ সৃষ্ট বস্তুর ক্ষমতাও একটি প্রতিচ্ছায়া যাহা উহার বিপরীত বস্তু অক্ষমতার প্রতি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তদ্রূপ সৃষ্ট বস্তুর অজুদ বা অস্তিত্ব আল্লাহতায়ালার অজুদ বা অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া যাহা উহার মোকাবেলা বা বিপরীত আদম বা নাস্তির দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

স্বীয় গৃহজাত ইহা, নহেকো আমার,
সবই তোমারি দান; আমিও তোমার।

অবশ্য এ ফকিরের নিকট বস্তুর ছায়া অবিকল সেই বস্তু নহে। বরং তাহার বাহ্যিক আকৃতিও উদাহরণ মাত্র। অতএব একটিকে অপরটি বলিয়া প্রমাণ করা অসম্ভব। সুতরাং সৃষ্ট ও সম্ভাব্য বস্তু অবিকল অবশ্যম্ভাবী বস্তু নহে– এবং সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাব্যের মধ্যে সম্বন্ধ হয় না, যেহেতু সম্ভাব্য বা সৃষ্টবস্তুর মূল– নাস্তি। আল্লাহতায়ালার এছ্‌ম ছেফাত হইতে উক্ত আদম বা নাস্তির প্রতি যে প্রতিচ্ছায়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা উক্ত এছ্‌ম ছেফাত সমূহের বাহ্যিক আকৃতি বা উদাহরণ মাত্র, প্রকৃত এছ্‌ম ছেফাত নহে। সুতরাং "হামাউছত বা সবই ঐ" বলা সত্য নহে, বরং 'হামাআজুস্ত বা সবই উহা হইতে' বলাই সত্য। যেহেতু সৃষ্ট পদার্থের নিজস্ব বলিতে গেলে তাহা একমাত্র আদম বা নাস্তি যাহা বিনষ্টি, ক্ষতি ও অপবিত্রতার উৎপত্তিস্থান। পক্ষান্তরে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে সকল পূর্ণতাগুণের অনুরূপ বস্তু বর্তমান আছে, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব বা তদানুষঙ্গিক অন্য সকল বস্তু, তাহা সবই আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত হইতে সংগৃহীত ও তাঁহার নিজস্ব পূর্ণতা সমূহের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সুতরাং আল্লাহপাক আছমান জমিনের নুর বা আলোক, এবং তিনি ব্যতীত সবই অন্ধকার ও তমসাপূর্ণ। হইবে না কেন? 'আদম' বা নাস্তি যে, যাবতীয় তমসার শীর্ষস্থানীয়। ইহার যথাযথ বর্ণনা যে মকতুব প্রিয় বৎস জ্যেষ্ঠপুত্র মরহুম হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (কোদ্দেছাছেররুহু) -এর নামে, অজুদ এবং সৃষ্টবস্তু সমূহের মূলতত্ত্বের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে, তথা হইতে চাহিয়া লইবেন।

অতএব শায়েখ মুহিউদ্দীনের নিকট আল্লাহতায়ালার এছ্‌ম ছেফাত যাহা তাঁহার এলমগৃহে পার্থক্য সৃষ্টি করতঃ বাহ্যিক অজুদ বা অস্তিত্বের দর্পণে বহির্জগতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই সমুদয় সৃষ্ট জগত। কিন্তু এ ফকিরের নিকট সৃষ্ট জগত ঐ নাস্তিসমূহ, যাহার প্রতি অবশ্যম্ভাবী আল্লাহপাকের এছম-ছেফাতসমূহ তদীয় এল্‌মগৃহে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং উক্ত

আদম বা নাস্তিসমূহ উল্লিখিত প্রতিবিম্বগুলিসহ আল্লাহতালার সৃষ্টি দ্বারা বহির্জগতে প্রতিবিম্বজাত অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। সুতরাং প্রকাশ পাইল যে, সৃষ্ট জগতের অপবিত্রতা ও বিনষ্টি তাহার নিজস্ব। পক্ষান্তরে উহার উৎকর্ষ ও পূর্ণতাগুণ সমূহ সবই আল্লাহ্‌আয়ালার প্রতি ন্যস্ত। যাহা কিছু উৎকর্ষ তোমার নিকট উপনীত হইয়াছে তাহা আল্লাহ্ হইতে এবং যে সকল মন্দ ও অপকর্ষ তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমার নিজ হইতে; (কোরআন) উল্লিখিত মারেফত বা রহস্যের সহায়তাকারী বাক্য। আল্লাহপাকই 'সত্যবাক্য' অন্তরে নিক্ষিপ্তকারী।

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে সৃষ্ট জগত বহির্জগতে (বাস্তব) অস্তিত্বধারী, কিন্তু তাহা প্রতিচ্ছায়া জাত-অস্তিত্ব অনুযায়ী। যেরূপ আল্লাহপাক বহির্জগতে (বাস্তব) অস্তিত্বধারী মূল অস্তিত্ব হিসাবে, বরং নিজস্ব হিসাবে। ফলকথা সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব এবং তাহাদের গুণাবলীর ন্যায় ইহজগতের বাস্তব স্থানও উল্লিখিত (আল্লাহতায়ালার জগতের) বাস্তব স্থানের প্রতিচ্ছায়া। অতএব সৃষ্ট জগতকে অবিকল 'আল্লাহ' বলার অবকাশ নাই এবং একটিকে অপরটির প্রতি প্রবর্তিত করা সঙ্গত নহে। অর্থাৎ একটি অপরটির বিধেয় হইবে না। কাহারও প্রতিচ্ছায়াকে অবিকল সেই ব্যক্তি বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেহেতু উভয়ের মধ্যে বহির্জগতেই বৈপরীত্য বর্তমান আছে। কেননা প্রত্যেক দুই বস্তু একটি অপরটির বিপরীত বটে। যদি কেহ কোন ব্যক্তির ছায়াকে অবিকল সেই ব্যক্তি বলে, তাহা বলপূর্বক অথবা ভাবার্থে বলা হইবে; যাহা আলোচনার বহির্ভূত।

যদি কেহ বলে যে, শায়েখ মুহিউদ্দীন ও তাঁহার অনুগামীগণও জগৎকে আল্লাহতায়ালার প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বিশ্বাস করেন; অতএব পার্থক্য কি হইল? তদুত্তরে বলিব যে, তাহারা উক্ত প্রতিচ্ছায়ার অস্তিত্ব ধারনা ব্যতীত অন্যত্র প্রমাণ করেন না এবং বহির্জগতে বা বাস্তব জগতে উহারা কিছুমাত্র অস্তিত্বের গন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে– অনুমান করা সঙ্গত বলিয়া জানেন না। ফলে তাহারা একাধিক ধারণাকৃত বস্তুকে এক বস্তুর প্রতিচ্ছায়া বলিয়া অনুমান করেন এবং বহির্জগতে শুধুমাত্র এক (আল্লাহ) কে অস্তিত্বধারী বলিয়া জানেন। উল্লিখিত উভয় অভিমতের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্তমান আছে। সুতরাং প্রতিচ্ছায়াকে মূলবস্তু বলা এবং না বলার একমাত্র কারণ বহির্জগতে উক্ত প্রতিচ্ছায়ার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং না করা। তাহারা যখন প্রতিচ্ছায়ার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করেন না তখন নিরুপায় হইয়া উহাকে মূল বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল বলিয়া প্রমাণ করেন। কিন্তু এ ফকির যখন প্রতিচ্ছায়ার বাস্তব অস্তিত্ব বহির্জগতে বর্তমান আছে বলিয়া বিশ্বাস করে তখন মূল বস্তুর প্রতি ন্যস্ত করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় না। প্রতিচ্ছায়ার নিজস্ব অজুদ বা অস্তিত্ব নিবারণ হিসাবে এ ফকিরের মতও তাহাদের অনুরূপ এবং প্রতিবিম্বজাত অস্তিত্ব প্রমাণ হিসাবেও এক। কিন্তু এ ফকির উক্ত প্রতিবিম্বজাত অস্তিত্বকে বহির্জগতে বা বাস্তব জগতে প্রমাণ করে, এবং উহারা উক্ত প্রতিবিম্বজাত অস্তিত্ব ধারণা ও চিন্তার জগতে আছে মাত্র বলিয়া অনুমান করে। তাহারা বহির্জগতে বা বাস্তব জগতে শুধু এক আল্লাহতায়ালার নিছক জাত ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না। এ পর্যন্ত যে, আল্লাহতায়ালার অষ্টক গুণাবলী যাহা

ছুন্নত জামাতের মতে বহির্জগতে বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন বলিয়া প্রমাণিত, তাহাকেও উহারা আল্লাহতায়ালার এল্‌ম ব্যতীত অন্যত্র প্রমাণ করেন না। জাহেরী আলেমগণ এবং উহারা মধ্য পথ পরিহার করতঃ দুই পার্শ্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ ফকিরের ভাগ্যে সত্য পথের মধ্য ভাগই লাভ হইয়াছে। উহারা যদি এই (সৃষ্ট জগতের) বহির্জগতকে ঐ (আল্লাহতায়ালার) বহির্জগতের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে এই জগতের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করিত না। এবং ইহা শুধু চিন্তা ও ধারণায় বর্তমান আছে বলিয়া ক্ষান্ত হইত না ও আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর বহির্জগতে বাস্তব অস্তিত্বকেও অস্বীকার করিত না। আবার জাহেরী আলেমগণ যদি এই রহস্য অবগত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় সৃষ্ট বস্তুর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রমাণ করিত না বরং প্রতিবিম্বিত অস্তিত্বকেই যথেষ্ট জানিত। এ ফকির কতিপয় মকতুবে লিখিয়াছে যে, "অস্তিত্ব শব্দ সৃষ্ট পদার্থের প্রতি প্রকৃত অর্থে প্রযোজ্য; ভাবার্থে নহে।" তাহা উল্লিখিত তথ্যানুসন্ধানের বিপরীত বাক্য নহে। যেহেতু সৃষ্ট বস্তু বহির্জগতে প্রতিবিম্বিত অস্তিত্ব কর্তৃক প্রকৃতরূপে অস্তিত্ববান, চিন্তা ও ধারণানুযায়ী নহে–অর্থাৎ তাহারা যেরূপ ধারণা করিয়াছে তদ্রুপ নহে।

প্রশ্ন ঃ– ফুতুহাতে মাক্কিয়া পুস্তকের লেখক আইয়ানে ছাবেতা বা আল্লাহতায়ালার এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহ, যাহা সৃষ্ট পদার্থের মূলতত্ত্ব, তাহাকে অস্তিত্ব ও নাস্তির মধ্যস্থ বলিয়াছেন। অতএব তাঁহার মতেও 'আদম' বা নাস্তি সৃষ্ট পদার্থের মূলতত্ত্বের; অন্তর্ভুক্ত; (এবং আপনিও তদ্রূপ বলিতেছেন) সুতরাং এই দুই বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ– তাহারা এই হিসাবে মধ্যস্থ বলিয়াছেন যে, উক্ত আইয়ানে ছাবেতার দুই দিকে লক্ষ্য আছে। এক দিকের লক্ষ্য অস্তিত্বের প্রতি, যাহা আল্লাহতায়ালার এল্‌ম কর্তৃক দণ্ডায়মান; এবং অপর দিকের লক্ষ্য 'আদম' বা নাস্তির প্রতি যাহা বাস্তব জগতের নাস্তি দ্বারা সংঘটিত। যেহেতু তাঁহাদের নিকট উক্ত আইয়ান বা এল্‌মস্থিত আকৃতিসমূহ বাস্তব অস্তিত্বের গন্ধও প্রাপ্ত হয় নাই। এই তত্ত্বানুসন্ধানের মধ্যে যে 'আদম' বা নাস্তির বিষয় বর্ণনা হইয়াছে তাহা অন্যরূপ তত্ত্ববিশিষ্ট (ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)। অন্যান্য বোজর্গগণের বর্ণনায় ও আদম বা নাস্তি সৃষ্ট বস্তুর প্রতি উল্লেখ হইয়াছে তাহার অর্থ বহির্জগতের বাস্তব নাস্তি; যে নাস্তির বিষয় পূর্বে উল্লেখ হইল তাহা নহে। ঐ সকল এছেম ছেফাত যাহা এল্‌মের মর্ত্তবায় বিস্তৃতি ও পার্থক্য লাভ করিয়াছে এবং নাস্তিসমূহের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া সৃষ্ট পদার্থের তত্ত্বস্বরূপ হইয়াছে, তাহা হইতে আল্লাহপাক বহুদূরে আরও দূরে। অতএব আল্লাহতায়ালার সহিত সৃষ্ট জগতের কোনও প্রকারের সম্বন্ধ নাই। "নিশ্চয় আল্লাহপাক, নিশ্চয় জগতবাসী হইতে বেপরোয়া-স্বাধীন (কোরআন)।"

সুতরাং আল্লাহপাককে সৃষ্ট জগতের অবিকল বা একত্র বলা- বরং কোন প্রকার সম্বন্ধ প্রদান করা -এ ফকিরের প্রতি অত্যন্ত কঠিন বলিয়া অনুমিত হয়। হে আল্লাহ, তাহারা ঐরূপ; আমি যে এইরূপ। তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে আপনার প্রতিপালক অতি পবিত্র। তিনিই

সম্মানের মালিক। সকল রছুল (আঃ)গণের প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্য, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা।

আপনাদের প্রতি ও যাঁহারা আপনাদের সমীপে আছেন তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

২ মকতুব

মীর শামসুদ্দীন আলী খালখালীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আল্লাহ্পাকের জাত ও ছেফাতের মর্তবা (স্তর) অস্তিত্ব ও অবশ্যম্ভাব্যের মর্তবার উর্ধে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত দাসগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

আপনি মহব্বত ও এখলাছের (নিছক ভালবাসার) সহিত যে পত্র দিয়াছেন, তাহা উপনীত হইয়া সবিশেষ আনন্দ প্রদান করিল। ধর্মীয় ভ্রাতৃবৃন্দের আধিক্য পরকালে আশার কারণ। হে আল্লাহ আমাদের ইছলামী ভ্রাতৃবৃন্দ অধিক কর এবং আমাসকলকে ছাইয়্যেদুল মোরছালিন (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণের প্রতি অটল রাখ। তাঁহার ও সকল পয়গম্বর (আঃ) গণের প্রতি শ্রেষ্ঠ দরূদ ও পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক।

বন্ধুর বিষয় যাহা আলোচিত হয়,
অতি মনোরম তাহা জানিবে নিশ্চয়।

হে স্নেহাস্পদ! আলেমগণের মতদ্বৈধতানুযায়ী আল্লাহতায়ালার সপ্ত বা অষ্টছেফাত যাহা বর্তমান আছে এবং যাহা প্রকৃত ও বাস্তব গুণ; তাহা বহির্জগত বা বাস্তব জগতে অস্তিত্ববান। সত্যপন্থী ছুন্নত জামাতের আলেমগণ ব্যতীত বিরোধী দলের কেহই আল্লাহতায়ালার 'ছেফাত' স্বীকার করেন নাই। এ পর্যন্ত যে, ছুন্নত জামাতের পরবর্তী ছুফিগণও ইহা অস্বীকার করিয়াছেন এবং ছেফাতসমূহ আল্লাহতায়ালার 'জাত' হইতে অতিরিক্ত হওয়া আল্লাহতায়ালার এল্‌মের প্রতি প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাহারা বলেন,

জ্ঞান, ধারণায় গুণাবলী তাঁর, অপর বলি দৃষ্ট হয়।
সত্য ভাবে দেখলে 'জাতে, অবিকল এক পাইবে তায়।

সত্যই-সত্যবাদী আলেমগণের অভিমতই অতি সত্য এবং উহা পয়গম্বরী 'তাক' হইতে গৃহীত ও ঐশিক বিজ্ঞপ্তি এবং বিবেকের আলোক কর্তৃক পুষ্ট। ফলকথা বিরোধী দল ছেফাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ পোষণ করেন তাহাও কঠিন। যেহেতু ছেফাতসমূহ যদি বাস্তব অস্তিত্বধারী হয়, তাহাতে নিম্নোল্লিখিত দুই প্রকারের এক প্রকার হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। হয়তো ছেফাতসমূহ সম্ভাব্য বস্তু হইবে, অথবা প্রকৃত অবশ্যম্ভাবী হইবে। সম্ভাব্য হইলে তাহার নুতনত্ব অনিবার্য হইবে, যেহেতু তাহাদের নিকট প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তুই নুতন এবং

প্রকৃত অবশ্যম্ভাবী বস্তুর একাধিকতা তৌহিদ নিবারণ করে। পরন্তু উহারা সম্ভাব্য হইলে আল্লাহ্তায়ালার জাত হইতে ছেফাতসমূহের অপসারণ সম্ভবপর হওয়া অনিবার্য হয়; তাহাতে আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতে অজ্ঞতা ও অক্ষমতা স্থান পায়। এই সমস্যার সমাধান এ ফকিরের প্রতি যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা এই যে আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং অস্তিত্ববান, অস্তিত্ব গুণ কর্তৃক নহে। উক্ত গুণ অবিকল আল্লাহ্তায়ালার জাতই হউক অথবা জাত হইতে অতিরিক্তই হউক না কেন। আল্লাহ পাকের ছেফাত বা গুণাবলী তাঁহার জাত কর্তৃক অস্তিত্ববান; অস্তিত্বগুণ কর্তৃক নহে। যেহেতু তথায় অস্তিত্ব গুণের কোনই অবকাশ নাই। শায়েখ আলাউদ্দৌলা এই মাকামের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন যে, "অজুদ বা অস্তিত্বের জগতের উর্ধে মালেকেল্ অদুদ বা প্রেমময় প্রভুর জগৎ।" অতএব তথায় সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী কোনও প্রকারের সম্বন্ধের চিন্তা করা যায় না। যেহেতু সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ বস্তুর তত্ত্ব ও অস্তিত্বের মধ্যে সংঘটিত হয় এবং যথায় অস্তিত্ব নিবারিত তথায় সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবিত্ব উভয়ই নিবারিত; উল্লিখিত মারেফত বা তত্ত্ব জ্ঞান চিন্তা-ধারণার বহির্ভূত জ্ঞান। জ্ঞানের বন্ধনে যাহারা আবদ্ধ তাহারা এই মারেফতের কিইবা উপলব্ধি করিবে? অস্বীকার করা ব্যতীত তাহাদের ভাগ্যে আর কিই বা লাভ হইবে? অবশ্য আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে রক্ষা করেন তাহারা সুরক্ষিত।

মীর ছইয়েদ মোহেববুল্লাহ্ এস্থলে কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। উপস্থিত তিনি আপনাদের অঞ্চলে গমনোম্মুখ, তাঁহার সংসর্গ ও খেদমত যথেষ্ট জানিবেন। আপনার প্রতি এবং যাঁহারা আপনার সমীপে আছেন তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

৩ মকতুব

পীরজাদা, তত্ত্ববিদ, আল্লাহ্তায়ালার ফয়েজের (ঐশিক বর্ষণের) আবির্ভাবস্থল হজরত খাজা মুহাম্মদ ছাঈদ (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন–ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় আত্মিক ব্যবহার প্রতিবিম্বসমূহের অর্ন্তভুক্ত এবং বেলায়েতে ছোগ্‌রা, কোরবা ও কামালাতে নবুয়ত ইত্যাদিরও বর্ণনা হইবে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্‌হামদু-লিল্লাহে ওয়াছালামুন আলা এবাদিহিল্লাজি নাছ্তাফা। (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য, এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দর্পণসমূহে যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহা প্রতিচ্ছায়ার কলঙ্কে কলঙ্কিত। অতএব তাহা 'নফি' বা নিবারণযোগ্য; তাহা হইলেই মূলবস্তু প্রমাণিত হইবে। তৎপর যখন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আত্মিক কার্যকলাপ ও ব্যবহার সমূহ অতিক্রান্ত হইবে; তখন প্রতিচ্ছায়ার বন্ধন মুক্ত হইবে এবং কার্য ও গুণাবলীর আবির্ভাব আরম্ভ হইবে ও তখন উপলব্ধি হইবে যে, ছায়রে আফাকী ও আনফুছী বা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ

ভ্রমণের মধ্যে যে সকল আবির্ভাব ইতিপূর্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, যদিও উহাদিগকে "তাজাল্লিয়ে জাত" বা আল্লাহতায়ালার নিছক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব বলিয়া জানা গিয়াছিল, কিন্তু উহারা সবই আল্লাহতায়ালার কার্য ও গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল; মূল কার্য ও গুণের সহিত নহে। আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের সহিত কি আর সম্বন্ধ হইবে? যেহেতু প্রতিচ্ছায়ার বৃত্ত আভ্যন্তরীণ বৃত্তের সমাপ্তির সহিত সমাপ্ত হয়। অতএব বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ তটে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা সবই উক্ত প্রতিচ্ছায়ার বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতায়ালার কার্য ও গুণ যদিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালার জাতের প্রতিবিম্ব, তথাপি উহা মূলবস্তুর বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত, এবং এই মর্তবার বেলায়েত বা নৈকট্য-'আছলী' বা মূলগত বেলায়েত। পূর্ববর্তী মর্তবার বেলায়েত যাহা বহির্জগত ও অন্তর্জগতের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট তাহা ইহার বিপরীত; উহা 'জিল্লি' বা প্রতিবিম্বজাত বেলায়েত। যাঁহারা প্রতিবিম্বের বৃত্ত সমাপ্ত করিয়াছেন, মূলবস্তুর মর্তবা হইতে যে তড়িৎবৎ আবির্ভাব উৎপন্ন হয় তাহা তাঁহাদের পক্ষে লাভ হইয়া থাকে; অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্য তাঁহাদিগকে বহির্জগত ও অন্তর্জগতের বন্ধনমুক্ত করে। কিন্তু যাঁহারা বহির্জগত ও অন্তর্জগত অতিক্রম করতঃ জেল্ল (প্রতিচ্ছায়া) হইতে আছলে (মূলবস্তুতে) উপনীত হইয়াছেন, উক্ত তড়িৎবৎ আবির্ভাব তাঁহাদের পক্ষে স্থায়ী হইয়া থাকে। যেহেতু এই বোজর্গগণের আশ্রয়স্থান ও আবাস ভবন মূলবস্তুর বৃত্তে, যথা হইতে তড়িৎবৎ আবির্ভাব উৎপন্ন হয়। বরং ইহাঁদের কার্যকলাপ প্রতিবিম্ব ও আবির্ভাবসমূহেরও উর্ধে! যেহেতু যেকোন তাজাল্লী ও আবির্ভাব হউক না কেন এবং উহা যে কোন স্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট হউক না কেন, তাহা প্রতিবিম্বের সংমিশ্রণ হইতে মুক্ত নহে এবং উক্ত বুজর্গগণকে মূলের মূল বস্তুর আকর্ষণ প্রতিচ্ছায়া হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করতঃ লক্ষ্যভ্রষ্টতা হইতে উদ্ধার করিয়াছে। "বেলায়েতে জিল্লি" বা প্রতিবিম্বজাত নৈকট্য যাহা বেলায়েতে ছোগরা নামে অভিহিত, তাজাল্লিয়ে বর্কী বা তড়িৎবৎ আবির্ভাব কর্তৃক তাহার পূর্ণতার শেষ লব্ধ হয়। উল্লিখিত তড়িৎবৎ আবির্ভাব বেলায়েতে কোব্‌রার প্রথম পদক্ষেপ যাহা পয়গম্বর (আঃ)গণের বেলায়েত বা নৈকট্য। বেলায়েতে ছোগ্‌রা অলিআল্লাগণের বেলায়েত বা নৈকট্যকে বলা হয়। এই বর্ণনা কর্তৃক অলিআল্লাহ এবং পয়গম্বর (আঃ)গণের বেলায়েতের পার্থক্য উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ উক্ত (অলিগণের) বেলায়েতের অন্ত এই (পয়গম্বর আঃ গণের) বেলায়েতের প্রারম্ভ। কামালতে নবুয়ত বা নবীত্বের পূর্ণতার বিষয় কি আর বলিব! নবুয়তের প্রারম্ভ তাঁহাদের (নবীদের) এই বেলায়েতের শেষপ্রান্ত। হজরত খাজা নক্‌সাবন্দ (কোঃ) অনুগামী ও উত্তরাধিকারী অনুসারে পয়গম্বর (আঃ) গণের বেলায়েতের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন হেতু তিনি বলিয়াছেন যে, "আমরা শেষ বস্তুকে প্রারম্ভে প্রবেশ করাইয়া থাকি।" এ ফকির ন্যূনকল্পে ইহা অবগত আছে যে, নক্‌সাবন্দিয়া 'নেছবৎ' ও 'হুজুরী' (সম্বন্ধ ও আবির্ভাব) যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন বেলায়েতে কোব্‌রায় উপনীত হয়, এবং উক্ত বেলায়েতের পূর্ণ অংশগ্রহণ করে। অন্য সকল তরিকা ইহার বিপরীত, তড়িৎবৎ আবির্ভাব পর্যন্তই তাহাদের পূর্ণতার অবসান।

জানা আবশ্যক যে, ছয়রে আফাকী ও ছয়রে আনফুছীর (বাহ্যিক ভ্রমণ ও আভ্যন্তরীণ ভ্রমণের) পর যে 'ছয়ের' বা ভ্রমণ সংঘটিত হয়, তাহা আল্লাহতায়ালার আকরাবীয়াত্[১] (অধিকতর নৈকট্য)-এর মধ্যে ছয়ের হইয়া থাকে। যেহেতু আল্লাহতায়ালার কার্যকলাপ আমাদের নিজ হইতেও আমাদের অধিক নিকটবর্তী। এইরূপ আল্লাহতায়ালার গুণাবলীও আমাদের তুলনায় এবং তাঁহার কার্যকলাপেরও তুলনায় আমাদের অধিক নিকটবর্তী। তদ্রূপ আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত আমাদের তুলনায় এবং তাঁহার কার্যকলাপ ও গুণাবলীর তুলনায় আমাদের অধিক নিকটবর্তী; এই মর্তবাসমূহে ভ্রমণ আল্লাহতায়ালার আক্‌রাবিয়াত্ বা অধিক নৈকট্যের বৃত্তের মধ্যে ভ্রমণ করা বটে। 'ফেল' বা কার্যকলাপের তাজাল্লী ও 'ছেফাত' বা গুণাবলীর তাজাল্লী এবং আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের তাজাল্লী বা আবির্ভাবের তত্ত্ব এই মাকামেই উপলব্ধ ও প্রমাণিত হয়। ধারণার প্রাবল্য ও চিন্তার বৃত্ত হইতে এই স্থলেই নিষ্কৃতি লাভ হয়। যেহেতু বহির্জগত ও অন্তর্জগতের বৃত্তের বাহিরে চিন্তা ও ধারণার কোনই অধিকার নাই। প্রতিবিম্বের শেষপ্রান্ত পর্যন্তই ধারণার অবসান। যথায় প্রতিবিম্ব অন্তর্হিত, তথায় ধারণাও তিরোহিত; এই হেতু প্রতিবিম্বজাত নৈকট্যের মধ্যে মৃত্যুর পর ধারণার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়, যেহেতু তখন ধারণা নিবারিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে আছলী বা মূলজাত নৈকট্য যাহাকে বেলায়েতে কোবরা বলা হয়, তাহাতে ইহজগতেই চিন্তা, ধারণার বন্ধন হইতে মুক্তি সংঘটিত হয়। ধারণার অস্তিত্ব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে যেন উহা হইতে আজাদ বা মুক্ত। প্রথম সম্প্রদায় যাহা পরকালে লাভ করিবে, দ্বিতীয় সম্প্রদায় তাহা ইহকালেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রতিবিম্বজাত নৈকট্যের মধ্যে ইহজগতে শুধু চিন্তা-ধারণা হইতে উৎপন্ন ধারণামূলক-খেয়ালী উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে আছলী বা মূল নৈকট্যের মধ্যে উদ্দিষ্ট বস্তু ধারণাদ্ভূত ব্যাধি মুক্ত ও পবিত্র। বোধ হয় এই কারণেই হজরত মাওলানা রুম (রাঃ) চিন্তা ধারণার বন্ধনে অতিষ্ট হইয়া মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন। যাহাতে ধারণা ও চিন্তার বসনমুক্ত উদ্দিষ্ট জনকে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন এবং তিনি মৃত্যুর পূর্বে 'আফাকাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করুন বলিতে নিষেধ করতঃ নিম্নলিখিত পদ্যটি বলিয়াছেন ঃ

দেহ হ'তে হবো আমি উলঙ্গ যখন
ধারণা রহিত হবে মম প্রিয়জন।
চরম সংযোগে হবে অবাধ মিলন,
পরম সুখের ছায়া পাইব তখন।

মনযোগের সহিত শ্রবণ কর, আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি যে, কার্যকলাপ ও গুণাবলীর

টীকা- (১) আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী স্তরের প্রত্যেক নিম্নস্তরের বস্তু হইতে উর্দ্ধস্তরের বস্তু সম্ভাব্য সৃষ্টবস্তু সমূহের অধিক নিকটবর্তী হইয়া থাকে। যেরূপ তাহার 'ফেল' বা কার্য্যকলাপ হইতে ছেফত অধিক নিকটবর্ত্তী; এইরূপ 'ছেফত' হইতে জাত অধিক নিকটবর্তী।

প্রতিচ্ছায়ার আবির্ভাব বহির্জগত ও অন্তর্জগতে বর্তমান আছে; স্বয়ং কার্য ও গুণাবলীর আবির্ভাব নহে! ইহার ব্যাখ্যা এই যে, মাতুরিদী আলেমগণের মতে "তকবীন" বা সৃজনগুণ আল্লাহতায়ালার একটি বাস্তব গুণের অন্তর্ভুক্ত। আশয়ারী আলেমগণ যেরূপ ভাবিয়া থাকেন যে, উহা সম্বন্ধকৃত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত; তদ্রূপ নহে। অন্যান্য গুণের তুলনায় এই গুণটির মধ্যে (অন্যের সহিত) সম্বন্ধ অধিক হইয়া থাকে; এই হেতু সম্বন্ধিত গুণ বলিয়া প্রতীয়মাণ হয়। কিন্তু বাস্তবে তাহা নহে, বরং উহা আল্লাহতায়ালার প্রকৃত গুণসমূহের একটি গুণ; অবশ্য সম্বন্ধের রং উহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই সৃজন গুণ যদিও ছেফত (গুণ) সমূহের সর্ব নিম্নস্তরের ছেফত বা গুণ, তথাপি উহা সর্বোচ্চ ছেফাতের রঙ্গে রঞ্জিত। যথা উহা এল্‌ম (জ্ঞান) এবং হায়াত (জীবনী শক্তি)-এর অংশ রাখে, আবার 'কুদরত' (ক্ষমতা) ও 'এরাদা' (ইচ্ছা শক্তি) গুণও ইহাতে কিঞ্চিৎ বর্তমান আছে। এই 'তকবিন' বা সৃজন গুণটি বহুল অংশবিশিষ্ট, যাহা প্রকৃত পক্ষে উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ, যেরূপ সৃষ্টিকরণ, রেজেক বা আহার্য প্রদান, জীবিতকরণ, মৃত্যুদান, 'নিয়ামত' বা ইষ্ট প্রদান ও কষ্টদান। উল্লিখিত অংশ সমূহ যদিও কার্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা উক্ত গুণের প্রতিচ্ছায়া এবং প্রকৃত গুণাবলীর বৃত্তের বহির্ভূত। উক্ত কার্যের দুইটি পক্ষ আছে। একটি কর্তার দিক, অপরটি কার্যের দিক। এই উভয় পক্ষ ঐশিক বিকাশ কর্তৃক পৃথক পরিলক্ষিত হয়, প্রথম পক্ষটি উর্ধে ও দ্বিতীয় পক্ষটি নিম্নে পরিদৃষ্ট হয়, এবং প্রথম পক্ষ মূলবস্তু ও দ্বিতীয়টি উহার প্রতিচ্ছায়া ও প্রথম পক্ষটি 'অজুব' বা অবশ্যম্ভাবী রঙ্গে রঞ্জিত এবং দ্বিতীয় পক্ষটি সম্ভাব্য বা সৃষ্ট বস্তুর রং প্রাপ্ত বলিয়া প্রকাশ পায়। উল্লিখিত দ্বিতীয় পক্ষটি পয়গম্বর (আঃ) গণ ব্যতীত অন্য সকল অলিআল্লাহ ও সাধারণ ব্যক্তিগণের উৎপত্তিস্থান। আল্লাহ্‌তায়ালার এই কার্যকলাপ দুই পক্ষ হিসাবে অবশ্যম্ভাবী ও সম্ভাব্য উভয় রং -এর অধিকারী, সুতরাং ইহা সম্ভাব্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু যে স্থলে অবশ্যম্ভাবী ও সম্ভাব্য সম্মিলিত থাকে, তাহাকে সম্ভাব্য বলা হয়। আবার উহা উর্ধ দিক অনুযায়ী অনাদি এবং নিম্নদিক অনুযায়ী নুতন বা আদিতে পদক্ষেপকারী; সুতরাং উহা আদিরই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আদি ও অনাদির সংমিশ্রণে আদি হইয়া থাকে। যাহারা আল্লাহতায়ালার কার্যকলাপকে অনাদি বলিয়া থাকে তাহারা প্রথম পক্ষ দৃষ্টে বলে, এবং যাহারা উহাকে নুতন বা আদি সম্পন্ন বলে তাহারা দ্বিতীয় পক্ষ দৃষ্টে বলিয়া থাকে। প্রথম দলের লক্ষ্য উচ্চ এবং দ্বিতীয় দলের লক্ষ্য নিম্নতর। অবশ্য উভয় দলই সত্যপথ পরিহার করতঃ দুই পার্শ্ব অবলম্বন করিয়াছে। আমি যাহা বর্ণনা করিলাম ইহাই সত্য ও মধ্যবর্তী পথ; ইহা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, ইহা প্রদান করেন। আল্লাহপাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল। এই প্রকারের বর্ণনা আল্লাহতায়ালার প্রকৃত ছেফাত সমূহের বিষয়ও কতিপয় মকতুবে বিশদরূপে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা অবগত হইবার চেষ্টা করিবেন।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহপাকের কার্যের দ্বিতীয় পক্ষটির অর্থ একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি, যথা 'জায়েদ' নামক ব্যক্তির সহিত উহার সম্বন্ধ (অর্থাৎ জায়েদ নামক ব্যক্তিকে সৃষ্টিকরণ)। এই

জায়েদকে সৃষ্টিকরণ যেন সাধারণ সৃজন গুণের একটি অংশ; এবং এই বিশিষ্ট সৃষ্টি যাহা জায়েদের সহিত সম্বন্ধিত হইয়াছে ইহারও আবার বহু অংশ ও শাখা আছে; যেরূপ জায়েদের দেহ সৃষ্টি ও তাহার গুণাবলী ও কার্যকলাপ ইত্যাদি সৃষ্টিকরণ। অতএব তাহার এই আংশিক ও আনুষঙ্গিক সৃষ্টিসমূহ তাহার মূল সৃষ্টির যেন প্রতিচ্ছায়া তুল্য। যাহা উভয়ের সমষ্টি স্বরূপ, জায়েদের সৃষ্টি সমষ্টিতুল্য ও উহার আনুষঙ্গিক সৃষ্টিগুলি যেন তাহার ব্যষ্টি স্বরূপ, আবার জায়েদের কার্যকলাপ সৃষ্টিকরণেও প্রতিচ্ছায়া ও আবির্ভাব স্থল আছে। উহাকে জায়েদের 'কছব' বা "অর্জন" বলা হয়, যাহা উহার কার্যের সহিত সম্বন্ধিত। এই উপার্জনগুণ সে তদীয় পিত্রালয় হইতে আনয়ন করে নাই, বরং উহা আল্লাহতায়ালার 'খলক' বা সৃজনগুণের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এই মারেফতসমূহ হইতে অবগতি লাভ হইল যে, কার্যগুণ সৃষ্টিগুণের প্রতিবিম্ব এবং কার্যগুণের দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের প্রতিবিম্ব। যথা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষটির আবার প্রতিচ্ছায়া বর্তমান আছে, যথা জায়েদকে সৃষ্টিকরণ। উক্ত সৃষ্টিরও আবার প্রতিবিম্ব আছে। যথা উহার কার্যকলাপ সৃষ্টি, আবার ইহারও প্রতিচ্ছায়া আছে, যথা জায়েদের অর্জন ইত্যাদি।

যখন উল্লিখিত এল্‌মসমূহ অবগত হইলে, তখন ইহাও জানা আবশ্যক যে, ছুলুক বা আত্মিক পথ অতিক্রম কালে যখন সাধকগণের দৃষ্টি হইতে–যথা জায়েদের অর্জন গুণ জায়েদ–হইতে নিবারিত হয় এবং জায়েদের সহিত উহার সম্বন্ধ অন্তর্হিত হয়, তখন নিশ্চয় আল্লাহতায়ালাকেই তাহারা উক্ত কার্যের কর্তা বলিয়া অবগত হয়; বরং যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের বিভিন্ন কার্যকলাপকে এক আল্লাহপাকেরই কার্য বলিয়া প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারের আবির্ভাবকে তাহারা তাজাল্লীয়ে আফ্‌য়াল বা আল্লাহপাকের কার্যকলাপের আবির্ভাব বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখা উচিৎ যে, এই আবির্ভাব আল্লাহপাকের কার্যকলাপের আবির্ভাব; অথবা উহার প্রতিচ্ছায়া সমূহের কোন এক প্রতিচ্ছায়ার আবির্ভাব; যাহা বহু নিম্নস্তরে অবতরণ করতঃ জেল্ল বা প্রতিবিম্ব নামে অবিহিত হইয়াছে। এই তাজাল্লিয়ে আফ্‌আল বা কার্যাবলীর প্রতিচ্ছায়ার সহিত অন্যগুণ সমূহের আবির্ভাব সমূহকেও তুলনা করিয়া দেখা উচিৎ যে, উহা কোন এক প্রতিচ্ছায়া প্রাপ্তে ক্ষান্ত হইয়া তাহাকেই মূলের মূল ধারণা করিয়াছে এবং (শিশুদের মত) আখরোট-মোনাক্কা যথা প্রাপ্তে শান্তি লাভ করিয়াছে।

জানা আবশ্যক যে, অজুবে অজুদ বা অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাব্যতার মধ্যে যখন সম্পর্ক ও সম্বন্ধ আছে, তখন উহা (সম্বন্ধ) ফেল বা কার্যাবলীর স্তরে লব্ধ হয়। কিন্তু উক্ত সম্বন্ধ যখন সৃষ্ট জগতের সহিত সম্পর্কহীন এবং উহা স্রষ্টার জন্যই বিশিষ্ট তখন পূর্ববর্ণিত কার্যাবলীর প্রথম পক্ষের সহিত উহা সম্পর্ক বিশিষ্ট।

যদি কেহ বলে উল্লিখিত বর্ণনা সমূহ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, 'অজুব' বা অনিবার্যতা আল্লাহতায়ালার পবিত্রজাত ও ছেফাত সমূহের স্তরে বর্তমান নাই এবং তাঁহার জাত ছেফাতকে অবশ্যম্ভাবী বলা সঙ্গত নহে, অতএব উহা (অজুব) তাঁহার জাত– ছেফাত

হইতে অন্তর্হিত, যেরূপ সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য তাহা হইতে নিবারিত; অতএব ইহাতে অবশ্যম্ভাব্যতা, সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য ব্যতীত আরও একটি চতুর্থ ভাগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জ্ঞানতঃ মূল বস্তু সমূহ উক্ত তিন প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তদুত্তরে বলিব যে, মূল বস্তুর সহিত তাহাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধের তুলনায়, উল্লিখিত তিন প্রকার হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যে স্থলে মূল বস্তুর সহিত অস্তিত্ব সম্বন্ধ রহিত, সে স্থলে সীমাবদ্ধতাও নিবারিত, যেরূপ আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত ও ছেফাত সমূহের মধ্যে (অস্তিত্বের সহিত সম্বন্ধ রহিত)। যেহেতু আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত অবশ্যই স্বয়ং অস্তিত্ববান; অস্তিত্ব গুণ কর্তৃক বিদ্যমান নহে। উক্ত অস্তিত্বগুণ অবিকল মূল বস্তু অনুসারে হউক বা অতিরিক্ত হিসাবে হউক না কেন! পরন্তু আল্লাহতায়ালার ছেফাত বা গুণাবলী তদীয় জাত কর্তৃক অস্তিত্ববান, তথায় অস্তিত্বগুণের কোন প্রকার গতিবিধি নাই। অতএব আল্লাহতায়ালার জাত ও ছেফাত সমূহ উল্লিখিত সীমাবদ্ধ মূল বস্তুত্রয়ের বহু উর্দ্ধে। ফলকথা, যদিও তাঁহার তত্ত্বে উপনীত হইবার পথ নাই তথাপি বাহ্যিক অতিরিক্ত বস্তু ও অনুমান সমূহ দ্বারা যদি আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের চিন্তা ও ছেফাত সমূহ অনুভব করার চেষ্টা করা যায়, তখন ধারণাকৃত প্রতিবিম্বজাত, অস্তিত্বে তাঁহার জাত পাকের অবশ্যম্ভাব্যতা প্রকাশ পায়; যাহা তাঁহার "বেপরোয়ায়ী" বা মুখাপেক্ষিতা রাহিত্যের উপযোগী। পক্ষান্তরে, তাঁহার ছেফাতসমূহের প্রতি চিন্তাপটের অস্তিত্বে সম্ভাব্যতা প্রকাশ পায়, যাহা উহার অনুকূল, যেহেতু ছেফাত সমূহ আল্লাহতায়ালার জাত পাকের মুখাপেক্ষী। সুতরাং আল্লাহতায়ালার জাতপাক ও তাঁহার ছেফাতসমূহ স্বকীয় ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী অবশ্যম্ভাবী ও সম্ভাব্য স্তরের উর্ধে, বরং 'অজুদ' বা অস্তিত্ব -এর স্তরেরও উর্ধে এবং ধারণাকৃত ও প্রতিবিম্বজাত অস্তিত্ব হিসাবে 'অবশ্যম্ভাব্যতা' আল্লাহতায়ালার জাত পাকের এবং 'সম্ভাব্য' তদীয় ছেফাত সমূহের উপযোগী। অতএব ছেফাত সমূহ বহির্জগতস্থিত অস্তিত্ব অনুযায়ী অবশ্যম্ভাবীও নহে, সম্ভাব্যও নহে। বরং উহা উভয়ের (অবশ্যম্ভাবিতা ও সম্ভাব্যের) উর্ধে। পক্ষান্তরে, ধারণাকৃত অস্তিত্ব হিসাবে উহা (ছেফাতসমূহ) সম্ভাব্য বস্তু। অবশ্য এইরূপ সম্ভাবিতায় উহার প্রতি নুতনত্ব অনিবার্য হয় না; যেহেতু উক্ত সম্ভাবিতা অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাহার নিজস্ব বা ব্যক্তিগত নহে, বরং উহা তাঁহার প্রতিবিম্বজাত অস্তিত্ব সমূহের জন্য। দার্শনিকগণ এই বাক্যের অনুকূল বাক্য বলিয়াছেন যে, ধারণাকৃত অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল বস্তুর জন্য সমষ্টি ও ব্যষ্টি হওয়া উপকল্পিত বা উপস্থাপিত হয়। সুতরাং প্রকৃত বা ধারণার বহির্ভূত অস্তিত্বের অবস্থায় উহাদের দ্বারা মূলবস্তু বিশেষিত হইবে না। যথা জায়েদ নামক ব্যক্তি যাহা ধারণার বহির্জগতস্থিত অস্তিত্বধারী তাহাকে ধারণা করার পূর্বে সে যেরূপ ব্যষ্টি নহে– তদ্রূপ সমষ্টিও নহে, বরং ধারণাকৃত-প্রতিবিম্বিত অস্তিত্বের পর তাহার জন্য ব্যষ্টি হওয়া উপকল্পিত বা উপস্থাপিত হইয়াছে। বরং আমরা বলিব যে, যে সকল সম্বন্ধ ও সম্পর্ক ও নির্দেশ ও ধারণা আল্লাহতায়ালার প্রতি অর্পিত হয়, যেরূপ মা'বুদ বা উপাস্য হওন, প্রতিপালক ও অগ্রগণ্য ও অনাদিত্ব ইত্যাদি যাহা ছেফাতে ছামানিয়া বা অস্তিত্বধারী গুণ অষ্টক হইতে বিভিন্ন, তাহা তাঁহার পবিত্র জাতে জ্ঞানতঃ ও ধারণাকৃত ও

অনুমান হিসাবে সত্য হইয়া থাকে, নতুবা তাঁহার পবিত্র জাত স্বীয় জাত হিসাবে কোন বিশেষণে বিশেষিত বা কোন নামে অবিহিত বা কোন নির্দেশ কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত নহেন। শরীয়াত কর্তা আল্লাহপাক স্বীয় জাতের প্রতি যে সকল নাম ও নির্দেশ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্পর্ক ও আনুরূপ্য হিসাবে প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহাতে উহা সৃষ্ট জীবগণের বুদ্ধির নিকটবর্তী ও জ্ঞানের অনুকূল এবং তাহাদের সহিত তাহাদের অভিজ্ঞতানুযায়ী কথোপকথন করা হয়। যেরূপ বহির্জগত বা প্রকৃত স্থানে স্থিত জায়েদকে তাহার ধারণাকৃত অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহাকে ব্যষ্টি বলা হইলে উহা অনুরূপ বস্তু ও নজির-দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হইবে; কিন্তু তাহাকে সমষ্টি বলিয়া নির্দেশ প্রদান করা হইতে ব্যষ্টি বলিয়া নির্দেশ প্রদান করা অধিক উপযোগী হইবে। তদ্রূপ মুখাপেক্ষী রহিত মহান আল্লাহতায়ালার জাতকে অবশ্যম্ভাবী ও অস্তিত্বধারী বলা সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য বলা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং উপযোগী। নতুবা তাঁহার পবিত্র জাতে 'অবশ্যম্ভাব্যতা' ও 'অস্তিত্ব' উপনীত হইতে অক্ষম; যেরূপ তাঁহার পবিত্র দরবারে সম্ভাব্য ও নিবারণ উপযোগী নহে; উহাও তদ্রূপ বটে। এই পবিত্র ও সম্মানর্হ মারেফতকে বোধগম্য করিতে যত্নবান হও। যেহেতু ইহা দ্বীন বা ধর্মের স্তম্ভ এবং আল্লাহতায়ালার জাত ও ছেফাত সম্বন্ধীয় এল্‌মের সার সংক্ষিপ্ত। মহৎ ব্যক্তিগণের কেহই এ সকল বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। আল্লাহতায়ালা তাঁহার এই দাসকে (হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী রাঃকে) এই মারেফতের জন্য নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাঁহার প্রতি ছালাম।

৪ মকতুব

ছাইয়েদ মীর মোহাম্মদ নোমান -এর নিকট লিখিতেছেন, এলমুল একীন, আইনুল একীন ও হক্কুল একীন এবং সহস্রের মোজাদ্দেদের বিষয় ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক। দীর্ঘদিন হইতে আপনার কুশল অবগত নহি; আল্লাহপাকের নিকট আপনার সুস্থতা ও তরিকার প্রতি দৃঢ়তা কামনা করি। জানিবেন যে, এলমুল একীন -এর অর্থ কতিপয় নিদর্শন অবলোকন যদ্দারা জানিয়া বিশ্বাস লাভ হয়। এই অবলোকন প্রকৃত পক্ষে সংকেত হইতে সংকেত প্রদানকারীর প্রতি নির্দেশ বা পথ প্রাপ্তি। অতএব বহির্দর্পণ ও অন্তর্দর্পণে তাজাল্লি ও আবির্ভাব সমুহ যাহা দৃষ্ট হয়, সবই চিহ্ন হইতে চিহ্ন প্রদানকারীর প্রতি পথ প্রদর্শকের অন্তর্ভুক্ত। যদিও উক্ত তাজাল্লি সমূহকে জাতি তাজাল্লি বা ব্যক্তিগত আবির্ভাব বলা হয় এবং উক্ত আবির্ভাব সমূহকে প্রকারবিহীন আবির্ভাব নামে অভিহিত করা হয়। যেহেতু দর্পণ মধ্যে প্রকৃত বস্তু লব্ধ হয় না, বরং উহার চিহ্ন সমূহের কোন এক চিহ্ন লাভ হয় মাত্র। সুতরাং পূর্ণ ছায়েরে আফাকী ও ছায়েরে আনফুছী বা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ভ্রমণ, এলমুল

একীন বা জানিয়া বিশ্বাসের বৃত্ত অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না এবং চিহ্ন হইতে চিহ্ন প্রদানকারীর প্রতি পথ প্রদর্শন করা ব্যতীত উহা হইতে অন্য কোনও ফল লাভ হয় না। আল্লাহপাক ফরমাইয়াছেন, "শীঘ্রই আমি তাহাদিগকে আমার নিদর্শন সমূহ বাহ্যিক ও অন্তর্জগতে প্রদর্শন করাইব, যাহাতে তাহাদের প্রতি প্রকট হয় যে, নিশ্চয় ইহা সত্য।"

ছুফীগণের অপর একদল ছায়েরে আফাকী বা বাহ্যিক ভ্রমণের মধ্যে এলমুল একীন এবং ছায়েরে আনফুছী বা আভ্যন্তরীণ ভ্রমণের মধ্যে আইনুল্ একীন বা হক্কুল একীন (প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ও যথার্থ বিশ্বাস) প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাহারা আভ্যন্তরীণ ভ্রমণের পর অন্য কোন ভ্রমণ আছে বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই।

হে খোদা! তাহাদের অভিমত ঐরূপ যখন,

অনুকম্পা বশে মোরে করিলে এমন।

জানিবেন যে, আল্লাহপাক বান্দার স্বীয় অস্তিত্ব হইতেও তাহার অধিক নিকটবর্তী। অতএব সান্নিধ্য ও নৈকট্যাভিমুখে বান্দা নিজ হইতে আল্লাহতায়ালার দিকে ভ্রমণ করার স্থান ও অবকাশ আছে, যাহা অতিক্রান্ত হওয়ার প্রতি (আল্লাহ) সম্মিলন নির্ভরশীল। এই তৃতীয় ছয়েরও প্রকৃত পক্ষে এলমুল একীন প্রমাণকারী। যদিও প্রতিবিম্বের বৃত্তের বহির্ভূত, তথাপি প্রতিবিম্বের সংমিশ্রণ হইতে পরিষ্কার ও পবিত্র নহে। যেহেতু আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের এছম-ছেফাত বা নাম-গুণাবলী প্রকৃতপক্ষে তদীয় মহান জাতেরই প্রতিবিম্ব মাত্র, এবং যাহাতে প্রতিবিম্বের আভাস আছে, তাহা চিহ্ন ও নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাহারা এলমুল একীনের মধ্যে যে ত্রয়োবিধ ছয়ের বা ভ্রমণ হয়, তাহার একটিকে (ছয়ের আফাকীকে) মাত্র এলমুল একীন বলিয়াছেন এবং উহার দ্বিতীয় ছয়েরকে (ছয়েরে আনফুছীকে) আইনুল একীন ও হক্কুল একীন লাভ করাইয়া দেয় বলিয়া জানেন। তাহারা তৃতীয় ছয়ের (অধিকতর নৈকট্য) যদ্দারা এলমুল একীনের বৃত্ত সমাপ্ত হয়, তদ্বিষয় কোনই আলোচনা করে নাই। ইহার পর আইনুল একীন ও হক্কুল একীন সম্মুখে আছে।

অনুমান কর, হেরি মদীয় কানন;

বসন্তে হইবে কত, কান্তি নিকেতন।

আইনুল একীন ও হক্কুল একীনের বিষয় আমি কি আর বলিব; যদিও বা বলি তাহা কেই বা বুঝিবে এবং কিই বা প্রাপ্ত হইবে! যেহেতু এই মারেফত সমূহ বেলায়েত -এর গণ্ডির বহির্ভূত। বেলায়েতধারী ব্যক্তিগণ জাহেরী আলেমগণের অনুরূপ ইহার অনুভূতি হইতে অক্ষম। উল্লিখিত এলমসমূহ নবুয়ত বা পয়গম্বরী নূরের 'তাক' বা আধার হইতে সংগৃহীত, যাহা পরবর্তী ও উত্তরাধিকারী অনুযায়ী দ্বিতীয় সহস্রের সংস্করণের পর পুণরুজ্জীবিত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি করতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এই এল্‌মধারী ব্যক্তি এই সহস্রের মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক বটে।

তাঁহার এল্‌ম মারেফত সমূহ যাহা আল্লাহতায়ালার জাত ছেফাত ও কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত ও আত্মিক অবস্থা, প্রেরণা, আবির্ভাব ও বিকাশের সহিত সম্মিলিত তাহা যাঁহারা অবলোকন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি ইহা অবিদিত নহে। অবশ্য তাঁহারা ইহা অবগত হইতে সক্ষম হইবেন যে, উক্ত মারেফত ও এলমসমূহ অন্য সকল আলেম ও অলিআল্লাহগণের এল্‌মে মারেফতের বহু উর্ধে, বরং তাঁহাদের এল্‌ম সমূহ উল্লিখিত এল্‌মের তুলনায় ঐরূপ-সারাংশের তুলনায় উহার খোলস ও চর্ম যেরূপ (অর্থাৎ তাঁহাদের এলম সমূহ এই মোজাদ্দেদের এলমের তুলনায় খোলস স্বরূপ)। আল্লাহপাক পথ প্রদর্শক।

জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক শতকের প্রারম্ভে এক এক ব্যক্তি মোজাদ্দেদ (সংস্কারক) অতিবাহিত হইয়াছেন। অবশ্য শতকের মোজাদ্দেদ পৃথক ও সহস্রের মোজাদ্দেদ পৃথক, যেরূপ শত সংখ্যা ও সহস্র সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে, তদ্রূপ উহাদের মোজাদ্দেদের মধ্যেও পার্থক্য বর্তমান আছে। বরং তাহা হইতেও অধিক পার্থক্য হইয়া থাকে। মোজাদ্দেদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাঁহার মাধ্যমে সেকালের সকল উম্মত 'ফয়েজ বরকত' প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিও তাঁহারা সেকালের কোতব, আওতাদ হউক না কেন, অথবা আবদাল, নজীবই হউক না কেন!

সকলের মঙ্গলার্থে আল্লা জুল জালাল।

কোন এক যোগ্য জন, করেন বহাল॥

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে এবং মোস্তফা (ছঃ) -এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম এবং হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার বংশধর ও তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দ অবশিষ্ট পয়গম্বর, রছুলগণ ও মোকাররব ফেরেস্তাবৃন্দ এবং আল্লাহপাকের যাবতীয় নেক বান্দাগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৫ মকতুব

মীর সামসুদ্দিন আলী খালখালির নিকট লিখিতেছেন– ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, ছেফাত সমূহের অবস্থা দুই প্রকার। প্রথম প্রকারটি স্বয়ং লব্ধ এবং দ্বিতীয় প্রকারটি আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি নির্ভরশীল।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। হে মান্যবর! অবশ্যম্ভাবী জাতের (আল্লাহতায়ালার) ছেফাত সমূহ, যাহা অস্তিত্ব সম্পন্ন ও তাঁহার জাত কর্তৃক দণ্ডায়মান, তাহা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার স্বয়ং দণ্ডায়মান এবং দ্বিতীয় প্রকারটি আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত কর্তৃক দণ্ডায়মান। উক্ত ছেফাত সমূহ প্রথম প্রকার অনুযায়ী বিশ্ব জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং উহাদের উৎপত্তিস্থান। দ্বিতীয় প্রকার অনুযায়ী

উহা বিশ্ব জগৎ হইতে বেপরোয়া বা মুখাপেক্ষা– রহিত, এবং বিশ্ব জগৎ ও জগতবাসীর প্রতি উহার কোনই লক্ষ্য নাই। আত্মিক বিকাশ কর্তৃক প্রথম প্রকার অনুসারে উক্ত ছেফাত সমূহ আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত হইতে পৃথক পরিলক্ষিত হয় এবং আল্লাহতায়ালার পবিত্র 'জাত' প্রমাণ করিতে উহা (ছেফাত) ব্যতীত অন্য বস্তু বুঝায়। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থা অনুযায়ী উক্ত রূপ হয় না ও পৃথক বলিয়াও অনুমিত হয় না। আবার প্রথম প্রকার অনুযায়ী উহারা (ছেফাত সমূহ) আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের ব্যবধান স্বরূপ এবং দ্বিতীয় প্রকার অনুযায়ী ব্যবধান রহিত। যেরূপ কোন বস্ত্র যদি শুভ্র হয় তাহা হইলে উক্ত শুভ্রতা উক্ত বস্ত্রের জন্য ব্যবধান নহে। ফলকথা উহার শুভ্রতা উভয় প্রকারে স্বয়ং বর্তমান হউক অথবা উক্ত বস্ত্র কর্তৃক বর্তমান হউক উহার ব্যবধান নহে; যদিও উক্ত শুভ্রতাই অনুভূত হইয়া থাকে, তথাপি উহার ব্যবধানত্ব অন্তর্হিত। অবশ্য আল্লাহতায়ালার ছেফাত সমূহ ইহার বিপরীত; প্রথম অবস্থা অনুসারে উহারা তাহার ব্যবধান বটে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অনুযায়ী ব্যবধান নহে। এই দুই প্রকারের পার্থক্য সামান্য পার্থক্য বলিয়া ধারণা করিও না। এ ফকির প্রবল আকর্ষণ শক্তি ও দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই উভয়ের ব্যবধান অতিক্রম করিতে প্রায় পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে। পূর্ববর্তী আলেমগণ ছেফাত সমূহের এই দুই প্রকার পার্থক্যের প্রতি পথপ্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, 'আরজ' বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু লাভ হওয়া অবিকল "জওহার" বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বা মূল বস্তুর প্রতি উহার অবস্থিতি লাভ হওয়া। পরবর্তী আলেমগণের মধ্যে কেহ কেহ এই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যে– 'আরজ' বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু লাভ পৃথক এবং মূল বস্তুর প্রতি উহার অবস্থান লাভ আবার পৃথক। কেননা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুর বিষয় বলা যাইতে পারে যে– উহা অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইল, তৎপর দণ্ডায়মান হইল। অতএব জানা গেল যে উহার অস্তিত্ব পৃথক বস্তু এবং উহার দণ্ডায়মানতা পৃথক বস্তু। 'আরজ' সম্বন্ধে তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত যেন কোন মুখাপেক্ষী ব্যক্তির উন্নতির সোপান স্বরূপ এবং উহার এলম মারেফত লাভের ব্যপদেশতুল্য। অনেক বিশ্বাস শাস্ত্রবিদ দার্শনিকগণের অনেক সিদ্ধান্ত এই ছয়ের ছুলুকে (আত্মিক ভ্রমণে) আমার অনেক সহায়তাকারী ও আল্লাহতায়ালার মারেফৎ লাভের অবলম্বণ স্বরূপ হইয়াছে। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে ও মোস্তফা (ছঃ) -এর অনুসরণ করে তাঁহার প্রতি ছালাম।

৬ মকতুব

তদীয় ছাহেবজাদা মাজদুদ্দীন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। কতিপয় গুপ্ত রহস্যের কথা ও হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট হওয়ার কারণ ইত্যাদির বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আমি ধারণা করিতেছি যে,– "বেলায়েতে মোহাম্মদী" বেলায়েতে ইব্রাহিমীর রঙ্গে রঞ্জিত হওয়ার জন্য ও বেলায়েতে মোহাম্মদীর রূপ-লাবণ্য বেলায়েতে ইব্রাহিমীর সৌন্দর্য্য ও শুভ্রতার সহিত সম্মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহতায়ালা আমাকে সৃজন করিয়াছেন। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "ভ্রাতঃ ইউছুফ গৌরাঙ্গ, এবং আমি লাবণ্যময়।" এই রঞ্জন ও সংমিশ্রণ হেতু হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর মহবুবিয়াত বা প্রিয়ত্বের মাকাম উর্ধস্তরে উপনীত হয়। বোধ হয় তিনি যে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য এই উচ্চ দৌলত লাভ হওয়াই ছিল, এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুরূপ দরুদ ও বারাকাত কামনার কারণও ইহাই ছিল। রূপ-লাবণ্য ও গৌরতা– উভয়ই ছেফাত বা গুণাবলীর সংমিশ্রণ রহিত আল্লাহ পাকের নিছক জাতের সৌন্দর্যের প্রতি নির্দেশক। অবশ্য আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর ও কার্যকলাপের ও কার্যের ক্রিয়া সমূহের সৌন্দর্য সবই উক্ত জাত পাকের গৌরতার সৌন্দর্য হইতে সংগৃহীত– যাহা অধিক বরকতযুক্ত। তাঁহার লাবণ্যের সৌন্দর্য তাঁহার মহান সংক্ষিপ্তের অধিক উপযোগী। লাবণ্য যেন সৌন্দর্যের একটি কেন্দ্র এবং গৌরতা উহার পরিধি স্বরূপ। আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতে যেরূপ অখণ্ডতা আছে, তদ্রূপ প্রশস্ততাও বর্তমান আছে; অবশ্য তাহা ঐরূপ নহে– যাহা আমাদের জ্ঞানে সংকুলান হয় এবং যে সংক্ষিপ্তি ও বিস্তৃতি বর্তমান আছে তাহাও আমাদের অনুভূতির বহির্ভূত। "নয়ন তাহাকে অনুভব করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু তিনি নয়নকে অনুভব করিতে সক্ষম। তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী এবং তত্ত্বাবধায়ক" (কোরআন)। আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতে "অখণ্ডত্ব' ও 'প্রশস্ততা' যাহা আমরা প্রমাণ করিতেছি, তাহা পরস্পর পৃথক; যেরূপ অনেকে ধারণা করিয়া থাকে; তদ্রূপ পরস্পর অবিকল বস্তু নহে। অবশ্য উহাদের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান আছে তাহা আমাদের অনুভূতির বহির্ভূত ও জ্ঞানাতীত। অতএব 'সৌন্দর্য' ও 'গৌরত্ব' তথায় পৃথকভাবে অবস্থিত এবং উহাদের পরস্পরের বিধানও পৃথক ও যে সকল পূর্ণতা উহাদের সহিত সম্বন্ধিত তাহারাও পরস্পর পৃথক। আমার (হজরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী রাঃ-এর) সৃষ্টির কারণ যাহা আমি উপলব্ধি করিতেছি; জানিতে পারিলাম যে, উহা হাসিল হইয়াছে এবং সহস্র বৎসরের প্রার্থনা কবুল হইয়াছে। আল্লাহতায়ালার প্রশংসা যে, আমাকে দুই সমুদ্রের 'ছেলা' বা সংযোজক ও দুই দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপক করিয়াছেন; সর্বাবস্থায় তাঁহার পূর্ণ প্রশংসা করি। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) যিনি মানব শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার ভ্রাতা পয়গম্বর (আঃ) গণও উচ্চ-দরের ফেরেস্তাবৃন্দের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। যখন গৌরতা লাবণ্যের রঙ্গে রঞ্জিত হইল, তখন হজরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর 'খুল্লাত' বা বন্ধুত্বের মাকাম প্রশস্ততা লাভ করিল এবং পরিধি-কেন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

জানা আবশ্যক যে, মহব্বতের (প্রেমের) মাকাম লাবণ্যের স্তরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং 'খুল্লাত' বা বন্ধুত্বের মাকাম গৌরতার স্তরের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। মহব্বতের মধ্যে 'মাহ্-বুবিয়াতে ছেরফ বা নিছক প্রিয়ত্ব শেষ পয়গম্বর (ছঃ)-এর মাকাম, এবং 'মোহেব্বিয়াত' বা নিছক প্রেমিকত্ব হজরত মুছা (আঃ) -এর জন্য বিশিষ্ট। হজরত খলিল (আঃ) বন্ধুত্ব ও

স্যাহচর্য সম্বন্ধ রাখেন। প্রিয় ও প্রেমিক পৃথক, এবং বন্ধু ও সহচর পৃথক। ইহ্যদের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধও পৃথক পৃথক। এ ফকির যখন বেলায়েতে মোহাম্মদী ও বেলায়েতে মুছাবী কর্তৃক প্রতিপালিত, তখন লাবণ্যের মাকামে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বেলায়েতে মোহাম্মাদীর মহব্বতের আধিক্যহেতু এ ফকিরের মাহবুবিয়াত বা প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ প্রবল হইয়াছে, এবং মোহেব্বীয়াত বা প্রেমিকত্বের সম্বন্ধ দুর্বল– বরং গুপ্ত প্রায় হইয়াছে।

হে বৎস! আমার সৃষ্টির সহিত এ সকল বিষয় নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও অপর এক বৃহৎ ব্যাপার আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন। পীরি মুরিদী করার উদ্দেশ্যে আমি আনীত হই নাই। এবং জগদ্বাসীর পূর্ণতা সাধন ও পথ প্রদর্শনের জন্যও আমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। উল্লিখিত বৃহত্তর কার্যের মাধ্যমে যদি কেহ সম্বন্ধ রাখে, তাহা হইলে সে ফয়েজ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, অন্যথায় হয় না। উক্ত বৃহৎ কার্যের তুলনায় অন্যের পূর্ণতা সাধন ও পথ প্রদর্শন কার্য্য, পথে নিক্ষিপ্ত বস্তুতুল্য। পয়গম্বর (আঃ) গণের আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের তুলনায়ও তাঁহাদের আহ্বান কার্য উক্তরূপ বটে। নবীত্ব বা পয়গম্বরী পদ যদিও সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নবী (আঃ) গণের পূর্ণতা ও বৈশিষ্ট্য সমূহ পরবর্তী ও উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার পূর্ণ অনুসরণকারীগণ লাভ করিয়া থাকেন। পয়গম্বর (আঃ) গণের প্রতি দরুদ ও ছালাম এবং সম্মান বর্ষিত হউক।

৭ মকতুব

নগণ্য খাদেম আবদুল হাই "অর্থাৎ যিনি এই মকতুবাত শরীফ সংগ্রহ করিয়াছেন", তাঁহার নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে মাহবুবিয়াত, মোহেববিয়াত, মহব্বত, হোব্ব এবং রেজা অর্থাৎ প্রিয়ত্ব, প্রেমিকত্ব, প্রেম, ভালবাসা ও সন্তুষ্টি এবং তদুর্ধের মাকাম সমূহ উহাদের বৈশিষ্ট্যসহ বর্ণিত হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আল্লাহতায়ালার প্রশংসা যে, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও তদীয় হাবীব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) -এর উম্মতরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

আল্লাহপাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন; জানিবেন যে, মহব্বতে জাতী অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আত্ম-প্রেম বা নিজেকে নিজে যেরূপ ভালবাসেন, তাহার মধ্যে তিনটি অবস্থা বর্তমান আছে। মাহবুবিয়াত (প্রিয়ত্ব), মোহেব্বিয়াত (প্রেমিকত্ব), মহব্বত (প্রেম)। পূর্ণ মাহবুবিয়াতে জাতীর (ব্যক্তিগত প্রেমের) বিকাশ শেষ পয়গম্বর (ছঃ) -এর প্রতি ন্যস্ত। ফলকথা মাহবুবিয়াত (প্রিয়ত্ব)-এর মধ্যে দুইটি পূর্ণতা বর্তমান আছে, ক্রিয়াজাত ও কার্যে পরিণতি। 'ফেল' বা ক্রিয়া মূল এবং "এন্‌ফেয়াল" বা কার্যে পরিণতি, উহার অধীন ও অনুগামী। অবশ্য ক্রিয়ার শেষ ফল কার্যে পরিণতি। যদিও উহা কার্যতঃ পরবর্তী, কিন্তু

ধারণার পূর্বেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। মোহেব্বিয়াত বা প্রেমিকত্বের পূর্ণ বিকাশ, হজরত মুছা কালিমুল্লাহের (আঃ) ভাগ্যে লাভ হইয়াছে। তৃতীয় স্তর - যাহা শুধু মহব্বত বা প্রেম, তথায় প্রথমতঃ হজরত আদম (আঃ) পরিদৃষ্ট হন, তৎপর হজরত ইব্রাহীম (আঃ) পরিলক্ষিত হন; তৎপর হজরত নূহ (আঃ) ও উক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহতায়ালার প্রতি ন্যস্ত।

আল্লাহতআয়ালা যেরূপ স্বীয় জাত বা নিজকে ভালবাসেন– তদ্রূপ তিনি স্বীয় এছম (নাম), ছেফাত (গুণ), ফেল (কার্য্যকলাপ) সম্ভূত পূর্ণতাসমূহকেও ভালবাসেন। উক্ত মহব্বতে ছেফাতীর [১] (গুণ জাত প্রেমের) বিকাশ হজরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর প্রতি পূর্ণরূপে হইয়াছে, এবং এছম, ছেফাত ও ফে'ল, – যথাক্রমে নাম, গুণাবলী, কার্যকলাপ হিসাবে প্রিয়ত্বের বিকাশ অন্যান্য পয়গম্বর (আঃ) গণের প্রতিও হইয়াছে। যেরূপ তাহাদের প্রতি উক্ত ছেফাত সমূহের মোহেব্বিয়াত বা প্রেমিকত্বের বিকাশ হইয়াছে। যখন নাম, গুণাবলী ও কার্যকলাপের প্রতিচ্ছায়া বর্তমান আছে, তখন উক্ত প্রতিবিম্ব সমূহের প্রিয়ত্বের বিকাশ উহাদের মূল বস্তুর মাধ্যমে হইয়া থাকে, এবং উহা অলিআল্লাহগণের মধ্যে যাঁহারা মোরাদ এবং মহবুব (মনোনীত-নির্বাচিত ও প্রিয়) তাঁহাদের অংশ। পক্ষান্তরে উক্ত প্রতিচ্ছায়ার প্রেমিকত্ব, 'মুরীদ' ও মোহেব্ব বা অভিলাষী ও প্রেমিকগণের অংশ। মহব্বতে জাতীর মাকামের উর্ধে 'হোব্ব' বা প্রেম-এর মাকাম; যাহা উল্লিখিত তিন স্তরের সমষ্টি ও সংক্ষিপ্ত। 'রেজা'-এর মাকাম 'মহব্বত' এবং 'হোবব্– এর' মাকামের উর্ধে। রেজা [২] -এর মাকাম মহব্বতের উর্ধে হইবার কারণ এই যে,–মহব্বতের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তৃত রূপে সম্বন্ধ লব্ধ হয়। কিন্তু 'রেজার' মাকাম উক্ত সম্বন্ধ রহিত, যাহা আল্লাহতায়ালার জাত পাকের দরবারের অনুকূল ও উপযোগী। 'রেজা' –এর মাকামের উর্ধে শেষ পয়গম্বর (ছঃ) ব্যতীত অন্য কাহারো পদক্ষেপ নাই। হয়তো তিনি এই মাকামের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহতায়ালার সহিত আমার একটি বিশিষ্ট কাল আছে, তখন আমার সহিত তথায় কোনও নৈকট্যধারী ফেরেস্তা, অথবা কোন নবী, রছুলের স্থান হয় না!" পরন্তু হাদীছে কুদছীতেও এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত আসিয়াছে যে, (আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন) "হে মোহাম্মদ (ছঃ) আমি এবং আপনি (বাস্তব), আপনি ব্যতীত অন্য যাহা কিছু আছে, সবই আপনার কারণেই সৃষ্টি করিয়াছি"; তদুত্তরে হজরত মোহাম্মাদ (ছঃ) ফরমাইলেন, "ইয়া আল্লাহ তুমিই, (আছ) এবং আমি নাই; তুমি ব্যতীত অন্য সকলকে তোমার জন্যেই পরিত্যাগ করিলাম"। মোহাম্মদ রছুলুল্লা (ছঃ) কে অদ্য (ইহ জগতে) তাহারা কি আর উপলব্ধি করিবে

---

(১) আল্লাহতায়ালার স্বীয় জাতকে বা নিজকে যেরূপ ভালবাসেন তাহাকে "মহব্বতে জাতী" বা আত্ম প্রেম বলা হয়, পক্ষান্তরে তিনি স্বীয় গুণাবলীকে যেরূপ ভালবাসেন তাহাকে "মহব্বতে ছেফাতী" বা গুণজাত প্রেম বলা হয়।

(২) রেজা এর মাকাম–সকল কাজে আল্লাহতায়ালার প্রতি সন্তুষ্টি।

ও ইহকালে তাঁহার বোজর্গী এবং মহত্ত্বের কি'বা আর পরিচয় লাভ করিবে। যেহেতু সত্যবাদী ও মিথ্যুক এই পরীক্ষা স্থলে সম্মিলিত এবং হক-বাতেল বা সত্যা-সত্য একত্রিত। রোজ কেয়ামতে তাঁহার মহত্ত্ব নিশ্চয়ই বোধগম্য ও উপলব্ধি হইবে যে, তিনিই পয়গম্বর (আঃ)-গণের অগ্রগামী-ইমাম ও শাফায়াত বা সুপারিশের অধিকারী হইবেন। আদম (আঃ) হইতে পরবর্তী পয়গম্বর (আঃ) গণ সকলেই তাঁহারই পতাকা তলে অবস্থান করিবে। ইহা বিধেয় ও সঙ্গত যে, উল্লিখিত বিশিষ্ট স্থানে অর্থাৎ যাহা রেজার মাকামের উর্ধে, সে স্থলে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষক ভৃত্যদিগের মধ্য হইতে কোন এক ভৃত্যকে তদীয় উত্তরাধিকারী ও পরবর্তী অনুযায়ী স্থান প্রদান করতঃ তাঁহার ব্যপদেশে উহাকে উক্ত দরবারের রহস্য আধার করেন।

মহানের দ্বারে ইহা, অতি সমিচীন,
নহে যে, কোনই কার্য তথায় কঠিন।

এই বাক্যের মর্ম পয়গম্বর (আঃ) গণ হইতে অন্য ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অনিবার্য করে না। যেহেতু মহাজনের সমকক্ষদের সহিত ভৃত্যের কি আর তুলনা হইতে পারে। মালিক সমশ্রেণীভুক্তগণের সহিত অনুগামীর কি আর সম্বন্ধ হইবে? মূল ব্যক্তিগণই উদ্দিষ্ট, এবং অনুগামী তাঁহাদেরই উপলক্ষধারী। উর্ধ সংখ্যায় তাহারা আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব পর্যন্তই উপনীত হইতে সক্ষম, তাহাতে কোনই বিঘ্ন নাই।

যেহেতু তন্তুবাপ (তাঁতী) ও ক্ষৌরিক (নাপিত)-গণ স্বীয় ব্যবসার দক্ষতা হেতু ততোধিক বিদ্বান ব্যক্তিগণ হইতেও কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়, যাহা ধর্তব্য নহে।

আমাদের বাক্যালাপ সঙ্কেত, ইঙ্গিত ও সুসংবাদ মাত্র এবং ধনভাণ্ডার তুল্য। অধিকাংশ ব্যক্তিই ইহা হইতে বঞ্চিত। অবশ্য সদ্বিশ্বাস অনুযায়ী যাহারা ঈমান আনয়ন করে বা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদের ঈমানের শেষফল শুভ, ফলপ্রসূ ও উপকারী হইবে। আল্লাহ পাক তৌফিক প্রদানকারী।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহাদের প্রতি ছালাম এবং মোস্তফা (ছঃ) ও যাবতীয় পয়গম্বর (আঃ) ও উচ্চ দরের ফেরেস্তাবৃন্দের প্রতি শ্রেষ্ঠ দরূদ ও পুর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক।

৮ মকতুব

খান খানানের নিকট লিখিতেছেন, সাধারণের ঈমানে গায়েব বা অদৃষ্ট-বিশ্বাস ও বিশ্বশ্রেষ্ঠের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এবং মধ্যবর্তীগণের ঈমানে গায়েবের পার্থক্য ইহাতে বর্ণিত হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

বন্ধুর বিষয় যাহা আলোচিত হয়,
অতি মনোরম তাহা, জানিবে নিশ্চয়।

আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন যে, "আমার বান্দাগণ আমার বিষয় যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বলিবেন) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী।" আরও তিনি ফরমাইয়াছেন "যখন তিন ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোন গোপন পরামর্শ করে তখন তিনি (আল্লাহতায়ালা) তাহাদের চতুর্থ এবং পঞ্চব্যক্তির পরামর্শস্থলে, তিনি ষষ্ঠ। ইহা হইতে ন্যূনাধিক্য যাহা হউক তিনি তাদের সঙ্গে আছেন; তাহারা যে কোন স্থানেই অবস্থান করুক না কেন" (কোরআন)। আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের ন্যায় তাঁহার নৈকট্য এবং সঙ্গতাও প্রকারবিহীন। যেহেতু প্রকার সম্ভূত বস্তুর প্রকারবিহীন বস্তুর প্রতি পথ নাই। অতএব নৈকট্য, সঙ্গতার যে অর্থ আমাদের জ্ঞান-বিবেকে অনুভূত হয়, অথবা আমাদের আত্মিক বিকাশ ও দর্শণ কর্তৃক যাহা উপলব্ধি হয়, সেইরূপ অর্থ হইতে আল্লাহতায়ালা পবিত্র ও বিমুখ। যেহেতু উহা আল্লাহতায়ালার শরীর প্রমাণকারী দলের গণ্ডিতে পদক্ষেপ করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহতায়ালা আমাদের নিকটবর্তী ও আমাদের সঙ্গে আছেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা আমরা অবগত নহি। ইহজগতে চরম উন্নত ব্যক্তিগণের ভাগ্যে তদীয় জাত–ছেফাতের প্রতি ঈমানে গায়েব বা অদৃষ্ট ঈমান লাভ হয় মাত্র।

বিভু প্রান্তরে সুদূর দৃষ্টিধারীগণ, --
'আছেন' ব্যতীত আগে করে না গমন।

'ঈমানে গায়েব' যাহা বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হন, তাহা সর্বসাধারণের ঈমানে গায়েবের অনুরূপ নহে। সর্ব সাধারণ শ্রবণ অথবা দলিল প্রমাণ কর্তৃক ঈমানে গায়েব লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অদৃশ্যের অদৃশ্য বস্তুকে (আল্লাহতায়ালাকে) তদীয় সৌন্দর্য ও মহত্বের প্রতিবিম্বের আড়ালে এবং আবির্ভাব ও বিকাশের শিবিরের উর্ধে অবলোকন করতঃ ঈমানে গায়েব লাভ করিয়া থাকেন। মধ্যবর্তী ব্যক্তিগণ প্রতিচ্ছায়াকে মূল পদার্থ এবং আবির্ভাবকে আবির্ভূত বস্তু ধারণা করতঃ দৃষ্ট-ঈমান প্রাপ্তে সুতুষ্ট হইয়া থাকেন। তাহাদের নিকট ঈমানে গায়েব বা অদৃষ্ট-ঈমান শত্রুদিগের অংশ। "যে দলের নিকট যাহা আছে তাহা লইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট" (কোরআন)। আপনাকে কিঞ্চিত কষ্ট দিতেছি; মাওলানা আবদুল গফুর এবং মাওলানা হাজী মোহাম্মাদ আমার বিশিষ্ট বন্ধু; ইহাদিগকে যদি কোন কার্যের নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা এ ফকিরের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হইবে। মহৎ ব্যক্তির প্রতি কোন কার্যই কঠিন নহে, ওয়াচ্ছালাম।

৯ মকতুব

মোল্লা মোহাম্মাদ আরেফ খাত্নীর নিকট "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কলেমা শরীফের উৎকর্ষ ও পবিত্রতার বিষদ বর্ণনায় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য, ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। মাওলানা মোহাম্মাদ আরেফ, প্রথমতঃ অমূলক উপাস্য সমূহ নিবারণ করতঃ যিনি প্রকৃত মাবুদ বা উপাস্য তাঁহাকে প্রমাণ করিবেন, এবং যাহা রকম প্রকারের কলঙ্কে কলঙ্কিত তাহাদিগকে 'লা' (না) কলেমার অন্তর্ভুক্ত করতঃ প্রকারবিহীন প্রভুর প্রতি ঈমান বা দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করিবেন। নফী (নিবারণ) ও এছবাত (প্রমাণ)-এর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ বাক্য–কলেমায়ে তৈয়্যেবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, সর্বশ্রেষ্ট জিকির (আল্লার স্মরণ) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। তিনি আবার ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই সপ্ত আকাশ ও তাহার বাসিন্দাগণ আমি ব্যতীত এবং সপ্ততল ভূমণ্ডল যদি এক পাল্লায় অবস্থিত হয়, ও দ্বিতীয় পাল্লায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কলেমা স্থাপিত হয়, তাহাতে নিশ্চয় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" -এর গুরুত্বই অধিক হইবে"। শ্রেষ্ঠ ও গুরুতর হইবে না কেন? উহার এক অংশ কর্তৃক আল্লাহ ব্যতীত সমস্তই যে নিবারিত হইতেছে; তাহা আসমান জমিনেই হউক, বা আরশ কুরছিই হউক, অথবা লওহ-কলমই হউক এবং বিশ্বজগত ও আদম (আঃ)ই হউক না কেন! (সবই নিবারিত হইতেছে)। উহার দ্বিতীয় অংশ কর্তৃক সত্য মা'বুদ বা উপাস্য–যিনি আসমান জমিনের স্রষ্টা তিনি প্রমাণিত হয়। আল্লাহ ব্যতীত যাহা কিছু আছে, তাহারা বহির্জগতস্থিত হউক বা অন্তর্জগতস্থিত হউক, তাহা রকম প্রকারের কলঙ্কে কলঙ্কিত; অতএব বহির্জগত ও আত্মার দর্পণে যাহা কিছু পরিস্ফুটিত হয়, তাহা প্রকার সম্ভূত হওয়াই সমিচীন, যাহা নিবারণযোগ্য। সুতরাং আমাদের যাবতীয় জানিত পদার্থ এবং ধারণাকৃত বস্তুও পরিদৃষ্ট ও অনুভূত সকল দ্রব্য রকম প্রকার সম্ভূত ও নূতনত্ব ও সম্ভাব্য-দোষে দুষ্ট। কেননা আমাদের জ্ঞান ও অনুভব আমাদের মধ্য হইতে উদ্ভূত, এবং আমাদেরই উপর্জিত। যে পবিত্রতা বা দ্বিত্ববাদ যাহা আমাদের জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধিত, তাহা প্রকৃত পক্ষে আনুরূপ্য বা সাদৃশ্য স্থাপন ও একবাদ, এবং যে পূর্ণতা আমাদের জ্ঞানের অনুকূল তাহা প্রকৃত পক্ষে নিছক অনিষ্ট ও ক্ষতি; সুতরাং যে সকল বস্তু আমাদের প্রতি আবির্ভূত ও বিকশিত এবং পরিদৃষ্ট হয়, তাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য বস্তু। আল্লাহতায়ালা উহারও পরে, আরও পরে। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা যাহা স্বহস্তে নির্মাণ করিতেছ-তাহারই উপাসনা করিতেছ না কি? কিন্তু আল্লাহতায়ালা যে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন" (কোরআন)। আমরা স্বহস্তে যাহা প্রস্তুত করি অথবা জ্ঞান, চিন্তা কর্তৃক নির্ধারণ করি, তাহা সবই আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট বস্তু বটে। তাহারা উপাসনার যোগ্য নহে। সেই প্রকার-বিহীন আল্লাহতায়ালাই উপাসনার যোগ্য, যিনি আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার আয়ত্তের

বহির্ভূত, এবং আমাদের আত্মিক বিকাশ ও দর্শন যাঁহার উচ্চতা ও মহত্ত্ব অবলোকন হইতে বিকল ও অক্ষম। সুতরাং এতাদৃশ প্রকারবিহীন আল্লাহতায়ালার প্রতি গায়েব বা অদৃষ্ট বিশ্বাস ব্যতীত ঈমান লাভ হইতে পারে না। যেহেতু প্রত্যক্ষ ঈমান, তাঁহার প্রতি ঈমান নহে, বরং তাহা স্বীয় সংকল্পিত বস্তুর প্রতি ঈমান, যাহা তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ। ইহাতে তাঁহার প্রতি ঈমানের সহিত অন্যের প্রতি ঈমানকে শেরকত বা সম্মিলিত করা হয়; বরঞ্চ ইহা শুধুমাত্র অন্যের প্রতিই ঈমান। আল্লাহ পাক ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ঈমানে গায়েব বা অদৃষ্ট ঈমান ঐ সময় সংঘটিত হইবে, যখন অতি দ্রুতগামী চিন্তারও তথায় অবকাশ থাকিবে না এবং চিত্তপটে কোনও বস্তুর চিত্র অংকিত হইবে না। আল্লাহতায়ালার আক্‌রাবিয়াত বা অধিকতর নৈকট্যের মধ্যে এই ভাবটি লব্ধ হয়। যেহেতু উহা (নিজ হইতে আল্লাহতায়ালার অধিকতর নৈকট্য) আমাদের চিন্তা ও ধারণার বহির্ভূত। যে বস্তু যত দূরবর্তী হয়, তথায় চিন্তা অধিক কার্যকরী হয়, এবং তাহা ধারণার রাজত্বে অতি সত্বর প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। উল্লিখিত সৌভাগ্য (অর্থাৎ আক্‌রাবিয়াত) পয়গম্বর (আঃ) গণের জন্য বিশিষ্ট এবং ঈমানে গায়েব তাঁহাদেরই অংশ। অবশ্য তাঁহাদের অনুগামী ও উত্তরাধিকারী হিসাবে অপর ব্যক্তিগণও এই সম্পদ লাভ করিয়া থাকেন। সাধারণ মুমিনগণের "ঈমানে গায়েব" যাহা লাভ হয়, তাহা চিন্তার গন্ডি বা সীমার বহির্ভূত নহে। যেহেতু "পরেরও পরে" বাক্যটি তাহারা দূরত্বের দিকে ধারণা করিয়া থাকেন, যথায় চিন্তার অবকাশ আছে। পক্ষান্তরে পয়গম্বর (আঃ) গণের নৈকট্য "পরের-পরে" বাক্যটি নৈকট্যের দিকে, যথায় চিন্তার কোনই গতিবিধি নাই। অতএব যে পর্যন্ত নিখিল বিশ্ব বর্তমান আছে এবং ইহজগতের জীবন কর্তৃক জীবিত আছে, সে পর্যন্ত ঈমানে গায়েব ব্যতীত তাঁহাদের উপায় নাই। কারণ প্রত্যক্ষ ও দৃষ্ট ঈমান এ স্থলে ব্যধিগ্রস্ত ও বিকল। যখন পরকালের দৃশ্যের বিকাশ আরম্ভ হইবে এবং চিন্তা ধারণার তীক্ষ্ণতা অন্তর্হিত হইতে চলিবে, তখন প্রত্যক্ষ ঈমান মাকবুল ও গৃহীত হইবে এবং উহা কৃত্রিমতা হইতে পবিত্র হইবে। আমি ধারণা করি যে,-হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন ইহকালেই আল্লাহতায়ালার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্য আমরা যদি প্রত্যক্ষ ঈমান প্রমাণ করি, তাহা প্রশংসনীয় ও সুন্দর হইত, এবং উহা কৃত্রিমতামুক্ত হইবে। যেহেতু অপরের জন্য যাহা 'পরকালে' প্রতিজ্ঞাত ও অঙ্গীকৃত তাহা তাঁহার 'ইহকালেই' লব্ধ। ইহা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ পাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল (কোরআন)।

জানা আবশ্যক যে, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) 'নফী' বা নিবারণের পবিত্র কলেমা পূর্ণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি শেরক বা সমকক্ষতার কোনও পথ অবরুদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; এই হেতু তিনি পয়গম্বর (আঃ) গণের ঈমাম বা অগ্রগামী হইয়াছেন। ইহজগতে উক্ত নিবারণ সমাপ্তির প্রতিই চরম-পূর্ণতা নির্ভরশীল। কারণ কলেমা শরীফের প্রমাণ– এর পক্ষ পরবর্তীকালের জন্যই স্থগিত আছে। ফলকথা, শেষ পয়গম্বর (দঃ) যখন ইহজগতে অবস্থানকালীন আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়াছেন, তখন তিনি ইহজগতেই উক্ত

কলেমা তৈয়্যেবার প্রমাণের পক্ষটির পূর্ণতার পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, ইহজগতের যোগ্যতানুরূপ তাঁহার আগমন কর্তৃক কলেমায়ে 'এছবাত' (ইল্লাল্লাহ) সমাপ্ত হইয়াছে। এই অর্থে ইহাও হইতে পারে যে,-(বুজর্গগণ) ইহজগতেই তাঁহার জন্য তাজাল্লীয়ে জাতী প্রমাণ করিয়াছেন, এবং অপর সকলের জন্য উহা (তাজাল্লীয়ে জাতী) পরকালে হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত ও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে এবং মোস্তফা (ছঃ) -এর পূর্ণ অনুসরণ করে, তাঁহার ও হজরত (ছঃ) -এর বংশধরগণের প্রতি শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ দরূদ এবং ছালাম বর্ষিত হউক।

১০ মকতুব

তদীয় সহোদর ভ্রাতা, মিয়া মওদুদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আর্শের আবির্ভাব ব্যতীত অন্য সকল আবির্ভাব প্রতিচ্ছায়া রহিত নহে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। শায়েখ বায়েজীদ বোস্তামী (কুঃ ছেঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আরশ এবং তাহাতে যাহা আছে, তাহা যদি আ'রেফ বা আল্লাহ-পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তির কল্‌ব বা অন্তঃকরণের এক প্রান্তে নিক্ষিপ্ত হয় তাহার কল্‌বের প্রশস্ততা হেতু উহা তাহার কিছুমাত্র অনুভূত হইবেনা।" শায়েখ যোনায়েদও তাহার পোষকতা করতঃ দলিল কর্তৃক ইহা প্রমাণ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'হাদেছ' বা আদি-সম্ভূত বস্তু যখন কদীম বা অনাদির সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আদি সম্ভূত বস্তু ক্রিয়া রহিত হয়। ইহার অর্থ এই যে, আরশ এবং তাহাতে যাহা আছে সে সকল বস্তু আদিজাত, এবং আরেফের 'কল্‌ব' অনাদি-নূরের বিকাশ স্থল। যখন উক্ত আদিজাত বস্তু সমূহকে উক্ত কলবের সহিত একত্রিত করা হয়, তখন উহা (আদিজাত বস্তু) বিলীন হইয়া যায়। অতএব অনুভূত হইবে কিভাবে?

অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি ছুফীগণের শীর্ষস্থানীয় এবং আরেফ সম্রাট, ছাইয়েদে তায়েফা বা অলিকুল দলপতি-তিনি যদি এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন এবং আরেফের কলবের সম্মুখে আরশে মজিদের কোনই গুরুত্ব অর্পণ না করেন ও আরশকে অনাদি নূরের আবির্ভাবশূন্য জ্ঞান করতঃ উহাকে 'হাদেছ' বা নূতন বলেন, পক্ষান্তরে কলবকে উক্ত অনাদি নূরের আবির্ভাব স্থল হেতু 'অনাদি' আখ্যা প্রদান করেন, তাহা হইলে অন্য সকল অলীগণের বিষয় আর কি বলিব, বা কি লিখিব। এ ফকির- যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার 'জজবা' বা আকর্ষণ কর্তৃক প্রতিপালিত, তাহার নিকট এই মাত্র যে 'আরেফের কল্‌ব' স্বীয় বিশিষ্ট যোগ্যতা হেতু- অন্তের অন্তঃস্থলে উপনীত হয়, এবং এতাদৃশ পূর্ণতা লাভ করে যাহার উর্ধে উন্নতির ধারণা অন্তর্হিত, এবং উহার এইরূপ যোগ্যতা সৃষ্টি হয় যে,-আরশের নূরের অনন্ত আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ আলোকচ্ছটা তাহার প্রতি পতিত হয়, উল্লিখিত আলোকচ্ছটা আরশস্থিত নূর সমূহের তুলনায় ঐরূপ,-প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় একবিন্দু বারি যেরূপ। বরং তাহা হইতেও ন্যূনতর।

আরশ ঐ বস্তু যাহাকে আল্লাহ্ পাক 'আজীম' বা বৃহৎ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার 'এস্তেওয়া' বা আবির্ভাব তথায় প্রমাণ করিয়াছেন। সমষ্টিভূতি হেতু আরেফের কলবকে আনুরূপ্য, উদাহরণ অনুযায়ী 'আরশুল্লাহ' বলা হয়। অর্থাৎ আলমে কবীর বা বিশ্ব জগতে পবিত্র আরশ যেরূপ–আলমে খালক্ এবং আলমে আমরের মধ্যস্থ এবং উক্ত দুই পার্শ্বের অর্থাৎ খল্ক ও আমরের একত্রিতকারী। তদ্রূপ ' আলমে ছগীর' বা ক্ষুদ্র জগতে (মানব দেহে) কল্ব, আলমে খাল্ক ও আলমে আমরের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ এবং উভয় পার্শ্বের একত্রিতকারী।

এই আনুরূপ্য অনুযায়ী কলবকেও 'আরশ' বলা সম্ভবপর। মনযোগের সহিত শ্রবণ কর! অনাদি নূরের আবির্ভাব যাহা প্রতিবিম্বের সংমিশ্রণ রহিত তাহা আরশে মজিদের জন্যই বিশিষ্ট; আলমে খল্ক ও আলমে আমরের এবং আলমে কবীর ও আলমে ছগীরের মধ্যে আর্শ ব্যতীত কেহই এই যোগ্যতা সম্পন্ন নহে, শুধু মাত্র পূর্ণ আরেফের কল্ব উল্লিখিত সমষ্টিভূতি ও মধ্যস্থতা সম্বন্ধ হেতু উক্ত নূর সমূহ হইতে কিঞ্চিৎ চয়ন করিয়া লইতে সক্ষম হয় এবং মহাসাগর হইতে যেন স্বীয় গণ্ডুষে যৎকিঞ্চিৎ হস্তগত করিয়া থাকে। অতএব আরশ ও পূর্ণ মারেফত প্রাপ্ত ব্যক্তির কল্ব ব্যতীত, যে স্থলেই আল্লাহ তায়ালার বিকাশ হউক না কেন, তাহা প্রতিবিম্বত্বের কলঙ্কে কলঙ্কিত; মূল-বস্তুর কোনই সৌরভ প্রাপ্ত হয় না। অবশ্য বায়েজীদের জন্য মত্ততাহেতু এইরূপ বলা সঙ্গত। কিন্তু হজরত যোনায়েদ–যিনি নিজেকে 'ছোহ' বা সংজ্ঞাধারী বলিয়া বিশ্বাস রাখেন, এরূপ বাক্য তাঁহা হইতে শোভনীয় নহে। তাঁহারা কি উপায় করিবেন? প্রকৃত ঘটনার যে, তাঁহারা অবগতি প্রাপ্ত হন নাই এবং প্রতিবিম্বের জলচক্র হইতে সৈকতে বা তটে উত্থিত হইতে সক্ষম হন নাই। ইদানিং ইহা যদিও অনেকের দৃষ্টিতে সুদূরপরাহত, কিন্তু অদ্য হইতে আগামীকল্য অতি নিকটবর্তী; ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। "আল্লাহ তায়ালার আদেশ সমাগত, তোমরা উহাকে সত্বর যাঞ্ছা করিওনা, তাহারা তাঁহার সহিত যেরূপ সমকক্ষতা করিতেছে, তাহা হইতে তিনি অতি পবিত্র ও মহান" (কোরআন)।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে ও মোস্তফা (ছঃ) -এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাঁহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি ও তৎসহ সমুদয় নবী (আঃ) গণ এবং নৈকট্যধারী ফেরেস্তাবৃন্দের প্রতি উচ্চ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

১১ মকতুব

মখদুমজাদা মারেফত তত্ত্ববিদ মাজদুদ্দীন খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ) -এর নিকট আরশের আবির্ভাবের বিষয়ে লিখিতেছেন।

আল্লাহতায়ালার প্রশংসা এবং হুজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম প্রেরণ করিতেছি।

আলমে কবির বা নিখিল বিশ্ব, অতি প্রশস্ত ও বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও উহা "হায়আতে ওয়াহ্‌দানি" বা একত্রিতিরূপ বর্জিত বলিয়া, প্রকৃত–অবিভাজ্য বস্তু যাহা যাবতীয় সম্বন্ধ ও প্রকার এবং বিস্তৃতি রহিত ও শান, ছেফাত বা অবস্থা ও গুণাবলী শূণ্য তাহার আবির্ভাব স্থল হইবার যোগ্যতাবিহীন। আলমে কবির বা বৃহত্তম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ পবিত্র আরশ, উহা আল্লাহতায়ালার ছেফাত বা গুণাবলী সম্বলিত জাতের নূর সমূহের আবির্ভাব স্থল। আর্শে মজিদ ব্যতীত আলমে কবিরের (বিশ্ব জগতের) মধ্যে যাহা কিছু বর্তমান আছে তাহাদের প্রতি যে সকল আবির্ভাব হইয়াছে তাহা প্রতিবিম্ব–মিশ্রণ শূণ্য নহে। এইহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা আলমে কবীরের মধ্যে আবির্ভাবের রহস্যের জন্য আর্শকে বিশিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। যেহেতু উহা আলমে কবীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। 'জেল্ল' বা প্রতিচ্ছায়া সমূহের কোন এক প্রতিচ্ছায়ার আবির্ভাব, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতায়ালার আবির্ভাব নহে যে, 'এস্তেওয়া' বা আবির্ভাব শব্দ কর্তৃক তাহা ব্যক্ত করা যায়। অপিচ আর্শের উপরের বিকাশ– স্থায়ী বিকাশ, অন্তর্হিতির বিপর্যয় রহিত। যদিও আল্লাহ তায়ালা আসমান জমীনের নূর, কিন্তু উহা 'জেল্ল' বা প্রতিচ্ছায়া সমূহের ব্যবধান সংযুক্ত। প্রতিচ্ছায়ার ব্যপদেশ ব্যতীত তাহাদের প্রতি কোন আবির্ভাব প্রতিফলিত হয় নাই। আর্শ ব্যতীত অন্য সকল আবির্ভাব আর্শের নূর হইতে সংগৃহীত, যাহা প্রতিচ্ছায়া সমূহের কোন এক প্রতিচ্ছায়ার অন্তরাল হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। যেরূপ মহাসমুদ্র হইতে পাত্র সমূহের মাধ্যমে অন্যত্র পানি লইয়া গিয়া তদ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে, অথবা একটি বিরাট মশাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু প্রদীপ প্রজ্জলিত করতঃ তৎকর্তৃক চতুর্দিক আলোকিত করা হয়। সম্ভবতঃ এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত স্বরূপ, আল্লাহতায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ (তায়ালা) আসমান এবং জমীনের নূর। তাঁহার নূরের উদাহরণ, যথা একটি 'তাক', তন্মধ্যে প্রদীপ, এবং প্রদীপটি ফানুসের মধ্যে অবস্থিত। ফানুসটি উজ্জল নক্ষত্র তুল্য। প্রদীপটি প্রজ্জলিত করা হইয়াছে–মোবারক যয়তুন বৃক্ষ হইতে, যাহা পূর্বস্থিত নহে, পশ্চিমস্থিতও নহে, ঐ বৃক্ষের তৈল (এরূপ পরিষ্কার ও উজ্জল) অগ্নি স্পর্শ ব্যতীতও প্রজ্বলিত হইবার উপক্রান্ত; 'নূর হইতে নূর' (উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল)।" উল্লিখিত আয়াত শরীফের মধ্যে ইহার উদাহরণ প্রদানের অর্থঃ–এই যে, আসমান-জমিনে উক্ত নূরের বিকাশ যেন কেহ মধ্যস্থতা ব্যতীত ধারণা না করে, এবং 'জেল্ল' কে (প্রতিচ্ছায়াকে) মূল বস্তুর অনুরূপ অনুমান না করে। তাহারা যেন অবগত হয় যে, মূল বস্তুর নূর হইতে 'জেল্ল' বা ছায়ার নূর প্রজ্জলিত ও সংগৃহীত। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নূরের প্রতি যাহাকে ইচ্ছা, পথ প্রদর্শন করেন (কোরআন)। উল্লিখিত আয়াত শরীফের অর্থঃ–আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রতিই ন্যস্ত, কিন্তু আমাদের প্রতি যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তদ্রূপ ভাবার্থ করিতেছি, এবং আল্লাহতায়ালার সাহায্য ও সহায়তা লইয়া বলিতেছি যে,–আল্লাহ তায়ালা আছমান-জমিনের নূর; নূর ঐ দ্রব্য যৎকর্তৃক বস্তুসমূহ আলোকিত হয়। আসমান-জমিন সমূহ আল্লাহ পাক কর্তৃক আলোকিত। যেহেতু

আল্লাহ পাক ইহাদিগকে 'আদম' বা নাস্তিতমরাশির গর্ভ হইতে বহিষ্কৃত করতঃ 'অযুদ' বা অস্তিত্ব ও উহার আনুষঙ্গিক বস্তু সমূহের প্রতিবিম্ব কর্তৃক বিম্বিত করতঃ আলোকিত করিয়াছেন। আসমান ও জমিনে, যাহা উক্ত নূর কর্তৃক আলোকিত হইয়াছে তাহা যেন একটি 'তাক' তুল্য; তন্মধ্যে উক্ত 'নূর'-প্রদীপতুল্য; যেন উক্ত 'তাকে' উহা গচ্ছিত আছে। আনুরূপ্যের 'কাফ' (যাহার অর্থ 'মত') যাহা মেশকাত (তাক) শব্দের প্রতি আরোপিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, উক্ত তাকের মধ্যে প্রদীপটি অবস্থিত। 'ফানুস' শব্দ হইতে আল্লাহতায়ালার এছ্‌ম - ছেফাত সমূহের ব্যবধান পরিলক্ষিত হইতেছে, যেহেতু উক্ত 'নূর' এছ্‌ম ছেফাত সম্মিলিত নূর, এবং 'শান'-এতেবার শূন্য নহে। ছেফাত সমূহের 'ফানুস' আল্লাহাতায়ালার অবশ্যম্ভাবী ও অনাদি সৌন্দর্য ও রূপের কারণে যেন একটি প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র স্বরূপ। উক্ত তাকের মধ্যে যে প্রদীপটি গচ্ছিত আছে, তাহা পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল হইতে প্রজ্বলিত হইয়াছে,– যাহা আরশস্থিত সমষ্টিভূক্ত আবির্ভাবের প্রতি ইঙ্গিত। 'এস্তেওয়া' বা আবির্ভাব বিষয়টি উক্ত বিকাশেরই রহস্য মাত্র। যেহেতু অন্য সকল আবির্ভাব যাহা আসমান জমিনের সহিত সম্বন্ধিত, তাহা আরশের উক্ত সমষ্টিভূত আবির্ভারের অংশ বা ব্যষ্টি তুল্য। অতএব উক্ত সমষ্টিভূক্ত আবির্ভাব লা'মাকানী বা স্থানরহিত ও দিকশূন্য হেতু উহাকে পুর্বস্থিতও নহে, পশ্চিমস্থিতও নহে বলা যাইতে পারে। উহার তৈল এরূপ স্বচ্ছ যে, অগ্নিস্পর্শ ব্যতীতই যেন জ্বলনশীল। ইহা উক্ত পবিত্র বৃক্ষের প্রশংসাবাচক বাক্য ও তাহার তৈলের নির্মলতা এবং চাকচিক্যের বর্ণনা, যাহার উপমা প্রদত্ত হইল। নূর হইতে নূর, অর্থাৎ উক্ত ফানুস– যাহা যবনিকা ও ব্যবধানতুল্য তাহা এরূপ পরিষ্কার, চকচকে ও স্বচ্ছ যে তৎকর্তৃক উক্ত নূরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উহার রূপ ও সৌন্দর্য বর্ধিত করিয়াছে; যেহেতু আল্লাহতায়ালার জাতী বা নিজস্ব পূর্ণতার সহিত ছেফাত বা গুণাবলীর পূর্ণতা সম্মিলিত হইয়া, ছেফাত সমূহের সৌন্দর্য জাতের সৌন্দর্যের সহিত একত্রিত হইয়াছে। উক্ত নূরের দ্বিগুণত্ব ও আবির্ভাবের পূর্ণতা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তদীয় নূরের প্রতি যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। হাঁ-- "আল্লাহ পাক যাহার জন্য 'নূর' সৃষ্টি করেন নাই তাহার জন্য কোনই নূর নাই" (কোরআন)। এই সমষ্টিভূত আবির্ভাব, যাহা আরশের সহিত সম্বন্ধিত, তাহা আত্মিক দর্শন ও অবলোকন এবং আত্মিক বিকাশ সমূহের শেষস্তর, ও 'জাত' অথবা 'ছেফাত' জ্ঞাপক, তাজাল্লী বা আবির্ভাব সমূহের ইহাই প্রান্তস্থল। ইহার পর 'জহল' বা অজ্ঞতার আচরণ আরম্ভ হয়। আল্লাহ চাহে উহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা হইতেছে। উল্লিখিত সমষ্টিভূত আবির্ভাব, যদিও ছেফাত সম্বলিত তথাপি এ স্থলে ছেফাত সমূহ জাতের কোনরূপ ব্যবধান নহে। ছেফাত সমূহ জাতের ব্যবধানতা প্রতিচ্ছায়া সম্ভূত আবির্ভাব সমূহের সহিত বিশিষ্ট। কারণ প্রতিচ্ছায়া বিশিষ্ট আবির্ভাব 'এলম'-এর স্তরে হইয়া থাকে এবং প্রকৃত বস্তুর বিকাশ 'আয়েন' বা প্রত্যক্ষ দর্শনের মাকামে সংঘটিত হয়। এল্‌মের স্তরে ছেফাত সমূহ 'জাতের' ব্যবধান বটে। কিন্তু 'আয়েন' বা দর্শনের ক্ষেত্রে নহে। ইহা লক্ষ্য কর না যে, যায়েদ নামক ব্যক্তিকে তোমরা যদি এল্‌ম বা জ্ঞান কর্তৃক অনুভব করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে উক্ত 'যায়েদ' স্বীয়

গুণাবলীসহ এল্‌মের স্তরে প্রকাশ পাইবে; যথা দীর্ঘ অথবা খর্ব, বিদ্বান বা মূর্খ, বালক বা বৃদ্ধ, কবি ও লিখক। তখন উক্ত গুণাবলী যাহা উপলব্ধি করিতেছ তাহা উহার জাত বা ব্যক্তিত্বের ব্যবধান স্বরূপ হইবে, এবং উল্লিখিত পূর্ণাঙ্গিক শর্ত সমূহ তাহার ব্যক্তিত্বের কোনও উপকারে আসিবে না। যখন উক্ত 'যায়েদ' অবগতি ও জ্ঞান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া প্রত্যক্ষ রূপে পরিলক্ষিত হয়, তখন তাহার গুণাবলী তাহাতে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিচ্ছায়া হইতে মূল বস্তুতে উপনীত হয়। যেহেতু জায়েদের এলমস্থিত আকৃতি তাহার বহির্জগতস্থিত (প্রকৃত) আকৃতির প্রতিচ্ছায়া মাত্র, যাহা উহার মূলবস্তু। অতএব এ স্থলে (এল্‌মের বাহিরে ও মূল বস্তুর স্থলে) উহার গুণাবলী উহার ব্যবধান নহে, বরং গুণাবলী সম্বৃত ব্যক্তিত্বই অনুভূত হইবে। এইরূপ আল্লাহতায়ালার পবিত্র 'জাত'-এর মধ্যে ও প্রতিবিম্ব সমূহের স্তরে ও ধারণাকৃত ছবিতে 'ছেফত' সমূহ জাত হইতে বিভিন্ন বটে। কিন্তু যখন প্রকৃত বস্তুতে উপনীতি লাভ হয়; তখন ছেফতসমূহকে 'জাত' হইতে পৃথক প্রাপ্ত হইবে না, এবং 'জাত'-এর দর্শন ছেফাতের দর্শন হইতে স্বতন্ত্র হইবে না। যাহারা ছেফাত সমূহের বিকাশকে ও "তাজাল্লীয়ে আফ্‌আল" বা কার্যগুণের আবির্ভাব সমূহকে জাতের বিকাশ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করে, তাঁহাদের ইহা সবই 'জেল্ল' বা প্রতিচ্ছায়ার স্তরেই হইয়া থাকে।

যখন মূল বস্তুতে উপনীত হইবে তখন একটি মাত্র আবির্ভাব প্রাপ্ত হইবে, যাহাতে উক্ত ত্রিবিধ আবির্ভাবই সন্নিবিষ্ট থাকে। যেরূপ কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত জায়েদকে দর্শন করে তাহা হইলে উহার দর্শন, উহার গুণাবলী– দর্শন হইতে পৃথক নহে; বরং যে মুহূর্তে যায়েদকে অবলোকন করিতেছে, সেই মুহূর্তে তাহাকে আলেম, ফাজেল (বিদ্বান, জ্ঞানী) হিসাবেও প্রাপ্ত হইতেছে। উহার বিদ্যা ও জ্ঞান যেরূপ উহাকে অবলোকন করার ব্যবধান নহে, তদ্রূপ উহা হইতে পৃথকও নহে। অবশ্য যখন জায়েদকে স্বীয় জ্ঞানে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং তাহার প্রতিবিম্বিত আকৃতি কর্তৃক তাহাকে অনুভব করা হয়, তখন উহার গুণাবলী উহা হইতে পৃথক হইবে ও উহা তাহার 'জাত'-এর বা প্রকৃত জায়েদের ব্যবধান স্বরূপ হইবে। যেরূপ পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কি লক্ষ্য কর না, যে, পরকালে আল্লাহতায়ালার ছেফাত সম্বলিত জাত পরিদৃষ্ট হইবে; 'এছম' - 'ছেফাত' শূন্য 'জাত' নহে। যেহেতু উহা নিছক ধারণা ও অনুমান মাত্র, প্রকৃত পক্ষে জাত, ছেফাত হইতে অথবা 'ছেফাত 'জাত' হইতে কোনক্রমেই 'শূন্য' নহে; মাত্র এই হিসাবে 'শূন্য' বলা যাইতে পারে যে, পূর্ণ আল্লাহ-পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তির যখন আল্লাহতায়ালার মহব্বত ও প্রেম প্রবল হয়, তখন এছেম্-ছেফত সমূহ তাহার দৃষ্টি ও লক্ষ্য হইতে অন্তর্হিত হয় এবং এক 'জাত' ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই তাহার নেত্র গোচর হয় না। এই আরেফের দৃষ্টিতে যেন, 'ছেফাত' হইতে 'জাত' শূন্য হয়, কিন্তু তাহা বহির্জগত ও বাস্তব হিসাবে নহে। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ চাহে অচিরে বর্ণিত হইবে। উল্লিখিত এই আবির্ভাবও (আরশের আবির্ভাবও) উদাহরণিক আকৃতি সমূহের শেষ স্তরের সমষ্টিভূত আবির্ভাব। ইহার পর যে পূর্ণতা প্রকাশ পায় উদাহরণিক দর্পণে তাহার আলেখ্য চিত্রণ

সম্ভবপর নহে। কারণ উদাহরণের মধ্যে ঐ বস্তুর আলেখ্য ও ছবি চিত্রিত হইতে পারে, যাহার অনুরূপ বস্তু বহির্জগতে বর্তমান আছে। যদিও উক্ত আনুরূপ্য নামতঃ হউক না কেন। কিন্তু বহির্জগতে, যে বস্তুর কাহারও সহিত কোন প্রকারের আনরূপ্য নাই, উদাহরণে তাহার চিত্র অঙ্কন অসম্ভব। তদুর্ধের পূর্ণতা সমূহও এই প্রকারের, অর্থাৎ কোনও বস্তু কোনও প্রকারে তাহাদের অনুরূপ নহে, যাহাতে উদাহরণে তাহাদের চিত্র উপলব্ধি হয়। এই হেতু তথায় সর্বদাই অজ্ঞতা বর্তমান থাকে। অতএব অনুভূত না হওয়াই প্রকৃত পক্ষে তথাকার অনুভূতির নিদর্শন। ইহকালে উক্ত মাকাম হইতে যদিও "প্রাপ্তি[১] জ্ঞানের" সহিত 'অজ্ঞতা' ব্যতীত অন্য কিছুই লব্ধ হয় না। কিন্তু আশাকরি যে, পরকালে আল্লাহতায়ালা এবম্ভূত ক্ষমতা ও মনোবল প্রদান করিবেন, যাহা তীক্ষ্ণতর নূরের মধ্যেও বিলীন হইবে না এবং প্রকৃত বস্তু উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

ওহে প্রভু! দাও মোরে স্বীয় মনোবল,
দেখিবে সাহস মোর কিরূপ অটল।
আপন শৃগালী বলে ডাকিও আমায়,
দেখিবে বিক্রম মোর মৃগেন্দ্রের ন্যায়।

সাবধান ঃ- আর্শের উর্ধের আবির্ভাব যেন কাহাকেও সন্দিগ্ধ না করে যে, আল্লাহতায়ালা আর্শের উর্ধে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার জন্য স্থান ও দিক বিদ্যমান আছে। ইহা হইতে আল্লাহতায়ালা অতি উচ্চ, এবং যাহা তাঁহার দরবারের উপযোগী নহে তাহা হইতেও তিনি পবিত্র। যথাঃ- জায়েদ নামক ব্যক্তির আকৃতি যদি দর্পণে প্রকাশ পায় তাহাতে দর্পণের মধ্যে জায়েদের অবস্থান প্রমাণিত হয় না। যদিও নির্বোধ-জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ সন্ধিহান হইতে পারে; আল্লাহতায়ালার উদাহরণ অতি উচ্চ। মুমিনগণ পরকালে আল্লাহতায়ালাকে বেহেস্তে দর্শন করিবেন; অথচ বেহেস্ত ও বেহেস্ত ব্যতীত অন্য সকল বস্তুর সম্বন্ধ আল্লাহতায়ালার সহিত সমতুল্য; সবই তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ। যে- তাজাল্লী বা আবির্ভাব 'তুর' পর্বতের প্রতি হইয়াছিল, তথায় স্থান অধিকার ও আধার হওয়ার অবকাশ ছিলনা। ফলকথা কোন স্থান আবির্ভাবের যোগ্যতাধারী, এবং কোন স্থান উক্ত যোগ্যতা রহিত; যথাঃ- দর্পণ আকৃতির আবির্ভাব-স্থল হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন, কিন্তু ঘোটকের পদতলস্থিত 'না'ল' উক্ত যোগ্যতা রহিত, অথচ উভয়ই লৌহ নির্মিত দ্রব্য। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, আবির্ভাবস্থল-এর মধ্যই তারতম্য হইয়া থাকে, আবির্ভূত বস্তুর মধ্যে নহে; এবং আবির্ভূত বস্তু অনুপাতে যোগ্য-অযোগ্য উভয়স্থল সমতুল্য। যে সকল শব্দ কর্তৃক ব্যষ্টি ও সমষ্টি, অথবা স্থান অধিকার বা আধার হওন অনুমিত হয় তাহার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নহে, এবং উহা আল্লাহতায়ালার পবিত্র দরবারের উপযোগীও নহে। ভাষার সংকীর্ণতাহেতু অগত্যা ঐ সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

টীকা- (১) অর্থাৎ-পাইয়াছি বলিয়া জানার পর অজ্ঞতা।

এ, রীতি অবশ্য তুমি রাখিও স্মরণ,
যথায় আছেন, মম প্রভু নিরঞ্জন–
সমষ্টি-ব্যষ্টির সেথা নাই পরকাশ,
অধিকৃতি, আধারের নাই অবকাশ।

ক্ষুদ্র জগতে বা মানবদেহে 'কল্‌ব' যখন আরশতুল্য, এবং বৃহৎ জগতের আর্শের অনুরূপ বস্তু, তখন আর্শের প্রতিবিম্ব রহিত আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ আবির্ভাব উল্লিখিত প্রতিবিম্ব রহিত অবস্থায় 'কল্‌ব' প্রাপ্ত হয়। আসমান, জমিন সমূহও উক্ত আবির্ভাবের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা কোন না কোন প্রতিবিম্বের ব্যবধানে। কেবল মাত্র 'কল্‌বের, আবির্ভাব, আরশের আবির্ভাবের ন্যায় প্রতিবিম্বিত্ব হইতে পবিত্র। অবশ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হিসাবে আবির্ভাবের তারতম্য বর্তমান আছে।

দর্পণের তারতম্যে সৌন্দর্য তোমার,–
তারতম্যময় হয়; সত্য অনিবার।

সুতরাং প্রতিবিম্ব রহিত আবির্ভাব পবিত্র আর্শের পরবর্তী স্থলে পূর্ণ মানব কল্‌বের ভাগ্যে হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অন্য সকল আবির্ভাব - প্রতিবিম্বের কবলিত।

জানা আবশ্যক যে, আর্শের আবির্ভাব যদিও প্রতিবিম্ব হইতে পবিত্র, কিন্তু তথায় ছেফাত সমূহ জাতের সহিত সম্মিলিত এবং শান্‌ এতেবার সমূহও পবিত্র জাতে বর্তমান, অবশ্য উক্ত স্তরে ছেফাত, শান সমূহ পবিত্র জাতের ব্যবধান নহে। কিন্তু দর্শন ও অবগতি অনুযায়ী সমতুল্য এবং মহব্বত ও প্রেমাকর্ষন হিসাবে–সমবর্তী। যাহারা নিছক এক 'জাত'–এর প্রেমাকৃষ্ট তাহারা কোনও সমতায় সন্তুষ্ট নহেন। আল্লাহ্ তায়ালার ফরমান–"নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালার জন্য বিশুদ্ধ ধর্ম" এই বাক্যানুযায়ী তাঁহারা নিছক ধর্ম (প্রেম) কামনা করেন। ছেফত সমূহ জাতের সহিত অল্প–বিস্তর একত্রিত ও মিশ্রিত না থাকা মানবের 'হায়াআতে ওয়াহদানী' বা একত্রিত রূপ ও মানবের কল্‌বের 'হায়আতে ওয়াহদানী'র অংশ; বরং উহার মধ্যে মৃত্তিকার যে অংশ আছে তাহারই ভাগ্যে হইয়া থাকে। ইহাদের সকলের উর্ধে মানবের অপর একটি 'হায়আতে ওয়াহদানী' আছে, যাহা উহার মৃত্তিকার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া তাহারই বিধানে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ফলকথা, এ বিষয়ে-সর্বোৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বস্তু মৃত্তিকার অংশ; অপর সকল বস্তু অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যের সরঞ্জাম মাত্র। মানবের মধ্যে দুইটি বস্তু বিদ্যমান আছে, যাহা আর্শের মধ্যে বর্তমান নাই; বরং উহা বৃহত্তম জগতের ভাগ্যেই লাভ হয় নাই। মানবের মধ্যে মৃত্তিকার অংশ মজুদ আছে, যাহা আর্শের মধ্যে নাই, এবং মানবের মধ্যে 'হায়আতে ওয়াহদানী' আছে, যাহা বৃহত্তম জগতে অন্যত্র কোথাও নাই। পরন্তু 'হায়আতে ওয়াহদানীর' মধ্যে যে, অনুভব শক্তি বিদ্যমান আছে তাহা নূর হইতেও নূর (দ্বি-দীপ্যমান), এবং ইহা অতি ক্ষুদ্র জগৎ (মানবের কল্‌ব) -এর জন্য বিশিষ্ট। সুতরাং মানব একটি অত্যাশ্চার্য বস্তু, যাহা আল্লাহ্তায়ালার প্রতিনিধিত্ব-যোগ্যতা

লাভ করিয়াছে এবং আমানতের দায়িত্ব বহন করিতে সক্ষম হইয়াছে। মানুষের অপর একটি বৈশিষ্ট্য শ্রবণ কর। সে উন্নতি করতঃ এরূপ স্তরে উপনীত হইতে সক্ষম হয় যে, আল্লাহতায়ালার নিছক এক 'জাত'-এর দর্পণতুল্য হইয়া থাকে, এবং ছেফত ও শান সমূহের সংমিশ্রণ ব্যতীতই সেই এক জাতের আবির্ভাবস্থল হয়। অথচ পবিত্র 'জাত' সর্বদাই ছেফাত ও শুয়ূনাত সম্বলিত, কখনও উহারা 'জাত' হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ইহার বর্ণনা এই যে, ইনছানে কামেল বা পূর্ণ মানব যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রেমাকর্ষণ মুক্ত হইয়া এক আল্লাহের পাকজাতের প্রেমাসক্ত হয়, তখন ছেফাত, শুয়ূনাত সমূহ তাঁহার লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট ও অভিপ্রেত ও সঙ্কল্পিত থাকেনা। অতএব "যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহারই সঙ্গে" হাদীছানুযায়ী আল্লাহতায়ালার নিছক জাত পাকের সহিত তাহার একরূপ প্রকার বিহীন সম্মিলন সৃষ্টি হয়, এবং উক্ত প্রেমাকর্ষণ কর্তৃক তিনি আল্লাহ্তায়ালার প্রকারবিহীন জাতের সহিত প্রকার রহিত নৈকট্য প্রাপ্ত হন। তখন উক্ত কামেল ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার এক 'জাত'–এর এবম্বিধ দর্পণতুল্য হন, যে উহার মধ্যে, ছেফাত ও শান সমূহের লেশ মাত্র পরিদৃষ্ট ও নেত্র গোচর হয় না। বরং তাঁহার নিছক এক 'জাত'ই তথায় প্রকাশিত ও আবির্ভূত হইয়া থাকে। সোবহানাল্লাহিল আজীম (আশ্চর্যের বিষয়) যে, 'জাত' হইতে তাঁহার 'ছেফাত' সমূহ নিশ্চয়ই পৃথক হয়না, তাহা এই পূর্ণ মানব-দর্পণে নিঃসঙ্গ হিসাবে প্রকাশ পায়, এবং তথায় ছেফাত সমূহের সৌন্দর্য হইতে 'জাত'-এর সৌন্দর্য পৃথক হয়। এইরূপ দর্পণত্ব ও আবির্ভাব প্রাপ্তি, পূর্ণ-মানব ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য সংঘটিত হয় নাই এবং আল্লাহতায়ালার জাত পাক, ছেফাত ও শান সমূহের সম্মিলন ব্যতীত, পূর্ণ-মানব ভিন্ন অন্য কাহারও মধ্যে আবির্ভূত হয় নাই। আলমে কবিরের মধ্যে পবিত্র 'আর্শ' আল্লাহ তায়ালার ছেফাত সম্বলিত জাতের আবির্ভাবস্থল। কিন্তু আলমে ছগীর বা ক্ষুদ্র জগতে-মানবদেহে, পূর্ণ মানবের মধ্যে 'এতেবার'[১] আদিরহিত কেবল মাত্র 'জাত'-এরই আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপ দর্পণত্ব মানবের একটি অত্যাশ্চর্য বিষয়। বাস্তবে আল্লাহতায়ালাই সর্ব-প্রদানকারী; তিনি যাহা প্রদান করিবেন তাহার প্রতিবন্ধক কেহ নাই, এবং তিনি যাহা প্রদান করিবেন না, তাহা প্রদান করার ক্ষমতা কাহারও নাই।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে, এবং নবীয়ে করিম (ছঃ) -এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণ ও ছাহাবাগণের প্রতি বহু প্রকারের দরুদ ও অতি উচ্চ সম্মান বর্ষিত হউক।

টীকা- (১) এতেবার-গুণাবলীর উর্দ্ধস্তর, যথায় গুণাবলীর শুধু অনুমান বর্তমান, বাস্তব-গুণাবলী নহে। ইহার নিম্নে 'শান' তৎপর 'ছেফাত' সমূহ অবস্থিত।

১২ মকতুব

তদীয় সহোদর ভ্রাতা হজরত মিয়া গোলাম মোহাম্মদ -এর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, ফেরেস্তাগণ যদিও মূল বস্তু অবলোকন করিতেছেন এবং মানব স্বীয় মানস দর্পণে উহা দেখিতেছে; কিন্তু উহাকে মানবের একটি অংশতুল্য করিয়াছেন ও তাহার জন্য উহা স্থায়ী ভাবে হইয়া থাকে।

আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও তাঁহার নির্বাচিত দাস {হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)}-এর প্রতি ছালাম। সম্মানী ফেরেস্তাবৃন্দ মূল বস্তু দর্শনকারী, ও মূল বস্তুর প্রতিই উহাদের লক্ষ্য এবং আকর্ষণ। প্রতিবিম্বের সংমিশ্রণ তাহাদের ভাগ্যে নাই। সম্বলহীন মানব কিন্তু ইহজগতে প্রতিবিম্বের বৃত্তের বাহিরে পদক্ষেপ করিতে প্রায় অক্ষম, এবং বহির্জগত কিংবা অন্তর্জগতের দর্পণ ব্যতীত স্থায়ী দর্শন লাভ করিতে প্রায় অসমর্থ। অবশ্য যখন 'মূল' বস্তুতে উপনীত হয়, তখন তাহার 'কলব'-দর্পণে মূল বস্তুর নূরের প্রাবল্য প্রতিফলিত করতঃ পুনরায় তাহাকে স্থূল জগতে প্রত্যাবর্তন করাইয়া তাহার প্রতি অপূর্ণ ব্যক্তিগণের প্রতিপালন ও দীক্ষার ভার অর্পণ করেন। এই প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তাহার স্বকীয় উন্নতি এবং অপর সকলেরও উন্নতি হইয়া থাকে। কারণ বর্ণিত মূল বস্তুর যে, 'নূর' সমূহের আলোক শিখা তাহার অংশ তুল্য করা হইয়াছে; তাহা প্রত্যাবর্তন কালে অপর ব্যক্তিগণকে যেরূপ অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণতা প্রদান করে এবং 'গায়েব' বা অদৃশ্য হইতে 'শূহুদ' বা দর্শণের প্রতি নির্দেশ দান করে, তদ্রূপ তাহার স্বকীয় অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও উক্ত নূরের রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া লয়। তৎপর তাহার আহবান ও প্রত্যাবর্তনকাল যখন সমাপ্ত হয় ও ভাগ্যলিপি অন্তিমে উপনীত হয়, তখন তাহার মূল বস্তুর আকাংখা জন্মে, ও তাহার চিত্ত হইতে 'রফিকে আলা' বা উচ্চ সঙ্গী বলিয়া চীৎকার বহির্গত হইতে থাকে, এবং বিভিন্ন সম্বন্ধ মুক্ত হইয়া অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে উপনীত হয়, ও শ্রুত বস্তু-ক্রোড়ে গ্রহণ করে। " মৃত্যু সেতুতুল্য, বন্ধুকে বন্ধুর সহিত সম্মিলিত করে," হাদিছটি তখন তাহার প্রতি সত্য হয়।

জানা আবশ্যক যে, ফেরেস্তাবৃন্দ যদিও মূল বস্তুর নূর সমূহ অবলোকনকারী, এবং মানব স্বীয় মানস-দর্পণে উহা দর্শন করে মাত্র। কিন্তু উক্ত সৌভাগ্য মানবের অংশ তুল্য করা হয় ও তথায় স্থায়িত্ব ও অভিন্নত্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে। ফেরেস্তাবৃন্দ ইহার বিপরীত; উক্ত সৌভাগ্য তাঁহাদের অংশতুল্য করা হয় না; কেবল বাহির হইতে দর্শন করে মাত্র এবং উহা তাহাদের মধ্যে স্থায়িত্ব ও অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয় না। মূল বস্তুর রঙ্গে রঞ্জিত হওন ও তাহার বর্ণ গ্রহণ, মানবের জন্যই সংঘটিত হয়। ফেরেস্তাবৃন্দ উহা প্রাপ্ত হয় না। মৃত্তিকাজাতগণ যে বৈশিষ্ট্য লাভ করে, পবিত্র সৃষ্টি (ফেরেস্তাবৃন্দ) তাহা লাভ করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু অন্তর্জগত ও বহির্জগতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। যদিও অন্তরস্থবিত্ত আংশিক, এবং বহিঃস্থিত দৌলত সামগ্রীক, কিন্তু মূলে অন্তর জগতেই অন্তর, এবং বহির্জগত-বহির্ভাগ। (অন্তরের তুলনায় উহা

মূল্যহীন) আমাদের বাক্য ইশারা-ইঙ্গিত ও সুসংবাদ মাত্র। এইহেতু বিশিষ্ট মানব, বিশিষ্ট ফেরেস্তা হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং ফেরেস্তাগণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিশিষ্ট মানব, প্রতিনিধিত্বের উপযোগী হইল। আল্লাহতায়ালা স্বীয় রহমত কর্তৃক যাহাকে ইচ্ছা বিশিষ্ট করিয়া লন। আল্লাহতায়ালা অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল।

মর্তবাসী স্বর্গে গেল, সপ্ত আকাশ ভেদ করি,
আকাশ-ধরা ফেল্লো পিছে, চল্লো খোদার নাম ধরি।

মানবের মধ্যে মৃত্তিকার অংশ থাকাহেতু উক্ত দৌলত লাভ করিয়াছে এবং উক্ত মৃত্তিকার সৌভাগ্যেই 'কল্‌ব' আল্লার 'আরশ' তুল্য হইয়াছে, যাহা সমগ্রের সমষ্টি এবং সম্ভাব্য জগতের কেন্দ্র।

হাঁ,-'মৃত্তিকা' স্বীয় নিম্নতা ও অসহায়তা হেতু এতাদৃশ উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার নম্রতাই উহাকে শীর্ষ স্থানীয় করিয়াছে। "আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা প্রকাশ করে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে উচ্চ করেন" (হাদীছ)। যখন পূর্ণ-মানব প্রত্যাবর্তন ও আহবান কার্য সমাধা করতঃ মূল বস্তুর রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া মূল বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, এবং আল্লাহতায়ালার প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তাঁহার এরূপ এক বৈশিষ্ট্য এবং প্রশস্ততা তথায় লাভ হয় তাহা অন্য কাহারও ভাগ্যে যে লব্ধ হয় না, তাহা সঠিক। তিনি যেরূপ নৈকট্য ও সম্মান প্রাপ্ত হন, তাহা অন্য কাহারও পক্ষে লাভ হয় না। যেহেতু তিনি মূল বস্তুর মধ্যে 'ফানী' বা বিলীন হইয়া তথায় 'বাকা'-স্থায়িত্ব সৃষ্টি করতঃ মূল বস্তুর রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছেন। অপরের কি ক্ষমতা যে, তাঁহার সমতা অন্বেষণ করে। এইরূপ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলের রঞ্জন, যদিও নিছকতা ও পবিত্রতা হিসাবে পূর্ণ ও সম্প্রাপ্ত[১] কিন্তু তাহা বাহির হইতে সমাগত, অতএব তাহা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে মানবের রঞ্জন যখন অন্তর্জগত কর্তৃক তখন উহা তাহার ব্যক্তিগত ও নিজস্ব স্বরূপ হয়। এইরূপ উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্তমান আছে। উল্লিখিত পূর্ণতা সমূহ পয়গম্বর (আঃ) গণের জন্যই বিশিষ্ট, এবং বিশিষ্ট মানব তাঁহাদিগকেই বলা হইয়া থাকে। অবশ্য তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ও অনুগামী অনুযায়ী আল্লাহাতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা উক্ত সৌভাগ্য প্রদান করেন। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) -এর মধ্যে পয়গম্বর (আঃ) গণের সংসর্গের বরকতে উক্ত দৌলত অধিক লব্ধ হইত; ছাহাবাগণ (রাঃ) ব্যতীত আল্লাহতায়ালা অন্য যাহাদিগকে ইহা প্রদান করেন, তাঁহারা অল্প সংখ্যক; বরং অতি অল্প।

বৃদ্ধার দুয়ারে যদি আসে মহারাজ,
তা'তে খাজা ক্ষোভে গোফ্ উঠাইওনা আজ।

হে আল্লাহ, হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) -এর অছিলায় (তাঁহার প্রতি ও যাবতীয় পয়গম্বর (আঃ) গণের প্রতি দরুদ, সম্মান, ছালাম-বর্ষিত হউক) আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান।

টীকাঃ (১) সম্প্রাপ্ত-সর্বপ্রকার লব্ধ।

১৩ মকতুব

মির্জ্জা শামছুদ্দিনের নিকট তাহার পত্রের উত্তরে লিখিতেছেন। হামদ, ছালাত এবং দোয়ার পর আপনার অনুগ্রহলিপি স্নেহাস্পদ ভ্রাত শায়েখ মোহাম্মদ তাহের উপনীত করিল। সন্তুষ্ট হইলাম; আপনি লিখিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ লাভ না হওয়া পর্যন্ত উপদেশপূর্ণ পত্রাদি দ্বারা এ নগণ্যকে স্মরণ করিতে থাকিবেন। হে মান্যবর, আমাদের দীন বা ধর্মের এবং ছাইয়েদুল মোরছালীন (ছঃ) -এর অনুসরণই প্রকৃত উপদেশ। এই দীন ও অনুসরণ হইতে জাহেরী আলেমগণের অংশ স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন করার পর শরীয়তের বিধানসমূহের জ্ঞান লাভ এবং তদানুযায়ী আমল করণ। পক্ষান্তরে ছুফীগণের অংশ, জাহেরী আলেমগণের অংশের সহিত স্বীয় আত্মিক অবস্থা ও প্রেরণা লাভ করণ এবং আত্মিক জ্ঞান ও পরিচয় প্রাপ্তি, এবং ওলামায়ে রাছেখীন বা সুদক্ষ আলেমবৃন্দ যাঁহারা পয়গম্বর (আঃ) গণের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী তাঁহাদের অংশ, জাহেরী আলেম ও ছুফীগণের অংশের সহিত ঐ সকল রহস্যময় সূক্ষ্ম বিষয়ের এলম বা জ্ঞান যাহার প্রতি কোরান শরীফের ' মোতাশাবেহ্' আয়াত সমূহে ইঙ্গিত আছে। অবশ্য তাঁহারা ভাবার্থানুযায়ী উহা অবগত আছেন। ইঁহারাই পূর্ণ অনুসরণকারী এবং প্রকৃত ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী; ইঁহারা পরবর্তী ও উত্তরাধীকারী হিসাবে পয়গম্বর (আঃ) গণের বিশিষ্ট দৌলতের শরীক বা সহচারী এবং আল্লাহতায়ালার পবিত্র দরবারের রহস্য উপলব্ধিকারী। "আমার উম্মতের আলেমগণ বানীইস্রাইলের পয়গম্বর তুল্য" বাক্য কর্তৃক ইঁহারাই ভূষিত। অতএব ছৈয়েদুল মোরছালীন (সঃ) -এর এলম-জ্ঞান আমল -কার্য্য অবস্থা ও প্রেরণা হিসাবে তাঁহার অনুসরণ করা কর্তব্য; যৎকর্তৃক তাঁহার ওয়ারিশত্ব লব্ধ হয়, যাহা সৌভাগ্যের চরম স্তর। তাঁহার প্রতি এবং যাবতীয় পয়গম্বর (আঃ) গণের প্রতি ও এবাদতকারী বান্দাগণের প্রতি দরুদ, সম্মান বর্ষিত হউক।

১৪ মকতুব

মওলানা আহমদ বরকীর নিকট লিখিতেছেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে--যে 'পদ' প্রাপ্ত অলিউল্লাহগণ এলমধারী কি না?

বিছমিল্লা হিররাহমানির রাহীম, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য, ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার দুইখানা পত্র উপনীত হইল। শান্তনা প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন। "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন" (আমরা সকলেই আল্লাহর এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী) -তথাকার বন্ধু-বান্ধবগণকে বলিবেন, তাহারা যেন, সপ্ততি সহস্রবার করিয়া পবিত্র কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতঃ মরহুম বৎস খাজা মোহাম্মদ ছাদেক ও তাঁহার সহোদরা মরহুমা উম্মে কুলছুমের রুহের প্রতি ছওয়াব অর্পণ করেন, যেন তাঁহাদের এক জনের প্রতি সপ্ততি সহস্র এবং অপর সপ্ততি সহস্র অপর জনের

প্রতি প্রদান করেন। বন্ধুগণের নিকট হইতে দোয়া এবং ফাতেহা কামনা করি।

আপনি লিখিয়াছেন যে, মকতুবাতের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, "ছাহেবে মান্‌ছাব" অর্থাৎ 'পদ' ধারী ব্যক্তি এলম (জ্ঞান) সম্পন্ন হয়। হে মান্যবর, যিনি 'কোতবুল আকতাব' বা কুত্‌বগণের কুত্‌ব, তিনি অবশ্য এলমধারী; কিন্তু বিভিন্ন শহরের কুতব্‌গণ উক্ত কুতবুল আকতাবের অংশ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ, তাঁহাদের 'মাদার' হওয়ার জ্ঞান কাহারও কাছে এবং কাহারও নাই। আপনি লিখিয়াছেন যে, 'ফানাফিল্লাহ' ও 'বাকা বিল্লাহ' এ পর্যন্ত হস্তগত হইল না। কি করা যায় আপনি অতি অল্পকাল সংসর্গে ছিলেন এবং এ পর্যন্তও অপেক্ষা করেন নাই যে–আপনাকে কোন 'হালত বা আত্মিক' অবস্থা প্রাপ্তির অবগতি প্রদত্ত হয়। অবশ্য আমি উপস্থিত হিন্দুস্তান হইতেই আপনার ফানা ও বাকা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং উক্ত পূর্ণতাদ্বয় যাহা বলিয়াছেন তাহা আপনার মধ্যে অনুভূত হইতেছে; কিন্তু আপনি ইহা অস্বীকার করিতেছেন। বহু দূরত্ব বর্তমান, যে পর্যন্ত বাহ্যিক সাক্ষাৎ না হয়– সে পর্যন্ত গুপ্ত অবস্থাবলীর প্রতি অবগতি প্রদান সুকঠিন। মাশায়েখগণ 'ফানা'-'বাকার' বিষয় অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, যে উহা সবই ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা হইয়া থাকে। কেহ স্বীয় অবস্থা স্বয়ং কি আর উপলব্ধি করিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা সকলকে অবস্থার জ্ঞান প্রদান করেন না। বরং তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে হালত প্রাপ্তির জ্ঞান দান করেন ও অন্য সকলের অগ্রগামী করতঃ অন্য সকলকে তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া– তাহাকে পূর্ণতা লাভ ও পূর্ণতা প্রদান করার মর্তবায় উপনীত করেন।

সকলের মঙ্গলার্থে প্রভু নিরঞ্জন,
বিশিষ্ট করিয়া লয় কোন একজন ।

আফছোস, যদি পরবর্তী কয়েক দিবস শায়েখ হাছানকে বিলম্ব করাইতাম, এবং তাঁহার কতিপয় আত্মিক অবস্থার প্রতি তাহাকে অবগত করাইয়া আপনার নিকট পাঠাইতাম তাহা হইলে ভাল হইত। আপনার আগমন সুকঠিন, আপনার বন্ধুগণের মধ্য হইতে কোন এক সরল ও যোগ্য ব্যক্তি যদি আগমন করিত এবং কয়েক দিবস অবস্থান করতঃ সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিত, তাহা হইলে তাহা কতই না উৎকৃষ্ট হইত, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া যাইত। যাহা হউক আত্মিক অবস্থা লাভ হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য, অবগতি লাভ পরের কথা। অবশিষ্ট বিষয় আল্লাহ্‌ চাহে সাক্ষাতে আলোচিত হইবে, ওয়াচ্ছালাম।

যে উপদেশ অনিবার্য তাহা এই যে, কখনও অধ্যয়ন ও এলম শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন হইতে নিজকে ক্ষমা করিবেন না। সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া যদি অধ্যয়নে লিপ্ত থাকেন, তবে জেকের মোরাকাবারও আকাঙ্খা করিবেন না। যেহেতু সমস্ত রাত্রিই জেকের মোরাকাবার প্রশস্ত সময় আছে। শায়েখ হাছানকেও 'ছবক' বা পাঠ দিতে থাকিবেন। অকর্মন্য ছাড়িবেন না। এতদ্দেশে বিদ্যার চর্চা অতি অল্প। অতএব শরীয়তের এলম পুনরুজ্জীবিত করিতে যত্নবান

হইবেন। অধিক আর কি লিখিব। খাজা ওয়ায়েছের আত্মিক ঘটনাবলীর পত্রসমূহ উপনীত হইল। তাহার অধিকাংশই দৃষ্টিগোচর হইল, ইহারা সুসংবাদ মাত্র। আল্লাহ্ পাকের নিকট আশা রাখিবেন; যেন উহা কার্যে পরিণত হয়। ওয়াচ্ছালাম।

১৫ মকতুব

ছামানা নগরের মহান ছৈয়্যেদগণ এবং তথাকার কাজী ও বাসিন্দা ও বোজর্গগণের নিকট লিখিতেছেন। কোরবাণীর ঈদে খোৎবা পাঠকারী ব্যক্তি খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম বর্জন করতঃ খোৎবা পাঠ করিয়াছিল- হেতু তাহার প্রতি তিরস্কার করিয়া লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। ছামানা নগরের সম্মানী ছৈয়্যেদগণ এবং তথাকার কাজী ও বোজর্গ বাসিন্দা সম্মানী খাদেমগণকে, এইহেতু কষ্ট দিতেছি যে,–কর্ণগোচর হইল যে, কোরবাণীর ঈদের খোৎবা পাঠকালে খোৎবা পাঠকারী ব্যক্তি খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) গণের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাঁহাদের পবিত্র বরকতযুক্ত নাম পাঠ করে নাই। ইহাও শ্রবণ করিলাম যে, কতিপয় ব্যক্তি এ বিষয় সমালোচনা করায় সে নিজের ক্রটি স্বীকার না করিয়া তাহাদের সহিত অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, তাহাদের নাম উল্লেখ না করায় কি অপরাধ হইয়াছে? ইহাও কর্ণগোচর হইল যে, তথাকার সম্মানী ব্যক্তি ও বাসিন্দাগণও এ বিষয় শৈথিল্য করিয়াছেন এবং উক্ত বে ইনছাফ খোৎবা পাঠকারীর প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ধিক তাহাদের প্রতি শত ধিক। খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) গণের আলোচনা যদিও খোৎবার শর্ত নহে, তথাপি ইহা ছুন্নত জামাত দলের কার্য ও চিহ্ন এবং অভ্যাস। কোন অভিশপ্ত ব্যক্তি ও ব্যাধিগ্রস্থ মন এবং অপবিত্র অন্তর ব্যতীত উহা কেহ ইচ্ছাকৃত ও বিরোধ মনোভাব লইয়া পরিত্যাগ করে না। যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে, সে ধৃষ্টতা ও পক্ষপাতিত্ব হিসাবে পরিত্যাগ করে নাই, তাহাতেও সে "যে ব্যক্তি যাহাদের অনুরূপ হইতে চায়, সে তাহাদের দলভুক্ত"–হাদিছটির কি উত্তর দিবে? এবং "মিথ্যা দোষারোপ হইতে তোমরা রক্ষা পাও"– হাদিছটির সন্দেহ স্থল হইতে কি উপায়ে মুক্তি পাইবে? যদি সে ব্যক্তি শায়খায়েন বা আবুবকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুখ (রাঃ) দ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় সন্দেহ পোষণ করে বা ইতস্ততঃ করে, তাহা হইলে সে সুন্নত জামাতের পথ পরিত্যাগ কারী; ও রাফিজী। এবং যদি সে খাতানায়েন বা হযরত ওছমান এবং হযরত আলী (রাঃ) আনহুমার মহব্বতের বিষয় ইতস্ততঃ করে, তাহা হইলে সে সত্য পথ হইতে বহির্গত ও খারিজি। বোধ হয় ঐ মস্তিষ্ক শূন্য ব্যক্তি- যে কাশ্মীরবাসী নামে পরিচিত, এই অপবিত্র আবর্জনা সমূহ কাশ্মীরিস্থিত বেদআতী বা ধর্ম বিপর্যয়কারী রাফিজী দলের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার ইহা জ্ঞাত হওয়া উচিত ছিল যে, শায়েখায়েন [হজরত ছিদ্দিক এ

আকবার ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)]-এর শ্রেষ্ঠত্ব ছাহাবা ও তাবেয়ীনগণের ঐক্যবদ্ধ মত কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা আলেমবৃন্দ উচ্চদরের ইমামগণ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইমাম শাফী (রাঃ) অন্যতম। শায়েখ ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরী বলিয়াছেন যে, "নিশ্চয় হযরত আবুবকর তৎপর হযরত ওমরের শ্রেষ্ঠত্ব অবশিষ্ট উম্মত হইতে অকাট্য"। ইমাম জাহাবী বলিয়াছেন যে, হজরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ও তিনি সিংহাসনে বর্তমান থাকা অবস্থায় এবং তাঁহার রাজত্বের মধ্যে তাঁহার দলের অসংখ্য জনসাধারণের সম্মুখে বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আনহুমা উম্মতগণের সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা মোতাওয়াতের বা বিপুল বর্ণনা কর্তৃক বর্ণিত; পুনরায় ইমাম জাহাবী বলিয়াছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) হইতে অশীতি ব্যক্তিরও অধিক রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের নামও তিনি গণনা করিলেন। তৎপর তিনি বলিলেন যে, আল্লাহতায়ালা রাফিজীগণকে অপদস্ত করুন; ইহারা আশ্চর্য ধরনের মুর্খ। হযরত ইমাম বোখারী যাঁহারা কেতাব পবিত্র কোরানের পরেই সর্বাধিক সত্য, তিনি রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, "হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত নবীয়ে করীম (ছঃ) -এর পর সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)। তৎপর হযরত ওমর (রাঃ) তৎপর অপর এক ব্যক্তি"। তৎশ্রবণে তদীয় পুত্র মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলিল যে –তৎপর আপনি? তখন তিনি বলিলেন যে, "আমি মোসলমানগনের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি মাত্র"। ছাহাবা ও তাবেয়ীনগণ হইতে এই প্রকারের বর্ণনা প্রচুর ও প্রসিদ্ধভাবে আসিয়াছে। অজ্ঞ অথবা বিদ্বেষী ব্যক্তি ব্যতীত কেহ ইহা অস্বীকার করিবে না। উক্ত বে-ইনছাফ্‌কে ইহাও বলা উচিত যে, হযরত পয়গম্বর (ছঃ) -এর যাবতীয় ছাহাবাগণের ভালবাসার প্রতি আমরা আদিষ্ট, এবং তাঁহাদের সহিত ঈর্ষা পোষণ ও তাঁহাদিগকে কষ্ট প্রদান নিষেধ। হযরত ওছমান এবং হজরত আলী (রাঃ) উভয়ে উচ্চ দরের ছাহাবা ও হযরত (ছঃ) -এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অতএব ইঁহারা মহব্বত ও ভালবাসার অধিক উপযোগী। আল্লাহতায়ালা ফরমাইতেছেন, "ইয়া রছুলাল্লাহ আপনি বলিয়া দিন যে–ইছলাম প্রচারের বিনিময় আমি কোন পারিশ্রমিক কামনা করিনা। শুধু আমার ঘনিষ্ঠ পরিবারবর্গের ভালাবাসা চাহিতেছি।" হযরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার ছাহাবাগণের বিষয় তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাহাদিগকে পার্থিব উদ্দেশ্যের লক্ষ্য করিওনা। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে সে আমার ভালবাসার কারণেই তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে এবং যে ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতি হিংসা পোষণ করিবে সে আমার প্রতি হিংসার কারণেই তাঁহাদের সহিত হিংসা করিবে। যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কষ্ট প্রদান করিবে, সে আমাকে কষ্ট দিবে এবং যে আমাকে কষ্ট দিবে, সে আল্লাহতায়লাকে কষ্ট দিবে এবং যে আল্লাহকে কষ্ট দিবে– আল্লাহতায়ালা অচিরেই তাহাকে শাসন করিবেন।" ইছলামের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত জানিনা যে, এরূপ বিশ্রী গন্ধযুক্ত পুষ্প কখনও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই ঘটনা কর্তৃক সমূদয় ছামানা নগরটি অপবাদগ্রস্থ ও নিন্দিত হইবার উপক্রান্ত হইয়াছে। বরং ভারতবর্ষের উপর হইতেই বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে।

বর্তমান বাদশাহকে আল্লাহতায়ালা ইসলামের শত্রুগণের প্রতি সাহায্য করুন, তিনি ছুন্নত জামাত-এর মতাবলম্বী এবং হানাফী মাজহাবভুক্ত। তাঁহার রাজত্বকালে এরূপ বেদআত কার্য প্রচলিত করা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতা; বরং প্রকৃত পক্ষে তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা এবং দণ্ডধর বাদশাহের আদেশ লঙ্ঘন করা মাত্র। অপিচ দরবারের উচ্চ দরের খাদেমগণ যাঁহারা তথায় (ছামানা নগরে) উপস্থিত আছেন, তাঁহারা শৈথিল্যহেতু যে, ইহার প্রতিকার হইতে যে, বিরত আছেন, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। আল্লাহতায়ালা ইহুদি ও খৃষ্টানদিগের নিন্দা করিয়া ফরমাইতেছেন যে, "তাহাদের ধর্ম যাজক ও পর্তুগীজগণ যদি অসৎ বাক্য ও অবৈধ-উপার্জন হইতে তাহাদিগকে বাধা প্রদান না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা অতি কদর্য ও জঘন্য কার্যে লিপ্ত হইত।" আবার ফরমাইতেছেন, "তাহারা স্বীয় অসৎ কার্য হইতে পরস্পরকে নিষেধ করিত না, তাহারা যাহা করিত তাহা অতি জঘন্য।" উল্লিখিত ঘটনার বিষয় অবহেলা ও শৈথিল্য বেদয়াতী দলকে সাহস প্রদান ও ইছলামের মধ্যে বিপর্যয় উৎপাদন করা মাত্র। এই প্রকারের অবহেলার কারণেই "মহদবীয়া" দল প্রকাশ্যভাবে স্বীয় বাতুল ধর্মের প্রচার চালাইতেছে। অল্পকাল মধ্যেই– ভেড়ী দল হইতে ব্যাঘ্র যেরূপ ভেড়ী লইয়া যায়, তদ্রূপ তাহারা ২/১টি করিয়া লইয়া যাইতেছে। অধিক আর কি কষ্ট দিব, এই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শ্রবণে মনে ভয় হইল এবং স্বীয় ফারুক বংশীয় শিরা স্পন্দিত হইতে লাগিল; অতএব কয়েক কথা লিখিতে অগ্রসর হইলাম। ক্ষমা করিবেন।

আপনাদের প্রতি ও যাঁহারা হেদায়াতের পথে গমন করেন ও হযরত মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাঁহাদের প্রতি ছালাম–হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ, ছালাম, তাহিয়্যাত, বারাকাত বর্ষিত হউক।

১৬ মকতুব

শায়েখ বদিউদ্দিন ছাহারানপুরীর নিকট তাহার প্রশ্নের উত্তরে এবং মধ্যবর্তীস্থান বা সমাধির কতিপয় অবস্থা ও প্লেগে মৃত্যুর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত দাসগণের প্রতি ছালাম। আপনার পবিত্র পত্র উপনীত হইল, আপনি লিখিয়াছেন যে, এতদঞ্চলে দুইটি কঠিন বিপদ দেখা দিয়াছে, একটি 'প্লেগ' অপরটি 'দুর্ভিক্ষ'। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে যাবতীয় বিপদ হইতে রক্ষা করুন (আমিন)। আপনি লিখিয়াছেন যে, এই সকল বিপদ সত্ত্বেও দিবা-রাত্রি এবাদৎ ও মোরাকাবা বা ধ্যানে অতিবাহিত হইতেছে, এবং অন্তর্জগত সর্বদাই আরাদ বা কৃষ্ট আছে। এই হেতু আল্লাহতায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আপনার পত্রের প্রশ্নসমূহের উত্তর এই যে,–সুন্নত নামাজে অধিকাংশ সময় চার কুল পাঠ করা হয়। পুরুষদিগের কাফনে বা শবাচ্ছাদনে তিন প্রস্ত বস্ত্র প্রদান সুন্নত, ইমামা

বা শিরস্ত্রাণ অতিরিক্ত বস্তু; অর্থাৎ উহা সুন্নত নহে। আমরা সুন্নতের প্রতিই সংক্ষেপ করি। আহাদনামা বা প্রতিজ্ঞাপত্রের উত্তর আমরা লিখি না, যেহেতু উহা অপবিত্র হইবার সম্ভাবনা রাখে এবং ছহি হাদিস কর্তৃক উহা প্রমাণিত হয় নাই ও উহা মাওয়ারাউন্নহর[১] বা তুরান বাসী আলেমগণের কার্য নহে। তাবাররকের[২] জামা (অঙ্গাবরণ) কামীছের স্থলে কাফন প্রদান করা যাইতে পারে। যে বস্ত্রসহ শহীদগণের মৃত্যু হয়, তাহাই তাঁহাদের কাফন। হযরত সিদ্দিক (রাঃ) অছিয়াত করিয়াছিলেন যে, "আমার এই দুই পরিধেয় বস্ত্র দ্বারাই তোমরা আমার কাফন প্রদান করিও"।

সামাধি এক প্রকারে পার্থিব স্থান, অতএব তথায়ও উন্নতি সম্ভবপর। সমাধির অবস্থা বিভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে বিভিন্ন প্রকার হয় ও তাহাদের মধ্যে বহু প্রভেদ হইয়া থাকে, পয়গম্বর (আঃ) গণ স্বীয় সমাধির মধ্যে নামাজ পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা হয়তো আপনার কর্ণগোচর হইয়াছে। মেরাজের রাত্রিতে যখন আমাদের পয়গম্বর (দঃ) হযরত মুছা (আঃ) -এর সমাধির পার্শ্ব অতিক্রম করিলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে, তিনি স্বীয় সমাধির মধ্যে নামাজ পাঠ করিতেছেন। তদ্দণ্ডেই আবার তিনি আসমানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সমাধির ব্যাপার আশ্চর্য্যজনক, ও বিষ্ময়কর। ইদানিং প্রিয় বৎস খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ)-এর কারণে যখন তদ্দিকে অধিক দৃষ্টিপাত হইতেছে, তখন আশ্চর্য প্রকারের রহস্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলে বহু বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইতে পারে। পবিত্র 'আরশ' যদিও বেহেশ্তের 'ছাদ' তুল্য, তথাপি সমাধি বেহেশ্তেরই একটি উদ্যান বটে। যদিও স্বল্প মনীষা বিশিষ্ট জ্ঞান উহার আলেখ্য অঙ্কন করিতে অক্ষম, কিন্তু সেস্থলের রহস্য ও কৌতুক উপলব্ধি করার জন্য অন্য নয়ন আবশ্যক, ন্যূনাধিক সামান্য কিছু বিপদ ঘটিবার পর শুধু ঈমান যদিও উদ্ধারকারী, কিন্তু আল্লাহতায়ালার পুতঃ দরবারে পবিত্র কল্মা শরীফের উপনীতি–নেক আমল ও সৎকার্যের প্রতিই নির্ভরশীল।

মহামারীর সময় মৃত্যু হইতে পলায়ন করা– ইস্লামী জেহাদ হইতে পলায়ন তুল্য, কবীরা গোনাহ্। যে ব্যক্তি মহামারীর সময় তথায় ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিবে, তাহার মৃত্যু হইলে সে শহিদগণের মধ্যে গণ্য হইবে ও কবরের আজাব হইতে রক্ষা পাইবে, এবং তাহার যদি মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে সে গাজী বা বিজয়ীতুল্য হইবে।

মৃত্যুর আদেশ দিলে রহীম-রহমান,
সানন্দে ত্যাজিব আমি স্বকীয় পরাণ।
'মৃত্যু ধারী' ফেরেস্তারে বলিব তখন,
স্বাগতম; ধন্য এবে তব পদার্পণ।

কয়েক দিবস হইতে কফ-কাশির প্রাবল্য হইয়াছে এবং শরীর দুর্বল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সংক্ষেপে উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। ওয়াচ্ছালাম।

টীকা ঃ (১) তুরান দেশীয়, জৈহুন নদীর অপর পারে।

(২) তাবাররক-মাননীয় ও পুজনীয় ব্যক্তিগণের স্পর্শিত দ্রব্য বা বস্ত্র।

১৭ মকতুব

মিঞা হোছামুদ্দিনের নিকট লিখিতেছেন।

হামদ-ছালাত ও দোয়ার পর- নিবেদন এই যে, আপনি যে পত্র শায়েখ মোস্তফার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন ও যাহাতে বিপদে সান্তনা প্রদানের উল্লেখ ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইলাম। "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।" এই বিপদ সমূহ বাহ্যতঃ যদিও কষ্টদায়ক, কিন্তু বাস্তবে ইহা উন্নতির কারণ ও আঘাতের প্রলেপ স্বরূপ, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে—ইহজগতে উক্ত মৃত ব্যক্তিগণ হইতে যে ফল হইত পরকালে তাহার শতাধিকগুণ ফল লাভ হইবে। অতএব সন্তানাদি আল্লাহতায়ালার খাছ রহমত, ও নিছক অনুগ্রহ; তাহারা জীবিত থাকিলেও তাহাদের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়, এবং মৃত্যুর পরও তাহারা ফলপ্রসু হইয়া থাকে। ইমাম আজল্ল, মুহিউচ্ছুন্নাত হিলইয়াতুল আবরার নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মাত্র তিন দিবস মহামারী-প্লেগের প্রার্দুভাব হইয়াছিল। এই তিন দিবসে হজরত আনাছ (রাঃ) যিনি হজরত পয়গম্বর (দঃ)-এর খাদেম বা ভৃত্য ছিলেন ও তাঁহার বরকতের জন্য পয়গম্বর (দঃ) দোয়া করিয়াছিলেন; তাঁহার ত্র্যশীতি পুত্র ও হজরত আবুবকর (রাঃ)-এর পুত্র হজরত আবদুর রহমান (রাঃ)—এর চত্বারিংশৎ পুত্র মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। যখন পয়গম্বর (দঃ)-এর ছাহাবাবৃন্দের মধ্যে এইরূপ ঘটিয়াছিল, তখন আমাদের মত পাপিষ্ঠদিগের আর মূল্য কোথায়?

হাদীস শরীফে বর্ণীত আছে যে—"প্লেগ পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য আজাব বা শাস্তি স্বরূপ ছিল এবং এই উম্মতের জন্য -'শাহাদত, বা ধর্ম যুদ্ধে মৃত্যুতুল্য।" সত্যই যাহারা এই মহামারীতে পরলোকগমন করিয়াছেন তাহারা আল্লাহতায়ালার আশ্চর্য ধরনের হুজুরী (বিকাশ) লাভ করতঃ তাঁহার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। আকাঙ্খা হয় যে, কেহ যদি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ইহজগত পরিত্যাগ করে । উল্লিখিত বিপদ এই উম্মতের প্রতি বাহ্যতঃ গজব বা ক্রোধ, কিন্তু আভ্যন্তরীণ হিসাবে রহমত বা শান্তি। মিঞা শায়েখ তাহের বর্ণনা করিলেন যে, মহামারীর সময় লাহোরে এক ব্যক্তি (স্বপ্নযোগে) প্রত্যক্ষ করিয়াছিল যে, কেহ (ফেরেশ্তাগণ) বলিতেছে "যাহারা এই সময় মৃত্যু বরণ করিবেনা তাহারা পরে আক্ষেপ করিবে"। ইহা সত্য; যেহেতু উক্ত মৃত ব্যক্তিগণের হালতের প্রতি লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য প্রকারের অবস্থা ও বিস্ময়কর রহস্য পরিলক্ষিত হয়। সত্যই আল্লাহর পথে জীবন প্রদানকারী শহীদগণেরই এইরূপ বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে।

হে মান্যবর;—প্রিয় বৎস খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ)-এর বিরহ বৃহত্তম বিপদ বটে। আমি অবগত নহি যে, কেহ কখনও এইরূপ বিপদগ্রস্থ হইয়াছে। অবশ্য ধৈর্য ও শোকর গুজারী বা কৃতজ্ঞতা আল্লাহাতায়ালা যৎকর্তৃক এই দুর্বল হৃদয়কে ভূষিত করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ নেয়ামত ও বৃহত্তম অবদান। আল্লাহতায়ালার সমীপে প্রার্থনা করি যে, এই বিপদের প্রতিদান সম্পূর্ণই যেন পরকালের জন্য গচ্ছিত থাকে, এবং ইহজগতে উহার কপর্দকও যেন

প্রকাশ না পায়। যদিও ইহা অবগত আছি যে, মনের সংকীর্ণতাহেতু উক্তরূপ প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবে আল্লাহতায়ালার রহমত ও অনুকম্পা অতি প্রশস্ত, এবং পূর্ব-পরবর্তীকাল তাঁহারই জন্য।

বন্ধুগণের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাহারা যেন খাতেমা-বিল-খায়ের বা অন্তিমে বিশ্বাস লইয়া প্রস্থানের এবং মানব জাতির যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি অনিবার্য– তাহা ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য সহায়তা ও দোয়া ও আশির্বাদ করেন। "হে আমাদের প্রভু, আমাদের গোনাহ ও প্রত্যেক বিষয়ের অতিরিক্ততা সমূহ ক্ষমা কর, এবং আমাদিগকে পদস্খলন হইতে রক্ষা কর এবং কাফেরদিগের প্রতি আমাদিগকে প্রবল কর" (কোরান)।

আপনাদের প্রতি ও যাঁহারা হেদায়াতের পথে গমন করে তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

১৮ মকতুব

শায়েখ জামাল নাগুরীর সমীপে ওলামায়ে রাছেখীন এবং জাহেরী আলেমবৃন্দ ও সুফীগণের বিষয় লিখিতেছেন–

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

"আলেমবৃন্দ পয়গাম্বর (আঃ) গণের উত্তরাধিকারী" (হাদীস) আলেমকুলের প্রশংসার জন্য ইহাই যথেষ্ট। উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত এলম শরীয়তের এল্‌ম বা জ্ঞান, যাহা পয়গম্বর (আঃ) গণ হইতে অবশিষ্ট রহিয়াছে; শরীয়তের একটি ছুরত বা বাহ্যিক আকৃতি এবং একটি হকিকত বা প্রকৃত তত্ত্ব আছে। জাহেরী আলেমগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই ইহার বাহ্যিক আকৃতি, যাহা কোরআন ও হাদীসের 'মুহকাম' বা অকাট্য বাণীর সহিত সম্বন্ধিত। পক্ষান্তরে 'মোতাশাবেহ'[১] আয়াত ও হাদীস সমূহ হইতে ওলামায়ে রাছেখীন বা সুদক্ষ আলেমবৃন্দ এবং অলিআল্লাহগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই উহার হকিকত বা তত্ত্ব। 'মোহকাম' আয়াত সমূহ যদিও কোরান-পাকের মাতৃতুল্য, কিন্তু 'মোতাশাবেহ্' আয়াত সমূহ উহারই ফলস্বরূপ এবং ইহাই মূল উদ্দেশ্য বটে। জননীকুল ফল লাভের জন্য ব্যপদেশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অতএব 'মোতাশাবেহ' আয়াতসমূহ কোরান-পাকের মজ্জাতুল্য এবং 'মোহকাম' আয়াত সমুহ উহার খোলস স্বরূপ। 'মোতাশাবেহ্' আয়াতগুলি ইশারা-ইঙ্গিতে মূলবস্তুর বর্ণনা এবং আসল বিষয়ের প্রতি নির্দেশ প্রদান করিতেছে। ওলামায়ে রাছেখীনগণ খোলস ও মজ্জা একত্রিত ও মিলিত করিয়াছেন এবং শরীয়তের আকৃতি ও সারবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বোজর্গগণ শরীয়তকে জনৈক ব্যক্তি স্বরূপ ধারণা করিয়াছেন, যাহার খোলস ও মজ্জা উক্ত ব্যক্তির আকৃতি ও তত্ত্ব স্বরূপ। ইহারা শরীয়তের আদেশ-নিষেধাবলীকে উহার বাহ্যিক আকৃতি

টীকা ঃ (১) মোতাশাবেহ্-অর্থ সন্দেহযুক্ত। যথা ঃ আল্লাহতা'লার হস্ত, পদ ইত্যাদি যুক্ত আয়াত ও হাদীস।

বলিয়া জ্ঞাত হন, এবং উহার তত্ত্ব ও গুপ্ত রহস্য সমূহকে প্রকৃত শরীয়ত বলিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এক সম্প্রদায় বাহ্যিক শরীয়তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহার হকীকত্‌কে অস্বীকার করেন এবং তাহারা স্বীয় অগ্রগামী পীর বলিতে হেদায়া, বজদবী ইত্যাদি ফেকাহ্‌র পুস্তকাদি ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না। দ্বিতীয় এক সম্প্রদায়, যদিও তাহারা উহার হকীকতের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু উহাকে শরীয়তের হকীকত বলিয়া জ্ঞান করেন না। বরং শরীয়তকে আকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতঃ খোলস বলিয়া ধারণা করেন; এবং উহার মজ্জা ও সারাংশ বাহ্যিক শরীয়ত ব্যতীত অন্য বস্তু বলিয়া অনুমান করেন। সুতরাং তাহারা শরীয়তের প্রকৃত তত্ত্বের অবগতি লাভ করেন নাই এবং কোরআন শরীফের 'মোতাশাবেহ' আয়াত সমূহের কোনই অংশ প্রাপ্ত হন নাই। অতএব ওলামায়ে রাছেখীনগণই প্রকৃত পক্ষে পয়গম্বর (আঃ) গণের ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে উক্ত ওলামায়ে রাছেখীনগণের প্রেমিক ও পদানুসরণকারী করুন। আমিন॥

অতঃপর ভ্রাতঃ শায়েখ 'নূর মোহাম্মদ', আপনার পক্ষ হইতে প্রকাশ করিলেন যে, আপনি বলিয়াছেন, "আমি অন্যান্য ছেলছেলার মাশায়েখগণের 'এজাজত' প্রাপ্ত হইয়াছি নক্সাবন্দিয়াগণের পক্ষ হইতেও এজাজত্‌ কামনা করি।"

হে মান্যবর, এই নক্সাবন্দী তরীকায় তরীকা-শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণ কর্তৃক পীরি, মুরীদি করা হইয়া থাকে। অন্যান্য ছেলছেলার অনুরূপ প্রচলিত কোলাহ ও সেজরা কর্তৃক নহে। এই বুজর্গগণের তরীকা "সংসর্গে অবস্থানের তরীকা, এবং ইঁহাদের দীক্ষা প্রতিচ্ছবি প্রদান কর্তৃক দীক্ষা"। অতএব ইঁহাদের প্রারম্ভেই তরীকার শেষ বস্তু নিহিত থাকে এবং পথ অতি নিকটবর্ত্তী হয়। ইঁহাদের আত্মিক-দৃষ্টি 'কলব্‌' বা অন্তঃকরণের রোগমুক্তকারী ও ইঁহাদের লক্ষ্য গুপ্ত ব্যাধিনাশক।

আশ্চর্য নায়ক বটে নক্সাবন্দীগণ
সদলে গোপন পথে করে বিচরণ।

ক্ষমা করিবেন, মহতের নিকট আপত্তি গৃহীত হইয়া থাকে। ওয়াচ্ছালাম॥

১৯ মকতুব

মীর মোহেব্বুল্লাহ-এর নিকট ছুন্নতের অনুসরণের বিষয় লিখিতেছেন।

হামদ, ছালাত ও দোয়ার পর ভ্রাতঃ ছৈয়দ মীর মোহেব্বুল্লাহ! অবগত হইবেন যে, ফকিরগণের অবস্থা আল্লাহতায়ালার প্রশংসার উপযোগী। আল্লাহতায়ালার নিকট আপনার সুস্থতা ও (ছুন্নতের প্রতি) স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা কামনা করি। কিছু দিন হইতে তথাকার অবস্থার অবগতি প্রদান করেন নাই; দূরত্বও একটি প্রতিবন্ধক বটে। দীন বা ধর্মাচরণ, ও

হজরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর অনুসরণ এবং সমুজ্জ্বল ছুন্নত পালন এবং অপছন্দনীয় বেদআত হইতে বিরতিই মূল নছীহত বা উপদেশ। বেদআত বা নূতনত্ব যদিও প্রভাততুল্য সমুজ্জ্বল ও সন্দেহমুক্ত পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি উহা পরিত্যাজ্য। যেহেতু বস্তুতঃ উহা নূর রহিত ও কিরণ শূন্য, এবং তৎকর্তৃক ব্যাধিগ্রস্থের রোগমুক্তি হয় না ও উহাতে কোনও ব্যাধির ভেষজ নাই। যেহেতু বেদআত হয়তো ছুন্নত কার্য অপসারণকারী হইবে, অথবা নিবৃতকারী হইবে। যাহা নিবৃতকারী তাহা নিশ্চয় 'ছুন্নত' হইতে অতিরিক্ত হইবে; এবং অতিরিক্ত হওয়াই বস্তুতঃ মনছুখ বা বাতিল করা। কেননা কোরানের 'নচ্ছ' বা অকাট্য আদেশ হইতে যাহা অতিরিক্ত হয় তাহা উহাকে বাতিল বা রদকারী বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব যে কোন ধরনেরই বেদআত হউক না কেন তাহা ছুন্নতকে তিরোহিত করে এবং উহার প্রতিকূল হয়। সুতরাং উহা উৎকর্ষ ও সৌন্দর্যবিহীন। আমার জ্ঞানে সঙ্কুলান হয় না যে, ইহারা কিভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত দীন বা ধর্ম ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ভাজন– ইছলাম; যাহার প্রতি আল্লার নেয়ামত পূর্ণ হইয়াছে; তাহাতে নূতন কার্য সংযোগ সুন্দর বলিয়া ধারণা করে? তাহারা কি অবগত নহে যে, পূর্ণতা প্রাপ্তি ও সমাপ্তি এবং তৎপ্রতি সন্তুষ্টি লাভের পর তাহাতে নূতনত্বের অর্থ-সৌন্দর্য হইতে তাহাকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করা। সত্যের পর ভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কি হয়! তাহারা যদি অবগত হইত যে, ধর্মের প্রতি নূতন কার্য কর্তৃক সৌন্দর্য প্রমাণ তাহার অসমাপ্তি অনিবার্যকারী ও অপূর্ণতা জ্ঞাপক, তাহা হইলে তাহারা এরূপ কার্যে দুঃসাহস করিতনা। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ভুলত্রুটি করিলে তাহা তুমি অপরাধ বলিয়া ধরিওনা বা শাস্তি দিওনা।

আপনাদের প্রতি ও যাঁহারা আপনাদের নিকট আছেন তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

২০ মকতুব

মাওলানা মোহাম্মদ তাহের বদখ্শীর নিকট নামাজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে লিখিতেছেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনি জৈনপুর হইতে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা উপনীত হইয়াছে। তাহাতে আপনার দৈহিক দুর্বলতার সংবাদ ছিল– হেতু বিশেষ চিন্তিত হইলাম। কুশল বার্তার অপেক্ষায় রহিলাম। কোন আগমনকারীর মাধ্যমে সংবাদ প্রদানে বাধিত করিবেন। হে স্নেহাস্পদ, ইহজগত যখন কর্মস্থল এবং পরবর্তী জগত পারিশ্রমিক লাভের স্থল, তখন সৎকার্যের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিৎ। সর্বশ্রেষ্ট আমল ও উৎকৃষ্ট এবাদত 'নামাজ' কায়েমকরণ; যাহা দীন বা ধর্মের স্তম্ভ, এবং মুমীনগণের মেরাজ বা সোপানতুল্য। অতএব অতি যত্নসহকারে উহা প্রতিপালনের প্রতি সচেষ্ট থাকা কর্তব্য এবং সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক, যাহাতে উহার রোকন ও শর্ত,[১] ছুন্নত ও মোস্তাহাব সমূহ যথাযথ ও যথাকর্তব্য প্রতিপালিত হয়। নামাজের

টীকাঃ (১) আভ্যন্তরীণ কার্য ও বাহিরের কার্য।

প্রত্যেক অঙ্গ সুষ্ঠুরূপে, শান্তিসহকারে পালন করার জন্য পুনঃ পুনঃ দায়িত্ব আরোপ করা যাইতেছে, তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন। অধিকাংশ ব্যক্তি নামাজের অঙ্গগুলি পূর্ণভাবে শান্তিসহ প্রতিপালন করেনা ও নামাজকেই ধ্বংস করিয়া ফেলে। উক্ত সম্প্রদায়কে আল্লাহতায়ালা বহু প্রকারের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি নামাজ যথাযথভাবে, সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হইল তাহা হইলে পরকালের উদ্ধারের উচ্চ আশা লাভ হইল; যেহেতু দীন বা ধর্ম স্থায়ী হইল এবং মেরাজ বা আরোহণী ও সোপান পূর্ণ হইল।

সর্করা লও পৈত্তিক দল,
নাইকো তোদের অন্য রোগ।
বাতিক দলই অন্ধ যে, তাই–
লও তোরা আজ এই সুযোগ।

আপনাদের প্রতি এবং যাহারা হেদায়েতের (সরল পথের) অনুগামী ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহাদের প্রতি ছালাম। হযরত মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি উচ্চ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২১ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ সিদ্দিক যিনি হেদায়া আখ্যা প্রাপ্ত, তাহার নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, যে 'কল্‌বে' আল্লাহ্‌তায়ালার সংকুলান হয়, সে 'কল্‌ব' মাংসখণ্ড বা হৃৎপিণ্ড।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি স্বীয় মকতুব ও রেছালাসমূহে লিখিয়াছি যে, কল্‌বের আবির্ভাব আর্শের আবির্ভাবের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং আর্শের আবির্ভাবের জন্যই সমগ্র শ্রেষ্ঠত্ব। হাদিসে কুদ্‌ছীতে আসিয়াছে, "আমার জমীন ও আসমানে আমার সংকুলান হয়না; কিন্তু আমার মুমিন বান্দার 'কল্‌ব' বা হৃদয়ে আমার স্থান হয়।" এই হাদিস কর্তৃক অনিবার্য হয় যে, "কল্‌বের আবির্ভাবই পূর্ণ"। আবার তাহারই জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

হে স্নেহাস্পদ, আপনার এই প্রশ্নের সমাধান একটি মুখবন্ধের প্রতি নির্ভরশীল। জানিবেন যে, –অলিআল্লাহগণ যাহাকে 'কল্‌ব' নামে অভিহিত করেন তাহার অর্থ মানবের হকিকতে জামেয়া বা সমষ্টিভূত তত্ত্ব, যাহা আলমে আমরস্থিত বস্তু, এবং নবী (আঃ) গণ 'কল্‌ব' হইতে মাংস খণ্ড অর্থাৎ মানবের হৃৎপিণ্ড অর্থ লইয়াছেন। যাহা সুষ্ঠু হইলে সমস্ত দেহ সুষ্ঠু হয়, এবং নষ্ট হইলে সমস্ত দেহ বিনষ্ট হয়। যেরূপ হাদিস শরীফে আসিয়াছে; হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় আদম সন্তানের দেহে একখণ্ড মাংস আছে, যাহা সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইলে সম্পূর্ণ দেহ বিশুদ্ধ হয়, এবং অপকৃষ্ট হইলে সম্পূর্ণ দেহ অপকৃষ্ট হইয়া

যায়। সাবধান! উহাই 'কল্‌ব' (হৃৎপিণ্ড)।" যখন 'কল্‌ব'কে প্রশস্ত বলা হয়, তখন প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয়; যথা- হযরত বায়েজীদ ও জোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) কল্‌বের প্রশস্ততার বিষয় বর্ণনা করতঃ আরশ ও তাহাতে যাহা অবস্থিত আছে তাহা কল্‌বের উচ্চতা ও মহত্ত্বের সম্মুখে অতি নগণ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যখন কল্‌বের সংকীর্ণতা উল্লেখ করা হয় তখন দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হয়। এ স্থলে 'কল্‌ব' এত সংকীর্ণ যে, অবিভাজ্য বস্তু যাহা যাবতীয় বস্তু হইতে অতি নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র তাহারও যেন তথায় সংকুলান হয় না। যে সময় কল্‌বের সংকীর্ণতা অবিভাজ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধিত হয়, উক্ত ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট বস্তুটি তখন দৃষ্টিতে সপ্ত আসমান ও জমিনের স্তরসমূহের অনুরূপ বলিয়া প্রকাশ পায়। অবশ্য ইহা চিন্তা ও জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়। অতএব ইহাতে সন্দেহ করিবেন না, ইহা স্মরণীয়।

উল্লিখিত মুখবন্ধের যখন অবগতি লাভ হইল, তখন ইহাও জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, বর্ণিত "হকিকতে জামেয়া" বা সমষ্টিভূত তত্ত্ব-এর প্রতি যে আবির্ভাব নির্ভরশীল তাহা আর্শস্থিত পূর্ণ আবির্ভাবের যে একটি ক্ষুদ্রতম অংশ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; সমগ্র শ্রেষ্ঠত্ব তথায় আর্শের জন্যই বর্তমান। শায়েখ বায়েজীদ এবং শায়েখ জোনায়েদ যে উক্ত কল্‌বকে সর্ববিধ প্রশস্ত বস্তু হইতে অধিক প্রশস্ত বলিয়াছেন এবং আর্শ ও তাহাতে যাহা আছে উহার তুলনায় অতি নগণ্য ধারণা করিয়াছেন; ইহা মূল বস্তুকে নিদর্শনের অনুরূপ ধারণা করা তুল্য। আর্শের নিদর্শন সমূহ ও উহাতে যাহা কিছু বর্তমান আছে তাহা কল্‌বের সমষ্টিভূতির তুলনায় অতি নগণ্য দর্শন করতঃ তাহারা প্রকৃত আর্শ ও তাহাতে যাহা কিছু আছে তাহার তত্ত্বের প্রতি উক্ত বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন। উল্লিখিত সন্দেহ সৃষ্টির কারণ এ ফকির স্বীয় পুস্তকাদির বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছে। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদছীতে কলবের উল্লেখ যাহা হইয়াছে তাহা নবী (আঃ) গণের ভাষার অনুকূল। উক্ত কল্‌বের অর্থ মানব দেহস্থিত মাংসখণ্ড বা হৃৎপিণ্ড। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পূর্ণ আবির্ভাব উহাতেই হয় এবং আল্লাহতায়ালার নিছক এক জাতের দর্পণত্ব উহারই প্রতি ন্যস্ত। 'আর্শ' যদিও পূর্ণ আবির্ভাব অর্থাৎ মূল বস্তুর পূর্ণ আবির্ভাবের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তথায় 'ছেফত' সমূহ জাতের সহিত সম্মিলিত আছে এবং 'ছেফত' সমূহ যখন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের প্রতিচ্ছায়া, তখন উক্ত আবির্ভাব প্রতিচ্ছায়া হইতে পবিত্র ও বিশুদ্ধ নহে। অতএব মানবদেহের আবির্ভাব নিছক মূলবস্তুর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া পবিত্র আর্‌শ তাহা হইতে বহু আশা রাখে। যেহেতু উহাই (মানবই) ইহার নিছক জাতের আবির্ভাব প্রাপ্তির কেন্দ্র।

প্রশ্নঃ হাদিসে কুদছী কর্তৃক কল্‌বের প্রশস্ততা প্রমাণিত হয় এবং আপনি উহাকে অতি সংকীর্ণ বলিয়াছেন কেন?

উত্তর ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর তথায় স্থান হয় না বলিয়া উহা অতি সংকীর্ণ এবং অনাদি নূর সমূহের আবির্ভাবস্থল হিসাবে উহা অতি প্রশস্ত। অতএব কোন দ্বন্দ্বই রহিলনা। এ ফকির স্বীয় পুস্তকাদিতে উক্ত কল্‌বের বর্ণনা এইরূপে করিয়াছে যে, "সংকীর্ণতা

সত্ত্বেও প্রশস্ত; অবিভাজ্য কিন্তু ব্যাপ্ত; সামান্য অথচ অধিক।"

প্রশ্ন ঃ "হকীকতে জামেয়া" যাহা আলমে আমরস্থিত বস্তু (কল্‌ব) তাহা শ্রেষ্ঠত্বের উপযোগী, 'মোজগা' বা হৃৎপিণ্ড যাহা জড় জগতের বস্তু ও আনাছেরে আরবায়া (মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, জল, ভূত– চতুষ্টয়) কর্তৃক সংঘটিত তাহা উল্লিখিত শ্রেষ্ঠত্ব কোথা হইতে প্রাপ্ত হইল?

উত্তর ঃ সূক্ষ্ম জগত হইতে স্থূল জগতের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান আছে; কিন্তু সর্বসাধারণ বরং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেকেই উহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। প্রিয় বৎস মরহুম খাজা মোহাম্মদ ছাদেক-এর নামে তরিকার বর্ণনায় যে মকতুব লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তাহাতে এ বিষয়ের বিশদ বর্ণনা আছে। আপনার যদি কোন সন্দেহ থাকে, তথা হইতে সন্দেহ বিদূরিত করিয়া লইবেন। এই 'মোজগা' বা হৃৎপিণ্ডের তত্ত্ব শ্রবণ করুন। সর্বসাধারণের যে মাংস খণ্ড আছে তাহা ভূত চতুষ্টয় (মৃত্তিকা, অগ্নি, জল, বায়ু)-এর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বিশিষ্ট বরং বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 'মোজগা' বা উক্ত মাংসখণ্ড ছুলুক (ভ্রমণ) জজ্‌বা (আকর্ষণ) লাভের পর ও তছফিয়া (নির্মলতা) ও তজকিয়া (পবিত্রতা)-এর শেষে এবং কল্‌বের স্থায়ীত্ব ও নফছ মোৎমায়েন্না বা প্রশান্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ে বরং আল্লাহতায়ালার নিছক অনুগ্রহে দশ বস্তুর সংমিশ্রণে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ ভূত চতুষ্টয় ও নফ্‌ছে মোৎমায়েন্না এবং আলমে আমরস্থিত লতিফা পঞ্চক। উল্লিখিত দশ বস্তু যদিও পরস্পর বিপরীত ও প্রতিকূল কিন্তু আল্লাহতায়ালার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃক উহাদের বাহ্যিক বৈপরীত্য ও প্রাতিকূল্য তিরোহিত হইয়া একত্রিত ও সম্মিলিত হয় এবং হায়আতে ওয়াহদানী বা একত্রিতরূপ সৃষ্টি করতঃ উল্লিখিত বিস্ময়কর বৈচিত্র্য লাভ করে। এতদুদ্দেশ্যে উহাদের মধ্যে মৃত্তিকাই শ্রেষ্ঠ অংশ। উহার এই হায়আতে ওয়াহদানী বা একত্রিত রূপটিও মৃত্তিকার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উক্ত মৃত্তিকায় স্থায়ীত্ব লাভ করে।

মাটি হও তবে হবে–
ফুলের আবাস,
মাটি বিনে হয় না-কো
ফুলের বিকাশ।

হে ভ্রাতঃ বেলায়েতধারী ব্যক্তিগণের হস্ত এইরূপ এলম মারেফতের অঞ্চলে উপনীত হয়না। যেহেতু ইহা নবুয়াত বা পয়গম্বরী নূরের তাক হইতে সংগৃহীত। "ইহা যে, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ; আল্লাহতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন ইহা প্রদান করেন; তিনি অতি বৃহৎ অনুকম্পাশীল।" আমাদের পয়গম্বর এবং যাবতীয় পয়গম্বর, রছুল ও মোকাররব ফেরেস্তাবৃন্দের প্রতি পূর্ণ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

হযরত ইব্রাহীম খলিল (আঃ) কল্‌বের শান্তি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা এই 'মোজগা' বা হৃৎপিণ্ড। কেননা পূর্বেই তাঁহার 'হকিকতে জামেয়া' বা সমষ্টিভূত-তত্ত্ব স্থিতিশীল

ও অটল এবং তাহার 'নফ্ছ' মোৎমায়েন্না বা প্রশান্ত হইয়াছিল। যেহেতু বেলায়েতের স্তরেই উক্ত সুখ ও শান্তি লাভ হয়, যাহা নবুয়াতের সোপান স্বরূপ। 'মোজগা' বা হৃৎপিণ্ডের অস্থিরতা ও পরিবর্তনশীলতা নবুয়াতের অবস্থার অনুকূল, "হকীকতে জামেয়ার" অবস্থান্তরণ নহে, যাহা সর্বসাধারণের ভাগ্যফল। হযরত খাতেমুর রোছুল (ছঃ) যে 'কলবের' স্থৈর্য ও স্থায়ীত্ব কামনা করিয়াছেন; যথাঃ–তিনি বলিয়াছেন "হে কল্‌বের বিপর্যয়কারী (আল্লাহ), আমার কল্‌বকে তোমার এবাদতের প্রতি স্থির ও অটল রাখ।" এ স্থলেও উক্ত "মোজগার" স্থৈর্য ও দৃঢ়তাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কতিপয় হাদীসের মধ্যে 'কল্‌বের' বিপর্যয়ের উল্লেখ আছে, যাহা উম্মতগণের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করতঃ বর্ণিত হইয়াছে। সে স্থলে যদি কল্‌বের অর্থ সাধারণভাবে গৃহীত হয়–যাহাতে হকীকতে জামেয়া এবং মোজগা উভয়ে সন্নিবিষ্ট থাকে তাহারও অবকাশ আছে।

প্রশ্নঃ– এই 'মোজগা' বা হৃৎপিণ্ড যখন– "মুমিন বান্দার কল্‌বে আমার সংকুলান হয়" সুসংবাদ প্রাপ্ত এবং আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের দর্পণ তুল্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন, তখন তাহাতে বিপর্যয় এবং অস্থিরতা সৃষ্টি হয় কেন ও শান্তনার মুখাপেক্ষীই বা হয় কেন?

উত্তরঃ আবির্ভাব যতই পূর্ণতর হয় এবং শান, ছেফত সমূহের সংমিশ্রণ হইতে যতই নিষ্কৃতি লাভ করে ততই অজ্ঞতা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অপরিচিতি এবং অপ্রাপ্তি অধিকতর লব্ধ হয়। এ পর্যন্ত যে, এই আবির্ভাব সমূহ ও উক্তরূপ সংকুলানতা তাহার মধ্যে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ অজ্ঞতা, অস্থৈর্য ও হয়রানির কারণে কখনও আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ কামনা করে এবং কখনও সর্বসাধারণের অনুরূপ বিনা প্রমাণে অথবা বিনা অনুসরণে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা। সুতরাং বিপর্যয় ও ব্যস্ততা তাহার অবস্থার উপযোগী ও শান্তি কামনা তাহার অনিবার্য হয়। এ ফকির কতিপয় রেছালায় লিখিয়াছে যে, দৃঢ় বিশ্বাস লাভকারী আরেফ, যখন আহবান কার্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করে, তখন প্রমাণের মুখাপেক্ষী হয়। এ স্থলেও জানা গেল যে, প্রাপ্তি এবং উপনীতি সত্ত্বেও প্রমাণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। এই মাকাম নবুয়াতের মাকামের পূর্ণতা সমূহের অবস্থার উপযোগী মাকাম, এবং পূর্ব বর্ণিত মাকাম অর্থাৎ শান্তি এবং প্রমাণের আবশ্যক শূন্যতার মাকাম, বেলায়েতের অবস্থার উপযোগী মাকাম। যখন এইরূপ (অস্থিরতা সম্পন্ন) কল্‌বধারী ব্যক্তির আহবান কার্যের জন্য প্রত্যাবর্তন সংঘটিত হয়, তখন তাহার কল্‌বের ক্ষুব্ধতা, অস্থিরতা ও পরিবর্তনশীলতা অধিকভাবে হইয়া থাকে। কেননা সে যখন প্রাপ্তিকালে অজ্ঞতা ও অস্থিরতাহেতু প্রমাণের মুখাপেক্ষী ছিল, তখন বিরহকালে অধিকরূপে প্রমাণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, যাহাতে প্রমাণ কর্তৃক তাহার অন্তরের কিঞ্চিত শান্তি লাভ হয়। অপিচ বলিব যে, যে-রত্ন ও দৌলত কতিপয় দিবস তাহা হইতে গুপ্ত রাখা হইয়াছে এবং যাহার বিরহে তাহার হৃদয় দগ্ধিভূত, তাহার জন্য এইরূপ হওয়াই আবশ্যক– যে, সর্বদা আক্ষেপ করে ও অস্থির হইয়া কালাতিপাত করে ও অবিরত চিন্তিত ও ব্যথিত থাকে। "হজরত রছুলুল্লাহ (ছঃ)

সর্বদাই দুঃখিত ও চিন্তিত থাকিতেন"– (হাদিস)। 'কল্‌বের' এই দুই প্রকার অবস্থার কতিপয় পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করিতেছি, মনযোগের সহিত শ্রবণ করুন। "হকিকতে জামেয়া" যাহা আলমে আমরের বস্তু তাহা পরিষ্কার ও নির্মল ও পবিত্র হইবার পর সদা পূর্ণ স্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু 'মোজগা' ইহার বিপরীত; উহার শান্তি ইন্দ্রিয় কর্তৃক অনুভূতির প্রতি নির্ভরশীল। যে পর্যন্ত সে বাস্তবকে স্বীয় ইন্দ্রিয় কর্তৃক অনুভব করিবেনা, সে পর্যন্ত তাহার মনের আক্ষেপ বিদূরীত হইবেনা। এই হেতু হযরত খলীল (আঃ) স্বীয় কল্‌বের শান্তনার জন্য প্রার্থনা করতঃ বলিয়াছেন যে, "হে আমার প্রভু, মৃত ব্যক্তিকে কিরূপে জীবিত কর, তাহা আমাকে প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করাও" (কোরান)।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, 'হকিকতে জামেয়ার' মধ্যে 'জেকের' কার্য্যকরী হয় এবং জেকের যখন পূর্ণতায় উপনীত হয়, তখন উহা জেকেরের সহিত সম্মিলিত হয় ও জেকেরের তত্ত্বে পরিণত হয় বা জেকেরময় হইয়া যায়। এই মাকামকে আওয়ারেফ পুস্তকের লেখক সমুজ্জ্বল উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং কল্‌বের এইরূপ জেকেরময় হইয়া যাওয়াকে আল্লাহতায়ালার নিছক 'জাত'-এর জেকের বা স্মরণ বলিয়াছেন। কিন্তু 'মোজগা' ইহার বিপরীত, তথায় জেকেরের কোনই পথ নাই। অতএব কার্যকরী হওয়াই বা কোথায় এবং জেকেরময় বা কিরূপে হইবে? তথায় যে শুধু মজকুর বা স্মৃত বস্তু (আল্লাহ) প্রকৃতভাবে ও মূলবস্তু হিসাবে আবির্ভূত; প্রতিবিম্ব অনুসারে নহে। জেকেরকৃত বস্তুর দুয়ার পর্যন্তই যে জেকেরের চরম উন্নতি। অপর এক পার্থক্য এই যে, "হকিকতে জামেয়া" যখন অন্তের অন্তস্থলে উপনীত হয় এবং বেলায়েতে খাচ্ছা বা বেলায়েতে কোবরার পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হয় তখন তাহার মধ্যে যদি উদ্দিষ্ট বস্তুর বিকাশ হয়, তাহা হইলে উহা উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, অবিকল উক্ত বস্তু নহে। যেরূপ বাহ্যিক দর্পণের বিকাশ, তথায় ব্যক্তির বাহ্যিক নিদর্শন প্রকাশ হইয়া থাকে, অবিকল বাস্তব ব্যক্তিটি নহে। কিন্তু 'মোজগা' ইহার বিপরীত; যেহেতু উহা বাহ্যিক দর্পণের বিপরীত, তথায় যাহা প্রকাশ পায় তাহা অবিকল উদ্দিষ্ট বস্তু; প্রতিচ্ছায়া নহে। এই হেতু আল্লাহতায়ালা ফরমাইতেছেন যে, "মুমিনের 'কল্‌বে' আমার সংকুলান হয়।" ইহা জ্ঞান ও চিন্তার বহির্ভূত বিষয়। সাবধান! এই বাক্য কর্তৃক– প্রবেশ করণ, স্থান অধিকার অনুমান করিওনা। যেহেতু উহা কোফর বা বেদীনি (অধর্ম)। যদিও আকলে মাআশ বা পার্থির জ্ঞান প্রত্যয় করিবেনা যে–এক বস্তু অবিকৃতরূপে অপর এক বস্তুর মধ্যে প্রকাশ পায়, অথচ তথায় প্রবেশকরণ ও স্থান অধিকার সর্বতোরূপে নিবারিত। ইহাও তাহার জ্ঞানের ন্যূনতাবশতঃ এবং অনুপস্থিতকে উপস্থিতের সহিত তুল্যতা প্রদান হেতু হইয়া থাকে। অতএব তুমি ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

অপর একটি পার্থক্য এই যে, "হকিকতে জামেয়া" আলমে আমরের বস্তু; এবং 'মোজগা' আলমে খলকের পদার্থ; বরং আলমে খল্‌ক এবং আলমে আমর উভয়ই উহার অংশ। আলমে খলকের দ্রব্য (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মারুত বা মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু) উহার প্রধান অংশ এবং আলমে আমরের বস্তু (হকিকতে জামেয়া) উহার ক্ষুদ্র অংশ। উক্ত অংশদ্বয়

সন্নিবিষ্ট হইয়া 'হায়আতে ওয়াহদানী' বা একত্রিত রূপ উৎপাদন করতঃ যুগযুগান্তরের একটি আশ্চর্য বস্তু হইয়াছে। এই আশ্চর্য বস্তুটি (মানব হৃদয়) যদিও আলমে খল্ক এবং আলমে আমর হইতে পৃথক এবং সম্মিশ্রণ-আকৃতি হেতু উহাদের সহিত সম্বন্ধ ও আনুরূপ্য বিহীন, তথাপি উহা আলমে খল্কের মধ্যে পরিগণিত হয়। যেহেতু মৃত্তিকার অংশই উহার মধ্যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ, এবং মৃত্তিকার নিম্নতাই উহার উচ্চতার কারণ।

অপর আর একটি পার্থক্য এই যে, "হকিকতে জামেয়া"-এর বা আলমে আমরস্থিত কল্বের প্রশস্ততা উহাতে যাবতীয় বস্তুর আকৃতি আবির্ভাব হিসাবে হইয়া থাকে এবং 'মোজগা' বা হৃৎপিণ্ডের প্রশস্ততা যাহা উহার সংকীর্ণতার পর আত্মিক বিকাশ কর্তৃক উপলব্ধি হয়; তাহা উদ্দিষ্ট বস্তুর সংকুলান অনুযায়ী হইয়া থাকে-যাহা অনন্ত ও অসীম; কিন্তু উহার সংকীর্ণতা উহার সংকীর্ণদ্বার স্বরূপ, যাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য বস্তু প্রবেশের প্রতিবন্ধক। এ পর্যন্ত যে-"জেকের" বা স্মরণকেও যেন স্মৃত বস্তুর শিবিরে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করে না, এবং সামান্য প্রতিচ্ছায়াকেও তাহার পুতঃ হরমখানার[১] পার্শ্বে বিচরণের সম্মতি প্রদান করেনা। তদ্রূপ প্রথম শ্রেণীর প্রশস্ততা যেহেতু প্রকার সম্ভূতঃ অতএব প্রকারবিহীন বস্তুর তথায় সংকুলান হয়না, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশস্ততা প্রকারবিহীনতার অংশ প্রাপ্ত হেতু তথায় প্রকারসম্ভূত বস্তুর সংকুলান হয় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত 'কল্ব' যখন আহবান কার্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করে, তখন জুলমৎ ও তমসা উহাকে আচ্ছাদিত করে। এই হেতু ছাইয়েদুল বাশার (দঃ) ফরমাইয়াছেন-"নিশ্চয় অবস্থা এই যে, নিশ্চয় আমার "কল্ব" মেঘাচ্ছন্ন হয়।" ইহা হইতে অধিক আর কি পার্থক্য বর্ণনা করিব। মৃত্তিকার সহিত প্রভুগণের প্রভুর কি আর তুলনা হইবে।

হে ভ্রাতঃ এই 'মোজগা' বা হৃৎপিণ্ডকে সামান্য একটি মাংসখণ্ড ধারণা করিবেন না; উহা একটি অতি মূল্যবান রত্নস্বরূপ। উহাতে আলমে খল্ক বা স্থূল জগতের রহস্যময় ধনভাণ্ডার গচ্ছিত আছে এবং আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগতের গুপ্তধন ও অদৃশ্য সম্পদ প্রোথিত[২] রহিয়াছে। পরন্তু উহার "হায়আতে ওয়াহদানীর" প্রতি বহু বিশিষ্ট কার্যকলাপ নির্ভরশীল।

প্রথমতঃ (ছুফিগণ) উল্লিখিত দশ বস্তুকে তছফিয়া (পরিষ্কৃতি) ও তজকিয়া (পবিত্রতা) ও জজবা, ছুলুক (আকর্ষণ, ভ্রমণ) এবং ফানা-বাকা কর্তৃক বিশুদ্ধ, পবিত্র ও নির্মল করতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সহিত সম্বন্ধের তমসামুক্ত করিয়া থাকেন। যথা ঃ-'কল্ব'-এর পরিবর্তনশীল অবস্থা ও অস্থিরতা অতিক্রম করাইয়া স্থির, শান্ত ও স্থিতিশীল অবস্থায় উপনীত করেন, এবং 'নফছকে' আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তি ও অসৎ মনোভাব হইতে মোৎমায়েন্না বা প্রশান্ত স্বভাবে আনয়ন করেন। তদ্রূপ অগ্নির অংশকে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা হইতে বিরত রাখেন এবং মৃত্তিকাকে অধোগতি ও ইতরতা হইতে উন্নতি ও উচ্চতা প্রদান করেন। এইরূপে তাহার যাবতীয় অংশের মধ্যে যে সকল ন্যূনাধিক্য ও অসাম্যতা আছে তাহা সাম্যতায় আনয়ন করেন। তৎপর তদীয়[৩] নিছক অনুগ্রহে উক্ত অংশ সমূহ সম্মিলিত ও একত্রিত করতঃ একটি

টীকা ঃ- (১) হরমখানাঃ- অন্দর মহল। (২) গাড়া। (৩) আল্লাহর।

নিদৃষ্ট ব্যক্তি গঠন করিয়া তাহাকে এনছানে কামেল বা পূর্ণ মানব করিয়া লন। উহার 'কল্‌ব' যাহা উহার সারাংশ স্বরূপ ও দেহের কেন্দ্রতুল্য–তাহাকে 'মোজগা' বা হৃৎপিণ্ড নামে অভিহিত করেন। উক্ত 'মোজগা'র তত্ত্ব যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব তাহা ইহাই। অবশিষ্ট বিষয় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ন্যস্ত।

যদি কোন নাকেছ বা অপূর্ণ ব্যক্তি অভিযোগ করে যে, প্রত্যেক মানবই উল্লিখিত দশ বস্তুর সংমিশ্রণে গঠিত, এবং উহাদের সম্মিলনে তাহাদেরও 'হায়আতে ওয়াহ্‌দানী' বর্তমান আছে। তদুত্তরে বলিব যে, হাঁ-উক্ত দশ বস্তু কর্তৃক গঠিত বটে, কিন্তু তাহাদের উক্ত অংশ সমূহ পবিত্রতা ও পরিষ্কৃতি অর্জন করে নাই এবং 'জজবা'– 'ছুলুক' কর্তৃক আবর্জনাতুল্য অন্যের আকর্ষণমুক্ত হয় নাই; কিন্তু 'এনছানে কামেল' বা পূর্ণমানব ইহার বিপরীত, তিনি 'ফানা-বাকা' কর্তৃক পবিত্র ও নির্মল হইয়াছেন। যথা পূর্বে বর্ণিত হইল। অবশিষ্ট সকল বক্তির মধ্যে যখন উক্ত বস্তুগুলি বিপরীত ও পৃথকভাবে বর্তমান আছে এবং উহাদের প্রত্যেকটির বিধান ও অবস্থা পৃথক, সুতরাং তাহারা 'হায়আতে ওয়াহ্‌দানীর, কোনই অংশ রাখেনা। তাহারা যদি কোন 'হায়আত' বা সম্মিলিতরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকে তাহা ধারণাকৃত ও আনুমানিক; প্রকৃত নহে। কিন্তু পূর্ণমানবের অংশ সমূহ ইহার বিপরীত, উহাদের পরস্পরের বৈপরীত্য ভাব রহিত হইয়া সম্মিলিত ও একত্রিত হইয়াছে এবং উহাদের বিভিন্ন অবস্থা ও বিধান অন্তর্হিত হইয়া সকলেই এক বিধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার 'হায়আতে ওয়াহ্‌দানী' প্রকৃত ও বাস্তব; আনুমানিক নহে। যেরূপ বিভিন্ন ভেষজ কর্তৃক প্রস্তুত মোদক, উহাদের প্রত্যেকটিকে শোধন ও মারণ করার পর একত্রিত করতঃ 'হায়আতে ওয়াহ্‌দানী' বা একত্রিত রূপ প্রদান করা হয়। উহাদের বিভিন্ন বিধান রহিত হইয়া সকল ভেষজ এক বিধান ভুক্ত হয়। চিন্তা করিয়া দেখ! আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ।

হে ভ্রাতঃ যে সকল পূর্ণতা মোজগার জন্য প্রমাণিত হইল, তাহা সবই "কাবা কাওছায়নের [১]" মাকামে অবস্থিত, যথায় আবির্ভূত বস্তুর (আল্লাহ্‌র) মধ্যে আবির্ভাবস্থল (পূর্ণমানব)-এর রং অনুমিত হয়। যদিও এ স্থলে প্রকৃত বস্তুই আবির্ভূত বস্তু, উহার প্রতিচ্ছায়া নহে–যাহা উহার আকৃতি, কিন্তু আবির্ভূত বস্তুর ব্যক্তিত্ব দর্পণের রং হইতে নিস্কৃতি লাভ করেনা। অতএব তথায় দুই ধনু[২] প্রমাণ হয়। ইহার পর "আও আদ্‌না" (অধিক নিকটবর্তী)-এর মাকাম, তথায় আবির্ভূত বস্তু (আল্লাহ্‌) আবির্ভাব প্রাপ্ত (পূর্ণমানব)-এর রং ধারণ করেনা ও অতিরিক্ত কোন বস্তুর ধারণাও উদ্ভব হয় না। সুতরাং তথায় দুই ধনু অদৃশ্য হইয়া যায় এবং এক প্রকারের রং ব্যতীত অন্য কোন ধারণা হয় না, যাহা 'আও আদনার' মাকামের অনুকূল। এই মাকামের কার্যকলাপ পৃথক ও স্বীয় আত্মিক অবস্থার যাবতীয় পৃষ্ঠা

টীকা ঃ (১) 'কাবা কাওছায়েন' – আল্লাহ্‌তায়ালা ও বান্দার মধ্যে নৈকট্যকালে দুই ধনু ব্যবধান থাকার স্থান। (২) অর্থাৎ আবির্ভূত বস্তুর একধনু ও আবির্ভাব স্থলের দ্বিতীয় ধনু।

ইহাতে পরিবর্তিত করিতে হইবে, তাহা হইলে "কাবা কাওছায়েন" হইতে 'আও আদনাতে' উপনীত হইতে সক্ষম হইবে[১]। আমাদের ব্যক্য ইশারা, ইঙ্গিত ও সুসংবাদ মাত্র; বরং গুপ্তধন তুল্য। আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ দানকারী। হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ও তাঁহার সহচর ও বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২২ মকতুব

মাওলানা মাহ্মুদ ছাদেক কাশমিরীর নিকট ছেরহেন্দ শরীফের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় লিখিতেছেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে এবং হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর তোফায়েলে ছেরহেন্দ নগর যাহা আমার জন্মভূমি; তাহা যেন একটি গভীর অন্ধকূপ ছিল, আল্লাহ্তায়ালা আমার জন্য উহা পরিপূর্ণ করতঃ উচ্চ প্রাসাদতুল্য করিয়াছেন এবং অধিকাংশ নগর ও প্রদেশ হইতে ইহাকে মহত্ব প্রদান করিয়াছেন। এই ভূমিতে এরূপ একটি নূর বা আলোক গচ্ছিত রাখিয়াছেন, যাহা অবর্ণিত ও প্রকারবিহীন নূর হইতে সংগৃহীত। ইহা ঐ প্রকারের নূর, যাহা কাবা শরীফের পবিত্র ভূমি হইতে প্রজ্জলিত ও বিচ্ছুরিত হয়। প্রিয় বৎস খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ)-র পরলোক গমনের কতিপয় মাস পূর্বে উক্ত নূর এ দরবেশের প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এ ফকির তাহাকে স্বীয় বসতবাটীর এক প্রান্তে চিহ্নিত করিয়াছিল। উহা এরূপ একটি প্রদীপ্ত 'নূর' যাহার প্রতি 'ছেফত' ও 'শান'-এর ধূলিকণা নিক্ষিপ্ত হয় নাই এবং উহা রকম প্রকারাদি হইতে পবিত্র ও নির্মল। আমার মনের আকাংখা জন্মিল যে, উক্ত ভূখণ্ড আমার সমাধিস্থল হয়, এবং উক্ত 'নূর' যেন, আমার সমাধির শিরোদেশে প্রদীপ্ত হইতে থাকে। আমি ইহা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ) যিনি আমার গুপ্ত রহস্যাধার ছিল তাহার নিকট ব্যক্ত করিলাম। উক্ত নূর ও আমার মনোভাবও তাঁহাকে অবগত করাইলাম। ঘটনাক্রমে উক্ত প্রিয় বৎস স্বয়ং এই সৌভাগ্যের প্রতি অগ্রগামী হইলেন এবং উক্ত নূরের নিকটস্থ ভূখণ্ডে, নূরের সাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

সুখীদের জন্য সুখ অতি সুখকর,
আশেক-মিছকীন তরে সবে দুঃখকর।

এই মহান ছেরহেন্দ নগরীর ইহাও একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব যে, প্রিয় বৎস-যিনি "আকাবেরে আউলিয়াল্লাহ্" বা অলি শ্রেষ্ঠগণের অর্ন্তর্ভুক্ত তিনি উক্ত নগরীতে শেষ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুকাল পর প্রকাশ পাইল যে, উক্ত গচ্ছিত নূর এ ফকিরের কল্বস্থিত

টীকাঃ- (১) অর্থাৎ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে তবেই ইহা হাছেল হইবে।

নূরের একটি জ্যোতি ও শিখা যাহা তথা হইতে চয়িত হইয়া উক্ত ভূমিখণ্ডে প্রজ্জলিত করা হইয়াছে; যেরূপ কোন একটি মশাল হইতে প্রদীপ প্রজ্জলিত হয়। "বল যে, সবই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সমাগত এবং আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর নূর" (কোরআন)। তদীয় প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, কাফেরগণ যাহা উক্তি করে তাহা হইতে সেই সম্মানের অধিশ্বর-প্রভু পবিত্র। রছুলগণের প্রতি ছালাম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, যিনি জগৎপালক।

২৩ মকতুব

মাখদুম জাদা খাজা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ (ছাল্লামাহুল্লা)-এর নিকট ছুন্নতের অনুসরণের বিষয় লিখিতেছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত দাসগণের প্রতি ছালাম।

প্রিয় বৎস, আপনাকে ও আপনার বন্ধুগণকে আল্লাহ্ পাক ঐ সকল বিষয় হইতে রক্ষা করুন যাহা তাঁহার দরবারের উপযোগী নহে। আপনাদের ও তদীয় বন্ধুগণের প্রতি যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা এই যে, সমুজ্জ্বল ছুন্নতের অনুসরণ করিতে হইবে ও অপছন্দনীয় বেদআত বা নুতন কার্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে। ইদানীং ইসলাম পান্থতুল্য ও মুসলমানগণ পথিকের ন্যায় এবং ক্রমেই তাহারা অধিকভাবে পথিকতুল্য হইতে চলিয়াছে; এ পর্যন্ত যে, পরবর্তীকালে 'আল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণ করিবার মত কোন ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে বর্তমান থাকিবেনা। "সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হইবে" (হাদীস)। সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যিনি ইসলামের এবম্বিধ পান্থতুল্য দুর্দশার সময় পরিত্যক্ত কোন এক ছুন্নতকে পুণরুজ্জীবিত করে এবং প্রচলিত কোন এক বেদআতকে ধ্বংস করে। ইহা এরূপ একটি সময় যে, হজরত খায়রুল বাসার (ছঃ)-এর আবির্ভাবকাল হইতে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং কেয়ামতের নিদর্শন সমূহ আলোকপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নবুয়তকাল হইতে দুরবর্তিতার কারণেই 'ছুন্নত' লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে ও মিথ্যা প্রচলন হেতু প্রায় বেদআত প্রচারিত হইতেছে। জনৈক সাহসী বীর, নরপুঙ্গব আবশ্যক, যিনি সুন্নতের সহায়তা করতঃ 'বেদআত' বা নূতনত্বকে পরাজিত করে। বেদআতের প্রচলনই দ্বীন ইসলাম ধ্বংসের মূল সূত্র এবং বেদআতী দলকে সম্মান প্রদান ইসলাম অধঃপতনের মূল হেতু। "যে ব্যক্তি কোন বেদআতীকে সম্মান প্রদান করে, নিশ্চয় সে ইসলাম বিধ্বস্ত করার সহায়তা করিল" বাক্যটি শুনিয়া থাকিবেন। অতএব পূর্ণ মনোযোগ ও নিছক স্পৃহার সহিত লক্ষ্য রাখা উচিৎ যেন, কোন একটি সুন্নত প্রচলিত হয় এবং কোন একটি বেদআত উৎপাটিত হয়, সকল সময়ের জন্য, বিশেষতঃ উপস্থিত সময় ইসলামের দুর্বল্যের সময়, তখন ইসলামের রীতিনীতি রক্ষা সুন্নত প্রচলন ও বেদআত ধ্বংসের প্রতি নির্ভরশীল। পূর্ববর্তীগণ বেদআতের

মধ্যে সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছেন, অর্থাৎ উহার কতিপয় কার্য সুন্দর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এ ফকির এ বিষয়ে তাঁহাদের মতের অনুকূল নহে এবং বেদআতের কোন অংশকে সুন্দর বলিয়া বিশ্বাস করেনা ও তমসা ও মলিনতা ব্যতীত উহার মধ্যে অন্য কিছুই অনুভব করেনা। হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "প্রত্যেক বেদআত বা নূতন কার্যই ভ্রষ্টতা"। আমি অনুভব করিতেছি যে, ইসলামের এই দুর্বলতার সময় ঈমান ও ইসলাম রক্ষা, সুন্নত প্রতিপালনের প্রতি নির্ভরশীল এবং বেদআত কর্তৃকই ইসলাম ধ্বংস হইয়া থাকে, উহা যে কোনই বেদআত হউক না কেন। আমার জ্ঞানে উহা (বেদআত) একটি কোদালীর ন্যায়, যাহা ইসলামের ভিত্তি বিধ্বস্ত করে! পক্ষান্তরে সুন্নতকে একটি প্রদীপ্ত নক্ষত্র তুল্য বলিয়া অনুভব করিতেছি, যৎকর্তৃক ভ্রষ্টতার অমানিশায় পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। একালের আলেমদিগকে আল্লাহ্তায়ালা তৌফিক বা সুযোগ প্রদান করুন, যেন তাহারা "বেদআতের মধ্যে সৌন্দর্য বর্তমান আছে" বাক্যটি উচ্চারণ না করেন, এবং কোন বেদআত প্রতিপালনের প্রতি যেন অনুমতিপত্র প্রদান না করেন, যদিও উক্ত বেদআত তাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রভাতের ন্যায় পরিষ্কার ও সমুজ্জ্বল হউক না কেন; যেহেতু সুন্নত ব্যতীত অন্য সকলের প্রতি শয়তানের প্রবঞ্চনার বৃহত্তর প্রাবল্য আছে। অতীতকালে যখন ইসলাম শক্তিশালী ছিল, তখন উহা বেদআত সমূহের তমরাশির ভার বহন করিতে সক্ষম ছিল। হয়তো উক্ত তমসাসমূহের কোন একটি ইসলামের নূরের প্রখর দীপ্তির সম্মুখে অনেকের দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল বলিয়া অনুমিত হইত, সেই হেতু উহার প্রতি সৌন্দর্য্যের নির্দেশ প্রদত্ত হইত; যদিও বাস্তবে উহা সৌন্দর্য্যবিহীন ও নূরশূন্য ছিল। কিন্তু উপস্থিত সময় ইহার বিপরীত; ইহা ইসলামের দুর্বলতার সময়, ইদানীং বেদআত সমূহের তম-ভার বহন উহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব এ সময়ে পূর্ব-পরবর্তী আলেমগণের অনুমতিপত্র প্রবর্তিত করা চলিবে না; যেহেতু প্রত্যেক সময়ের নিয়ম-কানুন পৃথক। এ সময়ে বেদআত প্রচারের আধিক্য হেতু বিশ্বজগত একটি তমসা-সাগর তুল্য বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে এবং সুন্নতের নূর পান্থসদৃশ ও স্বল্পতাহেতু উক্ত তমসা সাগরে খদ্যোত[১] মালা[২] স্বরূপ উপলব্ধি হইতেছে, ও বেদআত কার্য উক্ত তমসা বৃদ্ধি করতঃ সুন্নতের নুর হ্রাস করিতেছে; পক্ষান্তরে সুন্নত কার্য্য উক্ত তমরাশিকে লঘুকরণ ও সুন্নতের নূর বৃদ্ধির হেতু বটে। অতএব যাহার ইচ্ছা হয় বেদআত-তমরাশি বর্দ্ধিত করুক, অথবা যাহার আকাংখা হয় সুন্নতের নূর বৃদ্ধি করুক, এবং যাহার বাসনা শয়তানের গোষ্ঠী গরিষ্ঠ করুক, অথবা যাহার কামনা হয় আল্লাহ্র দল বৃদ্ধি করিয়া লউক। নিশ্চয় শয়তানের গোষ্ঠীই ক্ষতিগ্রস্থ; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্র দলই উদ্ধার প্রাপ্ত (কোরান)।

একালের সুফিগণ যদি সুবিচার ও সত্য পথে আগমন করেন এবং ইসলামের দুর্বলতা ও মিথ্যা প্রচারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উচিৎ যে, তাঁহারা সুন্নতের গণ্ডির বাহিরে স্বীয় পীরের অনুসরণ যেন না করে এবং স্বীয় পীরের কার্যের ছলনায় নূতন

টীকা ঃ খদ্যোত-জোনাকী-জ্যোতি-রিঙ্গণ (২) মালা-সমূহ।

আবিষ্কৃত বেদআত কার্য্যের অভ্যস্ত না হয়, অবশ্য সুন্নতের অনুসরণ নিশ্চয় উদ্ধারকারী ও খায়ের-বরকতযুক্ত ও ফলপ্রসূ। কিন্তু সুন্নত ব্যতীত অন্যের অনুসরণে বিপদ হইতে-বিপদের আশংকা। বাহকের প্রতি সংবাদ প্রদান ব্যতীত অন্য দায়িত্ব নাই। আমাদের পীরানে কেরাম (রাঃ) কে আল্লাহ্তায়ালা আমা-সকলের পক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। যেহেতু তাঁহারা আমাদের মত পরবর্তীগণকে "বেদআত" কার্য সমূহের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন নাই এবং নিজেদের অনুসরণ কর্তৃক ধ্বংসক-তমরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন নাই; সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত অন্য পথে পরিচালিত করেন নাই ও শরীয়তকর্তা হযরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর অনুগমন ও কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য্য প্রতিপালন ব্যতীত দ্বিতীয় পথ প্রদর্শন করান নাই। অতএব ইঁহাদের কার্যকলাপ অতি উচ্চ ও ইঁহাদের উন্নতির প্রকোষ্ঠ-প্রাঙ্গণ উর্দ্ধতম ও মহান। ইঁহারা ঐ দল যাহারা নৃত্য, গীতের প্রতি পদাঘাত করতঃ লম্ফ, ঝম্ফ ইত্যাদিকে স্বীয় তর্জনী কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন। অন্য সকলের আত্মিক বিকাশ ও দর্শন ইঁহাদের নিকট আল্লাহ্ ব্যতীত অপর বস্তুর অন্তর্ভুক্ত এবং যাহা জ্ঞানসম্ভূত ও ধারণাকৃত তাহা ইঁহাদের নিকট নিবারণ যোগ্য। ইঁহাদের কার্যকলাপ দর্শন ও জ্ঞানের উর্ধে, অবগতি ও ধারণার বহির্ভূত ও তাজাল্লী বা আবির্ভাব ও বিকাশ ও কাশফ (আত্মিক দর্শন) ও প্রত্যক্ষ দর্শনের বহু উর্ধে। অন্যান্য বোজর্গগণ "ইল্লাল্লাহ্" বা প্রমাণ করার পক্ষে সতর্ক হন, এবং ইঁহারা "লাইলাহা" বা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুকে 'নফী' বা নিবারণ করার পক্ষে সবিশেষ মনোযাগী হইয়া থাকেন। তাহারা কলেমায়ে তৈয়্যেবার বা নফী– এছবাতের পুনরাবৃত্তি এই উদ্দেশ্যে করেন, যাহাতে 'এছবাত' বা প্রমাণের বৃত্ত প্রশস্ততা লাভ করে। সমস্ত জগৎ যাহা আল্লাহ্র অপর হিসাবে সৃষ্ট, তাহা যেন উক্ত কলেমায়ে তৌহিদের পুনরাবৃত্তি কর্তৃক সত্য বা আল্লাহ্ বলিয়া বিকশিত হয় ও সকল বস্তুকে আল্লাহ্ বলিয়া দর্শন করে ও আল্লাহ্ বলিয়া প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ ইহা হইতে বহু উচ্চ ও পবিত্র। কিন্তু এই তরীকার বোজর্গগণ ইহার বিপরীত; পবিত্র কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহের" পুনরাবৃত্তি হইতে ইঁহাদের উদ্দেশ্য 'নফী' বা নিবারণ বৃত্তের প্রসরণ। যেন পরিদৃষ্ট ও বিকশিত ও জানিত এবং অনুমিত সমুদয় বস্তু 'লা'-বা না বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, এবং প্রমাণের পক্ষে যেন কোন বস্তুই দৃষ্ট ও পরিলক্ষিত না হয়। যদি প্রমাণের পক্ষে কচিৎ কোন বিষয় প্রকাশ পায় তাহাকেও নিবারণের দিকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে হইবে এবং অপসারিত বস্তু 'আল্লাহ্' উচ্চারণ ব্যতীত প্রমাণের পক্ষে যেন অন্য কিছুই লব্ধ না হয়। অতএব নফী ও এছবাত-জেকের অন্য তরীকায় প্রারম্ভকারীদিগের অবস্থার উপযোগী এবং 'আল্লাহ্' জেকের যাহা নিছক প্রমাণ করার কলেমা, তাহা উহার পর আবশ্যক হয়। যাহাতে প্রমাণকৃত-বিকশিত বস্তু উক্ত এছবাতের কলেমার পূনরাবৃত্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু এই বোজর্গগণের তরীকা ইহার বিপরীত। প্রথমতঃ ইঁহারা 'এছবাত' বা প্রমাণ করেন; তৎপর নফী বা উক্ত প্রমাণ ও স্থিতিকে নিবারণ করেন। অতএব ইঁহাদের তরীকায় প্রথমেই 'আল্লাহ্' নামের জেকের অনুকূল হয়। তৎপর নফী– এছবাতের জেকেরের পর্যায় সংঘটিত হইয়া থাকে।

যদি কোন অপূর্ণ ব্যক্তি প্রশ্ন স্থলে বলে যে, "উল্লিখিতরূপ হইলে এই তরীকার বোজর্গগণ 'এছবাত' বা প্রমাণের কোনই অংশ প্রাপ্ত হন না এবং 'নফি' বা নিবারণ ব্যতীত তাঁহাদের ভাগ্যে কিছুই লাভ হয় না"। তদুত্তরে বলিব যে, ইঁহাদের প্রাথমিক অবস্থাতেই অন্য তরীকার এছবাত সংঘটিত হয়, কিন্তু উচ্চ মনোবৃত্তি হেতু ইঁহারা তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন না। বরং উহা নিবারণ-উপযোগী জানিয়া উহাকে 'নফী' করেন ও প্রমাণকৃত উদ্দিষ্ট বস্তু উহারও পরে, তাহারও পরে বলিয়া বিশ্বাস করেন। অতএব অন্য সকলের 'এছবাত' ইঁহাদের লাভ হয় এবং উক্ত 'এছবাত'কে 'নফী' করা যাহা আল্লাহ্তায়ালার 'কিবরিয়াই' বা মহত্ত্বের মাকামের উপযোগী তাহাও ইঁহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক মাথামুণ্ড রহিত ব্যক্তি ইঁহাদের কার্যকলাপের সূত্র উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। লোলুপ ব্যক্তিগণ ইঁহাদের প্রকৃত তথ্যের অবগতি প্রাপ্ত হয় না। এই বোজর্গগণের 'অপ্রাপ্তি' যাহা সেই দরবারের অবিকল 'প্রাপ্তি' তাহা কিঞ্চিৎ আলোচিত হইল। যদি ইঁহাদের 'হুছুল' বা প্রাপ্তির বিষয় আলোচনা করি, তাহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সর্বসাধারণের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং শেষ প্রান্তে উপনীতগণ প্রারম্ভকারীদের ন্যায় 'আলিফ','বা'-এর ছবক (পাঠ) লইতে বাধ্য হইবে।

হাফেজের আর্তনাদ অমূলক নয়,
আশ্চর্য কাহিনী ইথে আছে যে, নিশ্চয়।

আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র ও মহান জাতের মোরাকাবা বা ধ্যান যাহা অপর সকলেই গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ইঁহাদের নিকট মূল্যহীন ও অনর্থক। তথায় কোন এক প্রতিচ্ছায়া ব্যতীত মোরাকেব বা ধ্যাতার কিছুই লব্ধ নাই। "তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা হইতে আল্লাহ্তায়ালা অতি উচ্চ" (কোরান)।

আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত, বরং তাঁহার এছ্ম-ছেফৎ সমূহও আমাদের চিন্তা ও ধ্যানের গণ্ডির বহির্ভূত। উক্ত মাকাম হইতে অজ্ঞতা ও অস্থিরতা ব্যতীত কোন অংশই প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু সর্বসাধারণ যাহাকে অজ্ঞতা ও অস্থিরতা বলিয়া জানে তাহা নহে, যেহেতু উহা নিন্দনীয়। এ স্থলের অজ্ঞতা ও অস্থিরতাই অবিকল পরিচয় ও শান্তি। কিন্তু যে পরিচয় ও শান্তি মানবের বোধগম্য হয় ও যাহা প্রকারসম্ভূত এবং প্রকারবিহীনতার অংশ প্রাপ্ত নহে, তাহা নহে। তথায় আমরা যাহা কিছুই প্রমাণ করিনা কেন, তাহা প্রকারবিহীন হইবে; উহাকে অজ্ঞতাও বলা যাইতে পারে এবং পরিচয়ও বলা যাইতে পারে। যে ভুক্তভোগী নহে, সে উপলব্ধি করিবেনা। পরন্তু এই বোজর্গগণের লক্ষ্য আল্লাহ্তায়ালার 'এক' জাতের প্রতি; ইঁহারা এছ্ম বা ছেফত হইতে 'জাত' ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন না, এবং অপর সকলের মত ইঁহারা 'জাত' হইতে 'ছেফতে' অবতরণ করেন না এবং উচ্চ শৃঙ্গ হইতে পাতালের প্রতি মনযোগী হননা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহাদের এক সম্প্রদায় ইঁহাদের নিকট হইতে "আল্লাহ্" এছ্মের জেকের গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাকে যথেষ্ট জ্ঞান না করিয়া ছেফত বা গুণাবলীর মধ্যে অবতরণ করতঃ তৎসঙ্গে শ্রবণকারী, দর্শনকারী, ও

জ্ঞানধারী ইত্যাদি গুণের প্রতি লক্ষ্য করেন। পুনরায় উন্নতির পথে জ্ঞানময়, দর্শনকারী, শ্রবণকারী ইত্যাদি হইতে—"আল্লাহ্" এছমের দিকে গমন করেন। তাহারা শুধু মাত্র 'আল্লাহ্' এছেমকে যথেষ্ট জ্ঞান করেনা কেন এবং নিছক এক জাতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করেন না কেন! "তদীয় দাসের জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট নহেন কি"? কোরআনের অকাট্য বাণী। এবং "বল—আল্লাহ্; তৎপর তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর" (কোরআন) এই বাক্যের সমর্থক।

ফলকথা এই তরীকার বোজর্গগণের মনস্বিতার লক্ষ্য অতি উচ্চ। ইঁহারা প্রবঞ্চক ও নর্তকদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, এই হেতু অন্য সকলের শেষ—ইঁহাদের প্রারম্ভেই প্রবিষ্ট। ইঁহাদের তরীকার প্রারম্ভকারী অন্য তরীকা সমাপ্তকারী তুল্য। প্রারম্ভ হইতেই ইঁহাদের 'ছফর' বা আত্মিক ভ্রমণ, স্বীয় গৃহে (অন্তর্জগতে) নির্ধারিত হইয়াছে, এবং জনতার মধ্যেই নির্জ্জন বাস সংঘটিত হয়। 'সদা আবির্ভাব' ইঁহাদের সঞ্চিত সম্পদতুল্য। ইঁহারা ঐ ব্যক্তি যে, তালেবগণের উন্নতি ইঁহাদের মহান সংসর্গের প্রতি নির্ভরশীল, এবং অপূর্ণদিগের পূর্ণতা ইঁহাদের পবিত্র তাওয়াজ্জোহ্ বা আত্মিক দৃষ্টির সহিত সম্বন্ধিত; ইঁহাদের শুভদৃষ্টি কল্‌বের ব্যাধিনাশক ও ইঁহাদের সুনজর আভ্যন্তরীণ পীড়ানিবারক। ইঁহাদের এক মুহূর্তের অনুকম্পা দৃষ্টি শত বৎসরের চল্লিশা প্রতিপালনতুল্য কার্যকরী হয় ও ইঁহাদের এক পলকের লক্ষ্য বহু বৎসরের কঠোর ব্রতের সমতুল্য।

আশ্চর্য নায়ক বটে নকশাবন্দিগণ,
সদলে গোপন পথে করে বিচরণ।

হে সৌভাগ্যবান, এই বর্ণনা হইতে যেন কেহ ধারনা করেনা যে, উল্লিখিত গুণাবলী ও প্রশংসাসমূহ নকশাবন্দি তরীকার প্রত্যেক শিক্ষক ও ছাত্রের জন্য লাভ হইয়া থাকে; ইহা কখনই নহে। বরং উক্ত সৎস্বভাবসমূহ এই উচ্চ তরীকার বোজর্গের বোজর্গ ব্যক্তিগণের জন্যই বিশিষ্ট। যিনি তরীকার কার্য অন্তের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উপনীত করিয়াছেন। অবশ্য যে সরল চিত্ত প্রারম্ভকারী এই তরীকার বোজর্গগণের সহিত মুরীদ বা শিষ্যত্ব সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে রক্ষা করতঃ ইঁহাদের আদব-সম্মান যথোচিত প্রতিপালন করিয়া থাকেন; তাহাদের জন্যও শেষ বস্তু প্রারম্ভে লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ প্রারম্ভকারী, যে এই তরীকার কোন অপূর্ণ পীরের নিকট উপনীত হয়-সে ব্যক্তি ইহার বিপরীত; প্রারম্ভে শেষ বস্তু তাহার ভাগ্যে সংঘটিত নহে। যেহেতু তাহার পীর স্বয়ং শেষ প্রান্তে উপনীত নহে। কিভাবে তাহার ভাগ্যে উহা লাভ হইতে পারে।

কলসিতে আছে যাহা,
ঢালিলে পড়িবে তাহা।

হে শরীফ (ভদ্র) ভ্রাতঃ এই বোজর্গগণের তরীকা ছাহাবা কেরামের তরীকা এবং প্রারম্ভে শেষ বস্তু প্রবিষ্ট হওয়া হজরত (ছঃ)-এর সংসর্গে যেরূপ প্রবিষ্ট হইত, তাহারই তাছির বা ক্রিয়া বটে, যেহেতু হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর প্রথম সংসর্গে এতাদৃশ বস্তু লব্ধ হইত,

যাহা অন্য ব্যক্তিগণ সর্বশেষেও লাভ করিতে সক্ষম হইত না। এই ফয়েজ-বরকত সমূহ ঐ ফয়েজ বরকত, যাহা প্রথম জমানায় বিকশিত হইয়াছিল। বাহ্যিক দৃষ্টে মধ্যস্থলের তুলনায় যদিও অন্ত প্রারম্ভ হইতে দূরবর্তী কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মধ্যস্থল হইতে অন্ত প্রারম্ভের নিকটবর্তী এবং প্রারম্ভের রঙে রঞ্জিত। মধ্যবর্তীগণ ইহা বিশ্বাস করুন অথবা না করুন। বরং জানিনা যে, অন্তঃর্বর্তীগণের অধিকাংশই ইহার প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইয়াছে কি-না! আপনার প্রতি এবং যাঁহারা হেদায়েতের অনুগামী, মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাঁহাদের প্রতি–ছালাম। হজরত মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি–উচ্চ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৪ মকতুব

হাজী মোহাম্মদ ফরকতীর নিকট লিখিতেছেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনি যে পত্র পূর্ণএখলাছ ও নিছক মহব্বতের সহিত লিখিয়াছেন, তাহা সবিশেষ আনন্দ প্রদান করিল। "রাবেতা" বা পীরের আকৃতি স্মরণ, আপনাকে স্বীয় পীরের সহিত সর্বদা সংশ্লিষ্ট রাখিবে এবং প্রতিবিম্বিত ফয়েজের মধ্যস্থ স্বরূপ হইবে। এই উচ্চ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রতিপালন কর্তব্য। 'কবজ' (সংকোচন) 'বসৃত' (প্রসরণ) এই পথে উড্ডিয়মান হইবার জন্য– দুইটি পক্ষ ও ডানা স্বরূপ। অতএব 'কবৃজ'-এর অবস্থায় মনক্ষুন্ন হইবেন না এবং 'বস্তের' অবস্থায়ও উৎফুল্ল হইবেন না; আশাধারী হইয়া থাকিবেন, যেন প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে অনন্তের সৌন্দর্য্য দর্শন লাভ হয়। হে স্নেহাস্পদ, দাসদিগের প্রত্যাশার কিবা মূল্য, তাহার আশা যে তাহার ক্ষুদ্র জ্ঞানানুযায়ীই হইবে। অনন্ত-সৌন্দর্য্য পরমাণুর দর্পণে পরিদর্শন ক্ষীণদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, পরমাণু সমূহের কি শক্তি যে, উক্ত সৌন্দর্য্যের দর্পণতুল্য হয়! পরমাণুর দর্পণে যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত প্রতিবিম্বের কোন এক প্রতিচ্ছায়া। সেই মহান মহাজনকে পরেরও পরে অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং বহির্জগত ও অন্তর্জগতের বৃত্তের বহির্দেশে অনুসন্ধান করিতে হইবে। উপস্থিত আপনার যে সম্বন্ধ লাভ হইয়াছে, তাহা আপনার আকাঙ্খিত অবস্থা হইতেও উচ্চতর। সাবধান! অন্যের অনুসরণ করতঃ নিম্নে অবতরণের প্রতি মনযোগী হইবেন না এবং উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে পাতালে উপনীতির স্পৃহা করিবেন না। এই বোজর্গগণের কার্যকলাপ অতি উচ্চ, "নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা উচ্চ মনোবৃত্তিধারীগণকে ভালবাসেন" (হাদীছ)।

আল্লাহ্তায়ালার সমীপে আপনার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শান্তি কামনা করি; ওয়াচ্ছালাম।

২৫ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ শরফুদ্দিন হোসাইনের নিকটে লিখিতেছেন। ইহাতে শরীয়তের অনুকূল যে আমল সংঘটিত হয়, তাহা জিকিরের অন্তর্ভুক্ত ইত্যাদির বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। স্নেহাস্পদ বৎস– মওলানা আব্দুর রশীদ ও মওলানা জান মোহাম্মদের সহিত যে পত্র ও নজর বা দর্শনী পাঠাইয়াছেন, তাহা উপনীত হইয়াছে; আল্লাহ্পাক আপনাকে শ্রেষ্ঠ পারিতোষিক প্রদান করুন। আপনার সুস্থতার সংবাদে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।

হে বৎস, অবসর বা জীবনকাল যথেষ্ট এবং সুস্থতা ও অবকাশ মূল্যবান! আল্লাহ্তায়ালার 'জিকির' বা স্মরণে সমুদয় কাল অতিবাহিত করা কর্তব্য। শরীয়তের অনুকূল যে আমল বা কার্য সংঘটিত হয়, তাহা জিকিরের অন্তর্ভুক্ত; যদিও উহা খরিদ-বিক্রি হউক না কেন! অতএব প্রত্যেক গতিবিধির মধ্যে শরীয়তের হুকুমের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; যৎকর্তৃক উহা সবই জিকিরে পরিগণিত হয়। যেহেতু জিকিরের অর্থ 'গাফলাৎ' বা অমনোযোগিতা অপসারণ করা। যখন প্রত্যেক কার্যকলাপে আদেশ-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন আদেশ-নিষেধকারীর প্রতি অমনোযোগিতা হইতে মুক্তি লাভ হইবে এবং আল্লাহ্তায়ালার সর্বদা জিকির সংঘটিত হইবে। এইরূপ 'সর্বদা জিকির' লাভ নকশাবন্দীয়া বুজর্গগণের "ইয়াদ দাশ্ত" (স্মরণ রাখা) বা স্মৃতি ব্যতীত অন্য বস্তু, যেহেতু "ইয়াদ দাশ্ত" শুধু অন্তঃকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং উল্লিখিত জিকির বাহ্যিক দেহ পর্যন্ত পরিচালিত হয়, অবশ্য ইহা কঠিন।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে শরীয়তকর্তা হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর অনুসরণের সুযোগ প্রদান করুন। তাঁহার প্রতি ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরূদ, ছালাম, শান্তি-সম্মান বর্ষিত হউক।

২৬ মকতুব

এরফান-পানাহ্ মীর্জা হোছামুদ্দীনের নিকট তাঁহার পত্রোত্তরে লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার পবিত্র লিপিকা যাহা কাশ্মীরবাসী বাহকের সহিত অনুগ্রহ পূর্বক প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা পাঠে সৌভাগ্যবান হইলাম। তথাকার বন্ধুগণের কুশলবার্তা সম্বলিত ছিল বলিয়া বিশেষ

সন্তুষ্ট হইলাম। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। আপনি লিখিয়াছিলেন–জ্যেষ্ঠ ছাহেব জাদা এবং খাজা জামালুদ্দিন হোছায়েন, মিয়া শায়েখ এলাহ্‌দাদ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করার লজ্জায় আপনার খেদমতে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইতেছেন না।

হে মান্যবর, এখনও এইরূপ বাক্য-যৎকর্তৃক পক্ষপাতিত্বের গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় এবং এরূপ ব্যবহার হইতে অপরত্ব ও বিরোধিতা অনুমিত হয়। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। জ্যেষ্ঠ ছাহেবজাদার[১] কর্তব্য ছিল তাঁহার সম্মানী পিতার অছিয়তের সম্মান রক্ষা করা এবং তদীয় পিতার আদেশে ও উপস্থিতিতে তাঁহার ছাহেবজাদাদ্বয়ের প্রতি যে সাফল্যজনক তাওয়াজ্জোহ্ প্রদত্ত হইয়াছিল উহার জন্য লজ্জা করা। মিয়া শায়েখ এলাহ্‌দাদ যখন নিজেকে স্বকীয় পীরের বাধ্য-অনুগত বলিয়া অভিযোগ করেন; তখন তাহার এরূপ কার্যে দুঃসাহস করা উচিত ছিল না। উল্লিখিত অছিয়ত বা উপদেশ এবং পূর্বে যে ফল লাভ হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করা তাহার কর্তব্য ছিল। আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ছাহেবজাদা তদীয় কনিষ্ঠের সহিত যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিল, তাহাতে পূর্ণ নম্রতা ও অতিরিক্ত খোদাপ্রাপ্তির আকাংখার আভাস ছিল। উক্ত পত্রে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা খোদাপ্রাপ্তির মত্ততা ব্যতীত প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ উক্ত পত্র প্রেরণের পর মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে। “হে আমাদের প্রতিপালক, পথ প্রদর্শনের পর আমাদের মন-বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর, নিশ্চয় তুমি বিনিময়-রহিত প্রচুর প্রদানকারী” (কোরান)।

অবশ্য আমি ইহা অবগত আছি যে, হজরত পীর কেবলার অছিয়ত অনর্থক ছিল না। আশা করি উহার শেষ ফল মঙ্গল্য ও কল্যাণকর হইত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তাহার পত্রে যেরূপ আকাংখার উদ্ভব ছিল, তাহা যদি ধ্বংস হইয়া যায় এবং উহার বিপরীত বস্তু তথায় স্থান পায়; বন্ধুগণ ও হিতাকাঙ্খীগণের, প্রতি ইহা দুঃখজনক। ইহার ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁহাদের একান্ত উচিত। হে মান্যবর, শুধু শিক্ষা লইলেই যদি কার্য পূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও শুভ; কিন্তু এ ফকিরের নিকট জিকির-তল্‌কীন বা শিক্ষা প্রদান শিশুগণের ‘আলিফ’, ‘বা’, শিক্ষা গ্রহণের অনুরূপ! শুধু ইহাতেই যদি মৌলভীত্বের যোগ্যতা অর্জিত হয় তাহা হইলে আর কি চিন্তা! আপনার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই আশা করি যে, পক্ষপাতিত্বের প্রতিযোগিতা পরিহার করতঃ সকলেই সমভাবে সুহৃদ্যতার সহিত কাল যাপন করেন। অধিক আর কি তাগিদ করিব। ওয়াচ্ছালাম।

টীকা ঃ ১। হজরত বাকী বিল্লাহ (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্।

২৭ মকতুব

মওলানা মোহাম্মদ তাহের বদখশীর নিকট তাঁহার সন্দেহের উত্তরে লিখিতেছেন। হামদ, ছালাত ও দোয়ার পর। দীর্ঘদিন পর যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রাপ্তে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শান্তি দানে সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত রাখুন। ইতিমধ্যে আপনাকে তিনপ্রস্ত পত্র লিখিয়াছি, তন্মধ্যে মাত্র একপ্রস্ত আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছে। অধিক দূরত্বই আপত্তির কারণ বটে। শায়েখ আবদুল আজিজ আপনার পত্রের সহিত যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাও প্রাপ্ত হইলাম এবং যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বিশদভাবে উপলব্ধি হইল। তথায় লিখিয়াছেন যে, সৃষ্ট বস্তুসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব, যাহা আল্লাহ্তায়ালার এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহ; তাহা যদি 'আদম' বা নাস্তিসমূহ হয়, যাহা ছেফত বা গুণাবলীর বিপরীত। তাহাতে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতে উক্ত আদমসমুহের অবস্থান অনিবার্য্য হয়; অথচ আল্লাহ্তায়ালা ইহা হইতে অতি পবিত্র। ইহা আপনার আশ্চর্য ধরনের সন্দেহ। আপনি জ্ঞাত আছেন যে,—আল্লাহ্তায়ালা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর অবগতি রাখেন, অথচ উহাদের কোন একটিও আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতে অবস্থিত নহে এবং কোনটির সহিত তাঁহার সম্মিলন নাই। এমতাবস্থায় তথায় উহাদের অবস্থান কিরূপে সম্ভব হয়? ইহাও লিখিয়াছেন যে, সৃষ্ট পদার্থ সমূহের তত্ত্ব অস্তিত্ব ও প্রমাণ সিদ্ধ হিসাবে হওয়া উচিত; আদম বা নাস্তি অনুযায়ী নহে। যেহেতু 'তত্ত্ব' বাক্যটি সম্ভাব্য বস্তুর আত্মা ও জীবন-এর প্রতি প্রযোজ্য হয়। হাঁ, উহারা 'এলম' বা আল্লাহ্তায়ালার অবগতির মধ্যে অস্তিত্ব ও অবস্থিতিধারী; যাহা 'তত্ত্বের' জন্য আবশ্যক। বাস্তবে এই সমালোচনাটি প্রথমতঃ হজরত শায়েখ মুহিউদ্দিনের প্রতি প্রবর্তিত করা উচিত ছিল। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন "ব্যক্তিত্ব সমূহ অস্তিত্বের গন্ধও প্রাপ্ত হয় নাই"। আশ্চর্যের বিষয় যে, এ স্থলে হকিকতের অর্থ সৃষ্টবস্তুর রূহ এবং নফ্‌ছ গৃহীত হইয়াছে ও আইয়ানে ছাবেতা (আল্লাহ্তায়ালার এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহ) ও আল্লাহ্তায়ালার জানিত বস্তু সমূহকে বর্জন করা হইয়াছে! আপনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, পয়গম্বর (আঃ) ও অলিআল্লাহ্গণ ও অবশিষ্ট সকল মানব, যাহারা সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, যদি ইহাদের সকলের তত্ত্ব নাস্তি হয়, তাহা হইলে ইহাদের উর্ধ স্তরের ব্যক্তিগণের সর্বপ্রকার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য বিচ্ছিন্ন ও নিবারিত হয়।

উত্তর ঃ তারতম্য বিচ্ছিন্ন ও নিবারিত হইবে কেন? আল্লাহ্তায়ালা তদীয় পূর্ণ কৌশল ও ক্ষমতা কর্তৃক যে, উক্ত আদম সমূহকে সুষ্টুরূপে প্রতিপালন করতঃ স্বীয় এছম ছেফত সমূহের প্রতিবিম্বের দর্পণতূল্য করিয়া নবীত্ব ও অলীত্ব পদ প্রদানে বিভূষিত করিয়াছেন এবং স্বীয় পূর্ণতা সমূহের প্রতিবিম্ব কর্তৃক সুসজ্জিত করতঃ সম্মানিত করিয়াছেন। যেরূপ তিনি মানব জাতিকে নিকৃষ্ট বারিবিন্দু কর্তৃক সৃষ্টি করতঃ উচ্চ স্তরে উপনীত করিয়াছেন! বড়ই আশ্চর্যের

বিষয় যে, আপনি মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন, অথচ আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও নির্মলতা পরিত্যাগ করতঃ "হামাউস্ত" বা 'সবই আল্লাহ্' বলিতেছেন; বরং নিকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বস্তু সকলকে অবিকল আল্লাহ্ বলিতেছেন এবং এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে কোনই দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। পরন্তু নাস্তির তত্ত্ব সমূহকেও মানব জাতির[১] জন্য বৈধ জ্ঞান করিতেছেন না এবং উহা (এরূপ বাক্য) হইতে বিরত থাকেন। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে ইন্ছাফ প্রদান করুন। আপনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, এজমা বা একতা-মত কর্তৃক প্রমাণিত বিষয় (একবাদকে) বেদআত বা নূতন কার্য দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করা যাইবে না।

উত্তরঃ আমি হামাউস্তকেই (একবাদকেই) বেদআত বা নূতন বলিয়া জানি এবং হামা আজুস্ত (দ্বিত্ববাদ) আলেমগণের মতৈক্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এ পর্যন্ত ফুছুছ গ্রন্থকারের প্রতি যে সকল দোষারোপ ও নিন্দা চলিতেছে তাহা এই বাক্যের কারণেই; যেহেতু তিনি হামাউস্ত বলিতেন। এ ফকির যে সকল এল্মে মারেফত লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহার সারমর্ম হামা আজুস্ত বা দ্বিত্ববাদ; যাহা শরা সঙ্গত ও জ্ঞানগ্রাহ্য বাক্য। উপরন্তু ইহা কাশফ ও এলহাম কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত শায়েখ (শায়েখ আব্দুল আজিজ) সমালোচনার পর অনুগ্রহ পূর্বক লিখিয়াছেন যে, সৃষ্ট পদার্থের হকীকত সমূহ যদি রূহ বা মানবীয় আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহাই অধিকাংশের অভিমত। তিনি এই 'অধিকাংশ' বাক্য কর্তৃক কোন্ সম্প্রদায়কে অনুমান করিয়াছেন? এ যাবত শ্রুতিগোচর হয় নাই যে, সৃষ্ট পদার্থের তত্ত্বকে কেহ রূহ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কি আশ্চর্য! শায়েখ ধারণা করিয়াছেন যে, সকলেই স্বীয় অনুমান ও ধারণার প্রতি নির্ভর করিয়া কথা বলে এবং যাহা চিন্তা জাগে ও অনুমিত হয়, তাহা লইয়া বাচালতা করে; নিশ্চয়ই তাহা নহে। যে মারেফত সমূহ কাশ্ফ ও এল্হাম ঐশীক বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত লিপিবদ্ধ হয় এবং আত্মিক দর্শন ও অবলোকন ব্যতিরেকে সংকলিত ও বর্ণিত হয়, তাহা মিথ্যা অপবাদ বটে; বিশেষতঃ তাহা যদি ছুফি সম্প্রদায়ের বিপরীত বাক্য বলে। উক্ত শায়েখ (আব্দুল আজিজ) ইহার প্রতি কি বিশ্বাস রাখেন? এবং এই মারেফত সমূহকে কোন পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন? হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগের পাপ কার্য ও অতিরঞ্জন সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে দণ্ডায়মান রাখ ও বিধর্মীগণের প্রতি আমাদিগকে সাহায্য কর। ওয়াচ্ছালাম।

২৮ মকতুব

মওলানা মোহাম্মদ ছাদেক কাশ্মীরীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

হামদ, ছালাত ও দোয়ার পর-আপনার পত্র উপনীত হইল। উহা পছন্দনীয় অবস্থা সম্ভূত ছিল হেতু আনন্দিত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, পরেত্ব (আল্লাহ্তায়ালা আরও

টীকাঃ (১) অর্থাৎ নাস্তিকে মানব জাতির হকীকত বা তত্ত্ব বলা সঙ্গত বলিয়া ধারনা করেন না।

পরে–তাহারও পরে হওন) অবস্থা এতাদৃশ উন্নতি করিয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী তাঁহার প্রতি অনিচ্ছা পূর্বক প্রবর্তিত ও অর্পিত্ত হইতেছে এবং তাহাকে সকলের (ছেফত, শান, এতেবার-এর) পরে বলিয়া জানিতেছে। আপনি যত্নবান হইবেন, যেন এইরূপ প্রবর্তন চেষ্টা সত্ত্বেও সংঘটিত না হয় এবং নিছক অস্থিরতায় উপনীত হয়। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'রাশ্হাত' নামক কেতাবে বাবা আবরেজ হইতে বর্ণিত আছে যে, "যখন রোজে আজলে (সৃষ্টির প্রারম্ভ দিবসে) আল্লাহ্তায়ালা আদম (আঃ)-এর মৃত্তিকা-পঙ্ক প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন আমি তাহাতে বারিধারা নিক্ষেপ করিতেছিলাম"। তাঁহার এ বাক্যের অর্থ কি?

জানিবেন যে, হজরত আদম (আঃ)-এর পঙ্ক প্রস্তুতি কার্যে ফেরেস্তাবৃন্দের যেরূপ অধিকার ছিল, তদ্রূপ তাঁহার রূহেরও অধিকার ছিল, এবং বারিধারা নিক্ষেপ কার্য তাঁহার প্রতি ন্যস্ত ছিল, তাঁহার দৈহিক সৃষ্টির পর, বরং পূর্ণতা প্রাপ্তির পর আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে উহার অবগতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা বিধেয় যে, আল্লাহ্তায়ালা নিছক 'রূহ্' বা আত্মাকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন যে, তৎকর্তৃক দৈহিক কার্যের অনুরূপ কার্য সংঘটিত হয়। কতিপয় বোজর্গ স্বীয় কঠিন কার্যকলাপের বিষয় যাহা সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের দৈহিক অস্তিত্ব প্রাপ্তির বহুকাল পূর্বে তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত কার্যসমূহ তাহাদের নিছক রূহ কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছিল এবং ভৌতিক দেহ প্রাপ্তির পর তাঁহারা উহার অবগতি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ কার্য সংঘটন অনেককে রূপান্তরণের ধারণায় নিক্ষিপ্ত করে; ইহা কখনই নহে, কখনই নহে যে, উহা দ্বিতীয় এক শরীর লাভ করিয়াছিল; বরং তাহার নিছক 'রূহ' যাহা আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমতা বলে দৈহিক কার্যের অনুরূপ কার্য করিয়া থাকে এবং বক্রচিত্ত-ব্যক্তিগণকে ভ্রষ্টত্বে নিক্ষিপ্ত করে। এই মাকামে আলোচনার বিষয় বহু রহিয়াছে এবং আশ্চর্য ধরনের বহু তত্ত্ববর্ষিত হইয়াছে, আল্লাহ্তায়ালা যদি সুযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে খোদা চাহে উহা কোন স্থানে লিপিবদ্ধ হইবে। বর্তমানে সময় সহযোগিতা করিল না। পুনঃ আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, রাশ্হাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, খাজা আলাউদ্দিন কোদ্দেছা ছেররূহ মাওলানা নিজামুদ্দিন খামুশের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপর তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তাহার আত্মিক সম্বন্ধ হরণ করেন, তখন উক্ত মওলানা নিজামুদ্দিন খামুশ হজরত রসুল মকবুল (ছঃ)-এর পবিত্র আত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর পক্ষ হইতে হজরত খাজা আলাউদ্দীনের প্রতি নির্দেশ হইল যে–নিজামুদ্দীন আমার আশ্রিত, তাহার প্রতি কাহারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। উক্ত পুস্তকের অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধাবস্থায় হজরত খাজা আহরার (কোঃ) তাহার সম্বন্ধ হরণ করিয়াছিলেন? উক্ত মওলানা তখন বলিয়াছিল যে, খাজা আমাকে বৃদ্ধ পাইয়া আমার যাহা কিছু ছিল সবই লইয়া গেল, অবশেষে আমাকে রিক্তহস্ত করিয়া দিল। ইহা কিভাবে সত্য হইতে পারে? হজরত রসুল (ছঃ) যদি কোন

ব্যক্তিকে স্বীয় আশ্রিত বলিয়া প্রকাশ করেন এবং তাহার প্রতি কাহারো হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নাই বলেন; হজরত খাজা আহরার কিরূপে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন? আপনি জানিবেন যে, আমার পীর কেবলা কোদ্দেছা ছেররুহু এইরূপ বর্ণনা পছন্দ করিতেন না এবং মওলানা নিজামুদ্দীনের আত্মিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হওয়ার বিষয় তাঁহার ইতস্ততঃ ছিল। তিনি বলিতেন যে, মওলানা আবদুর রহমান জামি আলায়হে রহমত ইত্যাদি অনেকই মওলানা ছা'দুদ্দীন কাশগারীর মুরীদ এবং তিনি মওলানা নিজামুদ্দীনের মুরীদ, ইহা ব্যতীত তাঁহার মুরীদান বহু বর্তমান আছেন, তাহারা কেহই এরূপ বর্ণনা মুখে উচ্চারণ করেন নাই। কেহই এ বিষয় উত্তম-অধম কিছুই বলেন নাই। মওলানা ফখরুদ্দীন আলী কোথা হইতে এরূপ লিখিয়াছেন! যদি এ সংবাদ সত্য হইত, তাহা হইলে প্রকাশ্য রূপে বর্ণনা থাকিত ও তাহার বিশেষ ব্যবস্থাও ছিল। যখন প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত হয় নাই, মাত্র এক ব্যক্তির সংবাদ; তখন নিশ্চয় ইহার সত্যতার মধ্যে সন্দেহ আছে। উক্ত পুস্তকের অন্যান্য বর্ণনা সমূহও বিশেষ সত্য নহে। নকশাবন্দীয়া বোজর্গগণ উক্ত বর্ণনাদির বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন; আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। আমাদের পীর কেবলা (রাঃ) ফরমাইয়াছিলেন যে, সম্বলহীন ও রিক্ত অর্থ ঈমান হরণ করা। আল্লাহ্তায়ালা ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন; ইহা অর্থাৎ ঈমান হরণ সংগত জানা সাংঘাতিক ব্যাপার। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদিগের অন্তঃকরণ বক্র বা বিপথগামী করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর। নিশ্চয় তুমি বিনা পরিবর্তে প্রচুর প্রদানকারী।

২৯ মকতুব

শায়েখ আবদুল হক (মোহাদ্দেস) দেহলবীর নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

হে মান্যবর, পার্থিব বিপদ সমূহের মধ্যে যদিও দুঃখ-ক্লেশ আছে, তথাপি তাহাতে আল্লাহ্তায়ালার বহু প্রতিদান ও অনুগ্রহের আশা বর্তমান আছে। ইহজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সরঞ্জাম চিন্তা ও দুঃখ এবং এই দস্তরখানের সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত বা অবদান– কষ্ট ও বিপদ। ইহারা সূক্ষ্মত্বক কর্তৃক তিক্ত ভেষজ মণ্ডিত শর্করা-খণ্ডতুল্য। পরীক্ষার্থে এইরূপ কৌশল ও ছলনা করিয়াছেন। যাহারা সৌভাগ্যবান তাহারা উহার মিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য করতঃ উক্ত তিক্ততাকে মিষ্টান্নের ন্যায় চর্বন করেন। তাহারা পিত্ত প্রধান ব্যক্তির বিপরীত তিক্ততাকে মিষ্টি রূপে প্রাপ্ত হন। সুমিষ্ট বলিয়া প্রাপ্ত হইবে না কেন? যেহেতু প্রিয় ব্যক্তির কার্যকলাপ সবই–সুমিষ্ট বটে। ব্যধিগ্রস্থ ব্যক্তি যাহার অন্তঃকরণ অন্যের প্রেমাকৃষ্ট, সেই ব্যক্তিই উহাকে তিক্ত বলিয়া প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্যবান যাঁহারা, তাঁহারা প্রিয় ব্যক্তির আঘাতে এরূপ লজ্জত

প্রাপ্ত হন, যাহা তাঁহার প্রতিদানের মধ্যে সংঘটিত হয় না। যদিও কষ্ট এবং প্রতিদান উভয়ই প্রিয় ব্যক্তির কার্য; কিন্তু কষ্টের মধ্যে প্রেমিকের নিজস্ব অধিকার নাই, প্রতিদানের মধ্যে উহার ব্যক্তিগত অধিকার আছে। নেয়ামত প্রাপ্তগণের তরে সবই যেন তৃপ্তিকর।

হে খোদা, তাঁহাদের পারিতোষিক হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না, এবং তাঁহাদের পরে আমাদিগকে বিপদগ্রস্থ করিও না। ইছলামের এইরূপ দুর্দশার সময় আপনার মত ব্যক্তির অস্তিত্ব মোসলমানদিগের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সুস্থতার সহিত দীর্ঘজীবি করুন। ওয়াচ্ছালাম।

৩০ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ আশরাফ ও হাজী মোহাম্মদ ফরকতীর নিকট তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে এবং পীরের তাছাউরের বিষয় লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

সম্মানীত ভ্রাতৃদ্বয়, আপনারা যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন– তাহা হস্তগত হইল। যে সকল অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও প্রকাশ পাইল। খাজা মোহাম্মদ আশরাফ! রাবেতা বা পীরের আকৃতি-ধ্যানের প্রাবল্যের বিষয় লিখিয়াছেন যে, উহা এতাদৃশ আধিক্য লাভ করিয়াছে যে, নামাজের মধ্যে উহাকে স্বীয় সেজদাকৃত বলিয়া জানিতেছে; বরং প্রত্যক্ষ করিতেছে! যদিও বা উহা নিবারণ করার চেষ্টা করা যায়, তাহাতে নিবারিত হয় না।

হে স্নেহাস্পদ, উল্লিখিত সৌভাগ্য তালেবগণের আকাংখিত বস্তু। হয়তো সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তি উহা লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকারের তালেব (সাধক) স্বীয় পীরের সহিত পূর্ণ সম্পর্কের যোগ্যতা সম্পন্ন। অল্পকাল মধ্যেই সে স্বীয় পীরের যাবতীয় পূর্ণতা আহরণে সক্ষম হইতে পারে। আপনি 'রাবেতা'কে নিবারণ করেন কেন? উহার দিকে সেজদা করা হয় বটে, কিন্তু উহাকে তো সেজদাহ্ করা হয় না। (তাহা হইলে) মসজিদের মেহ্‌রাব সমূহকে নিবারণ করা হয় না কেন? উল্লিখিত প্রকারের দৌলতের আবির্ভাব সৌভাগ্যবানগণের ভাগ্যেই লাভ হইয়া থাকে। তাঁহারা সর্বদাই তদীয় পীরকে স্বীয় মধ্যস্থ স্বরূপ জ্ঞান করেন এবং সকল সময়ই তাহার প্রতি মনোযোগী থাকেন। উহারা ঐ সকল হতভাগাদিগের মত নহেন, যাহারা নিজদিগকে মুখাপেক্ষীরহিত ধারণা করতঃ স্বীয় লক্ষ্য তদীয় পীর হইতে অন্যের প্রতি ফিরাইয়া লয় এবং নিজের আত্মিক অবস্থার মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ আপনার সন্তানগণের মাতার পরলোক গমনের সংবাদ লিখিয়াছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তাহার প্রতি ফাতেহা পাঠ করা হইল। ফাতেহা পাঠকালে আমার অনুভব হইল যে, উহা কবুল (গৃহীত) হইয়াছে। মওলানা হাজী মোহাম্মদ

প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রায় দুই মাস হইতে আত্মিক মনোনিবেশে ব্যাঘাত জন্মিতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ মাধুর্য, উদ্যম ও প্রেরণা ছিল, তাহা ইদানিং নিবারিত। হে স্নেহাস্পদ, যদি দুই বিষয়ে ক্রটি না হয়, তাহা হইলে কোনই চিন্তার কারণ নাই। প্রথমতঃ ছাহেবে শরীয়ত, হজরত (ছঃ)-এর অনুসরণ, দ্বিতীয়তঃ স্বীয় পীরের সহিত নিছক মহব্বত স্থাপন। যদি এই দুইটি যথার্থভাবে বর্তমান থাকে এবং অন্তঃকরণে শত সহস্র তমরাশি নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলেও কোন আশংকার কারণ নাই। অবশেষে উক্ত ব্যক্তিকে ধ্বংস করা হইবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ না করুন, যদি উক্ত দুই বিষয়ের কোন একটির মধ্যে ক্রটি ও ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে সে সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে, যদিও সে আত্মিক দর্শন ও শান্তির সহিত অবস্থান করে। যেহেতু ইহা ছলনামূলক উন্নতি স্বরূপ, ইহার পরিণাম ফল মন্দ। আল্লাহ্তায়ালার নিকট অনুনয়-বিনয়সহকারে উল্লিখিত বিষয় দুইটির অবস্থান ও উহার প্রতি দৃঢ়তা কামনা করা আবশ্যক। যেহেতু উক্ত বিষয় দুইটিই কার্যের মূল, ও উহার প্রতিই উদ্ধার নির্ভরশীল। আপনাদের প্রতি ও অপর সকল ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি, বিশেষতঃ পুরাতন বন্ধু মওলানা আব্দুল গফুর সমরকন্দির প্রতি ছালাম।

৩১ মকতুব

খাজা শরফুদ্দীন হোছায়নের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

প্রিয় বৎস, অবসর বা জীবনকালকে যথেষ্ট জ্ঞান করিবেন, ইহা যেন সম্পূর্ণ অনর্থক কার্যে ব্যয় না হয়, বরং সমস্তই যেন আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যয় হয়। নিশ্চিন্ত মনে জামাতের সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সুষ্ঠুভাবে পাঠ করা আবশ্যক। তাহাজ্জুদের নামাজ হস্তচ্যুত বা পরিত্যাগ করিবেন না। শেষ রাত্রিতে 'এস্তেগফার' বা ক্ষমা প্রার্থনা অহেতুক পরিত্যাগ করিবেন না। শশকের ন্যায় (চক্ষু মেলিয়া) নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইবেন না। উপস্থিত লজ্জতে মগ্ন হইবেন না। মৃত্যু-স্মরণ এবং পরকালের ভয়ঙ্কর দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে ভাসমান রাখিবেন। ইহজগত হইতে বিমুখ হইয়া, পর-জগতের প্রতি মনোযোগী হইবেন। আবশ্যক অনুযায়ী পার্থিব কার্যে লিপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট সময় আখেরাতের কার্য্যে ব্যয় করিবেন। ফলকথা, এরূপ অন্তঃকরণ আবশ্যক- যাহা খোদা ব্যতীত অন্যের আকর্ষণমুক্ত হয় ও বহির্ভাগ বা দেহ শরীয়তের আদেশাদি কর্তৃক সুসজ্জিত রাখিবেন। ইহাই কার্য, অন্য সবই অনর্থক। অবশিষ্ট সকল বিষয় মঙ্গলজনক। ওয়াচ্ছালাম।

৩২ মকতুব

মীর্জা কলীজুল্লাহ্র নিকট লিখিতেছেন।

হামদ, ছালাত ও দোয়ার পর, আপনার শান্তনাবাচক পত্র উপনীত হইল, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। আল্লাহ্তায়ালার সহায়তায় আমরাও তাঁহার 'কাজা' বা নিস্পত্তির (বিচার-এর) প্রতি সন্তুষ্ট আছি। আশা করি আপনিও সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং দোওয়া ও ফাতেহা পাঠ কর্তৃক (মৃত ব্যক্তিগণের) সাহায্য করিবেন। দ্বিতীয়তঃ আপনার কারামুক্তির সংবাদে সন্তুষ্ট হইলাম। দুই ব্যথার, একটির শান্তি হইল। ইহার জন্য আল্লাহ্তায়ালার শুকুর গোজারী ও কৃতজ্ঞতা পালন করিতেছি।

আপনি বাতেন বা আভ্যন্তরীণ বিষয়ের অভিযোগ করিয়াছেন, হাঁ-বাহ্যিক বিশৃঙ্খলার ক্রিয়া অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া থাকে। যখন আপনি স্বীয় অন্তঃকরণে তমসা অনুভব করিবেন, তখন তওবা ও এছতেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা কর্তৃক উহার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করিবেন এবং যখন কোন ভয়ঙ্কর বিষয় প্রকাশ পায় তখন পবিত্র কল্মা-"লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আলীয়েল আজীম" কর্তৃক উহা অপসারিত করার চেষ্টা করিবেন। উক্তরূপ সময় মাউজাতায়নের বা আশ্রয়প্রদ ছুরাদ্বয়ের পুনরাবৃত্তিই যথেষ্ট, অবশিষ্ট অবস্থা শুভ। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, এবং দোজখবাসীদিগের অবস্থা হইতে তাঁহার নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। ইদানিং শারীরিক দুর্বলতা হেতু বিস্তৃতভাবে লিখিতে পারিলাম না। আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে শরীয়তের প্রশস্ত পথে অটল রাখুন। ওয়াচ্ছালাম।

৩৩ মকতুব

মওলানা মোহাম্মদ ছালেহ কোলাবীর নিকট লিখিতেছেন।

ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, প্রিয় ব্যক্তি প্রেমিকের নিকট সকল সময়ই প্রিয়, নেয়ামত প্রদান করুক অথবা প্রহার করুক।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

ভ্রাতঃ মওলানা মোহাম্মদ ছালেহ! জানিবেন যে, প্রিয় ব্যক্তি প্রেমিকের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থাতেই প্রিয়, বরং বাস্তবে সর্বদাই প্রিয়। যদি তিনি কষ্ট প্রদান করেন তখনও প্রিয় এবং যদি নেয়ামত বা অনুগ্রহ ও দয়া করেন তখনও প্রিয়। অধিকাংশ অলিআল্লাহ্গণ যাঁহারা মহব্বত বা প্রেম-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কষ্ট প্রদান হইতে নেয়ামত বা

অবদানের সময় মহব্বত অধিক হইয়া থাকে। অথবা উভয় সময় মহব্বত সমতুল্য হয়; কিন্তু অল্প সংখ্যক (অলিউল্লাহ্) ব্যক্তির নিকট ঘটনা ইহার বিপরীত। অর্থাৎ তাঁহার নেয়ামত প্রদানের সময় হইতে কষ্ট দানের সময় অধিক মহব্বত লব্ধ হয়। প্রিয়জনের প্রতি সদ্বিশ্বাসই এই উচ্চ দৌলতের আভাস স্বরূপ। এ পর্যন্ত যে, প্রিয়জন যদি প্রেমিকের গলদেশে ছুরিকাঘাত করে এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গ খণ্ড-বিখণ্ড করতঃ পৃথক করিয়া দেয়, প্রেমিক যেন উহাতেই তাহার সংশোধন ও কল্যাণ জ্ঞান করে এবং তাহার মঙ্গল আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। এই সদ্বিশ্বাস যখন লাভ হয়, তখন প্রেমিকের দৃষ্টি হইতে প্রিয়জনের কার্যের প্রতি ঘৃণা তিরোহিত হয় এবং যে 'মহব্বতে জাতী' বা আত্মপ্রেম হজরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর জন্য বিশিষ্ট এবং যাহা যাবতীয় প্রকারের সম্বন্ধ ও ধারণা রহিত তাহা প্রাপ্ত হয়। তখন উক্ত প্রেমিক প্রিয়জনের ইষ্ট দান হইতে কষ্ট প্রদানের মধ্যে অধিক লজ্জত ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়। আমি ধারণা করি যে, ইহা 'রেজা' (সন্তুষ্টি)– এর মাকাম হইতে উচ্চতর মাকাম। যেহেতু রেজার (সন্তুষ্টির) মাকামে প্রিয়জনের কার্য হইতে ঘৃণা অপসারিত হয় মাত্র, কিন্তু এ স্থলে তদুপরি আবার লজ্জত প্রাপ্ত হয় এবং যতই কষ্ট অধিক প্রাপ্ত হইবে, প্রেমিক ততই অধিক শান্তি ও আহ্লাদ পাইতে থাকিবে, এই উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্তমান আছে। মহবুব বা প্রিয় ব্যক্তি প্রেমিকের দৃষ্টিতে বরং বাস্তব হিসাবে সকল সময় ও সকল অবস্থায় প্রিয়। অতএব মহবুব তাহার দৃষ্টিতে বরং বাস্তবে সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই স্তুত্য[১] ও প্রশংসিত হইবে। কাজেই কষ্ট ও ইষ্ট প্রদান উভয়কালেই প্রেমিক তাহার স্তুতি ও প্রশংসা করিবে। এমতাবস্থায় উক্ত প্রকৃত প্রেমিককে সত্যবাদী ও সত্যবান বলা যাইতে পারে। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা। উক্ত প্রেমিক শান্তি-অশান্তি উভয়কালেই আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত প্রশংসাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত বটে। আমি অনুমান করি যে, কৃতজ্ঞতা হইতে প্রশংসার শ্রেষ্ঠত্ব এই কারণেই হইয়াছে যে, কৃতজ্ঞতার মধ্যে নেয়ামত প্রদানকারীর নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য থাকে যাহা একটি গুণ, বরং কার্য। পক্ষান্তরে প্রশংসার মধ্যে প্রশংসিত বস্তুর রূপ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে। উক্ত সৌন্দর্য্য তাহার ব্যক্তিগত হউক অথবা গুণজাত হউক কিংবা কর্মজাত হউক এবং উহা নেয়ামত প্রদান হউক অথবা কষ্ট দান হউক; যেহেতু তাঁহার কষ্ট প্রদানও তাঁহার অবদানতুল্য সুন্দর ও চমৎকার। অতএব প্রশংসার মধ্যেই স্তুতি ও গুণাগুণ অধিকতর হয়, এবং রূপ ও সৌন্দর্য্যের মর্ত্তবারও অধিক সমষ্টি হইয়াছে। শান্তি-অশান্তি উভয় অবস্থাতেই উহা (প্রশংসা) অধিক স্থায়ী হয়। অবশ্য কৃতজ্ঞতা ইহার বিপরীত; যেহেতু উহা অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অতি সত্বর অন্তর্হিত হয়; বরং সর্বদাই উহা ধ্বংসোন্মুখ। কেননা পুরস্কার ও উপকারের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উহা তিরোহিত হইয়া থাকে।

প্রশ্নঃ– যদি কেহ বলে যে, আপনি কতিপয় মকতুবে লিখিয়াছেন যে, 'রেজার' (সন্তুষ্টির) মাকাম 'মহব্বত' ও 'হোব্ব' বা প্রেম ও আসক্তির মাকামের উর্ধে এবং এ স্থলে

টীকাঃ (১) স্তবের যোগ্য।

লিখিতেছেন 'হোব্ব' ও 'মহব্বতের' মাকাম 'রেজার' মাকামের উর্ধে। ইহার সমাধান কি?

উত্তরঃ–এই 'মহব্বত' ও 'হোব্ব' বা প্রেম ও আসক্তির মাকাম উক্ত মহব্বতের ও হোব্বের মাকামের বহু পরে ও বাহিরে; যেহেতু উক্ত মাকাম সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃতরূপে সম্বন্ধ ও ধারণা সম্ভূত; যদিও উক্ত মহব্বত বা প্রেমকে 'জাতী মহব্বত' বা আত্মপ্রেম এবং উক্ত হোব্ব বা আসক্তিকে 'জাতে'র হোব্ব ধারণা করা হউক না কেন! কারণ উহা তথায় শান-এতেবার সমূহের দৃষ্টি ভঙ্গি ব্যতীত নহে। কিন্তু এই মাকাম উহার বিপরীত; ইহা যাবতীয় প্রকারের সম্বন্ধ যোগাযোগ শূন্য; যেরূপ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইল। কতিপয় মকতুবে ইহাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, 'রেজার' মাকামের উর্ধে শেষ পয়গম্বর (দঃ) ব্যতীত অন্য কাহারও পদক্ষেপের অবকাশ নাই। ইহা এই মাকামেরই বর্ণনা বলিয়া অনুমান করি অর্থাৎ উক্ত মাকাম শেষ পয়গম্বর (দঃ)-এর জন্যই বিশিষ্ট; আল্লাহ্তায়ালা সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

জানা আবশ্যক যে, বাহ্যিক ঘৃণা ও অবজ্ঞা আভ্যন্তরীণ সন্তুষ্টির বিপরীত নহে, এবং দৃশ্যতঃ তিক্ততা প্রকৃত মিষ্টতা নিবারক নহে। কেননা পূর্ণ আরেফের বাহ্যিক আকৃতি মনুষ্যোচিত গুণাবলী সম্ভূত অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হয়, যেন উহা তাহার পূর্ণতা সমূহের আবরণতুল্য হয় ও পরীক্ষার অবস্থা সৃষ্টি করে এবং সত্যাসত্য সম্মিলিত থাকে। উক্ত পূর্ণ আরেফের বাহ্যিক আকৃতি তাঁহার বাতেন বা অন্তর্জগতের সহিত ঐরূপ তুলনা করিতে হইবে, যেরূপ কোন ব্যক্তি একপ্রস্থ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে; বস্ত্রের সহিত উক্ত ব্যক্তির যে কতদূর সম্বন্ধ তাহা সকলেই অবগত আছেন। উহার হকিকত বা অন্তর্জগতের তুলনায় উহার বাহ্যিক আকৃতিও উক্তরূপ। অন্তর্চক্ষু রহিত ব্যক্তিগণ উক্ত আরেফের বাহ্যিক আকৃতিকে পর্বততুল্য কঠিন বলিয়া অনুমান করতঃ নিজেদের হকীকতশূন্য ছুরত বা তত্ত্ববিহীন আকৃতিতুল্য ধারণা করেন। অতএব অবজ্ঞার ফলে তাহারা মহরুম বা বঞ্চিত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে ও মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাঁহার প্রতি ছালাম।

৩৪ মকতুব

নূর মোহাম্মদ তেহারীর নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার পত্র উপনীত হইল। আত্মিক অবস্থা সমূহ প্রচুরভাবে প্রাপ্তির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশদরূপে অবগত হইলাম। জানিবেন যে, আল্লাহ্পাক যেরূপ– জগতের অন্তর্ভুক্ত নহেন, তদ্রূপ জগতের বহির্ভূতও নহেন, এবং যেরূপ– জগত হইতে পৃথক নহেন, তদ্রূপ জগতের সহিত সম্মিলিতও নহেন। তিনি অবস্থিত বটে; কিন্তু প্রবেশকরণ, বহির্গমন এবং

সম্মিলন ও পৃথক হওন গুণসমূহ তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন। এই গুণ চতুষ্টয়শূন্য অবস্থায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং ইহাদের বহির্ভাগে তাঁহার প্রাপ্তি লাভ উচিৎ। যদি এই গুণসমূহের যৎকিঞ্চিৎ সম্মিলিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিবিম্ব ও উদাহরণের আকৃষ্ট বস্তু লব্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। বরং আল্লাহ্তায়ালাকে রকম- প্রকারবিহীন যাহা প্রতিবিম্বের ধুলিকণা রহিত, তদনুযায়ী কামনা করিতে হইবে এবং উক্ত মর্ত্তবা বা স্তরের সহিত প্রকারবিহীন মিলন সৃষ্টি করিতে হইবে। এই সৌভাগ্য (কামেল পীরের) সংসর্গের ফল বটে। বাক্য ও রচনা কর্তৃক ইহা যথোচিত সত্য হয় না। যদি লিপিবদ্ধ হয়- তাহা হইলে কেই বা উপলব্ধি করিবে এবং কেই বা প্রাপ্ত হইবে! স্বীয় কার্যে যত্নবান থাকিবেন। যে পর্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্যন্ত তদীয় আত্মিক অবস্থাসমূহ লিখিতে থাকিবেন। ওয়াচ্ছালাম।

৩৫ মকতুব

পীরজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্র নিকট লিখিতেছেন। 'একবাদ' এবং বিশিষ্ট আইনুল একীনের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

হামদ, ছালাত ও দোয়ার পর- মখ্দুমজাদা, জানিবেন; আপনার পবিত্র লিপিকা উপনীত হইল। উহা পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ হইল। "হুজুরী" বা আবির্ভাব সম্বন্ধ ব্যাপক ও প্রবল রূপে লাভ হইবার বিষয় লিখিয়াছেন; ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও মঙ্গলজনক। আপনি মাত্র তিনটি মাসে যে রত্ন লাভ করিয়াছেন, অন্য তরিকায় যদি তাহা দশ বৎসরেও প্রাপ্ত হয়, তাহাকে উহারা অতি উচ্চ নেয়ামত ও মহান সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ইহা অতি বৃহৎ অবদান ধারণা করতঃ আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা পালন করিবেন। আমি অবগত আছি যে, আপনার লক্ষ্য অতি উচ্চ এবং এই অবস্থার প্রশংসাতেও আপনার অন্তর অহঙ্কারমুক্ত থাকিবে, এইহেতু উক্ত নেয়ামত প্রকাশ করিলাম। "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা পালন কর, নিশ্চয় আমি অধিক প্রদান করিব" (খোদার অকাট্য বাণী)।

আপনি লিখিয়াছেন যে, তৌহিদ বা একবাদের প্রারম্ভ প্রকাশ পাইতেছে। ইহাও মোবারক বা মঙ্গলময়। আদরের সহিত উক্ত অবস্থাকে গ্রহণ করিবেন। এই অবস্থার প্রাবল্যের সময় শরীয়তের আদব ও সূক্ষ্ম কার্যকলাপের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন, এবং যথোচিত দাসত্বের দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে যত্নবান হইবেন। জানিবেন যে, এই কৌতুকাদির অবস্থা যদি সত্য ও সঠিক হয়, তাহা হইলে উহা প্রিয় ব্যক্তির প্রেমের প্রাবল্য হেতু হইয়া থাকে। যেহেতু প্রেমিক যাহা কিছু দর্শন করে ও অবগত হয়- তাহা প্রিয়জন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দর্শন করে না ও অবগত হয় না এবং যদ্দ্বারা সে লজ্জৎ বা আস্বাদ

প্রাপ্ত হয় তাহাকেই স্বীয় মাহবুবের প্রতি সমন্বিত করে। এইরূপ অবস্থায় উক্ত প্রেমিক একাধিক বস্তু অবলোকন করে বটে কিন্তু তাহা একবস্তু হিসাবেই অবলোকন করে; অতএব এ স্থলে 'ফানা' সংঘটিত হয় না। যেহেতু ফানার মধ্যে এক বস্তু দর্শনের প্রাবল্যহেতু একাধিক বস্তু দর্শন সমূলে উৎপাটিত হয়। সৃষ্ট বস্তু একাধিক দর্শন না করা হিসাবে ইহাকে 'ফানা' বলা হইয়া থাকে। প্রকৃত 'ফানা' ঐ সময় লাভ হয়, যখন এছেম, ছেফাত ও শান-এতেবার সমূহেরও একাধিকতা তাহার দৃষ্টি হইতে পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, এবং শুধু একজাত ব্যতীত অন্য কিছু পরিলক্ষিত ও দৃষ্ট হয় না। ছয়ের এলাল্লাহ্ সমাপ্তির প্রকৃত তত্ত্ব এ স্থলে প্রকাশ পায় ও প্রতিবিম্বের আকর্ষণ হইতে পূর্ণ নিষ্কৃতি এ স্থলেই সংঘটিত হয়, এবং যাবতীয় মূলের মূল বস্তুর সহিত তাহার যোগাযোগ স্থাপিত হয় ও প্রদর্শক হইতে প্রদর্শিত বস্তুতে উপনীত হয় ও অবগতি হইতে প্রত্যক্ষ দর্শনে ও কর্ণ হইতে ক্রোড়ে উন্নীত হয়। তখন তাহার "ওয়াছ্লে উর্ইয়ান" বা অবাধ মিলন সংঘটিত হইয়া থাকে। এইরূপ পর পর[১] চলিতে থাকিবে। তথায় ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত অন্য কিছুই বলার অবকাশ নাই; তাহাও অতি সংক্ষেপে ও অপ্রকাশ্যভাবে। আপনি আমার নিকট হইতে উক্ত আয়নুল একীন বা প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের বর্ণনা চাহিয়াছেন। আপনি কি ধারণা করেন যে 'এলম' বা অবগতির মধ্যে 'আয়ন' বা প্রত্যক্ষ বস্তু প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়? ইহা যে সুকঠিন! কি-যে করি ও কি-যে বলি এবং ইহার জন্য কি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আপনাকে অবগত করার ব্যবস্থা করি, তাহা বুঝিতেছি না। কিন্তু যদি আপনি অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করেন এবং জানিতে না চাহিয়া জ্ঞান হইতে অবস্থায় উপনীতির প্রতি মনোযোগী হন তবেই রক্ষা। হে মান্যবর, আপনি যে প্রশ্ন দুইটি করিয়াছেন, তদ্বারা আপনার উচ্চ যোগ্যতার আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে! প্রথমটি বিশিষ্ট প্রকারের "আয়নুল একীন" বা প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের বর্ণনায়, যথা পূর্বে বলা হইল, এবং দ্বিতীয়টি কোরআন শরীফের মোতাশাবেহ বা সন্দেহযুক্ত আয়াত সমূহের অর্থ, যাহা ওলামায়ে রাছেখীনগণের প্রাপ্য তদ্বিষয় লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর প্রথমটির উত্তর হইতে আরও অধিক সূক্ষ্ম ও গুপ্ত, ইহা গোপন রাখিবার যোগ্য বস্তু, বিকাশ ও প্রকাশের বিপরীত। উক্ত মোতাশাবেহ্ আয়াত সমূহের অর্থের জ্ঞান রছুল (আঃ)গণের সহিত আল্লাহ্তায়ালার যে সকল গুপ্ত যোগাযোগ হইয়াছে তাহার প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত। উম্মতগণের মধ্যে হয়তো অতি অল্প ব্যক্তিই রছুল (আঃ)গণের অনুগামী ও উত্তরাধিকারী হিসাবে এই এলমের অংশ লাভ করিয়াছেন এবং ইহজগতে তাহাদের মোতাশাবেহ্ আয়াতের সুন্দর বদন হইতে বোরখা বা আবরণী অপসারিত করা হইয়াছে। কিন্তু আশা রাখি, পরবর্তীকালে পয়গম্বর (আঃ)গণের অনুগামী হিসাবে বহু সংখ্যক উম্মত উক্ত দৌলতের প্রতি পথ প্রাপ্ত হইবেন। এই মাত্র উপলব্ধি

টীকা ঃ (১) এইরূপ পর পর-অর্থাৎ এইরূপ দূরত্ব হইতে নৈকট্য ও নৈকট্য হইতে অধিক নৈকট্য ও অচিন্তনীয় ও ধারণা রহিত সম্মিলন লাভ করিয়া থাকে।

হইতেছে যে, ইহজগতে উল্লিখিত অল্প সংখ্যক ব্যতীত অপর কতিপয় ব্যক্তি এই দৌলত লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহারা প্রকৃত ঘটনার অবগতি প্রাপ্ত হইবেন না। 'তাবীল' বা অর্থ তাহাদের প্রতি বিকশিত হইবে না। ফলকথা উক্ত অপর ব্যক্তিগণ মোতাশাবেহ্ আয়াত সমূহের তাবীল লাভ করিবেন। লাভ করিবেন বটে, কিন্তু কি লাভ করিতেছেন তাহার অবগতি তাঁহাদের থাকিবে না। যেহেতু মোতাশাবেহ্ আয়াত সমূহ কার্য্যকলাপের ইশারা-ইঙ্গিত মাত্র। অতএব ইহা হইতে পারে যে, তাহার সহিত উক্তরূপ কার্য্য সংঘটিত হয় কিন্তু তাহার অবগতি উহার ভাগ্যে হয় না। ইহা আমার সহিত সম্বন্ধিত এক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অন্যের কথা আর কি বলিব। আপনার প্রশ্ন এ বিষয়ের আশাধারী করিল। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য 'নূর' পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি সর্বশক্তিমান। ওয়াচ্ছালাম।

৩৬ মকতুব

'খাজা মোহাম্মদ 'তকী'-এর নিকটে লিখিতেছেন। শিয়া সম্প্রদায়ের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

বিছমিল্লাহির রাহ্মানের রাহীম।

আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা এবং দরূদ ও দোয়ার পর জানিবেন, দরবেশগণের মহব্বত এবং ভালবাসা ও তাঁহাদের সহিত (আত্মিক) বন্ধন ও সৌহার্দ ও তাঁহাদের মহান সম্প্রদায়ের বাক্য শ্রবণের আকাঙ্খা ও তাঁহাদের উজ্জ্বল শ্রেণীর আচার-ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ আল্লাহ্তায়ালার একটি অতি উচ্চ অবদান ও শ্রেষ্ঠ দৌলত ও সম্পদ। সত্য সংবাদদাতা হজরত রছুলে করিম (দঃ) ফরমাইয়াছেন,-"যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গে।" অতএব ইঁহাদের প্রেমিকগণ ইঁহাদের সঙ্গী, এবং আল্লাহ্তায়ালার- নৈকট্য গৃহের অন্তঃপুরে ইঁহাদের ব্যপদেশে স্থান প্রাপ্ত।

সৌভাগ্যবান বৎস খাজা শরফুদ্দীন হোছাইন ব্যক্ত করিলেন যে; নানা প্রকারের দুশ্চিন্তার অবস্থান সত্ত্বেও আপনার মধ্যে উক্ত সৎগুণ সমূহ বর্তমান আছে এবং পার্থিব অনর্থক আকর্ষণের অভ্যন্তরেও, উক্ত পছন্দনীয় বস্তু আপনার মধ্যে সমষ্টিভূত রহিয়াছে। এইহেতু আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অতএব আপনার মঙ্গলে বিরাট এক সম্প্রদায়ের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং আপনার উদ্ধার বিরাট এক সম্প্রদায়ের উদ্ধারের হেতু। তিনি আরও প্রকাশ করিলেন যে, আপনি আমার বাক্যালাপে আগ্রহী এবং আমার এল্ম মারেফত শ্রবণের প্রতি উৎসুক। অতএব আপনার নিকট পত্র প্রদান উচিৎ। সুতরাং তাঁহার প্রশ্নের উত্তর হিসাবে কয়েক ছত্র লিপিবদ্ধ হইল।

ইদানিং এমামত বা শিয়া সম্প্রদায়ের বিষয় প্রায় আলোচনা হইতেছে। প্রত্যেকেই স্বীয় ধারণা ও অনুমানানুযায়ী আলোচনা পরিচালিত করিতেছে। অতএব আবশ্যক বোধে আমি এ

বিষয় দুই এক ছত্র লিখিতেছি। ইহাতে ছুন্নত জামাতের মজহাবের (বা পদ্ধতির) তত্ত্ব এবং বিপক্ষ দলসমূহের মজহাব বা নীতি সমূহের বর্ণনা হইবে।

হে স্নেহাস্পদ, আহলে ছুন্নত জামাত মতাবলম্বী-এর চিহ্ন শায়খায়েন বা হজরত ছিদ্দীকে আকবর ও উমর ফারুক (রাঃ) দ্বয়কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান এবং খাতানায়েন বা হজরত ওছমান ও হজরত আলী (রাঃ)হুমার ভালবাসা ও প্রেমার্জন। শায়খায়েনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান ও খাতানায়েনকে ভালবাসা এই দুই কার্যের সংযোজনই ছুন্নত জামাতের বৈশিষ্ট্য। ছাহাবা কেরাম এবং তাবেয়ীগণের একতাবদ্ধ মত কর্তৃক শায়খায়েনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। শীর্ষ স্থানীয় ইমামগণ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে হজরত ইমাম শাফী (রাঃ) এক ব্যক্তি। শায়েখ আবুল হাছান আশআরী বলিয়াছেন যে, অবশিষ্ট সকল উম্মত হইতে হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর (রাঃ) দ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অকাট্য। হজরত আলী (রাঃ) হইতে মোতাওয়াতের বা প্রচুর বর্ণনাকারীর মাধ্যমে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার খেলাফত ও নেতৃত্বের সময় তদীয় দলের বহু সংখ্যক জনসাধারণের উপস্থিতিতে বলিয়াছেন যে, "হজরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" ইমাম জাহাবীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ইমাম বোখারী রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত আলী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন, "হজরত পয়গম্বর (দঃ)-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হজরত আবুবকর, তৎপর হজরত ওমর, তৎপর অন্য এক ব্যক্তি।" তখন তদীয় পুত্র মোহাম্মদ-ইবনে-হানফীয়া বলিলেন যে, "তৎপর আপনি?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "আমি মোসলমানগণের এক ব্যক্তি ব্যতীত নহি।"

ফলকথা শায়খায়েনের শ্রেষ্ঠত্ব একাধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা কর্তৃক প্রমাণিত যে, উহা মশহুর ও মোতাওয়াতের (অসংখ্য রাবী বা বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, যৎপ্রতি মিথ্যার সন্দেহ অর্পিত হয় না) হাদিসের পর্যায়ভুক্ত, উহা অস্বীকার করা অজ্ঞতা অথবা পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অস্বীকার করার উপায়ান্তর রহিত হইয়া শিয়া সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুর রাজ্জাক অম্লান বদনে শায়খায়েনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, 'হজরত আলী (রাঃ) যখন স্বয়ং শায়খায়েনকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, তখন তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান হেতু আমিও তাঁহাদিগকে হজরত আলী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতেছি। অবশ্য তিনি যদি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করিতেন, আমিও করিতাম না। ইহাতে আমার পাপ হইবে যে, আমি হজরত আলী (রাঃ) হুর মহব্বতের দাবী করিয়া তাঁহার সহিত বিরোধিতা করি।" যখন খাতানায়েন বা হজরত ওছমান ও আলী (রাঃ) হুমার খেলাফতকালে প্রচুর ফেৎনা-ফাছাদ ও বিপর্যয় ঘটিয়াছিল এইহেতু মানুষের অন্তঃকরণ অত্যাধিক তমশাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং মোসলমানগণের মধ্যে হিংসা-দ্বেষের প্রাবল্য হইয়াছিল অতএব আবশ্যক বোধে উক্ত খাতানায়েনের মহব্বত ছুন্নত জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। যেন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত ফেৎনা-ফাছাদের পরিপ্রেক্ষিতে রছুল (দঃ)-এর ছাহাবাগণের প্রতি অসত্য ধারণা না করে, ও তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের সহিত শত্রুতা ও হিংসাপোষণ না করে।

সুতরাং হজরত আলী (রাঃ)-এর ভালবাসা ছুন্নী হইবার শর্ত বটে। যাহারা তাঁহাকে ভালবাসে না, তাহারা ছুন্নত জামাত হইতে খারিজ বা বহিষ্কৃত হইয়া 'খারিজী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহার মহব্বতে অতিরিক্ততা করে এবং যেরূপ ভালবাসা আবশ্যক তাহা হইতে অধিক করিতে উদ্যত পয়গম্বর (আঃ)-এর ছাহাবাগণের প্রতি দোষারোপ ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করতঃ পূর্ববর্তী ছাহাবা ও তাবেয়ীন ও নেক্‌কারগণের পথ পরিত্যাগ করে, তাহারা 'রাফেজী' (বর্জনকারী) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব ছুন্নত জামাত মতাবলম্বীগণ হজরত আলী (রাঃ) হুর মহব্বতে ও ভালবাসায় রাফেজীদিগের অনুরূপ অতিরিক্ততা এবং খারিজীদিগের ন্যায় মহব্বত পরিত্যাগকরণ হইতে মধ্যাবস্থায় অবস্থানকারী। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মধ্যস্থলই সত্য এবং ন্যূনতা ও আধিক্য উভয়ই নিন্দনীয়। ইমাম আহমদ হাম্বলী, হজরত আলী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, হজরত নবীয়ে করিম (দঃ) তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, হজরত ঈছা (আঃ)-এর সহিত আপনার সৌসাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ ইহুদীগণ তাঁহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়াছিল, এ পর্যন্ত যে, তাঁহার মাতার প্রতি তাহারা মিথ্যা অপবাদ প্রদান করিয়াছে, পক্ষান্তরে নাছারাগণ তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল, অবশেষে তাহারা তাঁহার যে, মর্তবা ও মর্যাদা নহে তথায় লইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাকে আল্লাহ্-এর পুত্র বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে। হজরত আলী (রাঃ) আরও বলিয়াছেন যে, "আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রথম ব্যক্তি যাহারা আমার ভালবাসার মধ্যে অতিরিক্ততা করে এবং যাহা আমার মধ্যে নাই তাহা প্রমাণ করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহারা আমার সহিত শত্রুতা পোষণ করে ও আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে।" তিনি খারিজিগণকে ইহুদীদিগের অনুরূপ এবং রাফিজীগণকে নাছরাগণের সমতুল্য বলিয়াছেন। এই দুই দলই মধ্যবর্তী সত্য পথ হইতে দুই পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ছুন্নত জামাত দলকে হজরত আলী (রাঃ) হুর প্রেমিক বলিয়া বিশ্বাস করে না এবং রাফিজী দলকেই শুধু তাঁহার প্রেমিক বলিয়া ধারণা করে, সে ব্যক্তি নিরেট মুর্খ। হজরত আলী (রাঃ)-এর ভালবাসাই রাফীজিত্ব নহে, বরং অবশিষ্ট খলীফাত্রয়কে পরিত্যাগ করাই রাফেজিত্ব, এবং অবশিষ্ট ছাহাবাগণ হইতে বৈমুখ্য অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। হজরত ইমাম শাফী (রাঃ) বলিয়াছেনঃ

দাঁড়াও হে পথিক, সেই[১] মিনা-মোহাচ্ছবে,
উচ্চস্বরে বল তার অধিবাসী সবে;
প্রভাতে অসংখ্য হাজী আসে যে সময়,
ফোরাত নদের যথা তরঙ্গ নিচয়।
"নবী (দঃ) বংশ প্রেম," যদি রাফেজিত্ব হয়!
বিশ্বসাক্ষী থাক; "আমি রাফেজী নিশ্চয়।"

টীকা ঃ (১) মক্কা শরিফের মিনা বাজারের স্থান বিশেষ।

অর্থাৎ অনেকে যেরূপ ধারণা করে তদ্রূপ মোহাম্মদ (দঃ)-এর বংশধরগণের ভালবাসা রাফিজীত্ব নহে। যদি কেহ উহাকেই রাফিজীত্ব বলে, তাহা হইলে উহা অবশ্য নিন্দনীয় নহে। যেহেতু অপর সকল ছাহাবা হইতে বৈমুখ্যহেতু রাফিজীত্ব নিন্দনীয়, তাঁহাদের (আহলে বয়তের) ভালবাসাহেতু নিন্দনীয় নহে। অতএব যাহারা হজরত রছুল (দঃ)-এর পরিবারবর্গকে ভালবাসিবে, তাহারা আহলে ছুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত পক্ষে ইহারাই আহলে বয়ত-এর দলভুক্ত। শিয়াগণ যাহারা নিজদিগকে আহলে বয়তের প্রেমিক ও দলভুক্ত বলিয়া দাবী করেন, তাহারা যদি শুধু আহলে বয়তের মহব্বতের প্রতিই সংক্ষেপ করতঃ অন্য ছাহাবাগণ হইতে বিমুখ না হইযা তাহাদিগকেও সম্মান করিত ও যে সকল বিপর্যয় ও যুদ্ধ ইত্যাদী তাঁহাদের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের প্রতি সদ্ভাবে অর্পণ করিত (অর্থাৎ উহা তাঁহাদের মধ্যে সৎ উদ্দেশ্যে হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করে) তাহা হইলে তাহারাও আহলে ছুন্নত দলভুক্ত হইত এবং খারেজী বা রাফেজী হইত না। আহলে বয়েত বা রছুলুল্লার (দঃ)-এর পরিবারবর্গের মহব্বত শূন্য হওয়াই "খারেজীত্ব", এবং ছাহাবাগণ হইতে বৈমুখ্যই "রাফেজীত্ব,"। পক্ষান্তরে রছুলুল্লাহ (দঃ)-এর পরিবারবর্গের মহব্বত ও ভালবাসা, তৎসঙ্গে ছাহাবাগণকে সম্মান প্রদানই ছুন্নীত্ব। ফলকথা খারেজীত্ব ও রাফেজীত্বের মূল, হজরত (দঃ)-এর সহচরগণের সহিত হিংসা পোষণ; এবং ছুন্নীত্বের মুল, তাঁহাদের সহিত ভালবাসা স্থাপন। ইনছাফকারী-জ্ঞানী ব্যক্তি ছাহাবাগণের ভালবাসা হইতে তাঁহাদের সহিত হিংসা পোষণ নিশ্চয়ই কখনও পছন্দ করিবেন না, এবং পয়গম্বর (দঃ)-এর ভালবাসাহেতু তাঁহাদিগকেও নিশ্চয় ভাল বাসিবে। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে তাহারা আমার ভালবাসার কারণেই তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে এবং যে ব্যক্তি তাহাদের সহিত শত্রুতা করিবে সে ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতার কারণেই তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিবে।" (হাদীছ)।

এখন আসল বিষয়ের আলোচনা করি এবং বলি যে, আহলে ছুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপে এই ধারণার উদ্ভব হয় যে, তাহারা আহ্লে বয়েতকে ভালবাসেন না, উক্ত মহব্বত বা ভালবাসা যে ইঁহাদের নিকট ঈমানের একটি অংশ। বরং ঈমানের সহিত মৃত্যু উক্ত মহব্বতের দৃঢ়তার প্রতি নির্ভরশীল বলিয়া ইঁহারা বিশ্বাস রাখেন। এ ফকিরের ওয়ালেদ কেবলা (পিতা) যিনি জাহেরী, বাতেনী আলেম ছিলেন-তিনি অধিকাংশ সময় আহ্লে বয়েতের ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতেন; এবং বলিতেন যে, "অন্তিম সময় ঈমান লইয়া প্রস্থান-এর ব্যাপারে এই মহব্বতের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে, অতএব যত্নসহকারে উহাকে (মহব্বতকে) রক্ষা করা উচিত।" তাঁহার মৃত্যুর সময় এ ফকির উপস্থিত ছিল, যখন শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইল ও পার্থিব অনুভূতি লোপ পাইতে লাগিল, তখন আমি তাঁহার উক্ত বাক্য স্মরণ করাইয়া দিলাম এবং তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ঐরূপ আত্মহারা অবস্থায়ও বলিলেন যে, "আমি আহ্লে বয়েতের প্রেমে নিমজ্জিত আছি;" তখন আমি আল্লাহ্তায়ালার

শুকুর গোজারী পালন করিলাম। আহলে বয়েতের মহব্বতই ছুন্নত জামাতে সম্প্রদায়ের মূলধন। বিরোধীদল এই মর্ম অবগত নহে, এবং তাঁহাদের এই মধ্যবর্তী প্রকারের মহব্বত হইতে তাহারা অজ্ঞ। তাহারা স্বয়ং অতিরিক্ততার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে এবং অতিরিক্ততা না করাকেই ন্যূন্যতা ভাবিয়া তাহাদিগকে খারীজ-বহির্ভূত করতঃ খারেজী মতাবলম্বী ধারণা করিয়াছে। তাহারা ইহা অবগত নহে যে, ন্যূনাধিক্যের অভ্যন্তরে অপর একটি মধ্যবর্তী সীমারেখা বর্তমান আছে, যাহা বাস্তবতার কেন্দ্র ও সত্যের আধার, উহাই ছুন্নত জামাত দলের অংশ। আল্লাহতায়ালা ইহাদিগকে উৎকৃষ্ট প্রতিদান প্রদান করুন। আশ্চর্যের বিষয় যে, ছুন্নত জামাত দলই খারেজীদিগকে নিহত করিয়া আহলে বয়েতের শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছে। সে সময় রাফেজীদিগের কোনই নামগন্ধ বর্তমান ছিল না, যদিও বা ছিল তাহাও অন্তর্ধানতুল্য ও নাস্তির গর্ভে! অথচ তাহারা স্বকীয় অসৎ ধারণায় আহ্লে বয়েতের প্রেমিকগণকে রাফেজী অনুমান করতঃ আহ্লে ছুন্নত জামাতকে রাফেজী আখ্যা প্রদান করে। পরন্তু অধিক আশ্চর্যের বিষয় যে, ইহারা কোন সময় আহলে ছুন্নতকে খারেজীদিগের অন্তর্ভুক্ত করে, যেহেতু তাহারা আহ্লে বয়েতের প্রতি সীমারেখার বাহিরে অতিরিক্ত মহব্বত রাখেন না, এবং কখনও ইঁহাদের মধ্যে নিছক মহব্বতের অবস্থান অবগত হইয়া ইহাদিগকে রাফেজী আখ্যা প্রদান করে। অতএব তাহারা স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ আহলে ছুন্নত দলের উচ্চস্তরের অলিউল্লাহ যাঁহারা আহলে বয়েতের মহব্বতের বিষয় আলোচনা করেন এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বংশধরগণের ভালবাসা প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে রাফেজী বলিয়া ধারণা ও অনুমান করে, এবং আহলে ছুন্নতের অনেক ওলামায়ে কেরাম যাঁহারা উক্ত মহব্বতের অতিরিক্ততা হইতে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন এবং খলীফাত্রয়ের সম্মান বজায় রাখার প্রতি যত্নবান হন তাঁহাদিগকে খারেজী বলিয়া নির্ধারণ করে। তাহাদের প্রতি ধিক্কার, সহস্রাধিক ধিক্কার তাহাদের সামঞ্জস্যবিহীন দুঃসাহসিকতার প্রতি। আল্লাহ্তায়ালার উক্ত মহব্বতের মধ্যে অতিরিক্ততা ও ন্যূনতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন (আমিন)। খলীফাত্রয় হইতে বৈমুখ্য হজরত আলী (রাঃ)-এর মহব্বতের শর্ত বলিয়া ধারণা করা, অতিরিক্ততা বটে। ইনছাফ করা উচিত, ইহা কোন পর্যায়ের মহব্বত যে, হজরত পয়গম্বর (দঃ)-এর স্থলাভিষিক্তগণ হইতে বৈমুখ্য এবং তাঁহাদের প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ উক্ত মহব্বতের শর্ত হয়। যেহেতু আহলে ছুন্নতদল আহলে বয়েতের মহব্বতের সহিত ছাহাবাগণের সম্মান বজায় রাখেন সেইহেতু তাহারা দোষী ও পাপী। ছুন্নত জামায়াতদল ছাহাবাগণের কাহাকেও মন্দ হিসাবে স্মরণ করেন না এবং পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি হইতে তাঁহাদিগকে বহুদূরে সরাইয়া রাখেন; যদিও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বহু মতদ্বৈধতা ও অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে ও দ্বন্দ্ব হইয়াছে। ইহা তাহারা পয়গম্বর (দঃ)-এর সংসর্গের সম্মানার্থে ও তাঁহার মোছাহেবগণের ইজ্জত বজায় রাখার উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহাদের সত্যপন্থিকে তাহারা সত্য বলেন, এবং অসত্যকে অসত্য বলিয়া জানেন। কিন্তু তাঁহাদের সত্যের প্রতিকূল্য স্বীয় নফছ বা প্রবৃত্তির আকাঙ্খা পূরণার্থে যে নহে, এবং

বুঝিবার ভুল বা বুদ্ধিভ্রমে যে হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করেন। রাফেজীগণ ছুন্নত জামাত সম্প্রদায়ের প্রতি ঐ সময় সন্তুষ্ট হইবে, যখন ছুন্নত জামাতদল তাহাদের মতের অনুকূলে অন্য ছাহাবা কেরাম হইতে বিমুখ হইয়া তাঁহাদের প্রতি অসৎ ধারণা পোষণ করিবে। যেরূপ খারিজীগণের সন্তুষ্টি আহ্‌লে বয়েতের সহিত শত্রুতার প্রতি নির্ভরশীল, এবং মোহাম্মদ (দঃ)-এর বংশধরগণের সহিত হিংসা পোষণ করার প্রতি আশ্রয়শীল। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের মন বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর। নিশ্চয় তুমি আশাতীত দানকারী।

ছুন্নত জামাতের বোজর্গগণের মতে যুদ্ধকালে ছাহাবাগণ তিন দলে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম দল দলিল প্রমাণ ও বিবেক জ্ঞান কর্তৃক হজরত আলী (রাঃ)-এর সত্যতা অবগত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দলও দলিল কর্তৃক বিপরীত পক্ষকে সত্য ধারণা করিয়াছিল। তৃতীয় দল সত্যাসত্যের মধ্যে সন্ধিহান ছিল; তাহারা কোন পক্ষকেই প্রমাণ দ্বারা সত্য বলিয়া সমর্থন করিতেন না। অতএব প্রথম দলের প্রতি হজরত আলী (রাঃ) কে সাহায্য করা ওয়াজেব বা অবশ্য কর্তব্য ছিল, যেহেতু উহা তাঁহাদের "এজতেহাদ" বা জ্ঞানের অনুকূল ছিল। দ্বিতীয় দলের প্রতি হজরত আলী (রাঃ)-এর বিপক্ষকে সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য ছিল। কেননা তাহাদের জ্ঞানে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছিল। তৃতীয় দলের মৌনাবলম্বন কর্তব্য ছিল, তাহাদের জন্য কাহাকেও কাহারো প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান বৈধ ছিল না। সুতরাং উক্ত সম্প্রদায়ত্রয় স্ব স্ব জ্ঞানানুযায়ী কার্য করিয়াছে, এবং তাহাদের প্রতি যাহা অবশ্য কর্তব্য ছিল তাহাই তাহারা পালন করিয়াছেন; এমতাবস্থায় ইঁহাদের কাহারও প্রতি নিন্দা বা অপবাদের কোনই অবকাশ নাই। হযরত ইমাম শাফী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন এবং ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ হইতেও বর্ণিত আছে যে, "ঐ সকল শোণিত হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা যখন আমাদিগের হস্তকে পবিত্র রাখিয়াছে, তখন আমাদের উচিত যে, আমরা স্বীয় রসনা সমূহকে তাহা হইতে পবিত্র রাখি"। ইহাদের উল্লেখিত বাক্য দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মাণ হইতেছে যে, তাঁহাদের সত্যাসত্যের বিষয়ও আমাদের আলোচনা করা উচিত নহে, এবং তাঁহাদের সকলকে সদ্ভাবে স্মরণ করা কর্তব্য। হাদীছ শরীফেও এইরূপ নির্দেশ আসিয়াছে। যথা–"আমার ছাহাবাগণের আলোচনা যখন হয়, তখন তোমরা সংযত হও।" অর্থাৎ যখন তাঁহাদের পরস্পরের বিবাদ-বিসম্বাদের বিষয় আলোচিত হয়, তখন তোমরা নিজদিগকে সংযত কর; এবং কাহাকেও কাহারো প্রতি মনোনীত করিও না। অবশ্য ছুন্নত জামাতের অধিকাংশ আলেমগণ দলিল প্রমাণাদি কর্তৃক পরিষ্কাররূপে অবগত হইয়াছেন বলিয়া তাহাদের অভিমত এই যে, হজরত আলী (রাঃ)-এর দলই সত্য পথাবলম্বী, এবং তাঁহার বিপক্ষদল ভুলপথে ছিল। কিন্তু যখন তাঁহাদের উক্ত ভুল,– বুঝিবার ভুল, তখন তাঁহারা নিন্দা ও অপবাদ, অবজ্ঞা হইতে পবিত্র ও নির্মল। হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে– তিনি বলিয়াছেন যে, "আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদের প্রতি বিদ্রোহ করিয়াছে; তাহারা কাফেরও [ধর্মভ্রষ্টও] নহেন, ফাছেকও (পাপিষ্ঠও) নহেন, যেহেতু তাহারা এক ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছে, যাহা কাফেরীত্ব ও ফাছেকিত্ব প্রতিরোধ করে।" অতএব

ছুন্নত জামাত দল এবং রাফেজীগণ উভয়ই হজরত আলী [রাঃ]-এর বিপক্ষ দলকে ভ্রান্তিমান বলিয়া জানেন, এবং হজরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু ছুন্নত জামাত দল তাহাদিগকে ভুল বলা ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই বলেন না। কেননা তাহাদের উক্ত ভুল, এজ্‌তেহাদ বা বুঝিবার ভুল; এইহেতু তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ বা অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ হইতে স্বীয় রসনা সংযত রাখেন, এবং হজরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর সাহচর্যের সম্মান যথোচিৎ রক্ষা করেন। যেহেতু হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার ছাহাবাগনের বিষয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমার পর তোমরা তাহাদিগকে স্বীয় অপবাদ স্বরূপ বানের লক্ষ্য করিও না।" তাকীদের জন্য বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, "আমার ছাহাবাগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাহাদের যাহারই অনুসরণ কর পথপ্রাপ্ত হইবে।" ইহা ব্যতীত ছাহাবাগণের সম্মানের বিষয় বহু হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের সকলকেই সম্মানিত ও পূজনীয় বলিয়া জানিতে হইবে। তাঁহাদের দোষক্রটিকে সদ্ভাবে প্রবর্তিত করিতে হইবে। এ বিষয়ে আহলে ছুন্নত দলের মজহাব বা পন্থা ইহাই। কিন্তু রাফীজিগণ এ বিষয়ে অতিরিক্ততা করতঃ হজরত আলী (রাঃ)-এর বিপক্ষ দলকে কাফের বলে ও নানারূপ দোষারোপ ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগকরতঃ স্বীয় রসনা কলুষিত করে। হজরত আলী (রাঃ)-এর দল সত্য পথাবলম্বী এবং তাঁহার বিপক্ষ দল সত্য পথ পরিহার করিয়াছে, ইহা যদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হয় তজ্জন্য ছুন্নত জামাত দল যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহাই যথেষ্ট ও ইন্‌ছাফ এবং মধ্যম পথ ইহাই। দীন ইসলামের বুজর্গ ব্যক্তিগণের প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ ও দোষারোপ করা যথা রাফিজীগণ করিয়া থাকে, তাহা দীনদারীর বহির্ভূত কার্য। তাহারা পয়গম্বর (দঃ)-এর ছাহাবাগণের প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ দীনদারী বলিয়া ধারণা করে। ইহা আশ্চর্য দীনদারী যে, পরগম্বর (দঃ)-এর খলিফাবৃন্দের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ উহার প্রধান অঙ্গ। যে বেদয়াতী দল সমূহের প্রত্যেক দল এক একটি বেদ্‌য়াত বা নূতন কার্য আবিষ্কার করিয়া ছুন্নত জামাত হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে খারিজী এবং রাফিজী দল সত্য পথ হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাদের এক দল দীন এছলামের বোজর্গগণের প্রতি দোষারোপ ও কটু বাক্য প্রয়োগ স্বীয় ঈমানের প্রধান অঙ্গ বলিয়া ধারণা করিয়াছে। অতএব সত্যের কি অংশ তাহাদের ভাগ্যে হইবে? রাফিজীগণ দ্বাদশ দলে বিভক্ত। তাহারা সকলেই পয়গম্বর (দঃ)-এর ছাহাবাগণকে কাফের বলিয়া থাকে ও খোলাফায়ে রাশেদীনগণকে তিরস্কার করে ও ইহাকেই স্বীয় এবাদত বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহারা "রাফজ্‌" (পরিত্যাগ) শব্দটি নিজেদের প্রতি প্রয়োগ করা হইতে বিরত থাকে। তাহারা নিজেরা ব্যতীত অন্যদিগকে রাফিজী বলিয়া বিশ্বাস করে। যেহেতু রাফিজীদিগের বিষয় হাদীছ শরীফে অনেক ভীতিপ্রদ বাণী আসিয়াছে। আফ্‌ছোছ্‌– যদি তাহারা রাফ্‌জ্‌ শব্দের অর্থ হইতে বিরত থাকিত (যেরূপ তাহারা রাফিজী শব্দ হইতে বিরত থাকে) এবং হজরত নবীয়ে করিম (দঃ) ও ছাহাবাগণ হইতে বিমুখ না হইত! ভারতবর্ষের মোশরেকগণ নিজদিগকে হিন্দু বলে এবং 'কোফর' (অস্বীকার) শব্দ হইতে

সরিয়া থাকে। তাহারা নিজদিগকে কাফের বলিয়া বিশ্বাস করে না। বরং অমুসলমান রাষ্ট্রে যাহারা বসবাস করে, তাহারা তাহাদিগকে কাফের বলিয়া বিশ্বাস করে, ইহা তাহারা ভুল বুঝিয়াছে। তাহাদের উভয় দলই কাফের এবং কোফরের তত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই রাফিজীগণ সম্ভবতঃ পয়গম্বর (দঃ)-এর পরিবারবর্গকে নিজেদের অনুরূপ ধারণা করতঃ তাহাদিগকে ও হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর (রাঃ)-এর শত্রু বলিয়া ধারণা করিয়াছে। পরন্তু ইহারা "তকীয়া" বা আত্মগোপন যাহা আহলে বয়েতের প্রতি প্রমাণ করিতেছে, তদ্বারা আহলে বয়েতের প্রধান ব্যক্তিকে মোনাফেক এবং প্রতারণাকারী নির্ধারণ করিয়াছে। তাহাদের নির্দেশ যে হযরত আলী (রাঃ) ত্রিংশৎ বৎসর পর্যন্ত 'তকীয়া' বা আত্মগোপন করতঃ অপর খলিফাত্রয়ের সহিত মোনাফেকের ন্যায় সংসর্গে ছিলেন এবং অসত্যরূপে তাঁহাদের তাজীম, সম্মান করিয়াছেন। ইহা আশ্চর্যের বিষয়; যদি আহলে বয়েতের মহব্বত রছুল (দঃ)-এর মহব্বতের কারণে হয় তাহা হইলে রসুল (দঃ)-এর শত্রুদিগের সহিতও শত্রুতা করা উচিত এবং তাহাদিগকে আহলে বয়েতের শত্রুগণ হইতেও অধিকতর তিরস্কার করা আবশ্যক। কিন্তু আবু জহল, যে ব্যক্তি রছুল (ছঃ)-এর প্রধানতম শত্রু ও বিভিন্ন প্রকারে তাঁহাকে বহু কষ্ট দিয়াছে; এই রাফিজীগণ হইতে কেহই শ্রবণ করেন নাই যে, উহাদের কেহ আবু জহলকে তিরস্কার করিয়াছে এবং তাহার অসৎ কার্যাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) যিনি রসুল (দঃ)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন, ইহারা স্বীয় অসৎ ধারণায় আহলে বয়েতের শত্রু ভাবিয়া তিরস্কার করে ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে এবং তাঁহার প্রতি অনুপযুক্ত বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করে। ইহা কি প্রকারের দীনদারী ও ধর্ম পালন? খোদা না করুন ইহা অসম্ভব যে, হজরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ও অবশিষ্ট ছাহাবাগণ আহলে বয়েতে রছুল (ছঃ)-এর সহিত হিংসা-দ্বেষ পোষণ করিতে পারেন, এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পরিবারবর্গের সঙ্গে শত্রুতা করেন। আফছোছ, যদি বেএনছাফ দল কাহারও নাম উচ্চারণ না করিয়া সাধারণভাবে আহলে বয়েতের শত্রুদিগের প্রতি দোষারোপ করিত, এবং প্রধান ছাহাবাগনের নাম উচ্চারণ করতঃ তাহাদের প্রতি অসৎ ধারণা না করিত, তাহা হইলে ছুন্নত জামাত দলের সহিত তাহাদের মতানৈক্য অন্তর্হিত হইয়া যাইত। কেননা আহলে ছুন্নত দল স্বয়ং আহলে বয়েতের দুশমনদিগকে শত্রু বলিয়া জানেন ও তাহাদের দুর্নাম করা বিধেয় বলিয়া স্বীকার করেন। অবশ্য নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, যে বহু প্রকারের কুফরীর মধ্যে লিপ্ত ছিল, ইসলাম কিম্বা তওবার সম্ভাবনায় ইহারা তাহাকে 'জাহান্নামী' বলিয়া ব্যক্ত করেন না এবং তাহার প্রতি লানত বা তিরস্কার জায়েজ রাখেন না। বরং সাধারণভাবেও কাফেরদিগের প্রতি লানত বা অভিশাপ বিধেয় মনে করেন না, এবং যে পর্যন্ত অকাট্য প্রমাণ কর্তৃক তাহার কুফরের প্রতি মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত না হয় সে পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট কাফেরকেও লানত করার অনুমতি প্রদান করেন না; ইহা আহলে সুন্নত দলের একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু রাফিজীগণ নির্ভয়ে হজরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)র প্রতি লানত করিতেছে এবং প্রধান সাহাবাগণকে তিরস্কার করিতেছে। আল্লাহ্‌পাক ইহাদিগকে সরল পথের প্রতি

হেদায়েত করুন। এ স্থলে সুন্নত জামায়াত দলের ও তাহাদের বিপক্ষগণের সহিত দুইটি বিষয়ে বৃহৎ মতবিরোধ আছে। প্রথম বিষয় এই যে, ছুন্নত জামায়াতগণ খলীফা চতুষ্টয়ের, খেলাফত স্বীকার করেন ও তাহাদিগকে হকপন্থী ও সত্যাবলম্বী বিশ্বাস করেন। যেহেতু ছহি হাদিসে বর্ণিত আছে–যাহা গায়েবের সংবাদ স্বরূপ, হজরত নবী করিম (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমার পর খেলাফত ত্রিশ বৎসর।" হজরত আলী (রাঃ) খেলাফত পর্যন্ত এই সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতএব এই হাদীস অনুযায়ী এই ছাহাবা চতুষ্টয়ই খলিফার অন্তর্ভুক্ত, ও ইঁহাদের খেলাফতের ক্রমও সত্য। বিরোধী দল খলিফাত্রয়ের খেলাফতের সত্যতা অস্বীকার করেন, তাহারা অপহরণ ও প্রাবল্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন। হজরত আলী (কঃ) ব্যতীত অন্য কাহাকেও সত্য নেতা বলিয়া জানেন না। হজরত আলী (রাঃ) যে খলিফাত্রয়ের হস্তে বয়াত করিয়াছিলেন তাহাকে উহারা "তকীয়া" বা আত্মগোপন বলিয়া থাকে। রছুলুল্লা (দঃ)-এর ছাহাবাগণের মধ্যে তাহার মোনাফেকী বসবাস ধারণা করিত এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতারণামূলক সন্ধি অনুমান করিত। অর্থাৎ হজরত আলী (রাঃ)-হুর সপক্ষদল আত্মগোপন করতঃ তাহার বিপক্ষদলের সহিত মোনাফেকী বসবাস করিতেন। এবং তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহার বিপরীত মুখে প্রকাশ করিতেন, পক্ষান্তরে হজরত আলীর (রাঃ) বিপক্ষদল ও রাফিজীদের ধারণা অনুযায়ী হজরত আলী (রাঃ) ও তাঁহার বন্ধুগণের শত্রু ছিল। এবং তাহাদের সহিত মোনাফেকী হিসাবে মিত্রতা করিত ও শত্রুকে মিত্র হিসাবে প্রকাশ করিত, অতএব ইহাদের ধারণা মতে পয়গম্বর (দঃ)-এর ছাহাবাগণ সকলেই মোনাফেক ও প্রতারক ছিলেন এবং তাঁহারা অন্তরের বিপরীত ভাষা প্রকাশ করিতেন। সুতরাং এই রাফিজীদের নিকট যাবতীয় উম্মতের মধ্যে ছাহাবা কেরামই সর্বাধিক নিকৃষ্ট ও বদ হওয়া উচিত এবং সকল ব্যক্তির সংসর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ নর রছুল (দঃ)-এর সংসর্গই সর্বাধিক মন্দ। যেহেতু উল্লিখিত অপকৃষ্ট অভ্যাস সমূহ তথা হইতে উদ্ভূত এবং যাবতীয় জমানা হইতে ছাহাবাগণের জমানাই নিকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেননা উক্ত জামানা মোনাফেকী, দুষমনি, ও হিংসাদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল। অথচ স্বীয় কালামপাকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদিগকে পরস্পর মেহেরবান, সহানুভূতিশীল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদের এতাদৃশ অসৎ বিশ্বাস হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ যদি উক্তরূপ নিকৃষ্ট স্বভাব সম্পন্ন হয় তাহা হইলে পরবর্তীগণের মধ্যে আর কি উৎকৃষ্ট পাওয়া যাইবে। উক্ত রাফেজীগণ বোধ হয় হজরত রছুল (ছঃ)-এর সংসর্গের শ্রেষ্ঠত্ব ও ছাহাবাগণের উৎকর্ষের ও এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে যে কোরান ও হাদীস সমূহ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা দর্শন করে নাই। অথবা দর্শন করিয়াছে কিন্তু তৎপ্রতি ঈমান বা বিশ্বাস রাখে নাই। পরন্তু কোরান এবং হাদীস ছাহাবাগণের মাধ্যমেই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি ছাহাবাগণ দোষনীয় হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মাধ্যমে দ্বীন বা ধর্ম আসিয়াছে তাহাও দোষনীয় হইবে, ইহা হইতে আল্লাহতায়ালার রক্ষা প্রার্থনা করি। সুতরাং দ্বীন এছলামকে ধ্বংস করা ও শরীয়ত অমান্য করাই এই দলের উদ্দেশ্য বা মনোস্কামনা। ইহারা দৃশ্যতঃ আহলে বয়েতে রসুল (দঃ)-এর মহব্বত প্রকাশ করে

বটে, কিন্তু বস্তুতঃ রছুল (ছঃ)-এর শরীয়তকেই ধ্বংস করিতেছে। আফছোছ, ইহারা যদি হজরত আলী (রাঃ) ও তাঁহার দলকে সুরক্ষিত রাখিত এবং তাঁহাদিগকে আত্মগোপন কলঙ্কে কলঙ্কিত না করিত–যাহা মোনাফেক বা প্রতারকদিগের অভ্যাস। হজরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ হউক অথবা বিপক্ষ হউক; যে দল ত্রিংশতি বৎসর পর্যন্ত পরস্পর মোনাফেকীভাবে বসবাস করে এবং ধোঁকাবাজি ও প্রতারণামূলক জীবনযাপন করে, সে দলের মধ্যে কি আর উৎকর্ষ থাকিতে পারে এবং কিভাবেই ইহারা নির্ভরযোগ্য দল হইতে পারে। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর প্রতি কিভাবে তাহারা দোষারোপ করিতে পারে। তাহারা কি অবগত নহে যে, তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিলে এছলামী হুকুম সমূহের অর্ধেক দোষণীয় হইয়া যায়। কেননা এছলামের হুকুম সমূহের বর্ণনায় তিন সহস্র হাদীস আসিয়াছে বলিয়া মোজতাহেদীন আলেমগণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ তিন সহস্র শরীয়তের হুকুম হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তন্মধ্যে পঞ্চদশ শত হাদীস হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-হুর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব তিনি দোষণীয় হইলে শরীয়তের অর্ধভাগ দোষণীয় হইয়া যায়। ইমাম বোখারী বলিয়াছেন যে, ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তি (রাবী) অষ্টম শতেরও অধিক। তন্মধ্যে হজরত এবনে আব্বাছ এবং এবনে ওমরও তাহা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্রূপ জাবের এবনে আব্দুল্লাহ্‌ এবং আনাছ এবনে মালেকও আছেন। যে হাদীসে হজরত আবু হোরায়রার প্রতি দোষারোপ আছে ও যাহা হজরত আলী (রাঃ) হইতে তাহারা বর্ণনা করেন, সে হাদীস কৃত্রিম হাদীস এবং উহা মিথ্যা অপবাদ বটে। আলেমগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। হজরত রছুল (ছঃ) হজরত আবু হোরায়রাকে বিদ্যা-বুদ্ধি লাভার্থে যে দোয়া করিয়াছিলেন, সে হাদীস আলেম সমাজে অতি পরিচিত। হজরত আবু হোরায়রা বলিয়াছেন যে, "আমি হজরত রছুল (ছঃ)-এর মজলিশে উপস্থিত হইলাম, তখন হজরত রছুল (ছঃ) ফরমাইলেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বীয় উত্তরীয় প্রসারিত করিয়া দিবে এবং তাহাতে আমি স্বীয় বাক্যাবলী নিক্ষিপ্ত করিব। তৎপর সে উহা নিজের সহিত জড়াইয়া লইবে। তাহার পর হইতে সে আর তাহা বিস্মৃত হইবে না"। তখন আমি আমার পরিধেয় চাদর বিছাইয়া দিলাম এবং রছুল (ছঃ) তাঁহার বাক্য সমূহ তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন এবং আমি তাহা স্বীয় বক্ষের সহিত সম্মিলিত করিয়া লইলাম। তাহার পর হইতে আমি আর কিছুই ভুলিতাম না।" অতএব শুধু নিজের ধারণায় দ্বীন ইছলামের কোন এক বোজর্গ ব্যক্তিকে হজরত আলী (রাঃ)-এর দুশমন ভাবিয়া তাহার প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ সুবিচারীর নিকট সঙ্গত নহে। এ সমুদয়ই অতিরিক্ত প্রেম উদ্যানের পুষ্প নিচয়, ইহাতে অল্পকাল মধ্যেই হয়তো ঈমানের গণ্ডি হইতে মস্তক বহিষ্কৃত হইবে; অর্থাৎ ঈমান ধ্বংস হইবে। হজরত আলী (রাঃ)-এর আত্মগোপন যদি মানিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি শায়খায়েনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় যে সকল বক্তব্য করিয়াছেন, যাহা প্রচুর রেওয়ায়েত কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, সে বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য কি আছে এবং তাঁহারই পবিত্র বাক্য সমূহ যাহা তাঁহার খেলাফৎ ও রাজত্বকালে অপর খলীফাত্রয়ের সত্যতার বিষয়

বলিয়াছেন তাহার কি-ই বা উত্তর দিবে! কেননা আত্মগোপন করার অর্থ এই যে, স্বীয় খেলাফতকে সত্য জানিয়াও তাহা গোপন রাখা, এবং অপর খলীফাত্রয়ের খেলাফতকে বাতুল বিশ্বাস করিয়াও তাহা প্রকাশ না করা! কিন্তু খলীফাত্রয়ের খেলাফত সত্য বলা এবং শায়খায়েনকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা পৃথক বিষয়, যাহা আত্মগোপন করা ব্যতীত অন্য বস্তু। সত্য ও সঠিক বলা ব্যতীত ইহার অন্য কোন স্থান নাই, এবং আত্মগোপন কর্তৃক ইহা অন্তর্হিত হইতে পারে না। তদ্রূপ ঐ সকল হাদীস যাহা ছেহাহে বর্ণিত আছে এবং মশহুর বরং মোতাওয়াতের হাদীসের পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে–এই প্রকারের হাদীসে খলিফাত্রয়ের ও আরও অনেকের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা আছে এবং অনেককে বেহেস্তের সুসংবাদ প্রদান আছে; সে সকল হাদীসের তাহারা কি উত্তর দিবে। পয়গম্বর (আঃ)গণের জন্য তো আত্মগোপন জায়েজ নহে; তাহাদিগের প্রতি সত্য প্রচার কর্তব্য। তদ্রূপ কোরান শরীফের আয়াতসমূহ যাহা এ বিষয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে তথায়ও আত্মগোপনের' কোনই স্থান নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাদিগকে ইনছাফ প্রদান করুন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সকলেই অবগত আছেন যে, আত্মগোপন কাপুরুষীয় স্বভাব; যিনি আছাদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সিংহ আখ্যায় ভূষিত, তাঁহার প্রতি এরূপ ধারণা যুক্তিসংগত নহে। মানব হিসাবে দুই এক দণ্ড অথবা দুই এক দিবস যদি আত্মগোপন করা ধারণা করা যায়, তাহা যাইতে পারে! সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল 'আছাদুল্লাহ' গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কাপুরুষতা প্রমাণ করা বা কাপুরুষতা লইয়া এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা অতি জঘন্য ব্যাপার, এবং ছগীরা গোনাহ্‌র প্রতি হটকারী, 'কবীরা' গোনাহে পরিণত হয়; বলা হইয়া থাকে। তাহা হইলে হতভাগা মোনাফেকদিগের স্বভাবের প্রতি হট করিয়া থাকা যে কত দোষণীয় তাহা বুঝিয়া দেখুন; ইহা কতদূর অপকর্ম। আফছোছ যদি তাহারা ইহার অপকর্ষ উপলব্ধি করিত তাহারা হজরত আলী (রাঃ) হুর অপমান হইবে বলিয়া শায়খায়েনকে অগ্রগণ্য করা হইতে বিরত থাকে এবং তাহার আত্মগোপন করাই স্বীকার করে। যদি তাহারা আত্মগোপনের জঘন্যতা অবগত হইত, যাহা মোনাফেকগণের স্বভাব, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা তাঁহার জন্য জায়েজ রাখিত না। দুই বিপদের সহজটি তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। বরং বলিব যে, শায়খায়েনকে অগ্রগণ্য করিলে হজরত আলী (রাঃ)-এর কোনই অপমান হইবে না। যেহেতু তাঁহার খেলাফতের সত্যতা তো বজায় থাকিবেই ও তাঁহার অলিত্ব এবং হেদায়েত ও পথ-প্রদর্শনের মর্তবাও অক্ষুন্ন থাকিয়া যাইবে। বরং আত্মগোপন প্রমাণ করিলেই তাঁহার অসম্মান ও ক্ষতি অনিবার্য। যেহেতু ইহা মোনাফেকগণের বিশিষ্ট স্বভাব ও প্রতারক ধোঁকাবাজগণের অনিবার্য কার্য।

মতদ্বৈধতার দ্বিতীয় বিষয় এই যে, ছুন্নত জামাতদল-ছাহাবাগণের মধ্যে যে কলহ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহারা সৎ পর্যায়ভুক্ত করেন এবং তাঁহাদিগকে মনের কুমন্ত্রণা ও পক্ষপাতিত্ব হইতে পবিত্র বলিয়া জানেন! যেহেতু তাঁহাদের নফছ বা প্রবৃত্তি হজরত (দঃ)-এর সংসর্গে পবিত্র হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বক্ষ হিংসা-দ্বেষ মুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

ফলকথা তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এজতেহাদ বা নিজস্ব মত প্রকাশ করার মত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং যোগ্য ব্যক্তিগণের প্রতি নিজ নিজ মতানুযায়ী আমল করা একান্ত কর্তব্য। অতএব তাঁহাদের আবশ্যক হিসাবে বিভিন্ন মত পোষণ করার ফলে বিরোধিতা ও কলহ সৃষ্টি হইতে বাধ্য হইয়াছে। প্রত্যেকের নিজ নিজ মতানুযায়ী কার্য করা সত্য ও ঠিক হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের বিরোধিতা ও একতার ন্যায় সত্যের জন্য ছিল। মনের আকাঙ্খা ও নফছে আম্মারার বা কুপ্রবৃত্তির ইচ্ছা চরিতার্থকরণ উদ্দেশ্যে নহে। কিন্তু রাফিজীগণ হজরত আলী (রাঃ)-এর বিরোধীগণকে কাফের বলে ও তাহাদের প্রতি নানা প্রকারের দোষারোপ করে; যখন পয়গম্বর (দঃ)-এর ছাহাবাগণ এজতেহাদী (স্বীয় মতানুযায়ী কার্য্যকরা) কার্য্যে পয়গম্বর (আঃ)-এর সহিত বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রায়ের বিপরীত মত দিয়াছিলেন; তাহাতেও তাঁহারা নিন্দনীয় হন নাই এবং অহী নাজেল হওয়া সত্ত্বেও তাহা নিষেধ হয় নাই, তখন হজরত আলী (রাঃ) উক্তরূপ এজতেহাদী কার্যে বিরোধিতা হইলে কুফর হইবে কেন এবং বিরোধীদল নিন্দনীয়ই হইবে না কেন? হজরত আলী (রাঃ)-র বিরোধীগণ মোসলমানদিগের এক বিরাট দল, তাঁহারাও উচ্চদরের ছাহাবা এবং কতিপয় বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদিগকে কাফের বলা ও তিরস্কার করা সহজ ব্যাপার নহে। "ইহা একটি বৃহৎ বাক্য যাহা তাহাদের আনন হইতে নির্গত হইতেছে"-(কোরআন)।

ইহারা শরীয়তের প্রায় অর্ধভাগ প্রচার করিয়াছেন। যদি ইহারা দোষণীয় হন তবে শরীয়তের প্রায় অর্ধভাগের উপর হইতে বিশ্বাস অন্তর্হিত হয়; ইহারা কিভাবে দোষণীয় হইবেন! যেহেতু ইঁহাদের রেওয়ায়েত বা বর্ণনা আমির হউক বা উজির হউক, কেহই অবজ্ঞা করে নাই। ছহী বোখারী যাহা কোরআন পাকের পরই সর্বশ্রেষ্ঠ কেতাব ইহা শিয়াগণও স্বীকার করিয়া থাকে। আহ্‌মদ তেবতী যিনি শিয়াদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে আমি শুনিয়াছি যে, বোখারী আল্লাহ্‌র কেতাবের পর সর্বশ্রেষ্ঠ কেতাব। তাহার মধ্যে হজরত আলী (রাঃ)হুর অনুকূল ব্যক্তিগণের ও প্রতিকূল ব্যক্তিগণের উভয়দলের রেওয়ায়েত আছে। বরং তাহাতে হজরত আলী (রাঃ) হুর অনুকূল ও প্রতিকূল হওয়ার কারণে হাদীসের মধ্যের কোন তারতম্য উল্লেখ নাই। তথায় হজরত আলী (রাঃ) হইতে যেরূপ রেওয়ায়েত আছে হজরত মোওয়াবিয়া হইতেও তদ্রূপ রেওয়ায়েত আছে। হজরত মোওয়াবিয়া ও তাঁহার রেওয়ায়েতের প্রতি কাহারো যদি দোষারোপের সন্দেহ থাকিত তবে তাঁহার রেওয়ায়েত তাহারা কখনও স্বীয় পুস্তকাদিতে অন্তর্ভুক্ত করিত না। তদ্রূপ নাক্‌কাদে হাদীছ বা হাদীছ পরীক্ষক পূর্ববর্তী আলেমগণ তাঁহাদের কেহই হাদীসের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করেন নাই। হজরত আলী (রাঃ) হুর বিরোধীদলের প্রতি দোষারোপ করেন নাই।

জানা আবশ্যক যে, হযরত আলী (রাঃ) হুর যাবতীয় বিষয় সত্য হওয়া জরুরী নহে। তাঁহার বিরোধী দল সকল বিষয়ে ভুল থাকা অনিবার্য নহে। অবশ্য যুদ্ধের ব্যাপারে হজরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষই সত্য ছিল। অনেক সময় পূর্ববর্তী জমানার আলেম, তাবেয়ীন ও

মোজতাহেদ ইমামগণ হযরত আলী (রাঃ) হুর বিপক্ষ দলের মত গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর মতানুযায়ী হুকুম দেন নাই। যদি হজরত আলী (রাঃ) হুর সকল মতই সত্য হওয়া নির্দিষ্ট হইত তবে তাহারা উহার বিপরীত আদেশ করিতেন না। কাজী সোরায়েহ্ যিনি তাবেয়ী ছিলেন এবং এজ্‌তেহাদের যোগ্যতা রাখিতেন (৭০ বৎসর ইনি কাজী বা বিচারক ছিলেন) তিনি হজরত আলী (রাঃ) হুর মতানুযায়ী বিচার করেন নাই এবং তিনি হজরত হাছান (রাঃ)-এর সাক্ষী পুত্রত্বের কারণে সমর্থন করেন নাই। অন্যান্য মোজতাহেদগণও কাজী সোরায়েহের মতে আমল করিয়াছেন, তাহারাও পিতার জন্য পুত্রের সাক্ষী অনুমোদন করেন নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহারা বহুস্থলে অন্য মছআলায় হজরত আলী (রাঃ) হুর মতের বিপরীত অন্যের মত গ্রহণ করিয়াছেন। যে ইনছাফকারী অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে তাহার প্রতি ইহা অবিদিত থাকিবে না। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা বহু দীর্ঘ হইবে। অতএব হজরত আলী (রাঃ)-এর বিরোধী দলের প্রতি কোনরূপ সমালোচনার অবকাশ নাই এবং তাহারা দোষী ও নিন্দনীয় নহেন। হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)-হা হজরত রছুল (দঃ)-এর প্রিয় ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার মকবুল ও মনোনীত ছিলেন। হজরত নবী করিম (দঃ) মৃত্যুশয্যায় তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ক্রোড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন ও তাঁহারই পবিত্র কক্ষে সমাধিস্থ হইয়াছেন। তিনি আলেম এবং এজতেহাদের যোগ্যতাধারিণী ছিলেন। পয়গম্বর (দঃ) শরীয়তের অর্ধভাগের বর্ণনা তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন। ছাহাবা কেরাম কঠিন ব্যাপার সমূহে তাঁহার নিকট আগমন করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সমস্যার সমাধান প্রাপ্ত হইতেন; এবম্বিধ ছিদ্দীকা মোজতাহেদা (মছলা উদ্ধারের যোগ্যতাধারিণী)-এর প্রতি শুধু হজরত আলী (রাঃ)হুর বিরোধিতার কারণে দোষারোপ করা ও অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত কদর্য ও পয়গম্বর (দঃ)-এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস রাখা হইতে দূরবর্তী। হজরত আলী (রাঃ) যদিও পয়গম্বর (দঃ)-এর জামাতা এবং তাঁহার চাচাতো ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু হজরত ছিদ্দীকাও তাঁহার পবিত্র সহধর্মিণী ও প্রিয় ও মনঃপূত ছিলেন। কতিপয় বৎসর পূর্বে আমার অভ্যাস ছিল, যখন খানা প্রস্তুত হইত তখন বিশেষভাবে তাহা আহ্‌লে বয়েতগণের পবিত্র আত্মার প্রতি হাদিয়া স্বরূপ বখশাইয়া দিতাম। হজরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর সহিত হজরত আলী, হজরত ফাতেমা ও ইমাম হাছান ও হোছায়েন (রাঃ)কেও সম্মিলিত করিতাম। এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে, হজরত নবীয়ে করিম (দঃ) উপস্থিত আছেন, আমি তাঁহাকে ছালাম আরজ করিলাম। তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করিলেন না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিলেন, ইতিমধ্যে তিনি আমাকে বলিলেন যে, "আমি আয়েশার গৃহে আহার করি, যদি কেহ আমার জন্য খানা পাঠায়, সে যেন আয়েশার গৃহে পাঠাইয়া দেয়।" তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমি ছওয়াব রেছানীর সময় মাই আশেয়া ছিদ্দীকার নাম উল্লেখ করিতাম না বলিয়াই তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তাহার পর হইতে আমি ছওয়াব রেছানীর সময় মাই আয়েশা ছিদ্দিকাকে বরং তাঁহার অপর সকল সহধর্মিণীগণকে

ছওয়াবের শামিল করিতাম, যেহেতু ইহারাও আহ্‌লে বয়েত এবং সমুদয় আহলে বয়েতের অছিলায় প্রার্থনা করিতাম। অতএব প্রকাশ পাইল যে, হজরত আলী (রাঃ) দুঃখিত হইলে হজরত নবীয়ে করিম (দঃ) যেরূপ ব্যথিত হন, হজরত আয়েশা ছিদ্দীকা দুঃখিত হইলে তাহা হইতে তিনি অধিক ব্যথিত হইয়া থাকেন। এন্‌ছাফকারী জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ইহা অবিদিত নহে। কিন্তু ইহা ঐ সময় হইবে যখন হজরত আলী (রাঃ) হুর মহব্বত ও সম্মান পয়গম্বর (দঃ)-এর মহব্বত ও সম্মানের জন্য ও তাঁহার বংশধর হওয়ার কারণে হয় এবং যদি তাহা না হয় ও হজরত রছুল (দঃ)-এর ভালবাসার সূত্র পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে ভালবাসে তবে তাহার কথা এই আলোচনার বহির্ভূত। বরং সে ব্যক্তি সম্বোধনের যোগ্যই নহে, তাহার উদ্দেশ্য দীন-ইছলামকে ধ্বংস করা ও শরীয়াত বিধ্বস্ত করা। তাহার ইচ্ছা যে, পয়গম্বর (দঃ)-এর মধ্যস্থ ব্যতীত কোন এক পথ গ্রহণ করে এবং মোহাম্মদ (দঃ) পরিত্যাগ করতঃ আলী (রাঃ)তে উপনীত হয়। ইহাই কুফর ও নিছক বেদীনী। হজরত আলী (রাঃ) এইরূপ ব্যক্তি হইতে বিমুখ ও তাহার কার্যে অসন্তুষ্ট ও ব্যথিত। পয়গম্বর (সঃ)-এর ছাহাবাগণকে ও তাঁহার শ্বশুর জামতাগণকে ভালবাসা পয়গম্বর (সঃ)-এর ভালবাসার কারণেই হইয়া থাকে। তাঁহার সম্মানার্থেই উহাদিগকে সম্মান করা হয়। হজরত (সঃ) ফরমাইয়াছেন, "যাহারা তাহাদিগকে ভালবাসে তাহারা আমার ভালবাসার কারণেই তাহাদিগকে ভালবাসে।" পক্ষান্তরে যদি কেহ তাহাদের সহিত শত্রুতা পোষণ করে তাহাও পয়গম্বর (ছঃ)-এর শত্রুতার কারণে করিয়া থাকে। এইহেতু হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, যদি কেহ তাহাদের সহিত হিংসা করে তাহা আমার প্রতি হিংসার কারণেই করিয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে, আমার ছাহাবাগণের সহিত যে প্রেম-ভালবাসা সম্বন্ধিত উহাই আমার সহিত সম্বন্ধিত। তদ্রূপ হিংসা-দ্বেষ ও যাহা তাহাদের সহিত সম্বন্ধিত তাহাই আমার সহিত সম্বন্ধিত।

হজরত তালহা এবং যোবায়ের (রাঃ) উচ্চদরের ছাহাবা ছিলেন এবং[১] আশারায়ে মোবাশশারার অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা বিশেষ অন্যায়, তাহাদের প্রতি লানত বা অভিশাপ করিলে তাহা অভিশাপকারীর প্রতিই প্রবর্তিত হইবে। হজরত তালহা ও যোবায়ের (রাঃ) ঐ ব্যক্তি যাহারা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) স্বীয় খেলাফতের পর যে ছয় ব্যক্তির পরামর্শে রাজ্য পরিচালিত হইবে বলিয়া তিনি নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের কাহাকেও কাহারও প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কোন পরিষ্কার প্রমাণ নাই। হজরত তালহা ও যোবায়ের (রাঃ) স্বেচ্ছায় নিজ খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'আমার অংশ আমি পরিত্যাগ করিলাম।' হজরত তালহা (রাঃ) আবার হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর সহিত বেয়াদবী করার কারণে স্বীয় পিতাকে বধ করিয়া ছিলেন ও তাহার মস্তক হজরত (ছঃ)-এর দরবারে উপনীত করিয়াছিলেন। এ কার্যের জন্য তাঁহার প্রশংসা কোরান শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং হজরত যোবায়ের (রাঃ) ঐ ব্যক্তি

টীকা ঃ (১) বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ ব্যক্তিকে এক সঙ্গে আশারায়ে মোবাশশারা বলা হয়।

যাঁহার বধকারীকে হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) দোজখের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা তিনি ফরমাইয়াছেন "যোবায়েরের বধকারী অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবে।" অতএব তাঁহার দুর্নাম, অভিশাপকারী, তাঁহার 'বধকারী' হইতে কোন অংশে কম নহে। সাবধান, সাবধান, আবার বলি সাবধান, সাবধান দীন ইসলামের মহৎ ব্যক্তিগণের প্রতি দোষারোপ হইতে সাবধান। ইহারা ইসলামের উন্নতিকল্পে ও ইসলাম প্রচারার্থে এবং হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর সাহায্যের জন্য স্বীয় ক্ষমতা ও ধনমাল দিবারাত্র, গোপনে, প্রকাশ্যে লুটাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেম-ভালবাসায় স্বীয় গোত্র, আত্মীয়-স্বজন, বংশধর, স্ত্রী, পরিবার, গৃহদ্বার, ঝর্ণা, শস্য ও বৃক্ষাদী, প্রণালী ইত্যাদি পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেকে উপেক্ষা করিয়া হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)কেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বকীয় প্রেম ও ধন, জন, পরিজনের ভালবাসা হইতে রছুলুল্লাহ (দঃ)-এর ভালবাসা অগ্রগণ্য করিয়াছেন ও ইহারাই রছুল (ছঃ)-এর সংসর্গ লাভ করিয়াছেন ও তাঁহার সংসর্গে নবীত্বের বরকত সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং 'অহি' প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, ও ফেরেস্তার সাক্ষাত লাভে ধন্য হইয়াছেন। তাঁহারা হজরত রছুল (ছঃ)-এর মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনাদী স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অদৃশ্য ঈমান দৃশ্য ঈমানে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাদের জানিয়া বিশ্বাস প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছে। তাঁহারা এইরূপ–ইয়াকীন বা বিশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছেন যাহা তাঁহাদের পর অন্য কেহ প্রাপ্ত হয় নাই। ফলে অন্য কেহ–ওহোদ পর্বততুল্য স্বর্ণ দান করিলেও তাহাদের এক সের বা অর্ধসের 'যব' দান করার সমতুল্য হইবে না। আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় কালাম পাকে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁহারাও আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যথা আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "তাহাদের উদাহরণ তওরাত ও ইঞ্জিল কেতাবে উল্লেখ আছে যে–তাঁহারা শস্যতুল্য। উক্ত শস্য স্বীয় শাখা প্রশাখা বাহির করিল, তৎপর তাহার কাণ্ড পুরু ও স্থূল হইল। তৎপর স্বীয় কাণ্ডের প্রতি দণ্ডায়মান হইল। যদ্দর্শনে কৃষক সন্তুষ্ট হয়, এবং কাফেরগণকে ক্রোধান্বিত করে।" আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদের সহিত হিংসা পোষণকারীকে কাফের বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ হইতে ঐরূপ বিরত থাকা উচিত যেরূপ কোফর হইতে বিরতি কর্তব্য। "আল্লাহ্তায়ালা সুযোগ সুবিধা প্রদানকারী।" যাঁহারা হজরত রছুল (ছঃ)-এর সহিত উক্তরূপ বিশুদ্ধ সম্বন্ধ রাখেন এবং হজরত (ছঃ)-এর মকবুল মনোনীত হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা যদি কোন বিষয়ে পরস্পর বিরোধিতা ও বিবাদ করেন এবং নিজ নিজ মত ও এজতেহাদ বা সমঝোতা অনুযায়ী কার্য করেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি দোষারোপের কোনই অবকাশ নাই, বরং তথা বিভিন্ন মত পোষণ করাই সত্য ও অন্যের অনুসরণ না করাই সঠিক। ইমাম আবু ইউছুফ যখন এজতেহাদের স্তরে উপনীত হইলেন তখন ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) অনুসরণ করা তাঁহার জন্য ভুল এবং নিজের মতানুযায়ী চলাই সত্য ছিল। হজরত ইমাম শাফী (রাঃ) ছাহাবাগণের বাক্যকে স্বীয় অভিমত হইতে অগ্রগণ্য জানিতেন না,

তিনি যে কোন ছাহাবিই হউন না কেন, হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) হউন অথবা হজরত আলী (রাঃ) হউন। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরামের মতের বিপরীত হইলেও তিনি স্বীয় মতানুযায়ী কার্য করাই সত্য জানিতেন। যখন উম্মতের মোজতাহেদগণ ছাহাবা কেরামের মতের বিরোধিতা করিতে পারেন, তখন ছাহাবাগণ পরস্পর বিরোধিতা করিলে দোষণীয় হইবে কেন? পরন্তু বলিব যে, ছাহাবা কেরাম এজতেহাদ বা সমঝোতার বিষয় হজরত নবী করিম (ছঃ)-এর বিরোধিতা করিয়াছিলেন, ও তাহার মতের বিপরীত রায় দিয়াছিলেন, এবং তখন অহি নাজেল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কার্যের জন্য উহাদের নিন্দা অবতীর্ণ হয় নাই ও বিরোধিতা করা নিষেধ আসে নাই। ইহা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে, অতএব ইহা যদি আল্লাহ্তায়ালার না-পছন্দনীয় হইত তবে নিশ্চয় নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হইত এবং বিরোধিতাকারীর প্রতি কঠোর শাস্তির নির্দেশ অবতীর্ণ হইত। আপনি কি দেখিতেছেন না যে, যাহারা সামান্য বাক্যালাপে হজরত নবী করিম (সঃ)-এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলিয়াছিল তাহাদের প্রতি নিষেধ এবং কঠোর শাস্তির নির্দেশ আসিয়াছে। যথা আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন "হে মোমেনগণ তোমরা নবী (ছঃ)-এর স্বর হইতে নিজের স্বর উচ্চ করি ওনা এবং পরস্পর যেরূপ উচ্চস্বরে, বাক্যালাপ কর তদ্রূপ করিওনা; অন্যথায় তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের পূর্বকৃত সৎ আমল সমূহ ধ্বংস হইয়া যাইবে অথচ তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে না।" অপিচ বদর যুদ্ধের পর বন্দীদিগকে লইয়া যখন ভীষণ মতভেদ আরম্ভ হইল, তখন হজরত ওমর ফারুক এবং হজরত ছায়াদ এবনে মোয়াজ (রাঃ) বন্দীগণকে কতল করার নির্দেশ দিলেন এবং অন্য সকলেই অর্থ দণ্ড লইয়া ছাড়িয়া দিবার মত দিলেন। হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) অর্থ দণ্ড লইয়া খালাস দেওয়াই পছন্দ করিলেন। এইরূপ মতানৈক্য স্থল বহু আছে। যথা হজরত (ছঃ) মৃত্যুশয্যায় কাগজ চাহিয়াছিলেন যে, তিনি কিছু লিখিয়া দিবেন, তথায়ও এই প্রকারের বিরোধিতা হইয়াছিল। তখন অনেকে বলিল যে কাগজ আনা উচিত এবং অনেকে নিষেধ করিল। হজরত ওমর ফারুক উহা পছন্দ না করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহর কেতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাঁহার এই বাক্যের জন্য দোষারোপকারীগণ তাঁহাকে নিন্দনীয় করে, ও তাঁহার প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইহা দোষারোপের স্থল নহে, কেননা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) জানিতেন যে, ওহীর জমানা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আছমানী হুকুম পূর্ণ হইয়াছে; এখন এজতেহাদ বা সমঝোতা ব্যতীত নুতন কোন হুকুম প্রবর্তিত করার অবকাশ নাই। অতএব হজরত (ছঃ) এখন আর কি লিখিয়া দিবেন; যাহা লিখিবেন তাহা এজতেহাদ বা সমঝোতার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হইবে; যাহাতে তিনি ব্যতীত অপর সকলেরও অধিকার আছে। কেননা আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "হে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর।" তখন তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে হজরত নবী করিম (ছঃ)-এর এরূপ ভীষণ কষ্টের মধ্যে তাঁহাকে উৎপীড়িত করা অনুচিত। বরং উহা সকলের মতের প্রতি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। সুতরাং তিনি বলিলেন যে, আল্লাহর কেতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ কেয়াছ বা এজতেহাদকারীগণের জন্য কোরান পাক-যাহা উক্ত কেয়াছ ও এজতেহাদের মূল ও উৎপত্তিস্থল তাহাই যথেষ্ট। হুকুম বা বিষয় সমূহ তথা হইতে

তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া লইবেন। বিশেষভাবে তিনি আল্লাহ্র কেতাব উল্লেখ করার কারণ এই হইতে পারে যে, বাক্যের ভাবধারায় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হজরত (ছাঃ) যাহা লিখিতে চাহিয়াছেন তাহার মূল কোরান পাকে বর্তমান আছে, কিন্তু হাদীছ শরীফে নাই। এইহেতু তিনি হাদিসের উল্লেখ করেন নাই। অতএব হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর তৎকালীন তকলিফ দৃষ্টে হজরত ওমর (রাঃ) তাহার প্রতি মায়া ও অনুগ্রহ করতঃ তাঁহাকে কষ্ট দিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরন্তু কাগজ আনার আদেশ করা মোস্তাহাব আদেশ ছিল, ওয়াজেব ছিল না, যেন তাঁহার পর কাহাকেও সমঝোতার জন্য কষ্ট করিতে না হয়; যদি উক্ত আদেশ ওয়াজেব বা একান্ত কর্তব্য হইত তাহা হইলে হজরত (ছঃ) নিশ্চয় তদ্বিষয় তাগিদ করিতেন এবং সামান্য বাধায় ক্ষান্ত হইতেন না।

প্রশ্ন ঃ তৎকালে হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) যে বলিয়াছিলেন "ইহা কি বিলাপ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর"– ইহার অর্থ কি?

উত্তর ঃ হয়ত হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার কষ্টের জন্য এই সকল কথা তাঁহার পবিত্র আনন হইতে অনিচ্ছাকৃত বহির্গত হইতেছে, যাহা 'লিখিয়া দিব' বাক্য দ্বারা অনুমিত হইতেছে। যেহেতু জীবনে কখনও তিনি স্বহস্তে লিখেন নাই। পরন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, "আমার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না।" যেহেতু ইতিপূর্বেই দীন ইসলাম পূর্ণ হইয়াছে এবং আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামত সিদ্ধ হইয়াছে ও আল্লাহ্তায়ালা তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতএব তাহার পর পথভ্রষ্টতার অবকাশ কোথায়? অপিচ দুই এক দণ্ডে তিনি কি আর লিখিবেন যাহাতে তাহা নিবারণ হয়। দীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা কি যথেষ্ট নহে? এবং তাহাতেই কি ভ্রষ্টতা নিবারণ হইবে না? এরূপ কষ্টের মধ্যে দুই এক দণ্ডে তিনি আর কি লিখিবেন যাহাতে ভ্রষ্টতা নিবারণ হয়। এই সকল কারণেই হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এ সকল বাক্য মানব হিসাবে তাঁহার পবিত্র আনন হইতে অনিচ্ছাকৃত নির্গত হইতেছে। সুতরাং তিনি বলিলেন যে, তোমরা তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হও; ইতিমধ্যে মতানৈক্য হেতু কলহ আরম্ভ হইল, তখন হজরত (ছঃ) ফরমাইলেন যে, "তোমরা উঠিয়া যাও; বিরোধিতা করিও না।" যেহেতু পয়গম্বর (দঃ)-এর সম্মুখে বিবাদ করা অপছন্দীয় কার্য। তৎপর তিনি দোওয়াত এবং কাগজের কথা পুনরায় স্মরণ করেন নাই।

জানা আবশ্যক যে, ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এজতেহাদের বিষয় হজরত রছুল (ছঃ) এর সহিত যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল তাহাতে তাঁহাদের যদি নফছের আকাংখা ও পক্ষপাতিত্বের লেশমাত্র বর্তমান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা মোরতাদ (ধর্মচ্যুত) এবং ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত হইত। কেননা পয়গম্বর (ছঃ)-এর সহিত অসম্মান ও দুর্ব্যবহার কুফর, আল্লাহ্তায়ালা ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। বরং উক্ত মতবিরোধ আল্লাহ্তায়ালার আদেশ–"হে জ্ঞানী সম্প্রদায়, তোমরা সাবধান হও" অনুযায়ী হইয়াছিল। যেহেতু যে ব্যক্তি এজতেহাদ বা গবেষণা করার পর্যায় উপনীত হয় তাহার জন্য এজতেহাদ

বা গবেষণাধীন বিষয়ে অন্যের মতানুসরণ করা ভুল ও নিষিদ্ধ। অবশ্য অবতারিত আদেশ যেস্থলে গবেষণা ও অভিমতের কোন অবকাশ নাই এবং অনুসরণ ব্যতীত যথায় কোন উপায় নাই, তথায় উক্ত আদেশের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন ওয়াজেব বা অবশ্য কর্তব্য। অবশিষ্ট বাক্য এই যে, প্রথম যুগের ছাহাবাগণ সমারোহ ও আড়ম্বর এবং বাক্য সুসজ্জিত করা হইতে পবিত্র ছিলেন। অন্তর্জগত সংশোধন করাই তাঁহাদের কার্য ছিল। বহির্দেহ তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে নিক্ষিপ্ত ও অলক্ষিত ছিল। সে যুগে প্রকৃতরূপে তাঁহারা আদব সম্মান রক্ষা করিতেন। দৃশ্যতঃ ও মৌখিকভাবে নহে। রছুল (ছঃ)-এর আদেশ পালন ও তাঁহার নিষেধ ও অপছন্দীয় কার্য হইতে বিরত থাকাই তাঁহাদের ব্রত ছিল। তাঁহারা স্বীয় পিতা-মাতা, স্ত্রী-পরিজন সবই তাঁহার পবিত্র পদতলে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এরূপ পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিতেন যে রছুল (ছঃ)-এর থু থু মোবারকও মৃত্তিকায়ে নিক্ষিপ্ত হইতে দিতেন না, বরঞ্চ আবেহায়াত বা সুধাতুল্য তাহা গলধঃকরণ করিতেন। হজরত (ছঃ) যখন স্বীয় পুতঃরক্ত মোক্ষন করাইয়াছিলেন তখন জনৈক ছাহাবী (মালেক এবনে ছেনান) তাঁহার পবিত্র শোণিত ভক্তিসহকারে পান করার ঘটনা প্রসিদ্ধ। যদি উপস্থিত মিথ্যা, প্রতারণার যুগে তাঁহাদের বাক্য রছুল (ছঃ) প্রতি অসম্মান সূচক বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা ভাল ভাবে অর্থ লইতে হইবে, ও মূল অর্থ না লইয়া আনুষঙ্গিক ও ভাবগত অর্থ লইতে হইবে, বাহ্যিক শব্দ যে ধরনেরই হউক না কেন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে না। ঈমান রক্ষার পথ ইহাই। আল্লাহ্তায়ালা তৌফিক বা সুযোগ ও শক্তি প্রদানকারী।

প্রশ্ন ঃ এজতেহাদ বা গবেষণামুলক কার্য সমূহে যখন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বর্তমান আছে, তখন শরীয়তের যে হুকুম সমূহ হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাহার প্রতি কিরূপে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত হয়?

উত্তরঃ সে সময়ের এজতেহাদী বিষয় সমূহ পরক্ষণই আসমানী অবতারিত হুকুমতুল্য হইয়া গিয়াছে, যেহেতু পয়গম্বর (ছঃ)গণকে ভুলের প্রতি স্থায়ী রাখা বিধেয় নহে। অতএব এজতেহাদী বিষয় সমূহের মধ্যে মতভেদের পর তখন আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে যে হুকুম অবতীর্ণ হইত তৎকর্তৃক সত্যাসত্য ও তদানুসারীগণ পৃথক হইয়া যাইত। সুতরাং হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর জমানার এজতেহাদী বিষয় সমূহ অহী নাজেল হইবার পর অকাট্য হুকুমে পরিণত হইয়া ভুলের সম্ভাবনা রহিত হইয়াছে। অতএব হজরত (ছঃ)-এর জমানায় যে সকল হুকুম প্রমাণিত হইয়াছে, সে সকল অকাট্য ও ভুলের সম্ভাবনা হইতে সুরক্ষিত, যেহেতু উহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অকাট্য অহী কর্তৃক প্রমাণিত। অবশ্য গবেষণা কর্তৃক উদ্ধার করার উদ্দেশ্য এই যে, মোজতাহেদ বা গবেষক ও উদ্ধারকারীগণ যেন উচ্চ পদ লাভ করেন এবং ভুল বা সত্য উভয় অবস্থায় তারতম্যানুযায়ী তাঁহারা যেন ছওয়াব প্রাপ্ত হন। অতএব সে কালের এজতেহাদী বিষয় সমূহে মোজতাহেদগণের উচ্চ মর্তবা লাভ হইয়াছে; পরন্তু অহি নাজেল হইবার পর উক্ত হুকুম সমূহ অকাট্য হুকুমে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু অহির যুগ অতিবাহিত হইবার পর উক্ত এজতেহাদী বিষয় সমূহ সন্ধিগ্ধ হুকুমে পরিণত হইয়াছে। যাহার প্রতি আমল করা কর্তব্য, কিন্তু বিশ্বাস করা অনিবার্য নহে। অর্থাৎ কেহ উহা অস্বীকার করিলে সে কাফের হইবে না। কিন্তু যদি মোজতাহেদগণের মতৈক্য হয় তাহা হইলে বিশ্বাস করাও অনিবার্য হইবে।

হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর আহলে বয়েতের ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনায় একটি সুন্দর উপসংহার লিখিয়া এই মকতুব শেষ করিতেছি। ইবনে আব্দুল বারর হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসিল সে আমাকে ভালবাসিল, এবং যে ব্যক্তি আলীর সহিত শত্রুতা করিল, সে আমার সহিত শত্রুতা করিল, এবং যে আলীকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল এবং যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দিল।" ইমাম তিরমিজী ও হাকেম হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং বোরায়দা (রাজিঃ) উহাকে ছহি বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে এই ব্যক্তি চতুষ্টয়কে ভালবাসিতে আদেশ করিয়াছেন, এবং অবগত করাইয়াছেন যে, তিনিও তাহাদিগকে ভালবাসেন। ছাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রছুলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে তাহাদের নাম বলিয়া দিন। তৎপর তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করিলেন যে, আলীও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। তৎপর বলিলেন এবং আবুজার ও মেকদাদ ও ছালমান।"

ইমাম তাবরানী ও হাকেম হজরত ইবনে মছউদ (রাঃ) হইতে হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, "নিশ্চয় হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, হজরত আলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ এবাদৎ বা আল্লাহ্‌র উপাসনাতুল্য।" এই হাদিছের ছনদ উৎকৃষ্ট। ইমাম বোখারী ও মোছলেম হজরত বরায় হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন আমি রছুল (ছঃ)কে দেখিলাম যে, ইমাম হাছান তাঁহার স্কন্ধে আছেন এবং তিনি বলিতেছেন "হে আল্লাহ্ আমি ইহাকে ভালবাসি, তুমিও ইহাকে ভালবাস"।

হজরত ইমাম বোখারী, আবু বকরা হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) মেম্বারে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং হজরত ইমাম হাছান তাঁহার পাশে ছিলেন, তিনি একবার জনগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন আবার ইমাম হাছানের প্রতি দেখিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে "আমার এই পুত্র সৈয়্যেদ (সরদার) এবং আল্লাহ্‌তায়ালা হয়তো ইঁহার মাধ্যমে মোসলমানগণের দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইবেন।" ইমাম তিরমিজি ওছামা ইবনে জায়েদ হইতে রেওয়ায়েৎ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি যে, হজরত হাছান ও হোছায়েন (রাঃ) হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর দুই উরুতের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন তখন তিনি ফরমাইতেছিলেন, "এই উভয়েই আমার সন্তান এবং আমার কন্যার পুত্র। হে আল্লাহ্ আমি ইহাদিগকে ভালবাসি; তুমিও ইহাদিগকে ভালবাস, এবং যাহারা ইহাদিগকে ভালবাসিবে তাহাদিগকেও তুমি ভালবাসিও।" তিরমিজি হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, হজরত রছুল (ছঃ)কে

জিজ্ঞাসা করা হইল-আপনার পরিবারবর্গ হইতে কাহাকে আপনি অধিক স্নেহ করেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "হাছান ও হোছায়েনকে।" মেছওয়ার ইবনে মাখরামা রেওয়ায়েৎ করিতেছেন যে, নিশ্চয় হজরত রছুলুল্লাহ্ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন "ফাতেমা আমার শরীরের মাংস খণ্ডতুল্য, যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রোধান্বিত করিল, সে আমাকে ক্রোধান্বিত করিল।" অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, ঐ বস্তু আমাকে অসন্তুষ্ট করে যে বস্তু তাহাকে অসন্তুষ্ট করে এবং আমাকে কষ্ট প্রদান করে যাহা তাহাকে ক্লিষ্ট করে।" হাকেম হজরত আবু হোরায়রা হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে "নিশ্চয় হজরত নবী করিম (ছঃ) হজরত আলীকে বলিয়াছেন যে-ফাতেমা আমার নিকট তোমার তুলনায় অধিক প্রিয়, এবং তুমি ফাতেমা হইতে আমার নিকট অধিক সম্মানী।

হজরত মাই আয়েশা হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফরমাইয়াছেন-"নিশ্চয় জনগণ স্বীয় উপঢৌকনাদী লইয়া মাই আয়েশার পালার দিবস অন্বেষণ করিত, যাহাতে হজরত রছুল (ছঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভ হয়।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হজরত রছুল (ছঃ)-এর সহধর্মিণীগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম দলে মাই আয়েশা, মাই হাফছা, মাই ছুফিয়া, মাই ছওদা, এবং দ্বিতীয় দলে মাই উম্মে ছলমা, ও অবশিষ্ট মাই ছাহেবাগণ ছিলেন। মাই উম্মে ছালমার দল তাঁহাকে বলিলেন যে, আপনি রছুল (ছঃ) কে বলিয়া দিন যে তিনি যেন জনগণকে বলিয়া দেন যে- কেহ রছুল (ছঃ)-কে উপঢৌকন প্রদানের ইচ্ছা করে সে যেন তিনি (রছুলুল্লাহ্) যে স্থানে অবস্থান করুন না কেন তথায় প্রদান করে। মাই উম্মে ছালমা বলিলেন যে, আমি হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) কে ইহা বলিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, তুমি আমাকে কষ্ট দিও না, নিশ্চয় আয়েশা ব্যতীত কোন সহধর্মিণীর বস্ত্রে অবস্থানকালীন আমার নিকট অহি অবতীর্ণ হয় না। তৎপর তিনি বলিলেন যে, "আমি আপনাকে কষ্ট দেওয়া হইতে আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" অতঃপর উক্ত মাই ছাহেবাগণ হজরত মাই ফাতেমা জোহ্রাকে ডাকিয়া- এই বিষয় বলার জন্য তাঁহাকে হজরত রছুল (ছঃ)-এর নিকট প্রেরণ করিলেন। যখন তিনি আলোচনা করিলেন তখন হজরত (ছঃ) ফরমাইলেন "হে তনয়া, আমি যাহা ভালবাসি তাহা তুমি ভালবাসিবে না কি! তিনি বলিলেন হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন যে, তাহা হইলে তুমি ইহাকে (আয়েশাকে) ভালবাস।" হজরত মাই আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি হজরত নবী করিম (ছঃ)-এর সহধর্মিনীগণ হইতে অন্য কাহারও সহিত প্রতিযোগিতা করিতাম না, যেরূপ মাই খাদিজার সহিত প্রতিযোগিতা করিতাম; অথচ আমি তাঁহার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হই নাই, যেহেতু হজরত (ছঃ) অধিকভাবে তাঁহার স্মরণ করিতেন। যখন ছাগল জবেহ্ করিতেন, তখন তাহা খন্ড খন্ড করিয়া মাই খাদিজার সখিদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহাকে আমি অনেক সময় বলিতাম যে, খাদিজা ব্যতীত পৃথিবীতে বোধ হয় কোন নারীই ছিল না। তদুত্তরে তিনি বলিতেন "হাঁ সে ছিল, ছিল, এবং তাহার গর্ভে আমার এক পুত্র সন্তানও ছিল।" হজরত এবনে আব্বাছ

(রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন "আব্বাছ আমা হইতে এবং আমি আব্বাছ হইতে।" দয়লামী আবু ছাঈদ হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, "নিশ্চয় হজরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন–যে ব্যক্তি আমার পরিবারবর্গের বিষয় আমাকে কষ্ট প্রদান করে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার প্রতি কঠিন অসন্তুষ্ট– হন।" হাকেম আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে "নিশ্চয় হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে "আমার পর আমার পরিবারবর্গের সহিত যে সদ্ব্যবহার করিবে সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" ইবনে আছাকের হজরত আলী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি আমার আহ্লে বয়েতের বা পরিবারবর্গের প্রতি উপকার করিবে রোজ-কেয়ামতে আমি তাহার প্রতিদান প্রদান করিব।" ইবনে আদি ও দয়লামি হজরত আলী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন, "নিশ্চয়ই হজরত রছুল করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি আমার পরিবারবর্গ ও ছাহাবাগণকে অধিক ভালবাসিবে সে ব্যক্তি পুলছেরাতেও অধিকভাবে অটল থাকিবে।"

ফাতেমার বংশ প্রভু ! আশ্রয় আমার,
অন্তিমে ঈমান লয়ে হই যেন পার।
শুন বা না শুন তুমি আমার ক্রন্দন,
দু'হাতে ধরেছি "নবী-বংশের দামন [১]।"

আল্লাহ্তায়ালা! – হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের এবং অবশিষ্ট পয়গম্বর, রছুল ও উচ্চদরের ফেরেস্তাবৃন্দ ও যাবতীয় নেককারগণের প্রতি দরূদ বর্ষিত করুন।

৩৭ মকতুব

নগণ্য খাদেম আবদুল হাই যিনি এই মকতুবাত শরীফ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কল্মায়ে তৈয়েবার উৎকর্ষের বিষয়ে লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম।

"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আল্লাহতায়ালার রোষ বা ক্রোধ নিবারণার্থে অধিক ফলপ্রদ ইহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই। অতএব অগ্নিকুণ্ডে উপনীতকারীর রোষ যে কলেমা কর্তৃক নিবারিত হয়, তদ-অপেক্ষা ক্ষুদ্র রোষাদি নিশ্চয় তৎকর্তৃক উত্তমরূপে প্রশান্ত হইবে। নিবারিত হইবে না কেন! এই পবিত্র কলেমার পুনরাবৃত্তি কর্তৃক বান্দাগণ আল্লাহ্ ব্যতীত অপর সকল বস্তুকে নিবারণ করতঃ উক্ত সকল বস্তু হইতে মুখ ফিরাইয়া সত্য মাবুদের প্রতিই যে– লক্ষ্য করিতেছে। বিভিন্ন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করাই ক্রোধের কারণ, বান্দাগণ যৎপ্রতি

টীকা ঃ (১) দামন–অঞ্চল

আকৃষ্ট ও লিপ্ত হইয়া থাকে, যদি তাহা অন্তর্হিত হয় তাহা হইতে ক্রোধ অন্তর্হিত হইবে। আপনি ইহা দৈহিক জগতেও লক্ষ্য করিবেন। যখন কোন মালিক তাহার কোন ভৃত্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তখন তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়। উক্ত ভৃত্য যদি তখন স্বীয় সৎ আত্মভাবহেতু মালিক ব্যতীত অন্য সকলের প্রতি লক্ষ্য করা হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া তাহার মালিকের প্রতি পূর্ণরূপে লক্ষ্য করে অর্থাৎ নিজেকে তাহার হস্তে ন্যস্ত করে, অবশ্য তখন তাহার প্রতি মালিকের দয়া বাৎসল্য ও অনুগ্রহের উদ্ভব হইবে এবং তাহার রোষ ও মনঃকষ্ট তিরোহিত হইবে।

এই কলেমায়ে তৈয়েবাকে আল্লাহ্তায়ালার নবনবতী অংশ রহমত যাহা পরকালের জন্য গচ্ছিত আছে, তাহার কুঞ্জিকা স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছি এবং জানিতেছি যে, কুফর ও শেরেকের তমোরাশি ও মলিনতা বিদূরীত করণার্থে এই পবিত্র কলেমা হইতে শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই। যদি কেহ এই কলেমার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করতঃ কিঞ্চিৎ ঈমান লাভ করে, সে যদি কুফর ও শেরেকের জঘন্য প্রথা ইত্যাদির মধ্যে লিপ্ত হইয়াও থাকে, তথাপি আশা করি যে, উক্ত ব্যক্তিও এই কলেমা শরীফের সুপারিশে দোজখের কঠিন আজাব হইতে বহিষ্কৃত হইবে এবং তথায় চিরস্থায়ী অবস্থান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। যেরূপ এই উম্মতের কবিরা গোনাহ সমূহের শাস্তি নিবারণার্থে হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (ছঃ)-এর শাফায়াত অধিক ফলপ্রদ ও অধিক কার্যকরী।

এই উম্মতের কবিরা গোনাহ্ বলার কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কবিরা গোনাহ্ অতি অল্প হইত, বরং কুফর ও শেরেকের সংমিশ্রণও তাহাদের মধ্যে অতি সামান্য ছিল, সুতরাং এই উম্মতই শাফায়াত বা সুপারিশের অধিক মুখাপেক্ষী। পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে একদল কুফরের প্রতিই অটল ছিল এবং দ্বিতীয় দল খাঁটি ঈমান লাভ করতঃ আদেশ-নিষেধাদি যথাযথরূপে পালন করিত। কিন্তু গোনাহ পরিপূর্ণ এই উম্মতই ধ্বংস হইত, যদি তাহাদের জন্য কলেমায়ে তৈয়েবাতুল্য শাফায়াতকারী বর্তমান না থাকিত এবং স্বনামধন্য শেষ নবী (ছঃ) ইঁহাদের নিমিত্তে সুপারিশ না করিতেন। "পাপিষ্ঠ একটি সম্প্রদায় এবং ক্ষমাশীল প্রভু, দয়াময়।" এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্তায়ালার এতাধিক অনুগ্রহ ও ক্ষমা ব্যয় হইবে, জানিনা যে পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য তাহা আবশ্যক হইবে। মনে হয় নব-নবতী রহমত এই মহাপাপিষ্ঠ উম্মতগণের উদ্দেশ্যেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

মহাপাপী গণই বটে,
ক্ষমা ক্ষেত্র, অকপটে।

আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং যখন ক্ষমাগুণকে সর্বাধিক ভালবাসেন এবং উক্ত গুণ প্রয়োগ ক্ষেত্র এই ত্রুটিপূর্ণ উম্মততুল্য অন্যত্র কোথাও নাই, সুতরাং ইঁহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হইয়াছে। পরন্তু পবিত্র কলেমা তৈয়েবা যাহা ইহাদের জন্য সুপারিশকারী তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ জেকেরতুল্য হইয়াছে এবং যিনি ইহাদের সুপারিশকারী পয়গম্বর, (দঃ) তিনি সকল পয়গম্বর (আঃ)গণের নেতা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। "ইঁহারাই ঐ দল যাঁহাদের পাপরাশি আল্লাহ্তায়ালা পরিবর্তন

করতঃ পুণ্যে পরিণত করিয়া দিবেন, এবং আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমাশীল, দয়াবান" (কোরান)। হাঁ আরহামুর রাহেমীন বা অনুকম্পাকারীগণের প্রতি অনুকম্পাশীল ঐ প্রকারেরই হওয়া আবশ্যক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানী ব্যক্তি এতাদৃশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কঠিন কিছুই নহে মহতের তরে
যাহা ইচ্ছা করে তিনি স্বীয় শক্তি ভরে।

ইহা কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি অতি সহজ কার্য (কোরান)। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপরাশি ও কার্যের অতিরিক্ততা সমূহ ক্ষমা করিও এবং আমাদিগকে অটল রাখিও; ও কাফেরদিগের প্রতি আমাদিগকে সাহায্য করিও। (কোরান)।

পুনশ্চঃ এই কলেমা শরীফের ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণ করুন; হজরত রছুলুল্লাহ্ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিয়াছে সে ব্যক্তি বেহেস্তে প্রবেশ করিবে"। অদূরদর্শীগণ এ বাক্যে আশ্চর্য্যান্বিত হয় যে, মাত্র একবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিয়া কিভাবে বেহেস্তে দাখিল হইতে পারে? তাহারা এই কলেমা শরীফের বরকত ও উৎকর্ষ সমূহ অবগত নহে। এ ফকির ইহা অনুভব করিতেছে যে, এই কলেমা শরীফ একবার মাত্র উচ্চারণের পরিবর্তে যদি নিখিল বিশ্বের পাপরাশি ক্ষমা করতঃ বিশ্ববাসীকে বেহেস্তে প্রেরণ করা যায়, তাহারও অবকাশ আছে। পরন্তু পরিলক্ষিত হইতেছে যে, এই কলেমা শরীফের বরকত যদি বিশ্বের সকল ব্যক্তিকে বন্টন করিয়া দেওয়া যায় তাহাতে অনন্তকাল পর্যন্ত ইহাই তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে এবং ইহা উক্ত সকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে। তদুপরি ইহার সহিত যদি পবিত্র কলেমা মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ্ (ছঃ) সংযোজিত হয়, এবং তৌহিদ-বাণী প্রচারের ব্যবস্থা হয় ও রেছালাত (সংবাদ বহন) বেলায়েতের (নৈকট্যের) সহিত সম্মিলিত হয়, তখন কত যে উৎকৃষ্ট হইবে– তাহা বলাই বাহুল্য। উল্লিখিত কল্‌মাদ্বয়ের সম্মিলন বেলায়েত ও নবুয়তের পূর্ণতা সমূহের সমষ্টি এবং উক্ত সৌভাগ্যদ্বয় লাভের পথ প্রদর্শক। উক্ত কলেমা শরীফই বেলায়েতকে প্রতিবিম্বের তমসা হইতে, পবিত্র করিয়া থাকে এবং নবুয়তকে উচ্চস্তরে উপনীত করে। হে খোদা, এই পবিত্র কলেমার বরকত হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না ও যাবজ্জীবন আমাদিগকে ইহার প্রতি অটল রাখ এবং ইহার প্রতি বিশ্বাসসহকারে আমাদের মৃত্যু কর ও উক্ত বিশ্বাসকারীদলের সহিত আমাদিগকে পুনরুত্থিত কর, এবং ইহার সম্মানার্থে ইহার প্রচারক (আঃ) গণের ব্যপদেশে আমাদিগকে বেহেস্তে দাখিল কর। (আমিন)॥ আত্মিক পথে যখন দৃষ্টিশক্তি অচল হয় এবং পদ অক্ষম হয় ও মনোবল দমিয়া যায় এবং যখন নিছক অদৃশ্যের সহিত যোগাযোগ হয় তখন এই পবিত্র লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (ছঃ) কলেমা শরীফের 'পদ' ব্যতিরেকে উক্ত পথ অতিক্রান্ত হয় না; তথায় এই পবিত্র কলেমা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে পথিক এই কলেমার তত্ত্বের সাহায্যে তথাকার পথে (এরূপ) এক পদক্ষেপ অগ্রসর হয় ও নিজ হইতে দূরবর্তী হইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ করে, যাহার প্রত্যেক বিন্দু সম্পূর্ণ "দায়রায়ে এমকান" বা সম্ভাব্য (সৃষ্ট) জগত হইতেও বহুগুণ অধিক ও বৃহৎ। অতএব লিখিত বর্ণনা

হইতে এই পবিত্র কলেমার জেকেরের ফজিলত বা উৎকর্ষ উপলব্ধি করা আবশ্যক, নিখিল-বিশ্ব ইহার তুলনায় যেন অতি তুচ্ছ ও মূল্যহীন। আফছোছ, মহাসাগরের সহিত একবিন্দুর যে তুলনা হয় যদি তদ্রূপ হইত। অবশ্য এই কলেমা পাকের উচ্চতা ইহার পাঠকের মহত্বানুযায়ী হইয়া থাকে। পাঠকের মরতবা যেরূপ উচ্চ হয়, এই কলেমা শরীফের উচ্চতার বিকাশও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

যতই দেখিবে তার সুন্দর বদন,
ততই ফুটিবে তাঁর রূপের কিরণ।

জানিনা যে, পৃথিবীর বুকে ইহার তুল্য অন্য কোন আকাঙ্খা থাকিতে পারে যে-কোন ব্যক্তি স্বীয় গৃহের কোণে একাকী অবস্থান পূর্বক উক্ত কলেমা শরীফ পুনরাবৃত্তি করতঃ উহার লজ্জত ও আস্বাদ গ্রহণ করিতে থাকে। কিন্তু কি করা যায়; সকল আকাঙ্খা যে পূর্ণ হয় না এবং সাধারণের সহিত মিলামিশার ফলে মনে যে গাফলাৎ (অমনোযোগিতা) সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে রক্ষা নাই।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের নিমিত্তে নূর পূর্ণ করিয়া দাও, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্বশক্তিমান। "আপনার প্রভু যিনি, ইজ্জৎ ও সম্মানের মালিক বিপক্ষদল যাহা বলিতেছে তাহা হইতে তিনি পবিত্র। সমগ্র রছুল (আঃ) গণের প্রতি ছালাম ও যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি সৃষ্টির প্রতিপালক।

৩৮ মকতুব

হাজী মোহাম্মদ ইউছুফ কাশমিরীর নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আল্লাহ্তায়ালার মারেফত বা পরিচয় ঐ ব্যক্তির প্রতি হারাম বা অবৈধ, যাহার অন্তঃকরণে রাই সরিষাতুল্য পার্থিব ভালবাসা অবস্থান করে, অথবা পার্থিব বস্তুর সহিত তাহার অন্তঃকরণে উক্ত পরিমাণ সম্পর্ক বর্তমান থাকে। কিংবা উক্ত পরিমাণ পার্থিব চিন্তা তাহার অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হয়। অবশ্য তাহার বহির্জগত যাহা তাহার অন্তর্জগত হইতে সুদূর অবস্থিত– তাহা যেন পরজগত হইতে ইহজগতে অবতরণ করতঃ জনসাধারণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন মানসে সম্মিলন সৃষ্টি করিয়াছে। যাহা উপকার আদান প্রদানের জন্য শর্ত। অতএব তিনি যদি পার্থিব বিষয়ে আলোচনা করেন ও পার্থিব সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেন, তাহার অবকাশ আছে এবং তাহা নিন্দনীয় হইবে না; বরং প্রশংসনীয় হইবে। যেন হককুল এবাদ বা সর্বসাধারণের প্রাপ্য বিনষ্ট না হয় এবং উপকার আদান প্রদানের পথ অবরুদ্ধ না হয়। অতএব এই ব্যক্তির বহির্জগত হইতে অন্তর্জগত শ্রেষ্ঠ; তিনি যেন যব দর্শাইয়া[১] গোধুম বিক্রয়কারী কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজেদের অনুরূপ তাঁহাদিগকে গোধুম দর্শাইয়া

টীকাঃ- ১) মন্দ বস্তু দেখাইয়া ভাল বস্তু দানকারী।

যব বিক্রেতা ধারণা করে, এবং তাহারা উহাদের বাহ্যিক জগতকে অন্তর্জগত বলে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা অনুমান করে যে, উহারা বাহ্যতঃ সম্পর্ক হীন প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু উহারা অন্তঃকরণ কর্তৃক আকৃষ্ট।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এবং আমাদের বিরুদ্ধদলের মধ্যে সত্য ভাবে সুবিচার করিয়া দাও। তুমি শ্রেষ্ঠ বিচারক, যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে এবং মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম। হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি উচ্চ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৩৯ মকতুব

সৈয়দ আবদুল বাকী ছাহারানপুরীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে আছহাবে ইয়ামীন এবং আছহাবে শেমাল ও ছাবেকীনগণের বিষয় বর্ণনা হইবে।

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে; "আছহাবে শেমাল বা বাম হস্তে পুস্তকধারীগণ, তমস্বী যবনিকা[১] সমূহের অধিকারী ব্যক্তিগণ, এবং "আছহাবে ইয়ামীন", বা-দক্ষিণ হস্তে পুস্তকলাভকারীগণ সমুজ্জ্বল আবরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি। "ছাবেকীন" বা অগ্রগামী ঐ দল যাঁহারা এই উভয় যবনিকা অতিক্রম করিয়াছেন এবং তাঁহাদের একপদ বাম হস্তধারীদিগের ও দ্বিতীয় পদ দক্ষিণ হস্তধারীগণের উপর স্থাপন পূর্বক মূলবস্তুর প্রান্তরে পুরোগামী হইয়াছেন, এবং সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী প্রতিবিম্বাদি হইতে উর্ধারোহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এছেম ছেফত (নামগুণাবলী) এবং শান এতেবারাত (উহাদের মূল) হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন না। "আছহাবে শেমাল" কাফের ও বদবখত ও দূরদৃষ্টিধারী ব্যক্তিগণ, এবং "আছহাবে ইয়ামীন" ইছলামধারী ও অলিআল্লাহ্‌গণ, এবং "ছাবেকীন" নিজস্ব হিসাবে ও বাস্তবে পয়গম্বর (আঃ)-গণও অনুগামী এবং পরবর্তী হিসাবে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহার ভাগ্যে ইহা প্রদান করেন, (তাঁহারাই) পয়গম্বর (আঃ) গণের সহচরগণের মধ্যে উচ্চদরের ছাহাবাগণ অনুগামী হিসাবে ইহা অধিকভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ছাহাবা ব্যতীত অপর সকলের মধ্যে ইহা অতিঅল্প ও সামান্যরূপে লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে উহারাও ছাহাবাগণের অন্তর্ভুক্ত এবং পয়গম্বর (আঃ) গণের কামালত বা পূর্ণতা লাভকারীগণের শামিল। ইহাদের জন্যই হয়তো হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "বুঝিতে পারা যায় না যে, তাঁহাদের প্রথম দল শ্রেষ্ঠ অথবা শেষ দল।"

টীকা ঃ (১) অন্ধকার পরদা।

অবশ্য তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, "আমার যুগই শ্রেষ্ঠ যুগ।" ইহা তিনি 'যুগ' হিসাবে বলিয়াছেন এবং উহা বিশেষ ব্যক্তি হিসাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বজ্ঞ, ছুন্নত জামাতদলের এজমা বা একতাবদ্ধ মত যে, শায়খায়েন হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) পয়গম্বর (আঃ) গণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ। পয়গম্বর (আঃ) গণের পর হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) হইতে অগ্রগামী হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তিই নাই। অতএব তিনি এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামীগণেরও পুরোগামী এবং এই মিল্লাত বা ধর্মের পূর্ববর্তীগণের অগ্রবর্তী। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁহারই অছিলায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন ও তাঁহারই মাধ্যমে অন্য সকল হইতে উর্ধে আরোহণ করিয়াছেন। এইহেতু হজরত ফারুক (রাঃ) কে হজরত ছিদ্দিক (রাঃ)-এর খলিফা বলা হয় ও খোতবার মধ্যে তাঁহাকে রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর খলিফার খলিফা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। হজরত ছিদ্দিক (রাঃ) যেন এ বিষয়ের রাজ অশ্বারোহী ও হজরত ফারুক (রাঃ) তাঁহার অনুসাদী[১] বা পশ্চাতে উপবেশনকারী। অতি উত্তম অনুসাদী যিনি অশ্বারোহীর সহিত সহযোগিতা করেন, এবং তাঁহার বিশিষ্ট গুণাবলীর অংশ প্রাপ্ত হন।

মূল বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে—"ছাবেকীনগণ" দক্ষিণ ও বাম হস্তধারীগণের রীতি ও গণ্ডির বহির্ভূত এবং জুলমানী ও নূরানী বা তমস্বী ও উজ্জ্বল কার্যকলাপ হইতে উন্নত। ইহাদের আমলনামা (কর্মতালিকা) দক্ষিণ ও বাম হস্তধারীগণের আমলনামার বাহিরে এবং ইহাদের হিসাবও উহাদের উভয়ের হিসাব হইতে পৃথক। ইহাদের আচরণ বিভিন্ন ও ইহাদের সহিত ইশারা ইঙ্গিতও পৃথক। আছহাবে ইয়ামীনগণ, আছহাবে শেমালদিগের অনুরূপ ইহাদের পূর্ণতা আর কি উপলব্ধি করিবে। অর্থাৎ আছহাবে শেমালগণের মতো আছহাবে ইয়ামীনগণও ইহাদের কামালাত হইতে বঞ্চিত এবং বেলায়েতধারীগণও সাধারণ মোমেনগণেরতুল্য, ইহাদের রহস্য আর কি প্রাপ্ত হইবে। কোরআন শরীফের 'মোকাত্তায়াত'[২] হরফ সমূহ (আলিফ-লাম-মীম; তোহা; ইয়াছিন, ইত্যাদি) তাঁহাদের রহস্যের ইঙ্গিত স্বরূপ এবং "মোতাশাবেহ্" আয়াত সমূহ ইহাদের সম্মিলনস্তর সমূহের গুপ্তধনভাণ্ডারতুল্য। ইহারা মূলবস্তুর মধ্যে উপনীত হইয়া প্রতিবিম্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন এবং প্রতিবিম্বধারী ব্যক্তিগণকে ইহাদের বিশিষ্ট হরমখানার (অন্তর্গৃহ) নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারাই মোকাররাব বা নৈকট্যে পুরোগামী, এবং রওহ্ (শান্তি), রায়হান (সুগন্ধি) ইহাদেরই অংশ। ইহারা রোজ হাশরের ভয়ঙ্কর ব্যাপারে বিচলিত ও ভীত হইবেন না ও অন্য সকলের ন্যায় সেদিনের আতঙ্কে-আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইবেন না। হে খোদা, হজরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে তাঁহাদের

টীকা ঃ (১) সাদী—আরোহী, অনুসাদী—অশ্বারোহীর পিছনে উপবেশনকারী।

(২) মোকাত্তায়াত—খণ্ড অক্ষর।

প্রেমিক দলের অন্তর্ভুক্ত কর। যেহেতু "যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহারই সঙ্গে।" হজরত নবীয়ে করিম (দঃ) ও তাঁহার বংশধর ও পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণ এবং তাঁহাদের সকলের বংশধরগণের প্রতি– দরুদ, ছালাম ও সম্মান এবং প্রাচুর্য বর্ষিত হউক।

৪০ মকতুব

মাওলানা বদরুদ্দীনের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার নিমিত্তে, এবং তাঁহার নির্বাচিত দাসগণের প্রতি ছালাম। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত হইতে এছম ছেফত ও শান এতেবারের আবরণ বিদীর্ণ হওয়া দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার দৃশ্যত তিরোধান; দ্বিতীয় প্রকার বাস্তবে অপসরণ। বাস্তবে অপসরণ অসম্ভব, এবং দৃশ্যত অন্তর্ধান সম্ভব বরং সংঘটিত। কিন্তু উহা অতি অল্প সংখ্যক এবং বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভাগ্যে লাভ হয়। হাদীছ শরীফে যাহা আসিয়াছে যে, "নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালার জন্য সপ্ততি সহস্র আলোক ও আঁধারের যবনিকা বর্তমান আছে। যদি উহা বিকশিত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বদনের তীক্ষ্ণ আলোকচ্ছটা তাঁহার দৃষ্টির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সৃষ্ট বস্তুসমূহকে দগ্ধিভূত করিবে। এই অপসরণ বাস্তব হিসাবে অপসরণ বলা হইয়াছে, যাহা সম্ভবপর নহে। এ ফকির কতিপয় পুস্তকে লিখিয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত হইতে সমূহ আবরণ তিরোহিত হয়। উহার অর্থ দৃষ্টি হইতে অপসরণ। যেরূপ আল্লাহ্তায়ালা কোন ব্যক্তিকে যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তি প্রদান করেন; যাহাতে সে ব্যক্তি আবরণের অন্তরাল হইতে সমস্ত বস্তু দর্শন করিতে সক্ষম হয়; সে স্থলে যেন দৃশ্যত পরদা অপসারিত হয়, ইহাও তদ্রূপ। অতএব জানা গেল যে, এ ফকির আবরণ, বিদরণ ও অপসারণের বিষয় যাহা লিখিয়াছে তাহা ব্যবধান, বিদরণ ও অন্তর্হিতি নিষেধের হাদিছের প্রতিকূল নহে। উক্ত বিদরণ এবং এই বিদরণ বিভিন্ন প্রকার। অতএব আপনি সন্দেহকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে এবং দৃঢ়রূপে মোস্তফা (দঃ)-এর পদানুসরণ করে। তাঁহার প্রতি ছালাম! মোস্তফা (দঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি উচ্চ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৪১ মকতুব

শায়েখ ফরিদ থানেশ্বরীর নিকটে লিখিতেছেন।

আল্লাহ-তায়ালার অনুগ্রহে ও তদীয় প্রিয় নবী (ছঃ)-এর অছিলায় অন্তের অন্তস্তরে উন্নতির সময় এরূপ একটি স্তর সম্মুখীন হইবে যে, তথাকার প্রত্যেক পরমাণু সম্পূর্ণ দায়রায়ে এমকান বা সম্ভাব্য জগত হইতে বহুগুণে বৃহত্তর। অতএব 'ছুলুক' বা ভ্রমণ কর্তৃক যদি

তথাকার এক পরমাণু অতিক্রান্ত হয়, তাহা হইলে দায়রায়ে এমকান হইতেও বহুগুণে অধিকস্থান অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি তথাকার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাহার অবস্থা যে কি হইবে, তাহা চিন্তা করা উচিৎ। এখন উপলব্ধি হইল যে, অবশ্যম্ভাবী মর্তবাসমূহ ও তদুর্ধের মর্তবাসমূহের সম্মুখে দায়রায়ে এমকানের কোনই মূল্য নাই। আফছোছ! মহাসাগরের সহিত এক বিন্দুর তুলনা যাহা হয়; তথায় তাহাও যদি থাকিত! অতএব প্রমাণিত হইল যে, কেহ স্বীয় পদ শক্তি ভরে প্রিয়জনের গৃহপ্রান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হইবে না, এবং স্বীয় চক্ষু কর্তৃক তাহাকে দর্শন করিতেও সক্রিয় হইবে না। "মহারাজের বাহন ব্যতীত তাঁহার দান বহিতে পারে না।"

৪২ মকতুব

মীর্জ্জা হোছমুদ্দিনের পুত্র খাজা জামালুদ্দিনের নিকটে লিখিতেছেন। ছয়েরে আফাকী ও আনফুছী ইত্যাদি বিষয়ে ইহাতে বর্ণনা হইবে।

॥ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ॥

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ-তাআলার জন্য এবং ছাইয়েদুল মোরছালীন ও রাহমাতুললিল আলামীন (ছঃ) ও তাঁহার বংশধর ও সহচরগণের প্রতি অদ্যকার দিন হইতে কেয়ামত পর্যন্ত দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

হে স্নেহাস্পদ বৎস, আল্লাহ পাক আপনাকে ইহ-পরকালে সৌভাগ্যবান করুন। মনযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন। সাধক স্বীয় উদ্দেশ্য সংশোধন ও আকাংখাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভের পর যখন আল্লাহর জেকের বা স্মরণে নিবিষ্ট হয় এবং কঠোর পরিশ্রম ও অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, ও স্বীয় প্রবৃত্তির (নফছের) পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তাহার অসৎ গুণ সমূহ যখন সচ্চরিত্রে পরিবর্তিত হইয়া যায়, ও তাহার তওবা এনাবত (প্রত্যাবর্তন) সংঘটিত হয় ও পার্থিব প্রেম তাহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয়, ও ছবর (ধৈর্য), তাওয়াক্কোল (নির্ভরশীলতা), রেজা (সন্তুষ্টি) উপার্জিত হয়। তৎপর উল্লিখিত তদীয় লব্ধ বস্তু সমূহকে উদাহরণিক জগতে যথাক্রমে পর পর অবলোকন করে এবং নিজেকে মানবতার কলঙ্ক ও মালিন্য এবং মনুষ্যোচিত অসৎ গুণ সমূহ হইতে পবিত্র ও পরিষ্কার বলিয়া দর্শন করে, তখন অবশ্যই তাহার "ছয়েরে আফাকী" বা বহির্জগত ভ্রমণ সমাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহাদের একদল এ স্থলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহারা সপ্ত লতীফার প্রত্যেকটিকে আলমে মেছালে (উদাহরণিক জগতে) উহাদের অনুকূল নূর হইতে এক একটি নূর রূপে ধার্য করিয়াছেন এবং উক্ত উদাহরণিক নূর প্রকাশ– প্রত্যেক লতীফার পরিষ্কৃতির চিহ্ন বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাহারা 'কলব' হইতে উক্ত ছয়ের আরম্ভ করতঃ যথাক্রমে পর পর লতীফায়ে 'আখ্‌ফা' পর্যন্ত লইয়া গিয়াছেন যাহা সর্বশেষ লতীফা। যথা

সাধকের 'কলবের' পরিষ্কৃতি উল্লেখিত কলবের বিকাশ, উদাহরণিক স্তরে 'লোহিত' বর্ণের 'নূর' এবং 'রুহের' নির্মলতা 'হলুদ' বর্ণের নূর সাব্যস্ত করিয়াছেন। এইরূপে অন্যান্য লতীফা সমূহকেও জানিবেন। ফলকথা, ছয়েরে আফাকীর উদ্দেশ্য এই যে, সাধক তাহার গুণাবলী ও চরিত্রের পরিবর্তন 'আলমে মেছালের' দর্পণে অবলোকন করে ও তথায় স্বীয় তমরাশি ও মলিনতার অন্তর্হিতি অনুভব করে, যাহাতে স্বকীয় পরিষ্কৃতির প্রতি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, ও স্বীয় পবিত্রতার জ্ঞান লাভ হয়। সাধক যখন তাহার অবস্থার পরিবর্তন প্রতি মূহুর্তে বহির্জগতস্থিত আলমে মেছালে অবলোকন করে এবং উক্ত জগতে স্বীয় পরিবর্তন ও রূপান্তরণ দর্শন করে, তখন ইহাই ছয়েরে 'আফাকী' বা বহির্জগতে ভ্রমণ বটে। প্রকৃত পক্ষে এই ভ্রমণ সাধকের নফছের মধ্যে সংঘটিত হয়, যাহা তাহার গুণ ও চরিত্র সমূহের প্রকারাত্মক গতিবিধি, এবং অবস্থার পরিবর্তন। কিন্তু যখন দূরদর্শিতা হেতু তাহার লক্ষ্য বহির্জগতের প্রতি, অন্তর্জগতের প্রতি নহে; তখন উক্ত ভ্রমণকে বাহ্যিক জগতের সহিত সম্বন্ধিত করা হয়। এই বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধিত ভ্রমণের পূর্ণতাকে 'ছয়ের ইলাল্লাহ' বা খোদার দিকে ভ্রমণের সমাপ্তি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহারা 'ফানা' বা নফছের লয় প্রাপ্তি ইহার প্রতি নির্ভরশীল করিয়াছেন ও এই ছয়েরকেই 'ছুলুক' বা 'ভ্রমণ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার পর যে 'ছয়ের' সংঘটিত হয় তাহাকে ছয়েরে আনফুছী নাম প্রদান করিয়াছেন এবং উহাকে ছয়ের ফিল্লাহ্ও (খোদার মধ্যে ভ্রমণ) বলা হইয়া থাকে, এ স্থলেই 'বাকাবিল্লাহ' প্রমাণ করেন। তাহারা এই মাকামে জজ্বা বা আকর্ষণের পর ছুলুক-ভ্রমণ হাছিল হয় বলিয়া বিশ্বাস রাখেন। সাধকের লতীফা সমূহ যখন ইতিপূর্বের ছয়ের কর্তৃক পবিত্রতা লাভ করিয়াছে ও মনুষ্যোচিত তমসাদি হইতে মুক্ত ও নিষ্কৃত হইয়াছে, তখন তাহার 'রব' বা উৎপত্তিস্থান যে সমষ্টিভূত 'এছম' তাহার প্রতিবিম্ব আবির্ভাবের দর্পণ হইবার যোগ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব এই লতীফা নিচয় সমষ্টিভূত এছমের অংশ সমূহের তাজাল্লী বা আবির্ভাব স্থল হইয়া থাকে। উল্লিখিত ছয়েরকে ছয়েরে আনফুছী বলার কারণ এই যে, (সাধকের) নফ্ছ (আল্লাহ্তালার) এছম্ সমূহের প্রতিবিম্বের দর্পণ স্বরূপ হয়। ইহা নহে যে, সাধক স্বীয় নফছের মধ্যে ছয়ের করে। ইতিপূর্বে ছায়েরে আফাকীর বিষয়ও এইরূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উহা দর্পণত্ব হিসাবে ছয়েরে আফাকী বা বহির্জগতে ভ্রমণ; বাস্তব হিসাবে নহে। এই ছয়েরে আনফুছী প্রকৃতপক্ষে নফ্ছের দর্পণ মধ্যে এছম সমূহের প্রতিবিম্বের ভ্রমণ। এইহেতু এই ছয়েরকে "আশেকের মধ্যে মাশুকের ভ্রমণ"ও বলা হয়।

দর্পণে ছবির বিকাশ নহে যে ভ্রমণ,
চাকচিক্য হেতু করে ছবিটি গ্রহণ।

এই ছয়েরকে 'ছয়ের ফিল্লাহ' এই কারণে বলা যাইতে পারে যে, এই ছয়ের কর্তৃক সাধক আল্লার চরিত্রে চরিত্রবান হয় বলিয়া কথিত আছে। অর্থাৎ সে এক চরিত্র হইতে অন্য চরিত্রে পরিবর্তিত হইয়া যায়। কেননা আবির্ভাব স্থল আবির্ভূত বস্তুর স্থল হিসাবে হইলেও কতিপয় গুণ লাভ করে। অতএব আল্লাহ তায়ালার এছম্ সমূহের মধ্যে যেন তাহার ভ্রমণ

সংঘটিত হইল। (অন্য মাশায়েখ গণের) এই মাকামের শেষ সিদ্ধান্ত এবং এই বাক্যের শেষ সংশোধন ইহাই।

মাকাম লাভকারী ব্যক্তির যে, কি অবস্থা এবং বক্তারই যে কি মনোভাব তাহা উপলব্ধি করা সুকঠিন। প্রত্যেকেই স্বীয় জ্ঞান ও অনুভূতি অনুযায়ী কথা বলিয়া থাকে এবং বক্তা স্বীয় বাক্যের অর্থ এক প্রকার চিন্তা করে, কিন্তু শ্রোতাগণ হয়তো তাহার বাক্যের অর্থ অন্য প্রকার ধারণা করিয়া থাকে। মাশায়েখগণ ছয়েরে আনফুছীকে নির্বিঘ্নে 'ছয়ের ফিল্লাহ' বলেন এবং নির্ভয়ে 'বাকা বিল্লাহ' নাম প্রদান করেন ও উহাকেই সম্মিলন ও সংযোজনের মাকাম ধারণা করেন। কিন্তু এরূপ বাক্য প্রয়োগ এ ফকিরের প্রতি অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং বহু কৌশল ও সমারোহের সহিত উক্ত বাক্যসমূহের সংশোধন ও সমাধান করিতে হইতেছে, যাহার কিয়দংশ তাঁহাদের বাক্য হইতে গৃহিত এবং কিয়দংশ এলহাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তি হইতে আহৃত। ছয়ের আফাকীর মধ্যে যেন স্বীয় অসচ্চরিত্রসমূহ হইতে তাখ্লিয়া বা শূন্যতা লাভ হইয়াছিল এবং এই ছয়েরে আনফুছীর মধ্যে সচ্চরিত্রাবলী কর্তৃক তাজ্লিয়া বা বিভূষণ হয়। "তাখ্লিয়া" বা শূন্যতা ফানা বা লয় প্রাপ্তির মাকামের অনুকূল এবং "তাজ্লিয়া" বা অলঙ্কৃতি বাকা বা স্থায়ীত্ব লাভের মাকামের উপযোগী। তাহারা এই ছয়েরে আনফুছী অন্তঃহীন বলিয়া বিশ্বাস করেন ও ইহা অনন্তজীবন লাভ করিলেও সমাপ্ত হইবে না বলিয়া নির্দেশ প্রদান করেন। তাহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রিয়জনের (আল্লাহর) চরিত্র ও গুণাবলীর অন্ত নাই, অতএব উক্ত চরিত্রবান সাধকের মানসদর্পণে সর্বদাই তাহার কোন না কোন এক গুণ প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে এবং তাহার পূর্ণতা সমূহের কোন না কোন এক পূর্ণতার আবির্ভাব হয়। সুতরাং উহা আর কিভাবে নিঃশেষ হইবে এবং সমাপ্তি কিরূপে ধারণা করা যায়। তাহারা যে বলিয়া থাকেন–

পরমাণু ক্ষুদ্র হউক, কিংবা বৃহত্তম,
আজীবনে হ'বে না তার পথ অতিক্রম।

উল্লিখিত 'ফানা-বাকা' যাহা ছয়েরে আফাকী ও আন্ফুছী কর্তৃক লাভ হয় তদ্দারা তাঁহারা উক্ত সাধকের প্রতি 'অলিত্বের' নাম প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং এই পর্যন্তই পূর্ণতার শেষ স্তর বলিয়া জানেন। ইহার পর যদি ছয়ের সংঘটিত হয় তাহা হইলে তাহারা উহাকে 'প্রত্যাবর্তনের ছয়ের' অর্থাৎ ছয়ের 'আনিল্লাহ বিল্লাহ' বা খোদা হইতে খোদাকে লইয়া প্রত্যাগমন বলিয়া থাকেন। এইরূপ চতুর্থ ছয়ের যাহাকে "ছয়ের ফিল আশ্ইয়া বিল্লাহ" (খোদাকে লইয়া সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে ভ্রমণ) বলা হয়; তাহাও অবতরণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহারা পরবর্তী এই দুই ছয়েরকে মুরীদগণের পূর্ণতা সাধন ও পথ প্রদর্শনের জন্য ধার্য করিয়াছেন; যেরূপ পূর্ববর্তী ছয়েরদ্বয় স্বীয় পূর্ণতা ও অলিত্ব লাভের জন্য ছিল। অপর একদল মাশায়েখ বলিয়াছেন যে, সপ্ততিসহস্র যবনিকার (সত্তর হাজার পর্দার) উল্লেখ হাদীছে আসিয়াছে-"নিশ্চয় আল্লাহতালার জন্য সপ্ততিসহস্র নূর ও জুলমাতের বা আলোক ও আঁধারের যবনিকা (পর্দা) বর্তমান আছে" (হাদীছ)। যাহা ছয়েরে আফাকীর মধ্যে বিদরিত হয়, অর্থাৎ

লতীফা সপ্তকের প্রত্যেক লতীফার মধ্যে দশ দশ সহস্র পর্দা বিদীর্ণ হয়। যখন উক্ত ছয়ের (ভ্রমণ) সমাপ্ত হয়, তখন সমুদয় যবনিকা তিরোহিত হয় এবং সাধক ছয়ের ফিল্লার সহিত সম্মিলিত হয় ও মিলন লাভের মাকামে উপনীত হইয়া থাকে।

বেলায়েত লাভকারী বা অলি সম্প্রদায়ের ছয়ের-ছুলুক-এর শেষ ফল ইহাই ও তাঁহাদের পূর্ণতা প্রাপ্তি ও পূর্ণতা প্রদান সাধনার সমষ্টিভূত তালিকা ইহাই। আল্লাহ তায়ালার পরম অনুগ্রহে এ ফকিরের প্রতি এ বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং যেভাবে আমাকে পরিচালিত করা হইয়াছে, অবদানের আলোচনা কল্পে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। হে বিচক্ষণ দূরদর্শী ব্যক্তিগণ সাবধান হও! (কোরআন)।

আল্লাহ পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শণ করতঃ মধ্য পথে পরিচালিত করুন। জানিবেন যে, আল্লাহ তায়ালা আনুরূপ্য ও প্রকারবিহীন। তিনি যেরূপ 'আফাক্' বা বহির্জগতের বাহিরে তদ্রূপ 'আনফুছ' বা অন্তর্জগতেরও বহির্ভূত। অতএব আফাকী বা বহির্জগতে ভ্রমণকে আল্লার দিকে ছয়ের এবং ছয়েরে আনফূছী বা অন্তর্জগতে ভ্রমণকে আল্লার মধ্যে ছয়ের নাম প্রদানের কোনই অর্থ হয় না। বরং উল্লিখিত উভয় প্রকার ভ্রমণই আল্লাহ্‌র দিকে ছয়েরের অন্তর্ভূক্ত। ছয়ের ফিল্লাহ এরূপ একটি ছয়ের যাহা বহির্জগত ও অন্তর্জগত হইতে বহুদূরে অবস্থিত; এবং উহাদের পরেরও পরে! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ছায়ের ফিল্লাহকে ছয়েরে আনফূছী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন ও উহাকে অন্তহীন এবং অনন্ত জীবনেও উহার অবসান ঘটিবে না বলিয়া থাকেন। যথা ইতিপূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব যখন এই ছয়েরে আনফুছী ছয়েরে আফাকীর ন্যায় দায়রায়ে এমকান বা সম্ভাব্য জগতের অন্তর্ভুক্ত তখন তাহাদের উল্লিখিত বিধানানুযায়ী দায়রায়ে এমকান অতিক্রান্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং চিরতরে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকা ব্যতীত উপায় নাই এবং কখনও 'ফানা' সাধিত হইবে না, ও 'বাকা' প্রাপ্তিরও চিন্তা করা যাইবে না। তাহা হইলে মিলন, নৈকট্য ও পূর্ণতা কিরূপে সাধিত হইবে। 'ছোবহানাল্লাহ'– আশ্চর্যের বিষয়, যখন বোজর্গ ব্যক্তিত্বগণ পানি হইতে মরিচিকাকেই যথেষ্ট জানেন এবং আল্লার দিকে ভ্রমণকে আল্লাহ্‌র মধ্যে ধারণা করেন ও সম্ভাব্য জগতকে অবশ্যাম্ভাবী অনুমান করেন ও প্রকারসম্ভূত বস্তুকে প্রকারবিহীন বলিয়া সাব্যস্ত করেন–তখন ক্ষুদ্র নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের প্রতি কি আর দোষারোপ করা যাইবে, এবং তাহাদের কি বা দুর্নাম করা সম্ভব হইবে। কি বিপদ! তাহারা অন্তর্জগতকে কিরূপে আল্লাহ বলিতে পারেন এবং তাহার মধ্যে ছয়ের বা ভ্রমণের শেষ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে উহাকে অন্তহীন ধারণা করেন। এই ছয়েরে আনফুছীর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার এছম ছেফাতের আবির্ভাব সাধকের দর্পণে সংঘটিত হয় বলিয়া তাহারা নির্ধারিত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত আবির্ভূত বস্তু আল্লাহতায়ালার এছম ছেফাত সমূহের প্রতিবিম্বের কোন এক প্রতিবিম্বের বিকাশ, এছম ছেফাত সমূহের অবিকল বিকাশ নহে। এই মকতুবের শেষে খোদাচাহে ইহার বিশেষ আলোচনা লিপিবদ্ধ করিব।

কি করিব ঃ- জ্ঞান, বিবেক থাকা সত্ত্বেও আল্লাহতায়ালার পবিত্র দরবারে এইরূপ অপমান কিভাবে সহ্য করিব, তাঁহার অধিকারে কিভাবে অন্যকে শরীক করিব, যদিও আমার প্রতি উক্ত বোজর্গগণের ন্যায্য দাবী বর্তমান আছে। কেননা তাঁহাদের মাধ্যমে আমি বহু প্রকারের দীক্ষা লাভ করতঃ প্রতিপালিত হইয়াছি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার 'হক' বা প্রাপ্য তাঁহাদের সকলের দাবীর বহু উর্ধে ও আল্লাহ তায়ালার প্রতিপালন অন্য সকলের প্রতিপালন হইতে অতি বৃহৎ। আল্লাহ্‌তায়ালার সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে প্রতিপালনের কারণেই আমি এই চক্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার পবিত্র রাজত্বে বা অধিকারে অন্যকে শামিল করি নাই। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যেহেতু তিনি আমাদিগকে এই বিষয়ের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না। (কোরআন)

আল্লাহ তায়ালা রীতি ও প্রকারবিহীন; সাদৃশ্য ও আনুরৌপ্যের কলঙ্কে যাহা কলঙ্কিত তাহা আল্লাহ তায়ালার পবিত্র জাত হইতে বিচ্ছিন্ন। অতএব বহির্জগত ও অন্তর্জগতের দর্পণে ও আবির্ভাব স্থলে তাঁহার সংকুলান হয় না। উহাদের মধ্যে যাহা আবির্ভূত হয়, আবির্ভাব স্থলের ন্যায় তাহারাও প্রকার সম্ভূত বস্তু বটে। সুতরাং 'আফাক' ও 'আনফুছ' বা বহির্জগত ও অন্তর্জগত অতিক্রম করিতে হইবে এবং সেই পবিত্র জাতকে উহাদের বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে। বহির্জগত বা অন্তর্জগত যাহাই হউক সম্ভাব্য জগতে যখন আল্লাহ তায়ালার সংকুলান হয় না, তখন তাঁহার এছ্‌ম ছেফাত বা নাম গুণাবলীরও তথায় সংকুলান হয় না। অতএব তথায় যাহা আবির্ভূত হয়, তাহা এছ্‌ম ছেফাত সমূহের প্রতিবিম্ব এবং আকৃতি ও নিদর্শন মাত্র। বরং এছ্‌ম ছেফাত সমূহের প্রতিবিম্ব ও নিদর্শন স্বরূপ হওয়া ও বহির্জগত ও অন্তর্জগতের বহির্ভূত; তথায় ক্ষমতা, বল প্রয়োগ কর্তৃক সজ্জিতকরণ ও চিত্র অংকন হইতে অধিক আর কিছুই নহে; আবির্ভাবই বা কাহার এবং আবির্ভূত বস্তু বা কোথায় ? কারণ আল্লাহ তায়ালার পবিত্র জাতের অনুরূপ তাহার এছ্‌ম ছেফাত সমূহও রকম প্রকারবিহীন এবং আনুরৌপ্য ও দৃষ্টান্ত রহিত। যে পর্যন্ত তুমি আফাক আনফুছ হইতে বহিষ্কৃত না হইবে, সে পর্যন্ত প্রতিবিম্বত্বের অর্থ অবগত হইবে না। অতএব পবিত্র এছ্‌ম ছেফাত সমূহে আর কি রূপে উপনীত হইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি যদি স্বীয় আত্মিক বিকাশ ও সঠিক উপলব্ধকৃত বিষয় সমূহের বর্ণনা করি, যাহা মাশায়েখগণের আস্বাদ ও আত্মিক বিকাশের প্রতিকূল, তাহা হইলে আমার বাক্য কে যে বিশ্বাস করিবে এবং কে যে গ্রহণ করিবে ? পক্ষান্তরে যদি না বলি ও গুপ্ত রাখি তাহা হইলে সত্যাসত্য সম্মিলিত করা বৈধ জানা হইবে, এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি যাহা প্রয়োগ নিষিদ্ধ, তাহা প্রয়োগ সমর্থন করা হইবে। সুতরাং যাহা সত্য এবং আল্লাহ তায়ালার পবিত্র দরবারের উপযোগী তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম এবং যাহা তাঁহার দরবারের অনুপযোগী তাহা, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলাম। অপর সকলের বিরোধিতার কোনই আশংকা করিলাম না এবং তজ্জন্য চিন্তিতও হইলাম না। যদি আমার বিষয়টি সঠিক না হইত এবং আত্মিক বিকাশে সন্দেহ থাকিত তখন ভয়ের কারণ

হইত। যখন বিষয়গুলির তত্ত্ব প্রভাত রশ্মির তুল্য পরিষ্কার রূপে বিকশিত হইতেছে এবং মূল ঘটনা পূর্ণিমার রাত্রির পূর্ণেন্দুর ন্যায় সমুজ্জ্বল উপলব্ধি হইতেছে ও প্রতিবিম্বাদি পূর্ণরূপে অতিক্রান্ত হইতেছে ও অনুমানও উদাহরণের উর্ধে উত্থিত হইয়াছে তখন সন্দেহ আর কোথায়, ও দ্বিধাই বা কিসের। হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ কোদ্দেছা ছেররুহু ফরমাইয়াছেন যে, "আত্মিক অবস্থায় সত্যতার চিহ্ন পূর্ণতা লাভের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ", দ্বিধা ও সন্দেহ আবার কোথায় ? আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহ যে, উক্ত মাশায়েখগণের আত্মিক অবস্থা সমূহের বিস্তৃত অবগতি আমাকে প্রদান করিয়াছেন ও তাঁহাদের মারেফত এবং তৌহীদ, এত্তেহাদ (একবাদ) বেষ্টন, অনুপ্রবেশ সমূহের বিকাশ আমাকে দান করিয়াছেন ও তাঁহাদের বিকাশ ও আত্মিক দর্শন সমূহের তত্ত্বের অবগতি আমাকে অর্পণ করিয়াছেন ও তাঁহাদের এল্‌ম মারেফত সমূহের সূক্ষ্মতত্ত্ব আমার প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি আল্লার ইচ্ছায় উক্ত মাকামে অবস্থান করতঃ তাঁহাদের উক্ত মাকামের সর্ব বিষয়ে অল্পবিস্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছিল্যাম। অবশেষে আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে প্রকাশ পাইল যে, ইহা সবই প্রতিচ্ছায়ার ছায়াবাজীতুল্য এবং অনুরূপ বস্তুর প্রতি আকৃষ্টতা মাত্র। আমাদের উদ্দিষ্ট বস্তু ইহাদের পরেরও পরে ও আকাংখিত দ্রব্য ইহা ব্যতীত অন্য ও ভিন্ন বস্তু। তখন অগত্যা সকল দিক হইতে বিমুখ হইয়া আল্লাহ-তায়ালার প্রকারবিহীন দরবারের প্রতি মনোযোগী হইলাম এবং যাহা রকম প্রকারের কলঙ্কে কলঙ্কিত তাহা হইতে অব্যাহতি ও নিস্তার ও নিষ্কৃত হইলাম। "নিশ্চয় আমি আমার লক্ষ্য নিছক রূপে ঐ পবিত্র জাতের প্রতি নিয়োজিত করিলাম, যিনি আছমান সমুহ ও জমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চয় আমি অংশী স্থাপনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত নহি" (কোরআন)। যদি আমার অবস্থা ঐরূপ না হইত তাহা হইলে নিশ্চয় মাশায়েখগণের প্রতিকূলে আলোচনা করিতাম না এবং সন্দেহ ও অনুমানের প্রতি নির্ভর করতঃ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতাম না। উপরন্তু যদি এই সমালোচনা আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত-ছেফাতের সহিত সম্বন্ধিত ও তাঁহার পবিত্রতা ও নির্মাল্যের বিষয় না হইত, তাহা হইলেও নিশ্চয় মাশায়েখগণের কাশ্‌ফ বা বিকাশের বিপরীত প্রকাশ হইত না ও তাঁহাদের এল্‌মের প্রতিকূল আলোচনাও করিতাম না। যেহেতু আমি তাঁহাদিগের সৌভাগ্যরাশির খোলস সঞ্চয়কারী নগণ্য ভৃত্য মাত্র, ও তাঁহাদের দস্তরখানের অবদান সমূহের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী হীন প্রার্থী। আমি পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতেছি যে, তাঁহারাই আমাকে বিভিন্ন প্রকারে প্রতিপালিত করিয়াছেন এবং বিভিন্ন ধরণে আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। কিন্তু কি করিব, আল্লাহতায়ালার 'হক' বা প্রাপ্য তাঁহাদের প্রাপ্য হইতে বহু উচ্চ। যখন আল্লাহতায়ালার জাত ছেফাতের বিষয় আলোচিত হয় এবং অবগত হওয়া যায় যে, ইহার কতিপয় বিষয় তাঁহার পবিত্র জাতের উপযোগী নহে, তখন মৌনাবলম্বন ও অপর সকলের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে ভীত হইয়া নীরব থাকা দ্বীনদারী বা সাধুতার গণ্ডির বহির্ভূত এবং আল্লাহতায়ালার দাসত্ব ও আনুগত্যের মাকামে ইহা অসহনীয়। জাহেরী (সাধারণ) আলেমগণ মাশায়েখগণের সহিত যে বিরোধিতা করেন তাহা দলিল প্রমাণ ও গবেষণাধীন বিষয়ের মধ্যে, যেরূপ একবাদের

বিষয়। কিন্তু এ বিষয় এ ফকীরের বিরোধিতা তাঁহাদের সহিত কাশফ্-শুহুদ বা আত্মিক বিকাশ ও দর্শনের ব্যাপারে। জাহেরী আলেমগণ উক্ত বিষয় (একবাদাদি) সমূহকে মন্দ বলেন; কিন্তু এ ফকীর উহাকে অতিক্রমকরণ শর্তে উত্তম বলে। অর্থাৎ উহা অতিক্রম করিয়া যাইতেই হইবে। শায়েখ আলাউদ্দৌলার বিপরীত; একবাদের বিষয় তাঁহাকে আলেমগণের মতের অনুকূল উপলব্ধি হইতেছে; তিনি উহাকে মন্দ বলিয়াছেন; যদিও তিনি কাশফের পথে আসিয়াছেন। যেহেতু অন্য কাশফধারীগণ উহাকে (একবাদকে) মন্দ বলিয়া জানেন না। কেননা এ বিষয়টি আশ্চর্য ধরণের আত্মীক অবস্থা ও বিশ্ময়কর মা'রেফত সম্বলিত বিষয়। ফলকথা, এ স্থলে স্থায়ীভাবে অবস্থান অবাঞ্ছনীয় বা ইহাকে যথেষ্ট জ্ঞান করা অনুচিত।

প্রশ্ন ঃ-তাহাই যদি হয় তাহা হইলে অন্য মাশায়েখগণ সকলেই অসত্য পথে আছেন এবং তাঁহারা কাশ্‌ফ ও শুহুদ কর্তৃক যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন 'সত্য' তাহার বিপরীত।

উত্তর ঃ- অসত্য উহাকে বলে যাহার সত্যতার কোন স্থান নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে উল্লিখিত অবস্থা সৃষ্টির কারণ এই যে, সাধকের প্রতি আল্লাহতায়ালার মহব্বত ও আকর্ষণ এরূপ অধিক ও প্রবল হয় যে, তাহার অন্তর্দৃষ্টিতে খোদা ব্যতীত অন্যের কোনই চিন্তা থাকে না এবং অপর ও অপরত্বের নাম নিশানা সমূলে ধ্বংস ও বিলীন করিয়া দেয়; তখন অনিচ্ছাকৃত সে মত্ততা ও অবস্থার প্রাবল্যহেতু খোদা ব্যতীত অন্য সকলকে 'শূন্য' বা নাই বলিয়া উপলব্ধি করে এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে কাহাকেও অস্তিত্ববান বলিয়া দর্শন করেনা। এতএব এ স্থলে অসত্য বা কি এবং সত্য ধ্বংসই বা কোথায়? বরং এমতাবস্থায় শুধু সত্যের প্রাবল্য এবং অসত্যের বিনাশ মাত্র। এই বোজর্গগণ নিজেকে ও অন্য সকলকে আল্লার মহব্বতে বিলাইয়া দিয়াছেন। এ পর্যন্ত যে, নিজের বা অন্য কাহারও নাম নিশানা ও চিহ্ন বর্তমান রাখেন নাই। হয়তো 'অসত্য' ইহাদের প্রতিচ্ছবি দর্শনে পলায়ন করিবে। অতএব এ স্থলে সবই সত্য এবং সবই সত্যের জন্য (আল্লাহর ওয়াস্তে)। জাহিরি আলেমগণ বাহ্যিক দৃষ্টিধারী, ইহাদের তত্ত্ব আর কি উপলব্ধি করিবে। তাহারা বাহ্যিক বিরোধিতা ব্যতীত আর কি বুঝিবে এবং ইহাদের পূর্ণতারই বা কি প্রাপ্ত হইবে। মূল কথা এই যে, উল্লিখিত হালৎ ও মা'রেফত সমূহ ব্যতীত বহু পূর্ণতা আছে যাহার তুলনায় এই হালৎ ও মারেফত সমূহ ঐরূপ, মহাসাগরের তুলনায় এক বিন্দু বারি যেরূপ।

আকাশ যদিও আরশ হইতে নিম্নতর,
মৃত্তিকার সাথে তুলনায় উহা উচ্চতর।

আসল বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হই এবং বলি যে- পরদা অপসরণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে যে, ছয়রে আফাকীর মধ্যে আঁধার ও আলোকের পর্দা সমূহ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়, যাহা পূর্বে বর্ণিত হইল। এ ফকীরের নিকট এরূপ বাক্যে সন্দেহের স্থান আছে। বরং ইহার বিপরীত প্রমাণিত হইয়াছে এবং পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে, অন্ধকারময় পর্দাসমূহের বিদরণ দায়রায়ে এমকান বা সম্ভাব্য জগত-এর সমস্ত স্তর অতিক্রমের প্রতি নির্ভরশীল; যাহা ছয়রে আফাকী ও ছয়রে আনফুছী কর্তৃক সাধিত হয়। নূরানী বা আলোকময় আবরণ সমূহের

বিদরণ আল্লাহ তায়ালার এছম ছেফাত সমূহের মধ্যে ছয়ের করার প্রতি নির্ভরশীল। যেন সাধকের দৃষ্টিতে কোন এছম্ ছেফাত বা শান এতেবার নিপতিত না হয়। তখন সমুজ্জ্বল পর্দা সমূহ পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় এবং অছলে উরইয়ান বা অবাধ মিলন লাভ হয়। অবশ্য এইরূপ মিলন অতিঅল্প হইয়া থাকে এবং এই প্রকারের মিলন লাভকারী ব্যক্তির অস্তিত্ব দুষ্প্রাপ্য। ছয়রে আফাকী কর্তৃক আঁধার ব্যবধান সমূহের অর্ধাংশও অন্তর্হিত হয় বলিয়া অনুমিত হয় না। অতএব উজ্জ্বল পর্দা সমূহ অপসারিত হওয়ার কি আর ধারণা করা যাইবে। ফলকথা আঁধার পর্দা সমূহের মধ্যে ক্রম বা স্তর আছে, যাহাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। যথা 'নফ্ছ' বা প্রবৃত্তি জাত অন্ধকার সমূহের পর্দা 'কলব' জাত পর্দা সমূহ হইতে অধিকতর তমসাময়। এ স্থলে যদি স্বল্প অন্ধকার বিশিষ্ট পর্দা নিজেকে তুলনামূলক উজ্জ্বল পর্দা স্বরূপ প্রকাশ করে, তাহা হইলে অন্ধকার পর্দাকে উজ্জ্বল পর্দা বলিয়া ধারণা হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অন্ধকারময় পর্দা সমূহ অন্ধকারই হয় এবং উজ্জ্বল পর্দা সমূহ সমুজ্জ্বলই হইয়া থাকে। তীক্ষ্ম দৃষ্টিধারীগণ উহাদের একটিকে অপরটির সহিত মিশ্রিত করেন না। তাঁহারা সন্দেহ স্থলের অবগতি হেতু অন্ধকারকে উজ্জ্বল বলিয়া নির্দেশ প্রদান করেন না। ইহা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ; যাহাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাহাকে ইহা প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

আল্লাহতায়ালা এ ফকীরকে যে পথ গমন কর্তৃক সৌভাগ্যবান করিয়াছেন, তাহা এমন একটি পথ যাহার মধ্যে জজ্‌বা–আকর্ষণ, ছুলুক–ভ্রমণ একত্রিত এবং 'তখ্‌লিয়া' শূন্যতা ও 'তজ্‌লিয়া' বা অলংকৃতি পরস্পর সম্মিলিত। ইহাতে কলবের নির্মলতা ও নফছের পবিত্রতা একত্রে সাধিত হয়, ও উক্ত মাকামে "ছয়েরে আফাকীর" সহিত ছয়েরে আনফুছি অতিক্রান্ত হইয়া যায়, যেন (কলবের) নির্মলতার মধ্যে (নফ্ছের) পবিত্রতা ও "তজ্‌লীয়ার"-অলংকৃতির সঙ্গেই "তখ্‌লীয়া"–শূন্যতা সংঘটিত হয়, এবং নিছক জজবার মধ্যেই যেন ছুলুক হাছিল হয়। তথায় আনফুছ (অন্তর্জগত) আফাক (বহির্জগত)–এর শামিল। অবশ্য তজ্‌লীয়া এবং জজ্‌বা স্বভাবতই পুরোগামী। 'তছ্‌ফিয়াও' তদ্রূপ 'তজকিয়ার' অগ্রগামী। কিন্তু আনফুছের প্রতিই সর্বদা লক্ষ্য থাকে, 'আফাক'-এর প্রতি নহে। সুতরাং এই তরিকায় 'পথ' অতি সংক্ষেপ ও 'মিলন' অতি নিকটবর্তী হইয়া থাকে। বরং বলিব যে, "এই তরিকা অবশ্য সম্মিলনকারী," ও উপস্থিতি রাহিত্যের সম্ভাবনা রহিত। আল্লাহ পাকের নিকট এই তরিকার প্রতি অটল থাকিবার শক্তি যাঞ্চা করা আবশ্যক, এবং অবসর বা জীবন ভিক্ষা প্রার্থনা করা উচিৎ। যাহা আমি বলিলাম যে, "এই তরিকা অবশ্য সম্মিলনকারী"। ইহার কারণ এই যে, এই তরিকার প্রথম পদক্ষেপে 'জজ্‌বা' বা আকর্ষণ লাভ হয়, যাহা সম্মিলন গৃহের বহির্দ্বার স্বরূপ। নিছক "ছুলুকের" মঞ্জিল সমূহ, অথবা যে জজবার মাকাম সমূহ ছুলুক শূন্য তাহাই প্রতিবন্ধকস্থল, এবং এই তরিকায় উল্লিখিত প্রতিবন্ধকদ্বয় অন্তর্হিত। যেহেতু ইহাতে আনুষঙ্গিকভাবে 'ছুলুক' বা ভ্রমণ হয়, যাহা 'জজবার' সঙ্গে সঙ্গেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব এই তরিকায় নিছক 'ছুলুক' এবং অপূর্ণ "জজবা" অন্তর্হিত, যাহাতে পথের বিঘ্ন ও উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতে

পারে। ইহা এরূপ একটি পথ-যাহা পয়গম্বর (আঃ) বৃন্দের রাজপথ স্বরূপ। পয়গম্বর (আঃ) গণ ক্রমানুযায়ী এই পথেই উদ্দিষ্ট স্থানে ও গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা এই পদক্ষেপেই আফাক, আনফুছ বা বহির্জগত ও অন্তর্জগত অতিক্রম করিয়াছেন, দ্বিতীয় পদক্ষেপে আফাক, আনফুছের বাহিরে পদ স্থাপন করতঃ ছুলুক, জজবার উর্ধে উত্থিত হইয়াছেন। যেহেতু ছয়েরে আফাকীর শেষ প্রান্ত পর্যন্তই ছুলুকের সমাপ্তি এবং ছয়েরে আনফুছির শেষ পর্যন্তই জজবার শেষ। অতএব যখন ছয়েরে আফাকী ও আনফুছি সমাপ্ত হয়; তখন ছুলুক ও জজবার কার্যও পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর 'ছুলুক' বা 'জজবা' কোনটিই বর্তমান থাকে না। এ সকল আলোচনা মজ্জুবে ছালেক বা আকর্ষণের পর ভ্রমণকারী এবং ছালেকে মজ্জুব বা ভ্রমণের পর আকর্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞানের অনুকূল ও উপযোগী নহে। যেহেতু তাহাদের নিকট আফাক, আনফুছের বাহিরে পদক্ষেপের কোনই স্থান নাই। যদি তাহাদের কাহারও জন্য অনন্ত জীবন লাভ-ধরিয়া লওয়া যায় এবং সে ব্যক্তি ছয়েরে আনফুছির মধ্যে উহা ব্যয় করে তথাপি কখনও উহা পূর্ণ হইবে না বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করেন। জনৈক বোজর্গ বলিয়াছেন।

পরমাণু ক্ষুদ্র হোক অথবা বৃহৎ,
নাচীলে জীবনে, তার ফুরাবেনা পথ।

ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। অপর এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "জাতের তাজাল্লী বা আবির্ভাব, আবির্ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির আকৃতি ব্যতীত অন্য প্রকারের হয় না। সুতরাং উক্ত তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তি খোদা দর্পণে স্বীয় আকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই অবলোকন করে নাই। সে ব্যক্তি "হক" বা খোদাকে অবলোকন করে নাই এবং অবলোকন সম্ভবপরও নহে।"

জানা আবশ্যক যে, আমার পীরানে কেরাম যাঁহারা আমাকে খোদাতায়ালার পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন ও যাঁহাদের মাধ্যমে এ পথে চক্ষু উন্মিলিত করিয়াছি ও যাঁহাদের তোফায়েলে এ সকল আলোচনা করিতেছি এবং যাঁহাদের নিকট হইতে এ পথের 'আলিফ' 'বা'-এর ছবক-(বর্ণমালার পাঠ) গ্রহণ করিয়াছি; বরং তাঁহাদের পবিত্র সুদৃষ্টির ফলে এ পথের মৌলভীত্বের (পাণ্ডিত্বের) অধিকার লাভ করিয়াছি। যদি আমি এল্‌ম বা জ্ঞান রাখি তাহাও তাঁহাদের ব্যাপদেশে, এবং যদি মারেফত হাছিল করিয়া থাকি তাহাও তাঁহাদের শুভ দৃষ্টির ফলে-"এন্‌দেরাজুন্‌ নেহায়াত ফিল বেদায়াত" বা প্রারম্ভেই শেষ বস্তু প্রবিষ্ট করা পদ্ধতি ইহাদের নিকটই শিক্ষা করিয়াছি এবং কাইয়্যুমিয়াত্বের আকর্ষণ ইহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ইহাদের এক দৃষ্টির ফলে যাহা অবলোকন করিয়াছি বহুদিন ধরিয়া চেল্লা করিয়াও তাহা কেহ দেখিতে সক্ষম হয় না। ইহাদের এক বাক্যে যাহা লাভ করিয়াছি অপর লোক তাহা বহু বৎসর ধরিয়া যত্ন করিয়াও লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

তব্‌রিজীর এক নজরে পাইল যাহা সম্‌ছেদীন,
চিল্লা কসি, কঠোর ব্রত লজ্জা তাতে পায় কঠিন।

কবি কি সুন্দরই না বলিয়াছেন ঃ-

আশ্চর্য নায়ক বটে নক্সাবন্দীগণ,
স্বদলে গোপন পথে করে বিচরণ।

ইহারা স্বীয় জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মনোবৃত্তি হেতু ছয়েরে আনফুছি হইতে তরিকা আরম্ভ করিয়া থাকেন, এবং ছয়েরে আফাকী উহারই আনুষঙ্গিক অতিক্রম করাইয়া থাকেন। "ছফর দর ওয়াতন" অর্থাৎ গৃহে অবস্থান পূর্বক ভ্রমণ বাক্যটি উক্ত ছয়েরের প্রতি ইঙ্গিত। এই বোজর্গগণের তরীকায় পথ অতি নিকটবর্তী এবং অল্পকাল মধ্যেই মিলন লাভ হয়। অন্য তরীকার ছয়েরের শেষ প্রান্ত ইহাদের ছয়েরের প্রারম্ভ। এই হেতু ইহারা বলিয়া থাকেন যে, "আমরা শেষ বস্তুকে প্রারম্ভে প্রবেশ করাইয়া দেই।" ফলকথা যাবতীয় বুজর্গগণের তরীকার মধ্যে এই বুজর্গগণের তরীকা বহু-বহু গুণে উচ্চ। ইহা বলা সঙ্গত যে, ইহাদের হুজুর আগাহী বা উপস্থিতি ও চৈতন্য, অধিকাংশের হুজুর আগাহীর উর্ধ্বে। এই হেতু ইহারা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের 'সম্বন্ধ' অন্য সকলের সম্বন্ধ হইতে উন্নত ও উচ্চ। সম্বন্ধের অর্থ উপস্থিতি ও চৈতন্য। অন্যান্য অলী আল্লাহ্গণের যখন আফাক ও আনফুছের বাহিরে এবং ছুলুক ও জজবা ব্যতীত বেলায়েতের মধ্যে পদক্ষেপের অবকাশ ও গতিবিধি নাই, তখন এই বোজর্গগণও আফাক আনফুছের বাহিরের কোনও সংবাদ প্রদান করেন নাই এবং 'ছুলক-জজবা' ব্যতীত অন্য কোনই আলোচনা করেন নাই। কামালাতে বেলায়েতের যোগ্যতানুযায়ী ইহারা বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ ওয়ালাগণ ফানা বাকার পর যাহা কিছু অবলোকন করেন তাহা নিজের মধ্যেই করেন ও যাহা পরিচয় লাভ করেন তাহাও নিজের মধ্যে লাভ করেন এবং তাঁহাদের হয়রানী বা হতবুদ্ধিতা নিজের মধ্যেই হইয়া তাকে। আল্লাহপাক ফরমাইতেছেন এবং তোমাদেরই মধ্যে-তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখ না ?

আল্লাহতায়ালার প্রশংসা এবং অনুগ্রহ যে, এই বোজর্গগণ যদিও 'আন্‌ফুছ' বা অন্তর্জগতের বাহিরের কোন বার্তা প্রদান করেন নাই, তথাপি ইহারা আনফুছের সহিত আকৃষ্ট নহেন। ইহারা কামনা করেন যে, আনফুছকেও আফাক বা বহির্জগতের ন্যায় 'লা' বা না কলেমার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অপরত্বের কারণে তাহাকেও নিবারণ করেন। হযরত খাজায়ে বোজর্গ নক্সাবন্দ (কোঃ) বলিয়াছেন যে- যাহা কিছু পরিলক্ষিত ও শ্রুত হয় এবং "যাহা কিছু অবগত হওয়া যায় তাহা সবই অপর। 'লা' কলেমার তত্ত্বদ্বারা উহাদিগকে নিবারণ করাই কর্তব্য।"

নক্সাবন্দী বটেন, কিন্তু নক্সা ছবির বন্দী নয়,
মুহুর্মুহু পায় তাঁহারা বিস্ময়কর নক্সাচর।
নক্সাবন্দী কিন্তু তাঁরা নক্সা হতে পাক, স্বাধীন,
যদ্যপি এই নক্সা মোদের ধুল-ধুষের নয় মলিন।

এ স্থলে একটি গুপ্ত রহস্য আছে। জানা আবশ্যক যে, অপরত্বকে নিবারণ পৃথক বিষয় এবং উহা নিবারিত হওয়া পৃথক ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে বহু প্রভেদ আছে। আমি যাহা

বলিলাম যে, "জজবা ছুলুক এবং আফাক আনফুছের বাহিরে বেলায়েতের পদ স্থাপনের অবকাশ নাই," ইহার কারণ এই যে, বেলায়েতের এই স্তম্ভ চতুষ্টয়ের বাহিরে কামালাতে নবুয়তের ঐ ভূমিকা ও অবতরণিকা সমূহ যাহার উচ্চ বৃক্ষ হইতে বেলায়েতের হস্ত খর্ব। অর্থাৎ উহা বেলায়াতের নাগালের বহির্ভূত। পয়গম্বর (আঃ)গণের ছাহাবা কেরামের অধিকাংশ এবং পরবর্তী উম্মতগণের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের অনুসরণ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে উক্ত দৌলতের প্রতি পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই জজবা-ছুলুক সম্বলিত পথে সুদূর মঞ্জিল সমূহ অতিক্রম করতঃ জজবা ছুলুকের বাহিরে পদক্ষেপ করিয়াছেন ও দায়রায়ে জেলাল বা প্রতিবিম্বের বৃত্ত হইতে পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হইয়া আন্‌ফুছ বা অন্তর্জগতকে বহির্জগতের ন্যায় পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন। এ স্থলে তাজাল্লীয়ে জাতী বা স্বয়ং জাতের আবির্ভাব যাহা অন্য সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্নকারী তড়িৎবত হয়, তাহা ইহাদের জন্য স্থায়ীভাবে হইয়া যায়। বরঞ্চ ইহাদের কার্যকলাপ তাজাল্লীরও উর্ধে, উহা তড়িৎবত হউক বা স্থায়ী হউক। যেহেতু তাজাল্লী প্রতিবিম্বের কিঞ্চিত আভাস কামনা করে এবং এই বোজর্গগণের জন্য প্রতিবিম্বের একবিন্দুও বিশাল পর্বততুল্য। এই বোজর্গগণের কার্য আল্লাহতায়ালার প্রেম ও আকর্ষণ হইতে আরম্ভ হয়। যখন আল্লাহতায়ালার অশেষ অনুগ্রহে এই মহব্বত বা প্রেম মুহুর্মুহু উন্নত হইতে থাকে এবং শক্তিশালী ও প্রবল হয় তখন অন্যের মহব্বত বা প্রেম অবশ্যই মুহুর্মুহু অন্তর্হিত হইতে থাকে এবং অন্যের আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া যায়। অতএব আল্লাহ তায়ালার প্রেমাধিক্যের কারণে যখন কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অন্তর হইতে অপরের প্রেম সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায় ও তদস্থলে আল্লাহতায়ালার প্রেম ও আকর্ষণ উপবিষ্ট হয়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অসচ্চরিত্র ও অসদগুণাবলী পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যায় ও সচ্চরিত্রে চরিত্রবান হইয়া থাকে। তখন তাহার দশ মাকাম লব্ধ হয় এবং ছয়েরে আফাকীর প্রতি যাহা নির্ভর করিত, তাহা ছুলুকের পরিশ্রম ও বিস্তীর্ণতা ব্যতীত ও কঠোরব্রত পালন ভিন্নই হস্তগত হয়। যেহেতু মহব্বত বা প্রেম প্রিয়জনের আনুগত্য কামনা করে। অতএব যখন প্রেম পূর্ণ হয়; তখন আনুগত্যও পূর্ণ হয়। সুতরাং যখন মানবের ক্ষমতানুযায়ী প্রিয় ব্যক্তির আনুগত্য পূর্ণ হয় তখন তাহার দশ মাকাম লাভ হইয়া থাকে। এই মাহবুবী বা প্রিয়ত্বের ভ্রমণ কর্তৃক যেরূপ ছয়েরে আফাকী হস্তগত হয়, তদ্রূপ ছয়েরে আনফুছিও সমাপ্ত ও পূর্ণ হইয়া থাকে। এই হেতু সত্য সংবাদদাতা (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহারই সঙ্গে।" যখন প্রিয়জন বহির্জগত ও অন্তর্জগতের বহির্ভূত তখন তাঁহার সঙ্গতা হেতু প্রেমিককেও আফাক আনফুছ অতিক্রম করা উচিৎ। অতএব তিনি ছয়েরে আনফুছীকেও অতিক্রম করতঃ মায়ীয়াৎ বা সংগ্যতা লাভে সৌভাগ্যবান হন। এই বোজর্গগণ প্রেম সৌভাগ্য লাভ হেতু বহির্জগত অথবা অন্তর্জগতের কোন একটির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখেন না, বরং আফাক–আনফুছ তাঁহাদের কর্ম কার্যের অনুগত এবং ছুলুক ও 'জজবা' তাঁহাদের কার্যকলাপের আনুষঙ্গিক। এই বোজর্গগণের মূলধনই 'প্রেম', যাহার কারণে প্রিয়জনের অনুগত হওয়া অনিবার্য; এবং প্রিয়জনের আনুগত্য

শরীয়ত প্রতিপালনের প্রতি নির্ভরশীল। যেহেতু এই দ্বীন বা ধর্ম আল্লাহ তায়ালার মনপুতঃ ধর্ম। অতএব প্রেমের পূর্ণতার চিহ্ন পূর্ণরূপে শরীয়ত প্রতিপালন করা এবং শরীয়ত পূর্ণরূপে প্রতিপালন এলম বা-অবগতি, আমল-বা কার্য ও এখলাছ বা উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধি-এর প্রতি নির্ভর করে। এখলাছ বা উদ্দেশ্য এরূপ বিশুদ্ধ হওয়া উচিৎ যাহাতে প্রত্যেক কথাবার্তায় ও কার্য কলাপে উহা সংঘটিত হয়, ও প্রত্যেক গতিবিধির মধ্যে উহা লাভ হয়। ইহা মোখলাছ লামের জবর দ্বারা অর্থাৎ বিশুদ্ধকৃত ও নির্বাচিতগণের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। মোখলেছ লামের জের-দ্বারা-বিশুদ্ধকারীগণ ইহার রহস্য কি আর উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। "মোখলেছগণ ভীষণ সংকটাপন্ন' বাক্যটি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন।

মূল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হই এবং বলি, ছয়ের ছুলুক এবং জজবা ও তছফিয়া, ততহীর যথাক্রমে-ভ্রমণ, বিচরণ, আকর্ষণ নির্মলীকরণ পবিত্রতার উদ্দেশ্য নফছের দুশ্চরিত্র ও অসৎ গুণাবলী হইতে উহাকে পবিত্রকরণ। নফছের (নিজের) সহিত আকৃষ্টি এবং তাহার আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্যসমূহের পূর্ণকরণ উল্লিখিত অসদগুণ সমূহের মূল ও শীর্ষস্থানীয়। অতএব ছয়েরে আনফুছী ব্যতীত উপায় নাই এবং অসৎ গুণ সমূহ হইতে সৎ গুণ সমূহে উপনীত না হইলে গত্যন্তর নাই। 'ছয়েরে আফাকী' উদ্দেশ্যের বহির্ভূত এবং কোন বিশিষ্ট কার্য তাহার প্রতি নির্ভরশীল নহে। কারণ বহির্জগতের সহিত আকৃষ্টি অন্তর্জগত বা নিজের সহিত আকৃষ্টির জন্যই হইয়া থাকে। যে কোন ব্যাক্তি যে কোন বস্তুকে ভালবাসে, তাহা নিজেকে ভালবাসার কারণেই ভালবাসে। যদি সন্তানাদী, মাল, দৌলতকে ভালবাসে তাহা নিজের উপকারার্থে ভালবাসে। ছয়েরে আনফুছির মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার প্রাবল্য হেতু যখন স্বকীয় প্রেম অন্তর্হিত হয়, তখন স্ত্রী-পরিজন, মাল-দৌলতের ভালবাসা উহার আনুষঙ্গিক রূপে অপসারিত হইয়া যায়। অতএব ছয়েরে আনফুছি একান্ত আবশ্যকীয় এবং ছয়েরে আফাকী উহার মাধ্যমে ও তৎসঙ্গে অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। এই হেতু পয়গম্বর (আঃ) গণের ছয়ের আনফুছির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তৎসঙ্গে-তাঁহাদের ছয়েরে আফাকী অতিক্রান্ত হইত। অবশ্য ছয়েরে আফাকীও উত্তম, যদি উহা অতিক্রম করার অবকাশ প্রদান করেন এবং নির্বিঘ্নে সমাপ্ত করাইয়া দেন। পক্ষান্তরে যদি উহা অতিক্রম করার সুযোগ প্রদান না করেন এবং বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, তখন হয়তো উহা অনর্থক কার্যে পরিণত হইয়া উদ্দিষ্ট বস্তু লাভের প্রতিবন্ধক সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবে। ছয়েরে আনফুছি যে পরিমাণেই অতিক্রম হয়, তাহাই যথেষ্ট। ইহা মন্দ বস্তু হইতে উত্তম বস্তুর দিকে গমন করা। আল্লাহ তায়ালার বৃহৎ অনুগ্রহ, যদি এই ছয়ের পূর্ণ করতঃ 'আনফুছের' বৃত্তের বাহিরে বিচরণের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। আনফুছ বা অন্তর্জগতের রং-বেরং সমূহ, আফাক বা বহির্জগতের দর্পণে পরিদর্শন করার কি দরকার ও স্বীয় পরিবর্তনাদি বহির্জগতে অবলোকন করা কি আবশ্যক? যথা তাহার কলবের নির্মলতা উদাহরণিক জগতের দর্পণে অবগত হয় এবং উহাকে লোহিতবর্ণের 'নূর' হিসাবে অবলোকন করে। তাহারা নিজেদের অনুভূতিকে কার্যকরী করে না কেন ? ও উহার নির্মলতা স্বকীয় বিবেকের প্রতি ন্যস্ত করেনা কেন? প্রবাদ বাক্য যে,

দ্বাদশ বৎসরের বয়স্কধারীর জন্য চিকিৎসকের কি আবশ্যক? যেহেতু স্বকীয় সত্তা অনুভূতি কর্তৃক সে স্বীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে,ও বিবেক কর্তৃক তাহার সুস্থতা ও অসুস্থতার অবগতি লাভ হইবে। হাঁ, ছয়েরে আফাকীর মধ্যেও প্রচুর এল্‌ম মারেফত ও আবির্ভাব, বিকাশ বর্তমান আছে। কিন্তু উহারা সবই প্রতিচ্ছায়ার অন্তর্ভুক্ত ও অনুরূপ বস্তু দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান মাত্র। ছয়েরে আনফুছি স্বয়ং যখন প্রতিবিম্বের সহিত সম্বন্ধিত, যাহার বিশদ বর্ণনা আমি মকতুব ও রেছালা সমুহে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তখন ছয়েরে আফাকী প্রতিবিম্বের সহিত সম্পর্কীত হওয়া উচিৎ। কেন না 'আফাক' আনফুছের প্রতিচ্ছায়াতুল্য ও আবির্ভাবের দর্পণ স্বরূপ।

জানা আবশ্যক যে, অন্তর্জগতের যে সকল অবস্থা বহির্জগতের দর্পণে দৃষ্ট হয় এবং উহার নির্মলতা ও বিভূষিতি বা অলঙ্কৃতি যাহা অনুভব হয় তাহা ঐরূপ; যেরূপ কোন ব্যক্তি স্বপ্নের বা উদাহরণিক জগতের কোন ঘটনাস্থলে নিজেকে বাদশাহ অথবা জমানার কোতব (আত্মিক কেন্দ্র) বলিয়া দর্শন করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, সে বাদশাহ নহে এবং 'কোতব'ও নহে। বহির্জগতে বা বাস্তব জগতে যে ব্যক্তি উক্ত পদদ্বয় লাভ করিবে সে ব্যক্তিই প্রকৃত বাদশাহ বা কোত্‌ব। ফলকথা উল্লিখিত স্বপ্ন বা ঘটনা কর্তৃক এই মাত্র অনুমিত হয় যে, বাদশাহ বা কোতব হইবার যোগ্যতা তাহার মধ্যে বর্তমান আছে। কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে উক্ত যোগ্যতা কার্যে পরিণত হইবে এবং কর্ণ হইতে ক্রোড়ে আসিবে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নফছের পবিত্রতা ও অলঙ্কৃতি ছয়েরে আনফুছির প্রতি নির্ভরশীল। ছয়েরে আফাকীর মধ্যে যাহা পরিলক্ষিত হয় তাহা উক্ত তজকীয়া ও তাজলিয়ার যোগ্যতা পরিদর্শিত হয় মাত্র। যে পর্যন্ত বাস্তব জগতে ছয়েরে আনফুছি কর্তৃক নিজেকে পরিষ্কার ও পবিত্র দর্শন না করিবে এবং স্বীয় অনুভূতির মাধ্যমে উহা উপলব্ধি করিতে না পারিবে, বাস্তবে সে পর্যন্ত ফানা প্রাপ্তি হইতে সে বঞ্চিত থাকিবে এবং দশ মাকাম লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। লতীফা সপ্তকের অবস্থার শুধু খোলস ব্যতীত কিছুই হস্তগত করিতে পারিবে না। অতএব ছয়েরে আনফুছি ও ছয়ের ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে ভ্রমণ)-এর অন্তর্ভুক্ত হইল এবং ছয়ের এলাল্লাহের শেষ মাকাম, যাহা ফানা বা লয় প্রাপ্তির মাকাম তাহা ছয়েরে আনফুছি সমাপ্তির প্রতি নির্ভরশীল। ছয়ের ফিল্লাহ বা আল্লাহর মধ্যে ভ্রমণ, ছয়েরে আনফুছি হইতে আরও বহুদূরে অবস্থিত।

যাব আমি কি উপায়ে ছোয়াদের কাছে,
সারা পথ ধরি তথা, গিরি খাদ আছে।

হে সৌভাগ্যবান বৎস, ছয়েরে আনফুছির মধ্যে যখন সাধকের নিজের সহিত জ্ঞান ও ভালবাসার যে সম্বন্ধ ছিল তাহা অন্তর্হিত হয় ও তাহার নিজের সহিত আকৃষ্টতা অপসারিত হয়। তখন তাহার অন্য বস্তুর সহিত যে আকর্ষণ ছিল তাহাও উহার আনুষঙ্গিক তিরোহিত হইয়া যায়। কেননা উক্ত আকর্ষণ সমূহ তাহার নিজের প্রতি আকর্ষণের জন্যই ছিল। যাহার বিশদ বর্ণনা পূর্বেও হইয়াছে। অতএব ইহা সত্য হইল যে, ছয়েরে আনফুছির আনুসঙ্গিক

ছয়েরে আফাকী অতিক্রান্ত হইয়া যায় এবং সাধক এই এক ছয়ের কর্তৃক নিজের প্রতি আকর্ষণ এবং অন্য সকল বস্তুর প্রতি আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই বর্ণনায় ক্রমানুযায়ী ছয়েরে আনফুছি এবং ছয়েরে আফাকীর অর্থ বিনা সমারোহে সত্য হইল। যেহেতু প্রকৃত পক্ষে ইহাই ছয়েরে আনফুছি এবং ছয়েরে আফাকী। যখন ক্রমান্বয়ে নিজের নফছের সহিত সম্বন্ধ তিরোহিত হয় তখন উহা ছয়েরে আনফুছি এবং যখন তৎসঙ্গে বহির্জগতের সম্বন্ধগুলি অন্তর্হিত হয়, যাহা ছয়েরে আনফুছির আনুসঙ্গিক সংঘটিত হয় তখন উহা ছয়েরে আফাকী বটে। অন্যান্য তরীকার ছয়েরে আফাকী ও ছয়েরে আনফুছি ইহার বিপরীত। উহা আড়ম্বব ও সমারোহের মুখাপেক্ষী, ইহা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। হাঁ, যে স্থলে প্রকৃত বস্তু বর্তমান, সে স্থলে আড়ম্বরের কোনই আবশ্যক হয় না। আল্লাহ পাক তৌফিক প্রদানকারী।

শুনুন শুনুন; তাঁহারা ছয়েরে আনফুছির মধ্যে সাধকের দর্পণে অবশ্যম্ভাবী জাতের এছম ছেফাতের যে আবির্ভাবের বিষয় বলিয়া থাকেন এবং উহাকে শূন্যতার পর বিভূষিতি ও অলংকৃতি ধারণা করেন, বাস্তবে উক্ত আবির্ভাব এছ্‌ম ছেফাতের আবির্ভাব নহে এবং উক্ত বিভূষণ শূন্যতার পর বিভূষণ নহে; বরং উক্ত আবির্ভাব এছ্‌ম ছেফাত-এর প্রতিবিম্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিম্বের আবির্ভাব মাত্র। যাহা শূন্যতা এবং পবিত্রতা ও নির্মলতা লাভের হেতু ও সহায়তাকারী। ইহার বিশদ বণর্না এই যে,- আল্লাহতায়ালার পক্ষই পুরোগামী, যাহা উৎপত্তিস্থান হওয়ার অনুকূল। অর্থাৎ প্রথমতঃ সাধকের দপর্ণে উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, যৎকর্তৃক সাধকের অন্তর্জগতের তমরাশি বিদূরীত হইয়া নির্মলতা ও পবিত্রতা লাভ করে। উক্ত তমরাশি বিদূরিত হইয়া পবিত্রতা ও নির্মলতা লাভ যাহা ছয়েরে আনফুছির সমাপ্তির প্রতি নির্ভরশীল তাহার পর "তখলিয়া" বা অন্তঃকরণের শূন্যতা সংঘটিত হয় ও "তজলিয়া" বিভূষিতি ও অলংকৃতির যোগ্যতা সৃষ্টি করে। সাধক তখন আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের এছম ছেফাত সমূহের বিকাশস্থল হওয়ার উপযোগী হয়। অতএব 'ছয়েরে আনফুছির' মধ্যে 'তখলিয়া' হাছিল হয়, যাহা নফছের পবিত্রতা ও কলবের নির্মলতার প্রতি নির্ভরশীল। যে 'তখলিয়া' বা অন্তঃকরণের শূন্যতা ছয়েরে আফাকীর মধ্যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা দৃশ্যতঃ 'তখলিয়া' ছিল, বস্তুতঃ নহে। যেহেতু ছয়েরে আনফুছির মধ্যেই প্রকৃত 'তখলিয়া' বা অন্তঃকরণের শূন্যতা এবং আবির্ভাব প্রাপ্তি লাভ হয়, ইহা তাহারাও বলিয়াছেন। উল্লিখিত বর্ণনা সমূহ কর্তৃক অনিবার্য হইল যে, প্রতিবিম্ব হিসাবে সম্মিলন,-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পুরোগামী। যেহেতু উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিচ্ছায়া সমূহের কোন এক প্রতিচ্ছায়া সাধকের অন্তর্দর্পণে প্রকাশ না পাইলে অপর সকল বস্তু হইতে বিচ্ছিন্নতা সম্ভবপর নহে। কিন্তু মূলবস্তু বা এছ্‌ম ছেফাত সমূহের সহিত সম্মিলন বিচ্ছিন্নতার পরে সংঘটিত হয়। অতএব মাশায়েখগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মিলন পুরোগামী বলেন তাহার অর্থ প্রতিবিম্বের সম্মিলন বুঝিতে হইবে এবং যাঁহারা বিচ্ছিন্নতা 'সম্মিলনের' পুরোগামী বলেন তাহার অর্থ মূল বস্তুর সহিত সম্মিলন জানিতে হইবে। সুতরাং উভয় দলের দ্বন্দ্ব ভাষার তারতম্যের প্রতি ন্যস্ত হইবে। শায়েখ আবুছাইদ খাররাজ (কোঃ) এই স্থানে মৌনাবলম্বন

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– "যে পর্যন্ত মুক্ত হইবে না সে পর্যন্ত প্রাপ্ত হইবে না এবং যে পর্যন্ত প্রাপ্ত হইবে না সে পর্যন্ত মুক্তি পাইবে না।" আমি জানিনা যে, ইহার কোনটি পুরোগামী।" এখন উপলব্ধি হইল যে, নিষ্কৃতির পূর্বে 'জেল্' বা প্রতিবিম্ব লাভ হয় এবং প্রকৃত বস্তুর প্রাপ্তি মুক্তি লাভের পর সংঘটিত হয়। অতএব আর কোনই সন্দেহ রহিল না। যেরূপ প্রভাতে সূর্য উদয়ের পূর্বে সূর্যের আলোক আভা সমূহের বিকাশ হয়, যাহাতে বিশ্ব তমশাশূন্য হয় ও নির্মলতা লাভ করে। তৎপর তমরাশী বিদূরিত হইয়া যখন জগত পরিষ্কার হয়, তখন স্বয়ং সূর্যের আবির্ভাব হয়। সুতরাং সূর্যের প্রতিবিম্ব অন্ধকার বিদূরিতির অগ্রগামী এবং স্বয়ং সূর্য উদিত হওয়া, উক্ত অন্ধকার বিনাশের পরবর্তী। যেরূপ (নগর) পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করার পর বাদশাহের শুভাগমন সুন্দর হয়। কিন্তু তাঁহাদের আগমনের আভাষ ব্যতীত নগরের পরিস্কৃতি ও পরিচ্ছন্নতা সম্ভব হয় না। এখন সত্য কথা প্রকাশ পাইল ও বিবাদ বিসম্বাদ অন্তর্হিত হইল এবং সন্দেহও বিদূরিত হইল। আল্লাহ্ পাক সত্য জ্ঞাপক।

৪৩ মকতুব

মাওলানা মোহাম্মদ আফজালের নিকট প্রাপ্তির আস্বাদ প্রাপ্তি হয়, প্রাপ্তি হয় না, ইহার অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এই তরিকার মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালার দরবারে প্রাপ্তির আস্বাদ লাভ হয়, প্রাপ্তি হয় না। তাঁহাদের একথা "এনদেরাজে নেহায়েতদার বেদায়েত" অর্থাৎ প্রারম্ভে শেষ বস্তু প্রবেশকরণের মাকামের অনুকূল যাহা এই বোজর্গগণের বিশিষ্ট আকর্ষণের স্থান। তথায় প্রকৃত প্রাপ্তি লাভ হয় না, যাহা শেষ স্তরের জন্য বিশিষ্ট। কিন্তু যখন শেষ বস্তুর আস্বাদ প্রারম্ভে প্রবিষ্ট হয় তখন প্রাপ্তির আস্বাদ তথায় লাভ হয়। এবং যখন 'জজবা' বা আকর্ষণ হইতে উন্নতি করে ও প্রারম্ভ হইতে মধ্যাবস্থায় উপনীত হয়, তখন প্রাপ্তির আস্বাদও প্রাপ্তির ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রাপ্তিও তিরোহিত হয়, তাহার আস্বাদও অন্তর্হিত হয়। অবশ্য যখন চরম প্রান্তে উপনীত হয়, তখন প্রাপ্তি লাভ হয়; কিন্তু প্রাপ্তির আস্বাদ নিবারিত হয়। অতএব মোনতাহী বা শেষ প্রান্তে উপনীত ব্যক্তির জন্য যখন প্রাপ্তির আস্বাদ নিবারিত হয়, তখন লজ্জত ও মাধুর্য্য তাহার ভাগ্যে অতি অল্প হইয়া থাকে। আস্বাদ ও মাধুর্য্য মোনতাহী প্রথম পদক্ষেপেই অতিক্রম করিয়াছে। পরিশেষে তিনি মাধুর্য্য শূন্যতা ও বিস্বাদ গৃহের কোণে লুকাইয়া থাকেন। "হযরত রছুলুল্লাহ (দঃ) অবিরত ব্যথিত ও সদাচিন্তিত থাকিতেন।" (হাদীছ)

প্রশ্ন ঃ মোনতাহী যখন স্বীয় উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার প্রাপ্তির আস্বাদ অন্তর্হিত হয় কেন? এবং প্রারাম্ভকারী যখন উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয় না, তখন প্রাপ্তির আস্বাদ সে কোথা হইতে প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর ঃ মোনতাহী বা শেষ প্রান্তে উপনীত ব্যক্তির অন্তর্জগত উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার জাহের বা বহির্জগতের সহিত যখন তাহার সম্বন্ধ ছিন্ন হয় তাহার পর সে উক্ত (প্রাপ্তি) সৌভাগ্য লাভ করে। অতএব তাহার অন্তর্জগত বহির্জগতের সহিত বিশেষ যোগাযোগ রাখে না এবং বাতেনের সম্বন্ধ তাহার জাহেরে পরিচালিত হয় না, তাহার অন্তর্জগত প্রাপ্ত হইলেও (১) বহির্জগত তাহার লজ্জত ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং মোনতাহীর বাতেন বা অন্তর্জগত উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার জাহের বা বহির্জগত উহার আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না। এখন অন্তর্জগতের আস্বাদ প্রাপ্তির বিষয় অবশিষ্ট রহিল। অন্তর্জগত যখন প্রকার রাহিত্যের অংশ লাভকারী তখন তাহার আস্বাদ প্রাপ্তিও প্রকার শূন্য জগতের অনুরূপ হইবে। জাহের যাহা সম্পূর্ণ প্রকার সম্ভূত বস্তু, তাহা সরাসরি উহা অনুভব করিতে সক্ষম হইবে না। এইহেতু অনেক স্থলে জাহের বাতেনের আস্বাদ প্রাপ্তি নিবারণ করে এবং তাহাকে নিজের তুল্য লজ্জতবিহীন জ্ঞান করে; কারণ প্রকার সম্ভূত বস্তুর আস্বাদ প্রাপ্তি অন্যরূপ ও প্রকারবিহীন বস্তুর আস্বাদ প্রাপ্তি অন্যরূপ; অতএব যখন মোনতাহীর জাহের তাহার বাতেনের খবর রাখেনা, তখন বহির্দৃষ্টিধারী সর্বসাধারণ তাহার বাতেনের কি আর খবর রাখিবে ? এবং অস্বীকার করা ব্যতীত তাহাদের ভাগ্যে আর কি ঘটিবে? যে আস্বাদ তাহাদের বোধগম্য হয় তাহা জাহেরের আস্বাদ, যাহা প্রকার সম্ভূত জগতের অন্তর্ভুক্ত। এই হেতু নৃত্য-গীত এবং হা হুতাশ ও অস্থিরতা ইত্যাদি যাহা বাহ্যিক অবস্থা ও আকৃতিক আস্বাদ তাহা ইহাদের নিকট দুর্লভ বস্তু তুল্য ও অতি মূল্যবান। তাঁহারা আস্বাদ প্রাপ্তি ও প্রেরণা সমূহকে নৃত্য-গীত ইত্যাদির প্রতি সীমাবদ্ধ জানিয়া থাকেন এবং কামালাতে বেলায়েত ইহা ব্যতীত অন্য বস্তু ধারণা করেন না। আল্লাহ্ পাক ইহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। প্রকৃত পক্ষে জাহেরের অবস্থা সমূহ বাতেনের অবস্থার তুলনায় ঐরূপ প্রকার সম্ভূত বস্তুর তুলনায় প্রকারবিহীন বস্তু যেরূপ! অতএব প্রমাণিত হইল যে, মোনতাহীর বাতেনে বা অন্তর্জগতে প্রাপ্তি এবং আস্বাদ প্রাপ্তি উভয় লব্ধ হয়। কিন্তু উক্ত আস্বাদ যখন প্রকারবিহীন জগতের অংশধারী তখন উহা তাহার জাহের বা বহির্জগতে অনুভূত হয় না, বরং জাহের উহাকে অস্বীকার করে। অবশ্য জাহের বাতেনের প্রাপ্তি সন্ধান রাখে কিন্তু তাহার আস্বাদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং এই অনুপাতে বহির্জগত দৃষ্টে ইহা বলা যাইতে পারে, যে মোনতাহী প্রাপ্ত হয়; কিন্তু প্রাপ্তির আস্বাদ হইতে বঞ্চিত। এই তরিকার সরলচিত্ত প্রারম্ভকারীগণ প্রাপ্তির আস্বাদ লাভ করেন অথচ মূল বস্তু প্রাপ্ত হন না; ইহার কারণ এই যে, এই তরিকার বোজর্গগণ শেষ প্রান্তের আস্বাদ প্রারম্ভে প্রবেশ করাইয়া থাকেন এবং প্রতিচ্ছায়া অনুযায়ী শেষ বস্তুর আলোক সরলচিত্ত প্রারম্ভকারীর অন্তর্জগতে নিক্ষিপ্ত করেন। তদানীন্তন জাহের তাহার বাতেনের সহিত সম্মিলিত ও উভয়ের মধ্যে দৃঢ় যোগাযোগ বর্তমান থাকা হেতু উক্ত শেষ প্রান্তের প্রতিচ্ছায়া ও বেলায়েতের লজ্জৎ উহার বাতেন হইতে জাহেরে পরিচালিত হয় এবং জাহেরেকে বাতেনের

টীকাঃ- (১) জানা আবশ্যক যে অনুভূতি পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে উদ্ভূত এবং ইন্দ্রিয় সমূহ দৈহিক বস্তু যাহা সাধকের বহির্জগতস্থিত বস্তু।

রঙে রঞ্জিত করে। সুতরাং তাহার জাহেরের মধ্যে প্রাপ্তির আস্বাদ অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পায়। অতএব সাব্যস্ত হইল যে বাস্তবে আরম্ভকারীর পক্ষে প্রকৃত প্রাপ্তি সংঘটিত হয় না; কিন্তু তাহার প্রাপ্তির আস্বাদ লাভ হয়। উল্লিখিত বর্ণনাদি হইতে নক্সাবন্দিয়া বোজর্গগণের তরিকায় উচ্চতা ও ইঁহাদের সম্বন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তালেব বা সাধকগণের প্রতি ইঁহাদের পূর্ণ লক্ষ্য ও সুন্দর ব্যবস্থা উপলব্ধি হইল। প্রথম পদক্ষেপেই সরলচিত্ত মুরিদ ও সত্য প্রার্থীকে তাহার স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী ইঁহাদের নিজের মধ্যে যাহা আছে তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপর ভালবাসার সম্বন্ধের বন্ধন কর্তৃক তাহার প্রতি লক্ষ্য ও প্রতিবিম্ব প্রদান করত; প্রতিপালন করিতে থাকেন। অবশ্য অন্য তরিকার কতিপয় মাশায়েখ ইঁহাদের শেষ বস্তু প্রথমে প্রবেশকরণ বাক্য হইতে সন্দিহান। তাঁহারা ইহার মর্মে ইতস্ততঃ করেন। তাঁহারা এই তরিকায় আরম্ভকারী যে অন্য সকল তরিকায় সমাপ্তকারীর তুল্য ইহা সঙ্গত মনে করেন না। আশ্চর্যের কথা তাঁহারা "এই তরিকায় আরম্ভকারী অন্য তরিকার সমাপ্তকারীর তুল্য হইবে," ইহা কোথা হইতে বুঝিয়াছেন ? "এনদেরাজে নেহায়েত দার বেদায়েৎ" বা প্রারম্ভে শেষ বস্তু প্রবেশকরণ ব্যতীত ইহারা অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। ইঁহাদের এই বাক্য তুল্যতা জ্ঞাপক নহে। ইহার অর্থ এই যে, এই তরিকার চরম উন্নত শায়েখ (পীর) স্বীয় আত্মিক লক্ষ্য ও ক্ষমতা বলে তাঁহার শেষ মাকামের আস্বাদ সরলচিত্ত আরম্ভকারীর অন্তর্জগতে প্রতিবিম্বন কর্তৃক প্রদান করেন যেন তাঁহার প্রারম্ভের সহিত স্বীয় অন্তের লবণাক্ত স্বাদ মিশ্রিত করিয়া দেন। ইহাতে সমকক্ষতা কোথায় এবং সন্দেহের স্থানই বা কই ও উহার তত্ত্বে ইতঃস্ততের কারণ বা কিসের ?

উল্লিখিত "এনদেরাজ" একটি অতি উচ্চ দৌলৎ। এ তরিকার আরম্ভকারী যদিও সমাপ্তকারীর পর্যায়ভুক্ত নহে, তথাপি সে শেষ বস্তুর সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিতও নহে। ঘটনাক্রমে যদি কোন আরম্ভকারী তরিকা সমাপ্ত করার সুযোগ প্রাপ্ত না হয় ও মনজিল সমূহ অতিক্রম করতঃ শেষ প্রান্তে উপনীতি তাহার ভাগ্যে না ঘটে তথাপি সে শেষ মর্তবার দৌলৎ হইতে বঞ্চিত রহিয়া যাইবে না। তাহার উল্লিখিত লবণ খন্ড ক্রমে ক্রমে উহাকে সম্পূর্ণ লবণাক্ত ও লবণে পরিণত করিয়া লইবে। কিন্তু অন্য তরিকায় আরম্ভকারীগণ ইহার বিপরীত; তাহার শেষ প্রান্ত হইতে সুদূরে অবস্থিত ও মনজিল সমূহ অতিক্রম করিতেও দূরত্ব পার হইতে পর্যুদস্ত। তাহাদের প্রতি সহস্র বার আক্ষেপ! যদি তাহারা অতিক্রম করার সময় সুযোগ প্রদত্ত না হন এবং মনজিল সমূহ অতিবাহিত করার আদেশ প্রাপ্ত না হন। এই তরিকার আরম্ভকারী ও অন্য তরিকার আরম্ভকারীগণের মধ্যে পার্থক্য প্রকট হইয়া গেল এবং ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হইল।

এখন জানা আবশ্যক যে, এই তরিকায় মোনতাহী এবং অন্য তরিকার মোনতাহীগণের মধ্যেও এইরূপ পার্থক্য বর্তমান আছে ও অন্য তরিকার সমাপ্তকারীগণ হইতে এই তরিকার সমাপ্তকারীগণের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত রূপ প্রমাণিত হইবে। বরং ইহাদের অন্ত অন্য তরিকার অন্তের বহু পরে আরও পরে। আমার এই বাক্য কেহ বিশ্বাস করুক অথবা না করুক কিন্তু

যদি সুবিচার করেন তাহা হইলে নিশ্চয় বিশ্বাস করিবেন। যে অন্তের প্রারম্ভে অন্তের বস্তু মিশ্রিত থাকে তাহা (সে অন্ত) অন্য সকল অন্ত হইতে নিশ্চয় উৎকৃষ্ট হইবে। সুতরাং ইহার শেষ সর্বশেষের শেষ হইবে।

যে বছর ভাল যাবে,
বসন্তেই দিশা পাবে।

অন্য তরিকার কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আমাকে বলিল যে, আমাদের শেষ মর্তবা আল্লাহ পর্যন্ত উপনীত। আপনারা যদি উহাকে নিজেদের প্রারম্ভ বলিতে চান তাহা হইলে আপনারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় যাইবেন এবং আল্লাহ ব্যতীত আপনাদের অন্ত অন্য আর কি হইতে পারে ?

তদুত্তরে বলিব যে, আমরা আল্লাহ হইতে আল্লাহের মধ্যে গমন করি। এবং প্রতিবিম্বের সংমিশ্রণ হইতে পলায়ন করতঃ মূলের মূল বস্তুর মধ্যে উপনীত হই ও আবির্ভাব হইতে বিমুখ হইয়া আবির্ভূত বস্তু অন্বেষণ করি ও বিকাশ সমূহ অতিক্রম করতঃ বিকাশিত বস্তুকে স্বীয় অন্তরের অন্তস্থলে কামনা করি। যখন অন্তর্জগতে বিভিন্ন স্তর বর্তমান আছে তখন এক অন্তর্জগত হইতে পরবর্তী অন্তর্জগতে উপনীত হই, তৎপর উহা হইতে তৎপরবর্তী বা তৃতীয় স্তরে—এইরূপ যতদূর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা পদক্ষেপ করিতে থাকি। আল্লাহ তায়ালা যদিও "বছীত" বা প্রকৃত অবিভাজ্য, তথাপি তিনি অতি প্রশস্ত কিন্তু উক্ত প্রশস্ততা দৈর্ঘ-প্রস্থ সম্ভূত নহে যেহেতু উহা সম্ভাব্য ও নূতনত্বের চিহ্ন। তাঁহার প্রশস্ততা তদীয় জাতের ন্যায় রকম প্রকারবিহীন। অতএব তথায় যে ছয়ের বা ভ্রমণ সংঘটিত হয় তাহাও প্রকার বিহীন এবং ভ্রমণকারী যদিও প্রকার সম্ভূত বস্তু, কিন্তু প্রকারবিহীনতার শক্তি লইয়া উক্ত প্রকারবিহীন মনজিল সমূহ অতিক্রম করিয়া থাকে এবং প্রকার সম্ভূত হইতে প্রকারবিহীনতায় উপনীত হয়।

মাথামুণ্ড রহিত (প্রশ্নকারী) বেচারা ইহার তত্ত্ব কি আর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে? যাহারা প্রকার সম্ভূত জগতে আকৃষ্ট তাহারা প্রকারবিহীনের কি বার্তা লাভ করিবে? তাহারা উপনীতি রাহিত্য হেতু সমালোচনা করিয়া থাকে এবং স্বীয় অজ্ঞতার কারণে অহংকার করে।

কতিপয় মূঢ়জন হ'য়ে একত্রিত
কলংকে উত্তম ভারি করে মনোনীত।

তাহারা কি ইহাও অবগত নহে যে, পয়গম্বর (আঃ) গণ বরং শেষ পয়গম্বর (দঃ)-এরও শেষ মাকাম "আল্লাহ"। কিন্তু ইহাদের অন্ত ও পয়গম্বর (আঃ) গণের অন্ত এক নহে। বরং ইহাদের উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধই নাই। ইহাও হইতে পারে যে কোন একদল সাধকের শেষ মাকাম লাভ হয়, যাহা ইহাদের (প্রশ্নকারীদের) শেষ মাকাম হইতে উচ্চ ও পয়গম্বর (আঃ) গণের শেষ মাকাম হইতে নিম্নতর। অতএব ইহা সত্য হইল যে সকলের শেষ মাকাম "আল্লাহ" কিন্তু ইহাদের ক্রমানুযায়ী তারতম্য বর্তমান আছে। অথবা ইহাও বলিতে পারি যে,

আল্লাহ পর্যন্ত উপনীতিকে প্রত্যেকেই নিজের শেষ বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু অনেকে এরূপ আছেন যে, আল্লাহ তায়ালার আবির্ভাব ও প্রতিচ্ছায়া সমূহকে আল্লাহ বলিয়া জানেন। অবশ্য উক্ত প্রতিবিম্ব সমূহের আবির্ভাবের মধ্যেও তারতম্য আছে। সুতরাং শেষ প্রান্তে উপনীত ব্যক্তিদের সকলের শেষ বাস্তবে আল্লাহ পর্যন্ত নহে কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের ধারণা এই যে, "আল্লাহ পর্যন্তই তাহাদের শেষ।" যদি প্রতিবিম্ব ও আল্লাহ পাকের আবির্ভাব একদলের প্রারম্ভ হয়, যাহা বাস্তব ও যথার্থ হইবার ধারণা হিসাবে অপর দলের অন্ত; এবং অপর এক দলের অন্ত প্রকৃত ও বাস্তবে আল্লাহ পর্যন্তই হয়, যাহা প্রতিবিম্ব ও বিকাশ সমূহের উর্ধ্বে, তাহা হইলে ইহা জ্ঞানের বহির্ভূত এবং অস্বীকার ও সন্দেহের যোগ্য হইবে কেন ?

যদি কোন মূঢ়জন স্বীয় অনুমানে,
দোষী করে নক্সাবন্দী পীর অলিগণে,
আল্লাহর পবিত্রতা করিনু গ্রহণ,
আমি যেন কভু নাহি কহি এ বচন।
এ শিকলে বাঁধা যত ব্যাঘ্রতুল্য জন,
শৃগালীর চক্রে ইহা হবে কি ছেদন ?

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপরাশি ও কার্য্যের অতিরিক্ততা সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের পদ দৃঢ় ও অটল রাখ এবং কাফেরদিগের প্রতি আমাদিগকে সাহায্য কর। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাহার প্রতি ছালাম। (ছালাম)

৪৪ মকতুব

হাজী মোহাম্মাদ মোমেনের পুত্র মোহাম্মাদ ছাদেকের নিকট লিখিতেছেন। 'ওয়াহদাতুল অজুদ' বা একবাদের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সুফিগণ ওয়াহদাতুল অজুদ বা একবাদ স্বীকার করেন কিন্তু আলেমগণ উহাকে কুফর বা অধর্ম বলিয়া জানেন। অথচ উভয় দলই উদ্ধার প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আপনার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি?

হে স্নেহাস্পদ! এই বিষয় বিশদ বর্ণনা আমি স্বীয় মকতুব রেছালা সমূহে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। এই দুই দলের দ্বন্দ্ব যে বাক্যার্থের তারতম্য হেতু তাহা বর্ণনা করিয়াছি। তথাপি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তখন প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর্তব্য। অতএব বাধ্য হইয়া কয়েক ছত্র লিখিতেছি।

জানিবেন যে, ছুফিগণের মধ্যে যাঁহারা ওয়াহদাতুল অজুদ বা একবাদ প্রমাণ করেন

এবং সকল বস্তুকে অবিকল আল্লাহ্ বলিয়া দর্শন করেন ও সবই তিনি বলিয়া নির্দেশ প্রদান করেন–ইহার অর্থ ইহা নহে যে, বস্তু সকল আল্লাহ্ তায়ালার সহিত একত্রিত আছে। এবং পবিত্রতা হইতে অবতরণ করতঃ অনুরূপ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও অবশ্যম্ভাবী সম্ভাব্যে পরিণত হইয়াছে ও প্রকারবিহীন প্রকার সম্ভূত হইয়াছে। যেহেতু ইহা সবই কুফর ও ভ্রষ্টতা এবং অধর্ম তথায় (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) এক হইয়া যাওয়া বা অবিকল সেই বস্তু হওয়া কিংবা অবতরণ করা অথবা অনুরূপ বস্তু হওয়া নিবারিত! আল্লাহ্ অতি পবিত্র। পূর্বে যেরূপ ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন। অতএব পবিত্র ঐ জাত যিনি সৃষ্টি নূতনত্ব হেতু তাঁহার জাত ছেফাত বা এছমে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ও পরিবর্তন ঘটে না। তিনি যেরূপ নিছক বিশুদ্ধ, অবাধ তদ্রূপই আছেন এবং অজুত বা অবশ্যম্ভাব্যের উচ্চতা হইতে সম্ভাব্যের নিম্নস্তরে অবতরনুদ্দত হন না। বরং হামাউস্ত বা "সবই ঐ"-এর অর্থ এই যে যাবতীয় বস্তু অস্তিত্ব বিহীন এবং তিনিই নিছক অস্তিত্ববান। 'মনছুর হাল্লাজ (রাঃ) যে 'আনাল হক' বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে আমিই খোদা এবং খোদার সহিত একত্রিত। কেননা এরূপ বাক্য কোফর এবং সে কাতল বধ হইবার উপযোগী। বরং তাহার অর্থ এই যে, আমি অস্তিত্ব বিহীন এবং খোদা তায়ালাই প্রকৃত অস্তিত্ববান। ফলকথা, সুফীগণ যাবতীয় বস্তুকে আল্লাহ্ তায়ালার ও তাঁহার এছম ছেফাত ও নাম গুণাবলীর দর্পণতুল্য আবির্ভাবস্থল বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু তাহাও অবতরণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সংমিশ্রণ ও সন্দেহ রহিত হিসাবে। যেরূপ কোন ব্যক্তির ছায়া কোন স্থলে পতিত হইলে ইহা বলা যাইবে না যে উক্ত ছায়া ঐ ব্যক্তির সহিত একত্রিত, অথবা উহা অবিকল ঐ ব্যক্তি কিম্বা উক্ত ব্যক্তি অবতরণ করতঃ 'ছায়া' রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উক্ত ব্যক্তি স্বীয় মূল বিশুদ্ধতায় অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে এবং তাহার কোন রূপ অবতরণ ও পরিবর্তন ব্যতীতই তাহার ছায়ার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক সময় উক্ত ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ ভালবাসা হেতু অনেকের দৃষ্টি হইতে তাহার ছায়ার অস্তিত্ব গুপ্ত হয়, এবং উক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সে অন্য কোন বস্তুই দর্শন করে না। এমতাবস্থায় বলিতে পারে যে, "ছায়াটিই অবিকল সেই ব্যক্তি"। ইহার অর্থ এই যে, "ছায়ার কোনই অস্তিত্ব নাই, প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তি অস্তিত্ববান মাত্র।" এই বর্ণনা দ্বারা অনিবার্য হয় যে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু ছুফীগণের নিকট আল্লাহতায়ালার আবির্ভাব, অবিকল তিনি নহেন, এবং বস্তু সমূহ খোদা হইতে উদ্ভূত কিন্তু খোদা নহে। অতএব 'হামাউস্ত' বা "সবই ঐ" বাক্যের অর্থ "হামাআজুস্ত" বা "সবই তাঁহা হইতে।" এই অর্থ জাহেরী আলেমবৃন্দও গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ওলামায়ে কেরাম ও ছুফীয়ায়ে এজামের মধ্যে কোন প্রকারের দ্বন্দ্ব বা দ্বিমত বর্তমান নাই, এবং উভয় দলের বাক্যের শেষ মর্ম এক। একমাত্র পার্থক্য যে, ছুফীগণ বস্তু সমূহকে আল্লাহ্তায়ালার আবির্ভাব বলেন। কিন্তু ওলামাগণ এই বাক্য হইতেও বিরত থাকেন। যেহেতু তাঁহারা প্রবেশকরণ ও একত্রিত ইত্যাদি সন্দেহ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন ঃ–ছুফীগণ বস্তু সমূহকে বিকাশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও বাস্তব জগতে অস্তিত্ববিহীন বলিয়া জানেন এবং আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য কাহাকেও বাস্তব অস্তিত্ব সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস

করেন না। কিন্তু আলেমগণ সৃষ্ট বস্তু সকলের বাস্তব অস্তিত্ব বর্তমান আছে বলিয়া থাকেন। অতএব প্রকৃত অর্থের মধ্যেই ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রমাণিত হইতেছে?

উত্তর ঃ– ছুফীগণ বিশ্বজগতকে যদিও বাস্তব অস্তিত্ববিহীন জানেন তথাপি বাস্তব জগতে উহার একটি ধারণাকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ করেন ও "উহা বাস্তব জগতে পরিদৃষ্ট হয়" বলিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে বাস্তব জগতে ধারণাকৃত একাধিক বস্তু বর্তমান আছে তাহা অস্বীকার করেন না। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা বলেন যে, এই ধারণাকৃত অস্তিত্ব যাহা বাস্তব জগতে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা ঐ প্রকারের অস্তিত্ব নহে যাহা ধারণা অন্তর্হিত হইলে উহা অন্তর্হিত হইবে, ও যাহার স্থায়ীত্ব ও দৃঢ়তা নাই। বরং তাহারা বলেন যে, এই ধারণাকৃত অস্তিত্ব ও এই দর্শন যখন আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ কুদরত কর্তৃক অঙ্কিত, তখন উহা ধ্বংস হইতে সুরক্ষিত ও ব্যতিক্রম হইতে পবিত্র; ইহ-পরকালের কার্যকলাপ ইহাদের সহিত সম্বন্ধিত। দার্শনিকগণ বিশ্বজগৎকে ধারণা ও চিন্তার জগৎ বলিয়া জানে এবং ধারণার সহিত ইহাদের অন্তরায় ঘটে বলিয়া অনুমান করে। তাহারা বলে যে, বস্তু সমূহের অস্তিত্ব আমাদের বিশ্বাসের অনুগত। প্রকৃতপক্ষে উহাদের স্থায়ীত্ব নাই। যদি আমরা আকাশকে মৃত্তিকা বলিয়া বিশ্বাস করি তবে তাহাই মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকাকে আকাশ বলিয়া জানি তবে তাহাই আকাশ। মিষ্টিকে যদি তিক্ত বলিয়া জ্ঞান করি তবে তাহাই তিক্ত; এবং তিক্তকে যদি মিষ্ট জানি, তবে তাহাই মিষ্ট। ফলকথা এই নির্বোধগণ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি অস্বীকার করিয়া থাকে, এবং বস্তুসমূহকে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি নির্ভরশীল বলিয়া বিশ্বাস করে না। তাহারা স্বয়ং ভ্রষ্ট ও অন্যকেও ভ্রষ্ট করিতে সাহায্য করে। ছুফীগণ বস্তুসমূহকে বহির্জগৎ বা বাস্তব জগতে ধারণাকৃত অস্তিত্বধারী বলেন ও উহার স্থায়ীত্ব এবং দৃঢ়তা আছে, ও ধারণা অন্তর্হিত হইলে উহা অন্তর্হিত হইবে না বলিয়া প্রমাণ করেন। ইহ-পরকালের যাবতীয় বিষয় যাহা চিরস্থায়ী ও অন্তহীন, তাহাকে উক্ত অস্তিত্বের প্রতি নির্ভরশীল বলেন। আলেমগণ বস্তু সমূহকে বহির্জগৎ বা বাস্তব জগতে মৌজুদ বা স্থিতিশীল বলিয়া জানেন। এবং চিরস্থায়ী বাস্তব বিষয় সমূহ উহার প্রতি প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। ইহা সত্ত্বেও বস্তু সমূহের অস্তিত্বকে আল্লাহ্পাকের অস্তিত্বের তুলনায় দুর্বল ও অক্ষম ধারণা করেন, এবং আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের তুলনায় সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব সমূহকে ধ্বংসশীল বলিয়া জানেন। সুতরাং এই দুই দলের নিকট বাস্তব জগতে বস্তু সমূহের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল-যাহার প্রতি ইহ-পরজগতের হুকুম ও নিয়মাবলী নির্ভরশীল ও যাহা ধারণার তিরোধানে অন্তর্হিত হয় না। অতএব ইহাদের বিবাদ ও মতদ্বৈধতা রহিত হইল। এইমাত্র যে, সুফীগণ উক্ত অস্তিত্বকে ধারণাসম্ভূত অস্তিত্ব বলিতেছেন। যেহেতু উন্নতির সময় উহাদের অস্তিত্ব ছুফীগণের দৃষ্টি হইতে গুপ্ত থাকে। আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। পক্ষান্তরে ওলামাগণ উক্ত অস্তিত্বের প্রতি "ধারণা" শব্দ প্রয়োগ হইতে বিরত থাকেন এবং তাঁহারা উহাকে ধারণাসম্ভূত অস্তিত্ব বলেন না, যেন কোন নির্বোধ উহা অপসারণের চেষ্টা না করে ও পরকালের চিরস্থায়ী ছওয়াব এবং আজাব অস্বীকার না করে।

প্রশ্ন ঃ-ছুফীগণ বস্তু সমূহের ধারণাকৃত অস্তিত্ব এই অর্থে প্রমাণ করেন যে উক্ত অস্তিত্ব স্থায়ী ও দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত ও বাস্তব নহে, ধারণায় অস্তিত্ববান মাত্র; শুধু পরিলক্ষিত হওয়া ব্যতীত উহার ভাগ্যে অন্য কিছুই নাই। কিন্তু আলেমগণ বস্তু সমুহকে বাস্তব জগতে প্রকৃত অস্তিত্বে অস্তিত্ববান বলিয়া জানেন; অতএব দ্বন্দ্ব যে রহিয়া গেল ?

উত্তর ঃ- ধারণাকৃত অস্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও যখন উহা চিন্তা ধারণা কর্তৃক অন্তর্হিত হয় না, তখন উহা প্রকৃত ও বাস্তব বটে। যদি সকল ধারণাকারীদিগের ধারণা অন্তর্হিত হওয়া অনুমান করা যায় তাহাতেও ইহা বর্তমান থাকিবে; অন্তর্হিত হইবে না। অতএব ইহা ব্যতীত প্রকৃত ও বাস্তবের কি আর অর্থ হয়। অবশ্য ইহা সত্য যে, সৃষ্ট বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব যাহা প্রমাণ করা যাইতেছে, তাহা আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত অস্তিত্বের সম্মুখে নিস্তনাবুদ বা নিশ্চিহ্ন। এ পর্যন্ত যে, উহারা প্রকৃত ধারণাকৃত ও চিন্তাসম্ভূত বস্তু সমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। যেরূপ (১) 'কুল্লি মোশাক্কেক-এর ফরদ" বা শাখা সমূহের মধ্যে বিরাট প্রভেদ আছে। যথা সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী জাতের অস্তিত্বের তুলনায় যেন বিলীন ও নিস্তনাবুদ। উহা প্রায় নাস্তির অন্তর্ভুক্ত। অতএব কোন দ্বন্দ্ব রহিল না।

প্রশ্ন ঃ-যখন সকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রকৃত বলিয়া প্রমাণ হইল, তখন বাস্তবে বিভিন্ন অস্তিত্বধারী বস্তু হওয়া অনিবার্য হইল এবং প্রকৃত পক্ষে এক বস্তু অস্তিত্বধারী থাকে না। ইহা "ওয়াহ্দাতে অজুদ" বা "একবাদ" মতের বিপরীত যাহা একবাদ মতাবলম্বী ছুফীগণের নির্ধারিত মত।

উত্তর ঃ–উভয়েই বাস্তব অর্থাৎ "ওয়াহদাতে অজুদ" বা একবাদ ও বাস্তব এবং একাধিক অস্তিত্ব হওয়াও বাস্তব। কিন্তু যখন প্রত্যেকটির পক্ষ ও তাৎপর্য পৃথক তখন দুই বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা অন্তর্হিত। ইহা একটি উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার হইবে। যথা "জায়েদ" নামক কোন এক ব্যক্তির "ছবি" যদি দর্পণে পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে বাস্তবে উক্ত দর্পণে কোন ছবি বর্তমান নাই। কেননা উক্ত "ছবি" দর্পণের ঘনত্ব ও পুরুর মধ্যেও বর্তমান নাই এবং তাহার উপরিভাগেও নাই; বরং উহা দর্পণে ধারণাকৃত হিসাবে বর্তমান আছে এবং দর্পণে আনুমানিক প্রদর্শন ব্যতীত উহার অন্য কিছুই লব্ধ হয় নাই। কিন্তু উক্ত ছবির এই ধারণাসম্ভূত অস্তিত্ব ও আনুমানিক প্রদর্শন যাহা দর্পণে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও বাস্তব বটে। এই হেতু কেহ যদি বলে যে, "আমি জায়েদের "ছবি" দর্পণে দর্শন করিয়াছি," তাহাতে উক্ত বাক্য হেতু জ্ঞান ও প্রচলন অনুযায়ী উহাকে সত্যবাদী ও বাস্তবপন্থী বলা হইবে। যখন প্রচলনের প্রতি শপথ সমূহের ভিত্তি তখন যদি কেহ শপথ করিয়া বলে যে,

(১) টীকা ঃ কুল্লি মোশাক্কেক-ইহা মনতেক শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। "কুল্লি মোশাক্কেক" উহাকে বলে যাহা নিজের ফরদ বা শাখা সমূহের প্রতি সবিশেষ তারতম্য হিসাবে প্রয়োজ্য হয়। যথা 'অজুদ' শব্দ সৃষ্ট পদার্থের প্রতি প্রযোজ্য হয় এবং আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতিও প্রযোজ্য হয়। কিন্তু জাতের প্রতি যাহা প্রযোজ্য হয় তাহা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য।

আল্লাহ্‌র কছম "আমি জায়েদের "ছবি" দর্পণে দর্শন করিয়াছি" তখন তাহার এই শপথ ভঙ্গ হওয়া উচিত হইবে না। এমতাবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় যে, জায়েদের "ছবি" দর্পণে অবস্থান না করা ও বাস্তব এবং ধারণা ও চিন্তা হিসাবে উহা দর্পণে লব্ধ হওয়া বাস্তব। কিন্তু প্রথমটি নির্বিঘ্নে এবং অবাধে বাস্তব ও দ্বিতীয়টি চিন্তা ধারণার মাধ্যমে বাস্তব। আশ্চর্যের বিষয় যে, চিন্তা ধারণা যাহা বাস্তবতার বিপরীত, এস্থলে তাহাই বাস্তবতার সহায়ক হইল। কেননা উহা ব্যতীত ইহা বাস্তবে পরিণত হইত না।

দ্বিতীয় উদাহরণ চক্রাবর্তিত বিন্দু; যাহা ধারণা হিসাবে বহির্জগতে চক্রের আকার সৃষ্টি করে। ইহা বাস্তব যে এস্থলে বগির্জগতে কোন চক্র বা বৃত্ত নাই। আবার বহির্জগতে ধারণাকৃত যে একটি বৃত্ত (দৃশ্যতঃ) বর্তমান আছে তাহাও বাস্তব। অবশ্য তথায় সাকুল্যে যে কোনই বৃত্ত বর্তমান নাই, ইহাই প্রকৃত বাস্তব। পক্ষান্তরে ধারণা ও চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গিতে তথায় যে বৃত্ত আছে ইহাও বাস্তব। কিন্তু প্রথমটি অবাধ ও শর্তবিহীন এবং দ্বিতীয়টি শর্তবিশিষ্ট। অতএব আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও "ওয়াহদাতুল অজুদ" বা "একবাদ" শর্তরহিত হিসাবে বাস্তব; পক্ষান্তরে একাধিক অস্তিত্ব কল্পনা ও ধারণা অনুযায়ী বাস্তব। অর্থাৎ শর্তবিহীনতা ও শর্তবিশিষ্টতা–দৃষ্টিভঙ্গিতে এই উভয় বাস্তব দ্বন্দ্ব রহিত, সুতরাং দুই বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়া প্রমাণ হইল না।

প্রশ্ন ঃ–যদি সকল ধারণাকারীদের ধারণা অন্তর্হিত হওয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ধারণাকৃত অস্তিত্ব ও কল্পিত দৃশ্য কিভাবে বর্তমান থাকিতে পারে?

উত্তর ঃ–এই ধারণাকৃত অস্তিত্ব কেবলমাত্র ধারণা কর্তৃক যে সংঘটিত হইয়াছে তাহা নহে। যাহাতে ইহা ধারণার অন্তর্হিতির সহিত তিরোহিত হইতে পারে। বরং ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার কারিগরি ও শিল্প নৈপুণ্য কর্তৃক ধারণার স্তরে লব্ধ হইয়াছে ও দৃঢ়তা এবং স্থায়ীত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ধারণার অন্তর্ধান হেতু ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটেনা। ধারণাকৃত অস্তিত্ব এই হেতু বলা যায় যে, উহাকে আল্লাহ্ পাক ধারণা ও অনুভূতির স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু যখন উহা আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি, তখন যে স্তরেই হউক না কেন, উহা ধ্বংস ও ব্যতিক্রম হইতে সুরক্ষিত। আল্লাহতায়ালা যখন উহা সৃষ্টি করিয়াছেন তখন উহা যে কোন স্তরে হউক না কেন বাস্তবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। উক্ত মর্তবা বা স্তর যদিও বাস্তব না হয় এবং শুধু ধারণাকৃত হয়, তথাপি তথাকার সৃষ্ট বস্তু বাস্তব বটে।

যাহা আমি বলিলাম যে, আল্লাহতায়ালা উহাদিগকে অনুভূতি ও ধারণার স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন–ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ পাক বস্তু সমূহকে এমন এক স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, শুধু অনুভূতি ও ধারণা ব্যতীত অন্য কোথাও তাহার সংগঠন বা স্থিতি নাই। যেরূপ কোন এক ঐন্দ্রজালিক (তামসগীর) অমূলক বস্তুসমূহকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া প্রদর্শন করায় এবং এক বস্তুকে দশ বস্তু বলিয়া অবগত করায়। কিন্তু ধারণার স্তরে ব্যতীত উক্ত দশ বস্তুর অন্যত্র কোনই অস্তিত্ব বর্তমান নাই। বাস্তবে এক বস্তু মাত্র বর্তমান আছে। উক্ত দশ বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ ক্ষমতা বলে যদি স্থায়ীত্ব লাভ করে এবং ব্যতিক্রম ও দ্রুত ধ্বংস প্রাপ্তি

হইতে রক্ষা পায়, তখন উহা বাস্তবে পরিণত হয়। অতএব বলা যাইবে যে, উক্ত দশ বস্তু বাস্তব এবং ইহাও বলা যাইবে যে, বাস্তব নহে। কিন্তু দুইটি দুই তাৎপর্যে অর্থাৎ যদি ধারণা অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য না করা যায় তাহা হইলে উহা বাস্তব নহে। এবং যদি তৎপ্রতি লক্ষ্য করা যায় তাহাতে বাস্তব হয়।

একটি গল্প কথিত আছে যে, ভারতবর্ষের কোন নগরে তথাকার বাদশাহ্র সম্মুখে বাজিকরগণ তামাসা আরম্ভ করিয়াছিল এবং যাদু তেলেছমাত কর্তৃক বাগিচা [১] ও আম্রাদির বৃক্ষ অবাস্তব বস্তু সকল বাস্তব হিসাবে দেখাইতেছিল এবং সেই মজলিছে তাহারা দেখাইল যে, উক্ত বৃক্ষসমূহ বর্ধিত হইল এবং উহাতে ফল ধরিল। উপস্থিত জনসাধারণ তাহা ভক্ষণও করিল। বাদশাহ্ অবগত ছিলেন যে, যখন খেলবাজি পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তখন তাহার বাজিকরকে বধ করিলে ঐ সকল বস্তু আল্লাহ্র কুদরতে বহাল থাকে। অতএব বাদশাহ্ বাজিকরদিগকে বধ করার আদেশ করিল। ঘটনাক্রমে যখন তাহারা বধ হইল, তখন উক্ত বৃক্ষাদি আল্লাহ্তায়ালার কুদরতে বহাল রহিয়া গেল। আমি শুনিয়াছি যে, "এ পর্যন্ত উক্ত বৃক্ষসমূহ বর্তমান আছে এবং জনসাধারণ তাহার ফলাদি ভক্ষণ করে।" ইহা আল্লাহ্তায়ালার নিকট কোনই অসম্ভব নহে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও যখন আল্লাহ্ পাক ব্যতীত বাস্তবে কোন বস্তু অস্তিত্ববান নহে, তখন আল্লাহ্ পাক স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃক তাঁহার এছম- ছেফাত সমূহের পূর্ণ গুণ সমূহকে সৃষ্ট বস্তু সমূহের আকৃতির পর্দার মধ্যে ধারণার স্তরে প্রকাশ করিয়াছেন ও ধারণাকৃত অস্তিত্বের সহিত উক্ত পূর্ণতা সমূহের কল্পিত স্থায়িত্ব বস্তু সমূহের দর্পণ ও আর্বিভাব স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন; অর্থাৎ বস্তু সমূহকে উক্ত পূর্ণতা সমূহের বরাবর ও মোকাবিলে চিন্তা ধারণার মর্তবায় সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাতে ধারণাকৃত দর্শন ও আনুমানিক স্থিতি সৃষ্টি করে। অতএব কাল্পনিক বা আনুমানিক দর্শন অনুযায়ী বস্তুসমূহ অস্তিত্ববান। কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এই দর্শনকে স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন ও উহার সৃষ্টির মধ্যে দৃঢ়তা প্রদান করতঃ ইহাকে শক্তিশালী করিয়াছেন ও চিরস্থায়ী কার্যকলাপ উহার প্রতি নির্ভর রাখিয়াছেন, তখন তাহাদের ধারণাকৃত অস্তিত্ব সমূহই প্রকৃত বাস্তবে পরিণত হইয়া ধ্বংস ও ব্যতিক্রম হইতে সুরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, বস্তুসমূহ বহির্জগতে প্রকৃত অস্তিত্বধারী; এবং ইহাও বলা যাইবে যে, প্রকৃত অস্তিত্বধারী নহে। কিন্তু উহা দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে; যাহা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইল।

এ ফকীরের ওয়ালেদ কেবলা (পিতা) (রাঃ) যিনি বিচক্ষণ আলেম ছিলেন তিনি বলিয়াছেন যে, "আগ্রাবাসী কাজী জালালউদ্দিন নামক জনৈক স্বনামধন্য আলেম ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, একবাদ অথবা দ্বৈতবাদ ইহার কোনটি ঠিক ? যদি একবাদ বাস্তব হয় তাহাতে শরীয়ত বাতিল হইয়া যায়। কেননা পার্থক্য ও বিভিন্নতার প্রতিই

টীকা ঃ ইহা সম্ভবতঃ (১) ব্যবিলনের শূন্য উদ্যান হইবে।

শরীয়তের ভিত্তি এবং যদি দ্বৈতবাদ বাস্তব হয় তাহা হইলে ছুফীগণের একবাদ বাক্য বাতিল হইয়া যায়।" তখন আমার ওয়ালেদ কেবলা উত্তর দিয়াছিলেন যে, উভয় বাস্তব, এবং তাহার বিশদ বর্ণনাও করিয়াছিলেন। আমার স্মরণ নাই যে তিনি কি বর্ণনা দিয়াছিলেন। উপস্থিত এ ফকিরের অন্তরে আল্লাহ্ পাক যাহা নিক্ষিপ্ত করিয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। অবশিষ্ট আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ন্যস্ত। অতএব ছুফীগণ একবাদ যাহা স্বীকার করেন তাহাও সত্য এবং ওলামাগণ যে দ্বৈতবাদের নির্দেশ প্রদান করেন তাহাও সত্য। ছুফীগণের অবস্থার অনুকূল একবাদ এবং ওলামাগণের অবস্থার অনুকূল দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদের প্রতি শরীয়তের ভিত্তি ও উহার নিয়মাবলীর তারতম্য। এবং পয়গম্বর (আঃ) গণের আহবান ও পরকালের শাস্তি ও শান্তি সবই দ্বৈতবাদের সহিত সম্পর্কিত। যখন আল্লাহ্‌তায়ালা "আমার ইচ্ছা হইল যে পরিচিত হই" বাক্য কর্তৃক একাধিক ইচ্ছা করিতেছেন এবং প্রকাশন ও বিস্তার ভালবাসিয়াছেন, তখন এই স্তরটি বর্তমান থাকাও আবশ্যকীয়। যেহেতু এই স্তরকে সজ্জিত করা আল্লাহ্‌তায়ালার পছন্দনীয় ও অভিপ্রেত এবং যেহেতু রাজাধিরাজের কিংকর ও ভৃত্য আবশ্যক, তাঁহার উচ্চতা ও মহত্বের সম্মুখে নগণ্য, মুখাপেক্ষী ও ভগ্নপ্রায় হওয়া কর্তব্য। যদিও একবাদের বিষয়টি প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ ও দ্বৈতবাদের নীতি উহার তুলনায় ভাবগত ও আনুষঙ্গিক বস্তু স্বরূপ, এই হেতু উক্ত জগতকে বাস্তব জগৎ এবং এই জগতকে ভাবগত জগত বলা হয়। কিন্তু একাধিক বিকাশসমূহ যখন আল্লাহতায়ালার অভিপ্রেত; এবং তিনি যখন বস্তু সমূহকে চিরস্থায়ী করিয়াছেন ও হেকমত বা কৌশলের বস্ত্রে স্বীয় কুদরত বা ক্ষমতাকে আবৃত রাখিয়াছেন ও আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদিকে স্বীয় কার্যের আচ্ছাদক ও আবরণী করিয়াছেন তখন উক্ত বাস্তব (একবাদ) পরিত্যজ্য হইয়া এই মাজাজ বা ভাবগত জগৎ বাস্তবরূপে পরিচিত হইয়াছে! চক্রাবর্ত বিন্দু যাহা বাস্তবতুল্য এবং তদ্বারা যে বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহা যেন মাজাজ বা অনুমেয় ও ভাবগত। কিন্তু এ স্থলে উক্ত বাস্তব পরিত্যজ্য এবং মাজাজই প্রচলিত ও পরিচিত।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "যখন আল্লাহতায়ালা কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন কোন পাপ তাহার অনিষ্ট করেনা, বাক্যটির অর্থ কি?

জানিবেন যে, আল্লাহ্ পাক কোন বান্দাকে যখন ভালবাসেন তখন তাঁহার দ্বারা কোনও পাপ সংঘটিত হয় না, কেননা আল্লাহ্র অলিগণ পাপকার্য হইতে মাহফুজ বা সুরক্ষিত। যদিও তাঁহাদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। অবশ্য পয়গম্বর (আঃ) গণ ইহার বিপরীত। তাঁহারা গোনাহ্ হইতে 'মাছুম' (পবিত্র) অর্থাৎ তাঁহাদের দ্বারা পাপকার্য সংঘটিত হওয়া নিবারিত। অতএব যখন অলীআল্লাগণের দ্বারা পাপকার্য সংঘটিত হয় না, তখন নিশ্চয় উহা তাহাদের অনিষ্টও করেনা। অর্থাৎ পাপ সংঘটিত না হইলে নিশ্চয় তাহা ক্ষতিও করিবে না।" ইহা সত্য এবং জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি অবিদিত নহে। ইহাও অর্থ লওয়া সম্ভব যে, পাপ শব্দ হইতে তাহার পূর্ববর্তী পাপ ধরিয়া লওয়া হয়, যাহা অলিত্ব লাভের পূর্বে তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। কেননা নিশ্চয় এছলাম পূর্ববর্তী যাহা কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল তাহা

সমুদয় ধ্বংস করিয়া দেয়, অবশিষ্ট বিষয় আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ন্যস্ত। হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা যদি ভুলভ্রান্তি করিয়া থাকি তাহা তুমি ধরিও না।

আপনাদের প্রতি ও যাহারা হেদায়েতের পথে গমন করে ও মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম। মোস্তফা (দঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি উচ্চ দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক।

৪৫ মকতুব

খাজা হোছামুদ্দিন আহ্মদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে বিশ্বজগৎ আল্লাহ্তায়ালার এছম ছেফৎ সমূহের আবির্ভাব স্থল, স্বয়ং তাহার জাতের নহে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

হে মান্যবর ঃ

দোস্তের বিষয় যাহা আলোচিত হয়
অতীব সুন্দর তাহা সকল সময়।

অতিমূল্যবান মা'রফাতের বর্ণনা হইতেছে। মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মোরাকাবা (ধ্যান) করার পথ প্রদর্শন করান হইতেছে। বিশেষভাবে মনোযোগী হইবেন।

জানা আবশ্যক যে, বিশ্বজগৎ সমুদয় আল্লাহ্ তায়ালার এছম ছেফত সমূহের দর্পণ বা আবির্ভাব স্থল। যদি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে জীবনীশক্তি থাকে তাহা অবশ্যম্ভাবী জাতের জীবনী শক্তির দর্পণতুল্য। যদি তাহাদের মধ্যে এল্‌ম বা অবগতি থাকে, তাহাও এই জাতীয় অবগতির দর্পণবৎ এবং যদি ক্ষমতা থাকে তাহাও আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমতার দর্পণ স্বরূপ। এইরূপ অন্য সকল গুণাবলীকেও জানা উচিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের (ব্যক্তিত্বের) কোন আবির্ভাব স্থল ও দর্পণ নাই। বরং জগতের সহিত তদীয় জাতের কোন সম্বন্ধ ও কোন তুল্যতা নাই। যদিও উক্ত সম্বন্ধ ও তুল্যতা নামতঃ বা দৃশ্যতঃ হউক না কেন। "নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা জগৎবাসী হইতে বেপরোয়া [১]।" এছম ছেফৎ সমুহ ইহার বিপরীত। ইহারা সৃষ্ট জগতের সহিত নামতঃ ও দৃশ্যতঃ সম্বন্ধ রাখে। যেরূপ অবশ্যম্ভাবী জাতপাকে এল্‌ম আছে তদ্রূপ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে উক্ত এলমের আকৃতি বর্তমান আছে। আবার যেরূপ আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা আছে, ইহাদের মধ্যেও উক্ত ক্ষমতার আকৃতি আছে। তাঁহার পবিত্র জাত বা ব্যক্তিত্ব ইহার বিপরীত; যেহেতু সৃষ্টবস্তু উক্ত দৌলতের কোনই অংশ প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহারা স্বয়ং দণ্ডায়মানতা বা আশ্রয়নিরপেক্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। বরং সৃষ্টজগৎ যখন এছম ছেফত সমূহের আকৃতি হইতে সৃষ্ট, তখন উহারা পূর্ণ আশ্রয়াধীন, আশ্রয়

টীকা (১) বেপরওয়া-নির্ভীক অপেক্ষাশূন্য।

নিরপেক্ষের কোনই গন্ধ প্রাপ্ত হয় নাই, এবং উহারা আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি সর্বদা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ সৃষ্ট বস্তু সমূহকে 'আরজ' 'জওহার' বা আশ্রয় সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ হিসাবে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহা তাহাদের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। উহা কতিপয় সৃষ্ট বস্তু যেন অপর এক সৃষ্ট বস্তুর সহিত দণ্ডায়মান, যেন 'আরজ' (আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু) অপর এক আরজের সহিত দণ্ডায়মান। 'আরজ' 'জওহরের' সহিত নহে।

প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত আরজ বা আশ্রয়সাপেক্ষ বস্তুদ্বয়ই অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের প্রতি দণ্ডায়মান। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ 'জওহর' বা আশ্রয় নিরপেক্ষতা বর্তমান নাই। যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর কাইয়ুম বা রক্ষাকর্তা আল্লাহতায়ালা। অতএব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন প্রকারের জাত বা ব্যক্তিত্ব বর্তমান নাই যাহার প্রতি তাহার ছেফাৎ বা গুণাবলী দণ্ডায়মান থাকে। বরঞ্চ 'জাত' বা ব্যক্তিত্ব ও স্বভূত্ব বলিতে গেলে তাহা আল্লাহতায়ালারই আছে। যাহার প্রতি তাঁহার গুণাবলী ও যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু দণ্ডায়মান ও নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই "আমি" বাক্য কর্তৃক স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি যে ইঙ্গিত করে, উহা প্রকৃত পক্ষে উক্ত এক 'জাত' বা স্বত্ত্বার প্রতিই উপনীত হয়! যেহেতু সকলেই তৎকর্তৃক দণ্ডায়মান; ইঙ্গিতকারী ইহা অবগত থাক বা না থাক। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার পবিত্র 'জাত' ইঙ্গিত হইতে পবিত্র এবং কোন বস্তুর সহিত সম্মিলিত নহে। এই গুপ্ত মা'রেফাত সমূহকে ইতর দৃষ্টিধারীগণ তৌহিদে অজুদের (একবাদের) মারেফাতের সহিত যেন মিশ্রিত না করে এবং উহাদের পরস্পরকে সমহস্তগ্রীবাধীন (সমতুল্য) অনুমান না করেন। তৌহিদবাদীগণ আল্লাহতায়ালার একজাত ব্যতীত অন্য কাহাকেও অস্তিত্ববান বলিয়া জানেন না; এ পর্যন্ত যে তাহারা তাঁহার এছম-ছেফৎ সমূহকে এলমস্থিত আকৃতি বলিয়া ধারণা করেন, তাহারা সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় বলেন যে, "অস্তিত্বের আঘ্রাণও ইহাদের নিকট উপনীত হয় নাই।" যথা তাহাদের বাক্য এই যে–"বস্তুসমূহ অস্তিত্বের গন্ধও শোকে নাই।" এ ফকীর আল্লাহতায়ালার ছেফৎ সমূহকেও তাঁহার জাত হইতে অতিরিক্ত অস্তিত্বধারী বলিয়া জানে। সত্যবাদী আলেমগণও এইরূপ বলিয়াছেন এবং সম্ভাব্য ও সৃষ্ট বস্তুসমূহ যাহা আল্লাহতায়ালার এছম ছেফতের আবির্ভাবস্থল ও প্রতিবিম্বস্বরূপ, তাহাদেরও অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। অবশ্য সৃষ্ট পদার্থসমূহকেও তাঁহারা "আরজ" বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু বলিয়া জানেন, যাহা স্বয়ং দণ্ডায়মান নহে এবং সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে "জওহর" (আশ্রয় নিরক্ষেপ বস্তু) যাহা স্বয়ং দণ্ডায়মান তাহা প্রমাণ করেন না। বরং যাবতীয় বস্তু আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের সহিত দণ্ডায়মান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন।

প্রশ্ন ঃ–এই বর্ণনা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, সৃষ্ট বস্তুসমূহের জাত বা সত্তা অবিকল অবশ্যম্ভাবী আল্লাহতায়ালার জাত, এবং সৃষ্ট বস্তু অবশ্যম্ভাবী জাতের সহিত সম্মিলিত। কিন্তু ইহা অসম্ভব; ইহাতে মূল বস্তুর বিপর্যয় অনিবার্য হয়।

তদুত্তরে বলিব যে, সৃষ্ট বস্তুসমূহের অস্তিত্ব বা তত্ত্ব উল্লেখিত একাধিক বিশিষ্ট আরজ

(আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু) সমূহ যাহা অবশ্যম্ভাবী আল্লাহতায়ালার এছম ছেফৎ সমূহের আবির্ভাবস্থল স্বরূপ। এই আরজ সমূহ অবিকল আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত নহে ও কোন প্রকারে তাঁহার সহিত একত্রিত নহে। যাহাতে বস্তু সমূহের মূলের বৈপরীত্ব অনিবার্য হয়। এই মাত্র যে উক্ত আরজ সমূহ আল্লাহতায়ালার জাতের প্রতি দন্ডায়মান এবং যাবতীয় বস্তুর কাইয়ুম বা ধাতা তিনিই।

প্রশ্ন ঃ-যখন প্রত্যেক ব্যক্তি "আমি" বাক্য কর্তৃক নিজের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকে, উক্ত ইঙ্গিত যদি আল্লাহতায়ালার প্রতি উপনীত হয় তাহাতে অনিবার্য হয় যে, সৃষ্ট বস্তুর মূল বা তত্ত্ব অবিকল আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত। কারণ 'আমি' বাক্য দ্বারা প্রত্যেকেই নিজের মূল বা তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। তাহা হইলে ইহাই তত্ত্বের বিপর্যয় এবং তৌহীদবাদীগণেরও অভিমত ইহাই।

উত্তর ঃ-হাঁ, প্রত্যেক ব্যক্তি আনা বা আমি শব্দ দ্বারা যদিও স্বকীয় তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু উহার তত্ত্ব যখন সমষ্টীভূত আরজ বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু এবং উহা ইঙ্গিত গ্রহণের যোগ্যতা রহিত, যেহেতু আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু স্বয়ং মূলতঃ ইন্দ্রিয়গত ইঙ্গিত গ্রহণের উপযোগী নহে, অতএব উহার তত্ত্ব যখন উক্ত ইঙ্গিত গ্রহণ করেনা তখন বাধ্য হইয়া উক্ত ইঙ্গিত উক্ত আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুর ধারণকর্তার প্রতি প্রবর্তিত হয় এবং সৃষ্ট বস্তু সমূহের মূলতত্ত্ব উল্লিখিত সমষ্টিভূত আরজ সমূহ। সুতরাং-যখন উহার তত্ত্বের যোগ্যতার রাহিত্বহেতু উহার আমি বাক্য কর্তৃক ইঙ্গিত উহার তত্ত্বের প্রতি প্রবর্তিত হয় না তখন উহা তাহার ধারণকর্তা অবশ্যম্ভাবী পবিত্র জাতের প্রতি প্রবর্তিত হয়। কাজেই তত্ত্বের বৈপরিত্য বা মোমকেন-ওয়াজেব অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী সম্ভাব্য হয় না এবং ইহা তৌহিদবাদীগণের আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, সম্ভাব্য বস্তুর 'আমি' বাক্য অবশ্যম্ভাবী জাতপাকের প্রতি বর্তে। অথচ উক্ত সম্ভাব্য বস্তু সম্ভাব্যই থাকিয়া যায় এবং "আমি পবিত্র জাত" অথবা "আমি 'হক' বা 'খোদা' ইত্যাদি প্রকারের বাক্য উচ্চারণ করে না। বরং করিতেও সক্ষম হয় না, যেহেতু তাহার হিতাহিত জ্ঞান বর্তমান থাকে।

প্রশ্ন ঃ-সৃষ্ট বস্তু আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের সহিত দণ্ডায়মান থাকা, আদিযুক্ত বস্তু আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের সহিত অবস্থান অনিবার্য করে। কিন্তু তাহা নিষিদ্ধ ও নিবারিত।

উত্তর ঃ-আদিযুক্ত বস্তু আল্লাহ তায়ালার পবিত্রজাতের সহিত দণ্ডায়মানতা তাঁহার জাতের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া অর্থে নিষিদ্ধ; যাহা অসম্ভব। কিন্তু এ স্থলে দন্ডায়মানের অর্থ প্রবেশকরণ নহে; বরং উহার অর্থ বিদ্যমানতা ও স্থায়ীত্ব। অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুর অবশ্যম্ভাবী জাত কর্তৃক বর্তমান ও স্থায়ী থাকে।

প্রশ্ন ঃ-যদি সৃষ্ট বস্তু সমূহ সমুদয়ই 'আরজ' বা আশ্রয় সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার জন্য একটি স্থান হওয়া অনিবার্য হয়, যাহার প্রতি উহা দণ্ডায়মান থাকে। আল্লাহতায়ালার

জাত পাক যখন স্থান নহে এবং নিষিদ্ধ বস্তু উহার স্থান হওয়া সম্ভব নহে, তখন উক্ত স্থানটি কোথায় ?

উত্তর ঃ—'আরজ' বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু উহাকে বলা হয় যাহা স্বয়ং দণ্ডায়মান নহে, বরং অন্যের আশ্রয়াধীন। যখন দার্শনিকগণ 'আরজ' সহায় সাপেক্ষ বস্তুর দন্ডায়মান হওয়ার জন্য প্রবেশকরণ ব্যতীত অর্থ বুঝিতে পারে নাই, তখন বাধ্য হইয়া উহার জন্য স্থান প্রমাণ করিয়াছেন এবং স্থান ব্যতীত উহা বর্তমান থাকা অসম্ভব বলিয়াছেন। কিন্তু যখন দণ্ডায়মানের অন্য অর্থ লওয়া যাইবে যেরূপ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইল, তখন স্থানের আর আবশ্যক করে না। পরন্তু আমি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি ও আত্মিক বিকাশ কর্তৃক দর্শন করিয়াছি যে, যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের সহিত দণ্ডায়মান, অথচ তথায় কোন প্রবেশকরণ ও স্থান অধিকার নাই। দার্শনিকগণ ইহা বিশ্বাস করুক বা না করুক। তাহাদের প্রহেলিকা আমাদের স্বতঃসিদ্ধতার প্রতিবন্ধক হয় না, এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের প্রতারণায় বিনষ্ট হয় না। ইহাও একটি উদাহরণ দ্বারা ব্যক্ত করিয়া দিতেছি। যাদুগীর ও ছিমিয়াকর (কায়াবদলকারী)গণ আশ্চর্য প্রকারের কায়া ও ছায়া দেখাইয়া থাকে। এমতাবস্থায় সকলেই ইহা অবগত আছে যে, উক্ত কায়াসমূহ 'আরজ'—আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুগুলির ন্যায় স্বয়ং বর্তমান নহে, বরং ইহারা উভয় যাদুগীর কর্তৃক বর্তমান। ইহাদের নিজস্ব কোন স্থান নাই, তাহারা ইহাও অবগত আছে যে, উহাদের বিদ্যমানতায় কোনরূপ প্রবেশকরণ ও আধার হউন বর্তমান নাই। অবশ্য উক্ত যাদুকরের সহিত উহারা বিদ্যমান। কিন্তু প্রবিষ্ট হওয়ার অনুমান রহিত হিসাবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের চিত্রটিও এই প্রকারের। আল্লাহ পাক বস্তুসমূহকে ধারণা ও অনুভূতির স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের সৃষ্টির মধ্যে দৃঢ়তা ও কাঠিন্য প্রদান করিয়াছেন। চিরস্থায়ী ইষ্ট বা কষ্ট তাহার প্রতি নির্ভরশীল করিয়াছেন। অতএব এই বস্তুসমূহ স্বয়ং বর্তমান নহে। বরং আল্লাহতায়ালার জাত পাকের সহিত দণ্ডায়মান। কিন্তু তথায় প্রবেশকরণ ও অধিকরণ বা আধার হউন সন্দেহ ও ধারণা রহিত।

দ্বিতীয় উদাহরণ এই যে, দর্পণে যদি পর্বত বা আকাশের চিত্র দৃষ্ট হয়, যে ব্যক্তি নিরেট মুর্খ সেই ব্যক্তি উক্ত ছবিগুলিকে 'কায়া' বলিয়া জানিবে ও জওহর বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তু ধারণা করতঃ উহারা স্বয়ং বর্তমান বলিয়া ধারণা করিবে। ঘটনাক্রমে যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখিত ছবিগুলিকে আরজ বা আশ্রয় সাপেক্ষ বলিয়া অবগত হয় ও অন্যের সহিত দণ্ডায়মান বলিয়া ধারণা করে ও আশ্রয় সাপেক্ষ হওয়ার জন্য তাহারা আধার অন্বেষণ করে ও আধার না হইলে উহাদের বর্তমান থাকা অসম্ভব জানে সে ব্যক্তিও অজ্ঞ। যেহেতু সে অন্যের অনুসরণ করিয়া স্বীয় স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করে। যাহার সামান্য বিবেচনা আছে সে স্বীয় জ্ঞান কর্তৃক উপলব্ধি করিবে যে উক্ত আকৃতির অবস্থানের কোনই স্থান নাই। বরং উহা স্থানের মুখাপেক্ষীই নহে। এইরূপ আত্মিক বিকাশধারী ব্যক্তিগণের নিকট সমস্ত সৃষ্টজগৎ উল্লিখিত আকৃতিতুল্য। এবং উহারা ছবি ও আকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শেষ কথা এই যে, আল্লাহ পাক উক্ত আকৃতি সমূহকে তদীয় নৈপুণ্য ও পূর্ণ ক্ষমতা বলে এরূপ দৃঢ়তা ও

কাঠিন্য প্রদান করিয়াছেন যে, উহা ব্যতিক্রম ও ধ্বংস হইতে সুরক্ষিত এবং পরবর্তীকালের চিরস্থায়ী কার্যকলাপ উহারই প্রতি নির্ভরশীল, ইহা বহুবার বলা হইয়াছে। বিশ্বাসবিদ আলেমদিগের মধ্যে 'নাজ্জাম' যিনি মোতাজেলীগণের জনৈক আলেম ছিলেন, তিনি "শর নিক্ষেপকারী ব্যতীত শর নিক্ষেপ" বাক্যানুযায়ী বিশ্বজগৎকে আরজ সমূহের সমষ্টি বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং উহাকে 'জওহর' হইতে শূন্য বলিয়া ধারণা করেন। হাঁ, মিথ্যুক ব্যক্তিও কদাচিত সত্য বলে ?

যখন উক্ত ব্যক্তি (নাজ্জাম) ইতরদৃষ্টি হেতু এই আরজ সমূহকে আল্লাহ তায়ালার জাতপাকের সহিত দণ্ডায়মান বলিয়া অবগত হয় নাই, তখন সে জ্ঞানী ব্যক্তিগণের অপবাদ ও দোষারোপের লক্ষ্যস্থল হইয়াছে। কেননা 'আরজ' বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুসমূহের জন্য অন্যের প্রতি নির্ভর ব্যতীত উপায় নাই। সে আবার 'জওহর' বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেনা, যাহাতে উহাদিগকে উহার প্রতি নির্ভর করা যাইবে। সুফীগণের মধ্যে ফুতুহাতে মক্কিয়া কিতাবের লেখক বিশ্বজগৎকে সমষ্টিভূত 'আরজ' বলেন, কিন্তু তাহা 'আইনে ওয়াহেদ'-এর মধ্যে বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং 'আইনে ওয়াহেদের' অর্থ আল্লাহতায়ালার এক 'জাত' বলেন। তিনি বলেন যে, উক্ত আরজ সমূহ দুই দণ্ডও বর্তমান থাকেনা। তাঁহার বক্তব্য যে, বিশ্বজগৎ প্রতিমুহূর্তে বিলীন হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এ ফকীরের নিকট তাঁহার উক্ত ঘটনা (বিলীনতা ও অস্তিত্ব প্রাপ্তি) দৃশ্যতঃ; বাস্তবে নহে। যেরূপ "শরহে রুবাইয়াতের" টিকায় আমি ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছি। অর্থাৎ সাধক মধ্যবর্তী অবস্থায় যখন আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তু তাহার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয় তখন সে কখনও দর্শন করে যে বিশ্বজগৎ বিলীন হইল। পরক্ষণে আবার প্রাপ্ত হয় যে, উহা পুনরায় অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইল; তৎপর আবার উহাকে ধ্বংসশীল বলিয়া প্রাপ্ত হয়; তৎপর আবার অস্তিত্ববান বলিয়া অবগত হয়। এইরূপে ক্রমান্বয় সে পূর্ণ ফানায় উপনীত হয় এবং তখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুকে চিরতরে বিলীন বলিয়া প্রাপ্ত হয় এবং তাহার দৃষ্টিতে তখন বিশ্বজগত চিরশূন্য হইয়া যায়। এইরূপ বাকা বা স্থিতিশীলতা লাভের মধ্যবর্তী অবস্থায় ও জগতে প্রত্যাবর্তনের সময়েও কখনও বিশ্বজগৎ তাহার দৃষ্টিগোচর হয় এবং কখনও গুপ্ত হইয়া থাকে। 'ইহা হইতেও তাহার জগতের মুহুর্মুহু নুতনত্ব অনুমিত হয়। যখন সাধক 'বাকা' বা জগতে প্রত্যাবর্তনকার্য সমাপ্ত করতঃ পূর্ণতা প্রদান ও মুর্শিদীর মাকামে উপবেশন করে, পুনরায় তখন বিশ্বজগৎ তাহার দৃষ্টিগোচর হয় এবং উহাকে অস্তিত্ববানরূপে প্রাপ্ত হয়। অতএব উল্লিখিত ঘটনাবলী সাধকের দৃষ্টির মধ্যে মাত্র, জগতের অস্তিত্বের মধ্যে নহে। যেহেতু জগতের অস্তিত্ব সর্বদাই এক রূপেই বর্তমান আছে। যদি তারতম্য হয় তাহা দৃষ্টির তারতম্য মাত্র। আল্লাহ পাক সত্যের অবগতি প্রদানকারী। 'আরজ' বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুসমূহ যখন দুই দণ্ড বর্তমান থাকেনা, যেরূপ কতিপয় শাস্ত্রবিদ আলেম বলিয়াছেন, তাহা সমালোচনার যোগ্য এবং উহা প্রমাণিত হয় নাই। আরজ সমূহ স্থায়ী না থাকার যে সকল দলিল তাহারা প্রদান করিতেছেন তাহা সমুদয় অপূর্ণ।

বর্ণিত গুপ্ত মারেফতসমূহ তথাকার অধিকাংশ বন্ধুগণের জন্য পাঠতুল্য। যাহারা আকাঙ্খা করেন তাঁহাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক ইহার প্রতিলিপি প্রদান করিবেন। স্বীয় দুর্বলতাহেতু বন্ধুগণের নিকট পৃথকভাবে লিখিয়া দিতে পারিলাম না। উপস্থিত এই মারেফত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আপনাদের প্রতি এবং যাঁহারা আপনাদের নিকট আছেন তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

৪৬ মকতুব

মাওলানা হামিদ বাঙ্গালির নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে কলেমায়ে তৈয়্যেবার ফজিলত (উৎকর্ষ) বর্ণনা হইবে। যাহা তরিকত-হকিকত ও শরিয়াত সমন্বিত।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্" (দঃ) এই পবিত্র কলেমার মধ্যে তরিকত, হকিকত এবং শরিয়াত শামিল আছে। সাধক যে পর্যন্ত 'নফি' (নিবারণ)-এর মাকামে অবস্থান করে সে পর্যন্ত সে তরিকতের মাকামে আছে, যখন 'নাফির' মাকাম হইতে পূর্ণরূপে অবসরপ্রাপ্ত হইবে এবং অপর সকল বস্তু তাহার দৃষ্টি হইতে নিবারিত হইবে তখন সে তরিকত সমাপ্ত করিবে এবং ফানার মাকামে উপনীত হইবে। নাফির পর যখন এছবাত বা প্রমাণের মাকামে আগমন করিবে এবং ছুলুক বা ভ্রমণ হইতে "জজবা" বা আকর্ষণ-এর প্রতি মনোযোগী হইবে তখন হকিকত বা প্রকৃত তত্ত্বের স্তরে উপনীত হইবে, ও বাকা বা স্থায়িত্ব লাভের সহিত বিশেষিত হইবে। অতঃপর এই 'নফি' ও 'এছবাত', এই 'তরিকত' ও 'হকিকত' ও এই 'ফানা' 'বাকা' এবং এই 'ছুলুক' ও 'জজবা' কর্তৃক বেলায়েৎ বা অলিত্বের নাম তাহার প্রতি সত্য হইবে ও নফছ্-আম্মারা-গিরি ও অসৎ স্বভাব পরিত্যাগ করতঃ মো ৎমায়েন্না বা প্রশান্ত এবং পরিস্কার ও পবিত্র হইয়া যাইবে। অতএব এই পবিত্র কলেমার প্রথম অংশ অর্থাৎ নফি ও এছবাতের প্রতি কামালাতে বেলায়েত বা অলিত্বের পূর্ণতা নির্ভরশীল। অবশিষ্ট রহিল ইহার দ্বিতীয় অংশ যৎকর্তৃক শেষ পয়গম্বর (দঃ)-এর রছুলত্ব প্রমাণিত হয়। এই দ্বিতীয় অংশ শরিয়ত হাছিল ও পূর্ণকারী। প্রারম্ভে ও মধ্য অবস্থায় যে শরিয়ত সংঘটিত হইয়াছিল তাহা শরিয়তের বাহ্যিক আকৃতি এবং রীতিনীতি ও নামমাত্র ছিল। প্রকৃত শরিয়ত এই স্থলে অর্থাৎ বেলায়েতের মর্তবা হাছিল হইবার পর লাভ হয়। কামালাতে নবুয়ৎ বা পয়গম্বর (আঃ) গণের পূর্ণতা যাহা তাঁহাদের পূর্ণ অনুসারীগণ অনুসরণ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্ত হন তাহাও এই স্থলে লাভ হয়। তরিকত এবং হকিকত যৎকর্তৃক অলিত্ব লাভ হয়, তাহা যেন প্রকৃত শরিয়ত ও কামালাতে নবুয়াত লাভের শর্ত স্বরূপ। বেলায়েতকে পবিত্রতা স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে (যথা-ওজু, গোছল) এবং শরিয়ত নামাজ তুল্য। তরিকত যেন হকিকি নাজাছাত বা প্রকৃত অশৌচ (যথা মল, মুত্র) বিদূরিত করে এবং হকিকত "নাজাছাতে হুকমি–বিধানগত অশুচিতা (যথা বাতকর্ম ইত্যাদি কর্তৃক অপবিত্রতা) বিনষ্ট

করে, যাহাতে পূর্ণরূপে পবিত্র হইয়া শরিয়তের হুকুম পালন করার উপযোগী হয় এবং যে নামাজ ধর্মের স্তম্ভ স্বরূপ ও নৈকট্যের চরমস্তর এবং মোমেনদিগের মেরাজ তুল্য তাহা পালন করার যোগ্য হয়। এই পবিত্র কলেমার শেষ অংশকে আমি একটি মহাসাগরতুল্য প্রাপ্ত হইতেছি। যাহা কূল বা তীরতট রহিত। কলমা শরীফের প্রথম অংশটি উহার দ্বিতীয় অংশের তুলনায় যেন এক বিন্দু স্বরূপ। হাঁ কামালাতে নবুয়াত বা নবীত্বের পূর্ণতার সম্মুখে কামালাতে বেলায়াত বা অলিগণের পূর্ণতার কোনই মূল্য নাই। সূর্য্যের মোকাবিলায় একটি পরমাণুর কি আর মূল্য হইতে পারে? ছোবহানাল্লাহ্, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কতিপয় ব্যক্তি কূটিল দৃষ্টি হেতু বেলায়েতকে নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ট জ্ঞান করতঃ শরীয়ত যাহা মূল সারাংশ তাহাকে খোলসতুল্য ধারণা করে। তাহারা আর কি উপায় অবলম্বন করিবে, তাহাদের দৃষ্টি যে শরীয়তের বাহ্যিক আকৃতির প্রতি সীমাবদ্ধ। যাহারা সারবস্তুর খোলসটিই শুধু হস্তগত করিয়াছে, তাহারা সৃষ্ট জগতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণে নবুয়তকে ক্ষুদ্র ধারণা করিয়া থাকে, এবং তাহারা সর্বসাধারণের লক্ষ্য ও মনোযোগের ন্যায় ইহাদের লক্ষ্যকেও নাকেছ বা তুচ্ছ ভাবিয়া থাকে। পক্ষান্তরে খোদা তায়ালার প্রতি লক্ষ্য হওয়ার কারণে বেলায়েতকে উক্ত লক্ষ্য হইতে শ্রেষ্টত্ব প্রদান করে এবং নবুয়ত হইতে উহাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে। তাহারা ইহা অবগত নহে যে, বেলায়াতের ন্যায় কামালতে নবুয়তের মধ্যেও উর্দ্ধারোহণ কালে খোদাতায়ালার প্রতি লক্ষ্য ও মনোনিবেশ হয়। বরং বেলায়াতের মধ্যে যে লক্ষ্য হয় তাহা নবুয়তের মাকামের উর্ধ্বারোহণের পূর্ণতার বাহ্যিক আকৃতি মাত্র। যথা ইহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা হইবে। "নুজুল" বা অবতরণের সময় বেলায়াতের ন্যায় নবুয়তের মধ্যেও সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য হয়, এইমাত্র পার্থক্য যে, বেলায়াতের মধ্যে বাহ্যিকভাবে সৃষ্ট বস্তুদের লক্ষ্য হয়, আভ্যন্তরিক লক্ষ্য খোদাতায়ালার দিকেই থাকে এবং নবুয়তের অবতরনের সময় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীক উভয় প্রকারের লক্ষ্য সৃষ্ট পদার্থের প্রতি হইয়া থাকে ও পূর্ণভাবে খলকুল্লাহকে খোদাতায়ালার প্রতি আহবান করে। বেলায়েতের অবতরণ হইতে নবুয়তের এই অবতরণ পূর্ণতর। ইহা আমি স্বীয় পুস্তকাদিতে সঠিকভাবে লিখিয়াছি। সৃষ্টিকুলের প্রতি পয়গম্বর (আঃ) গণের লক্ষ্য সর্বসাধারণের লক্ষ্যের অনুরূপ নহে, যাহা অনেকেই ধারণা করিয়া থাকে। সর্বসাধারণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সহিত আকৃষ্ট বলিয়া তাহাদের প্রতি মনোযোগী হয় এবং বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সৃষ্ট জীবের প্রতি (উক্তরূপ) আকৃষ্টি হেতু লক্ষ্য করেন না। যেহেতু ইহারা প্রথম পদক্ষেপেই উক্ত আকর্ষণ পরিহার করিয়াছেন এবং স্রষ্টার সহিত আকৃষ্টি তদস্থলে বরণ করিয়াছেন; বরং ইহারা খলকুল্লাহের প্রতি মনোযোগী হন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্রষ্টার প্রতি পথ প্রদর্শন মানসে ও আল্লাহতায়ালার মর্জি বা সন্তুষ্টির প্রতি নির্দেশ প্রদান উদ্দেশ্যে। সৃষ্ট জীবকে অপরের দাসত্ব হইতে মুক্ত করার জন্য তাহাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া যে নিজের স্বার্থের কারণে আল্লাহতায়ালার প্রতি মনোযোগী হওয়া হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যেরূপ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহতায়ালার জেকেরে নিমগ্ন থাকে, ইতিমধ্যে যদি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পায় যে তাহার সম্মুখে কুপ আছে, এবং

সে যদি আর একপদ অগ্রসর হয় সে তাহাতে নিপতিত হইবে; এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র জেকের করা উৎকৃষ্ট হইবে, অথবা অন্ধকে উদ্ধার করা উৎকৃষ্ট হইবে? ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাহার জন্য অন্ধকে উদ্ধার করাই জেকের করা হইতে উৎকৃষ্ট। যেহেতু আল্লাহতায়ালা তাহা হইতে ও তাহার জেকের হইতে বেপরোয়া-অপেক্ষা শূন্য এবং উক্ত অন্ধ ব্যক্তি মুখাপেক্ষী দাস; উহার কষ্ট নিবারণ করা একান্ত জরুরী। পরন্তু যদি ইহার জন্য সে আদিষ্ট হয় তখন উহাকে উদ্ধার করাই তাহার জন্য জেকের তুল্য হইবে। কেননা ইহাও খোদার আদেশ পালন। জেকের করার মধ্যে শুধু এক হক (দায়িত্ব) পালন হয়, যাহা আল্লাহ তায়ালার হক বা প্রাপ্য, এবং উহাকে আল্লাহর হুকুমে উদ্ধার করিলে দুই হক প্রতিপালিত হইবে; বান্দার হক এবং আল্লাহর হক। বরং তাহার জন্য সে সময় জেকের করা পাপের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপক্রান্ত হইতে পারে। যেহেতু সকল সময় জেকের করা উৎকৃষ্ট নহে। বরঞ্চ অনেক সময় জেকের না করাই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা নিষিদ্ধ দিবসে ও নিষিদ্ধ সময়ে রোজা না রাখা ও নামাজ পাঠ না করাই রোজা রাখা ও নামাজ পাঠ হইতে শ্রেয়।

জানা আবশ্যক যে, জেকের অর্থ "তর দে গাফলত" বা অমনোযোগিতা বিদূরিতকরণ, তাহা যে কোন প্রকারেই হউক না কেন। কেবলমাত্র নফী এছবাত বা লা-ইলাহা কলেমা পাঠ অথবা এছমে জাত বা 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' জেকেরকরণের মধ্যেই যে উহা সীমাবদ্ধ তাহা নহে। যেরূপ অনেকে ধারণা করিয়া থাকে। বরং শরীয়তের আদেশ নিষেধাদি যাহা পালন করা হয়, তাহা সবই জেকেরের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যন্ত যে, ক্রয়-বিক্রয় এবং বিবাহ ও তালাক ইত্যাদি যদি শরীয়তের সীমারক্ষা করিয়া করা যায় তাহা হইলে তাহাও জেকেরের মধ্যে পরিগণিত। যেহেতু উক্ত কার্যসকল সম্পাদনকালে যখন আদেশ নিষেধকারী স্মরণ থাকে, তাহা হইলে আর অমনোযোগিতার অবকাশ কোথায়? অবশ্য তাহার এছম-ছেফত বা নাম গুণাবলী উল্লেখ করিয়া স্মরণ করিলে তাহা অতি শীঘ্র ফলপ্রসূ এবং মহব্বত ও প্রেমপ্রদ হয় ও স্মৃত বস্তুর অতিসত্বর সম্মিলন লাভ হয়। আদেশ নিষেধাদি পালন কর্তৃক যে জেকের হয় তাহা ইহার বিপরীত। তাহাতে উল্লেখিত গুণাবলী (অর্থাৎ শীঘ্র ফল লাভ, মহব্বত ও সত্বর সম্মিলন লাভ) অতি সামান্য বর্তমান থাকে। যদিও উল্লেখিত সরার আদেশ নিষেধ কর্তৃক জেকেরকারী কোন কোন ব্যক্তির প্রতি উহা কদাচিৎ লাভ হয়। যেরূপ খাজা নকশাবন্দ (কোঃ) ফরমাইয়াছেন যে, হজরত মাওলানা জয়নুদ্দিন তায়েবাদী (কোঃ) এলমের পথে আল্লাহ্ পর্যন্ত উপনীত হইয়াছেন। পরন্তু যে জেকের এছম-ছেফাত কর্তৃক সংঘটিত হয়, তাহা শরীয়তের সীমা রক্ষা কর্তৃক যে জেকের লাভ হয় তাহার উপলক্ষ স্বরূপ। যেহেতু যাবতীয় কার্যে শরীয়তের সীমারেখা রক্ষা করা শরীয়ত প্রতিষ্ঠাতার প্রতি পূর্ণপ্রেম ভালবাসা ব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে না; এবং এই পূর্ণ মহব্বত ও ভালবাসা এছম-ছেফতের জেকেরের প্রতি নির্ভরশীল। অতএব প্রারম্ভে উক্ত জেকের (এছম-ছেফতের জেকের) আবশ্যক, তাহা হইলে এই জেকের (শরিয়ত পালন কর্তৃক জেকের) লাভ হইবে। অবশ্য আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের কথা স্বতন্ত্র। অনুগ্রহ হইলে কোন শর্ত বা অছিলা আবশ্যক করেনা। "আল্লাহ পাক যাহাকে

ইচ্ছা করেন তাঁহার প্রতি নির্বাচিত করিয়া লন।"

এখন মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইয়া বলি যে তরীকত, হকীকত ও শরীয়ত এই বিবিধ কার্যকলাপের পর অপর এক কার্যকলাপ আছে, যাহার জন্য বলা যাইতে পারে যে, এই বিষয়ত্রয় উক্ত কার্যের সম্মুখে নগণ্য ও মূল্যহীন। যেহেতু উক্ত আকৃতির হকীকত বা মূলতত্ত্বের স্তরে যাহা লাভ হয় এবং যাহা "এছবাত" বা 'ইল্লাল্লাহ্' কলেমার সহিত সম্বন্ধিত, তাহা উক্ত কার্যকলাপের বাহ্যিক আকৃতি মাত্র এবং এই কার্যকলাপ উহারই তত্ত্ব। যেরূপ শরীয়তের বাহ্যিক আকৃতি; যাহা প্রারম্ভে সর্বসাধারণের স্তরে লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তরীকত ও হকীকত লব্ধ হওয়ার পর উক্ত শরীয়তের বাহ্যিক আকৃতির মূলতত্ত্ব লাভ হয়।

চিন্তা করিয়া বুঝা উচিত যাহার বাহ্যিক আকৃতিই (অন্য বিষয়ের) তত্ত্ব এবং যাহার প্রারম্ভেই বেলায়াত বা নৈকট্য তাহা আলোচনায় কিরূপে সংকুলান হইবে ? এবং উহার বর্ণনার অবকাশ কোথায় ? যদিও বা বর্ণনা করা যায় তাহা হইলে কে আর উপলব্ধি করিবে এবং কিই বা বুঝিবে ? ইহা উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ) গণের ওয়ারিশত্ত্বের ক্রিয়াকাণ্ড, যাহা অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির ভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে। ইহার মূল যাঁহারা (উলুল আজম পয়গম্বর) তাঁহারাই যখন অল্পসংখ্যক তখন ইহার আনুসঙ্গিকগণ নিশ্চয় অতি অল্প হইবে।

প্রশ্ন ঃ- উল্লেখিত মারেফতসমূহ হইতে অনিবার্য হইতেছে যে, কোন কোন স্তরে সাধক শরীয়তের বাহিরে পদক্ষেপ করে এবং শরীয়ত ব্যতীতই উন্নতি করে।

উত্তর ঃ-বাহ্যিক আমল বা কার্যকলাপকে শরীয়ত বলা হয় এবং উল্লেখিত বিষয়াদি (আত্মিক উন্নতি) ইহজগতে অন্তঃকরণের সহিত সমন্বিত। অর্থাৎ বাহ্যিক দেহ সর্বদাই শরীয়তের দায়িত্বাধীন থাকে এবং অন্তরজগত উক্ত ব্যাপারের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। ইহজগৎ যখন কর্মক্ষেত্র তখন বাহ্যিক কর্ম কর্তৃক অন্তর্জগতের বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে এবং আভ্যন্তরীণ উন্নতি শরীয়ত পালনের প্রতি নির্ভরশীল; যাহা বাহ্যিক দেহের কার্য। সুতরাং ইহজগতে অবস্থানকালীন বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়ের জন্য শরীয়ত ব্যতীত উপায় নাই। বাহ্যিক দেহের কার্য শরীয়ত অনুযায়ী আমলকরণ এবং শরীয়তের ইষ্ট লাভ ও ফলপ্রাপ্তি অন্তঃকরণের অংশ। এই হেতু শরীয়ত যাবতীয় পূর্ণতার জননীতুল্য ও সকল মাকামের মূল। শরীয়তের ফল লাভ শুধু ইহজগতের জন্য সীমাবদ্ধ নহে। পরজগতের কামালাত বা পূর্ণতা সমূহ ও চিরস্থায়ী নেয়ামত বা সুখশান্তি ও শরীয়তের ফলস্বরূপ; অতএব শরীয়ত একটি পবিত্র বৃক্ষতুল্য। ইহপরকালে বিশ্ববাসী তাহা হইতে ফললাভ ও উপকৃত হইতে থাকিবে এবং উহা অসংখ্য ও প্রচুর ফলপ্রসূ-কল্যাণময় হইবে।

প্রশ্ন ঃ-এই সকল বর্ণনা হইতে প্রতীয়মাণ হইতেছে যে, কামালাতে নবুয়াতের মধ্যেও আল্লাহতায়ালার প্রতি অন্তর্জগৎ মনোযোগী থাকে এবং বহির্জগৎ সৃষ্টিকুলের প্রতি। কিন্তু আপনি স্বীয় মকতুব ও রেছালাসমূহে লিখিয়াছেন এবং পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবুয়াতের মাকাম যাহা আহবান কার্যস্থল তাহাতে পূর্ণরূপে খলকুল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য থাকে। ইহার সমাধান কি ?

উত্তর ঃ–উল্লেখিত বিষয়সমূহ উর্ধারোহণের সহিত সমন্বিত, এবং আহবান কার্যের মাকাম অবতরণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতএব উর্ধারোহণের সময় অন্তঃকরণ আল্লাহ তায়ালার সহিত ও বাহ্যিক দেহ খলকুল্লাহ্‌র সহিত আকৃষ্ট থাকে, যাহাতে উজ্জ্বল শরিয়তানুযায়ী সুষ্ঠুরূপে তাহাদের হক-প্রাপ্য প্রতিপালন করে এবং অবতরণের সময় পূর্ণরূপে সৃষ্ট বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয় ও সর্বতোভাবে তাহাদিগকে আল্লাহতায়ালার দিকে আহবান করে। সুতরাং কোনই দ্বন্দ্ব রহিল না। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, খলকুল্লার প্রতি লক্ষ্য করাই বাস্তবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি লক্ষ্য করা! "তোমরা যে দিকেই তাকাও সে দিকেই আল্লাহতায়ালার পবিত্র বদন; অর্থাৎ আবির্ভাব" (কোরান)। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, সৃষ্ট বস্তু অবিকল আল্লাহ; অথবা তাঁহার দর্পণতুল্য। নগণ্য, সম্ভাব্যবস্তুর কি ক্ষমতা যে, অবিকল অবশ্যম্ভাবী হয়, অথবা তাঁহার দর্পণবৎ হইবার যোগ্য হয়। বরং বলা যাইতে পারে যে, অবশ্যম্ভাবী জাত সৃষ্টিকুলের দর্পণ স্বরূপ। বস্তু সকল অবশ্যম্ভাবী জাতের দর্পণে এরূপ অনুমিত হয় যেরূপ বাহ্যিক আকৃতির দর্পণে বস্তু সকলের প্রতিমূর্তি সমূহ প্রস্ফুটিত হয়। অতএব বাহ্যিক দর্পণে প্রতিচ্ছবিগুলির যেরূপ প্রবেশন ও অন্তর্গমন নাই তদ্রূপ অবশ্যম্ভাবী জাতের দর্পণেও বস্তু সকল প্রবেশ ও অন্তর্নিবেশ করে না। কিরূপে প্রবেশকরণ ধারণা করা যাইবে ? দর্পণের স্তরে যে আকৃতির কোনই অস্তিত্ব নাই। শুধু ধারণা ও চিন্তার স্তরে উক্ত আকৃতিসমূহ অস্তিত্ববান মাত্র। যে স্থলে দর্পণ বর্তমান সে স্থলে আকৃতির অস্তিত্বই অন্তর্হিত এবং যে স্থলে আকৃতি অবস্থিত, সে স্থলে দর্পণের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অতিশয় লজ্জাজনক। যেহেতু ধারণাকৃত অস্তিত্ব প্রদর্শণ এবং আনুমানিক স্থায়ীত্ব ব্যতীত আকৃতির অন্য কোন অস্তিত্বই নাই। যদি উহার কোনও স্থান বর্তমান থাকে, তাহা হইলে উহা ধারণার স্তরে এবং যদি উহার কোন সময়কাল থাকে তাহাও চিন্তার মধ্যে। কিন্তু বস্তু সমূহের এই নমুদে বেজুদ (অস্তিত্ববিহীন প্রদর্শন) যখন আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা বলে সংঘটিত তখন উহা বিপর্যয় এবং দ্রুত ধ্বংস হইতে রক্ষিত; ও পরকালের চিরস্থায়ী কার্যকলাপ ইহার প্রতি নির্ভরশীল ও অনন্তকালের অশান্তি ও শান্তি ইহাদের সহিত সম্বন্ধিত।

জানিবেন যে, বাহ্যিক দর্পণে প্রথম দৃষ্টিতে আকৃতি দৃষ্ট হয় এবং 'দর্পণ' দর্শনের জন্য পরবর্তী দৃষ্টির আবশ্যক করে। কিন্তু আল্লাহতায়ালার দর্পণে প্রথম দৃষ্টিতে দর্পণটি পরিদৃষ্ট হয় এবং বস্তুসমূহ দর্শণের জন্য পরবর্তী দৃষ্টি আবশ্যক করে। তদ্রূপ আকৃতিক দর্পণের আকৃতিসমূহ দর্পণের অবস্থা ও নিয়মাবলীর দর্পণতুল্য হয়। যথাঃ দর্পণ যদি দীর্ঘ হয় তাহা হইলে উহার আকৃতিও দীর্ঘ হইয়া থাকে, দর্পণের দীর্ঘতা তাহাতে প্রকাশ পায়, এইরূপ যদি দর্পণ ক্ষুদ্র হয় তখন তাহার ক্ষুদ্রতা উক্ত আকৃতির মধ্যেও প্রকাশ পায়। আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের দর্পণ ইহার বিপরীত। বস্তুসমূহ তাহার অবস্থা ও নিয়মাবলীর দর্পণ হইতে সক্ষম হয় না। যেহেতু উল্লেখিত উচ্চ মর্তবায় কোন প্রকার অবস্থা ও নিয়ম নাই। তথায় বরং যাবতীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অতএব বস্তুসমূহ আর কাহার দর্পণ হইবে এবং কিই বা প্রকাশ করিবে ? হ্যাঁ, অবতরণের মর্তবা সমূহে–যথায় এছম, ছেফাত সমূহ বর্তমান আছে, তথায় বস্তুসমূহ যদি অবশ্যম্ভাবী জাতের অবস্থা ও নিয়মাবলীর আকৃতির দর্পণতুল্য হয়, তাহার অবকাশ আছে। কেননা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, জ্ঞান ও ক্ষমতা ইত্যাদি যাহা বস্তুসমূহের

দর্পণে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবশ্যম্ভাবী মর্তবার শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান ও ক্ষমতার আকৃতি স্বরূপ, যাহা সৃষ্ট বস্তুসমূহের দর্পণতুল্য। তাহারাই উক্ত দর্পণের (অবশ্যম্ভাবী জাতের দর্পণের) নিয়মাবলী তুল্য; যাহা বস্তুসমূহের বাহ্যিক দর্পণে প্রকাশ পাইয়াছে। আমি যাহা বলিয়াছি যে, অবশ্যম্ভাবী জাতের দর্পণে প্রথম দৃষ্টিতে দর্পণই দৃষ্ট হয়; বস্তুসমূহ, যাহা উক্ত দর্পণের আকৃতিতুল্য তাহা দর্শনের জন্য পরবর্তী দৃষ্টির আবশ্যক করে। তাহার কারণ এই যে, সে প্রত্যাবর্তনের প্রথম অবস্থায় আছে অর্থাৎ আকৃতিসমূহ সাধকের লক্ষ্য হইতে পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ার পর পুনরায় উহা তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। যখন সাধকের প্রত্যাবর্তনের কার্যকলাপ সমাপ্ত হয় এবং বস্তুসমূহের মধ্যে সুদীর্ঘ ভ্রমণ সংঘটিত হয় ও সম্ভাব্য জগতের কেন্দ্রে স্থায়ীত্ব লাভ হয় তখন দর্শন তিরোধানে পরিবর্তিত হয় এবং শুহুদী বা দৃশ্য ঈমান গায়েবী বা অদৃশ্য ঈমানে পরিণত হইয়া যায়। তৎপর তাহার আহবান কার্য যখন পূর্ণ হয় এবং প্রস্থানের ডাক ধ্বনিত হয় তখন আর অদৃশ্য থাকেনা, সবই দৃশ্যে পরিণত হয়। অবশ্য ইহা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যে দর্শন সংঘটিত হইয়াছিল তাহা ইহতে পূর্ণতর দর্শন, কেননা ইহজগতের সহিত যে দর্শন সম্বন্ধিত ছিল, তাহা হইতে পরবর্তী জগতের দর্শন পূর্ণতর হইয়া থাকে।

নেয়ামত প্রাপ্তগণের তরে উহা অতি তৃপ্তিকর,
আশেক, মিস্কিন তরে সবই অতি কষ্টকর।

জানা আবশ্যক যে, পূর্ববর্তী বর্ণনা কর্তৃক উপলব্ধি হইল যে, দর্পণে বস্তুর যে আকৃতি দৃষ্ট হয় চিন্তা ও ধারণা ব্যতীত তাহার কোন স্থলে অস্তিত্ব বর্তমান নাই। উক্ত আকৃতি লাভ হইতে দর্পণ-শূন্য এবং উহা পূর্ববৎ অমিশ্র ও বিশুদ্ধ আছে। অতএব উক্ত আকৃতির বিষয় বলা যাইবে যে, দর্পণ উহার নিকটবর্তী এবং ইহাও বলা যাইবে যে, দর্পণ উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে ও উহার সহিত আছে। কিন্তু এই নৈকট্য বেষ্টন ও সংগতা, কায়া, কায়ার সহিত অথবা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তু আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুর সহিত যেরূপ নৈকট্য ও বেষ্টন হয়, তদ্রূপ নহে। বরং তথায় নৈকট্য, ও বেষ্টন আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান তাহার আলেখ্য অঙ্কন করিতে অক্ষম এবং তাহার প্রকার উপলব্ধি করিতে পঙ্গু। সুতরাং নৈকট্য, সংগতা, বেষ্টন বর্তমান আছে, কিন্তু উহার প্রকার অজ্ঞাত। "আল্লাহ্তায়ালার উদাহরণ অতি উচ্চ" (কোরান)। আল্লাহ্তায়ালার সহিত বিশ্বজগতের নৈকট্য এবং বেষ্টন ও সংগতা ইত্যাদিও এই পর্যায়ভুক্ত। ইহার নিশ্চয়তা সঠিক জানা আছে, কিন্তু রকম প্রকার অজ্ঞাত। আমরা বিশ্বাস করি ও ইমান আনি যে, আল্লাহতায়ালা নিকটবর্তী ও বেষ্টনকারী এবং জগতের সঙ্গে আছেন, কিন্তু উক্ত নৈকট্য ও বেষ্টন সংগতা কি প্রকার তাহা আমাদের অজানা। কেননা উক্ত নৈকট্য ইত্যাদি গুণসমূহ, বস্তুসমূহের উক্ত গুণসমূহ হইতে পৃথক এবং সম্ভাব্য ও নতুনত্বের নির্দশন হইতেও বিভিন্ন। অবশ্য ইহজগত যখন প্রকৃত বস্তুর সেতুতুল্য তখন নজির ও উদাহরণ স্বরূপ দর্পণ ও আকৃতি ইত্যাদি প্রকারের শব্দ কর্তৃক ইংগিত করা হইল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিধারী ব্যক্তিগণ যেন আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে এই ভাবগত বস্তু হইতে প্রকৃত বস্তুর সন্ধান প্রাপ্ত হন এবং আকৃতি হইতে প্রকৃত বস্তুর প্রতি মনোযোগী হন। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাহার প্রতি ছালাম।

৪৭ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ কাছেম বদখ্‌শীর নিকট উপদেশ ও সতর্কবাণী হিসাবে লিখিতেছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

হামদ, ছালাত ও দোয়ার পর জানিবেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ যে আপনার বাক্য ও উক্তি হইতে খোদা অন্বেষণের উষ্ণতা ও আগ্রহ প্রতীয়মাণ হইতেছে এবং খাতির জমা বা নিশ্চিন্ততার আভাস আসিতেছে। আশা করি এই সৌভাগ্য সংসর্গ-নৈকট্যের ফল। পার্থিব অমূলক আকর্ষণসমূহ আপনাকে সপ্তাহকাল সংসর্গে অবস্থানের অবসর প্রদান করে নাই। মনে হয় না যে আপনার সংসর্গের সমষ্টি দশ দিবস হইবে। আল্লাহতায়ালার দরবারে লজ্জা করা উচিৎ। সহস্র দিবসের মধ্যে কি এক দিবসও আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য নির্বাচিত হয় না ? এবং বিভিন্ন সম্পর্ক হইতে কি মন নিশ্চিন্ত হয় না ? আপনার প্রতি আল্লাহতায়ালার প্রমাণ প্রবর্তিত হইয়াছে। পরন্তু আপনিও স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন যে মুহূর্তকাল সংসর্গে অবস্থান দীর্ঘদিনের চেল্লাকষি বা কঠোর ব্রত পালন হইতে উৎকৃষ্ঠ। তথাপি আপনি সংসর্গ হইতে পলায়ন করিতেছেন এবং কৌশলের সহিত নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছেন। আপনার সুন্দর যোগ্যতা বর্তমান আছে, কিন্তু তাহা যদি কার্যে পরিণত না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইবে ? আপনার যোগ্যতা উচ্চ বটে, কিন্তু মনোবল অত্যন্ত হীন। আপনি শিশুদিগের ন্যায় মানিকমুক্তার পরিবর্তে খোলক বা ভগ্ন মৃৎপাত্রের খন্ড প্রাপ্তে শান্ত আছেন।

দিবসের ন্যায় তুমি জানিবে উষায়
করেছ কাহার সাথে পিরিতি নিশায়।

এখনও সময় অতিবাহিত হয় নাই, মূল বস্তুর চিন্তা করা উচিত। এ পথের সর্বোৎকৃষ্ট কার্য খাতির জমা একাগ্রচিত্তধারী ব্যক্তিগণের সংসর্গে অবস্থান। যদি ইহা হস্তগত না হয় তাহা হইলে সকল সময় আল্লাহর জেকেরে লিপ্ত থাকা উচিৎ। যে 'জেকের' কোন সৌভাগ্যবান অলী হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে নিবিষ্ট থাকা আবশ্যক, এবং যে সকল কার্য জেকেরের প্রতিবন্ধক, তাহা হইতে বিরত থাকা অনিবার্য। শরীয়তের হালাল-হারামের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ইহাতে কোন ক্রমেই অবহেলা করা উচিৎ নহে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সহিত পাঠ জরুরী জানিবেন। নামাজের রোকন বা অংশ সমূহ সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালনের প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান হইবেন এবং সচেষ্ট থাকিবেন যেন মোস্তাহাব বা মনঃপুত সময়ে নামাজ প্রতিপালিত হয়। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগের গোনাহ সমূহ ক্ষমা কর, তুমি সর্বশক্তিমান।

৪৮ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ তালেব বদখশীর নিকট বিপদে ধৈর্য ধারণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

খাজা মোহাম্মদ তালেব, সর্বদা মতলুব বা উদ্দিষ্টজনের আকাঙ্খী থাকিবেন। স্নেহাস্পদ মহাম্মদ সিদ্দিকের পরালোকগমনের কথা লিখিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। হে প্রিয় ভ্রাতঃ আল্লাহপাক মোমেনদিগের নিকট সকল বস্তু হইতে অধিক প্রিয় ও মাহবুব; জীবন ও ধনসম্পদ যাহাই হউক না কেন। অপিচ জীবিতকরণ ও মৃত্যুদান তাঁহারই কার্য। ইহাতে অন্য কাহারও কোন অধিকার নাই। অতএব তাঁহার কার্যকলাপ ও অধিকতর প্রিয় হওয়া উচিত। বরং প্রেমিকগণ প্রিয় ব্যক্তির কার্যে লজ্জৎ ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ধৈর্য ধারণের প্রতি আর কি ইঙ্গিত করিব। কেননা ধৈর্যের মধ্যে মনোকষ্টের আভাস আছে। রেজা বা সন্তুষ্টির মাকাম যদিও আকাঙ্খা ও আনন্দজ্ঞাপক, কিন্তু লজ্জৎ প্রাপ্তির মর্তবা অন্য ব্যাপার।

প্রণয়ের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হলে,
প্রিয়া বিনে সবাকারে জ্বালাইয়া ফেলে।
অপরে সংহারে ধরো লা'-এর তলোয়ার
'লা' শব্দের পরে দেখ আছে নাকি আর।
আছে শুধু "ইল্লাল্লাহ্" সেই পূতঃ জাত;
সাবাশ হে প্রেম, অরি করিছ নিপাত।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাহার প্রতি ছালাম।

৪৯ মকতুব

খাজায়ে গাদার নিকট অপরের বিস্মৃতি যে এ পথের প্রথম পদক্ষেপ তদ্বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও নবী (দঃ)-এর এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। ভ্রাতঃ খাজা মোহাম্মদ গাদাকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে তাহা এই যে, আকিদা, বিশ্বাস বিশুদ্ধকরণ ও ফেকাহের হুকুমসমূহ প্রতিপালনের পর আল্লাহ্তায়ালার জেকের যেরূপ দীক্ষা লইয়াছেন তদ্রূপ সর্বদা করিতে থাকিবেন। 'জেকের' এরূপ প্রবল হওয়া উচিত যাহাতে 'মজকুর' বা স্মৃত বস্তু ব্যতীত অন্তর্জগতে অন্য কিছুর অবকাশ না থাকে এবং অবগতি ও মহব্বতের সম্বন্ধ যাহা অন্যের সহিত ছিল তাহা অন্তর্হিত হয়। এই অবস্থা লাভ হইলে কলবের জন্য অপরের বিস্মৃতি হাছিল হইয়া থাকে ও অপরের দর্শন ও জ্ঞান হইতে

তিনি অবসরপ্রাপ্ত হন। এ পর্যন্ত যে ইচ্ছাপূর্বক বা বলপূর্বক যদি স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তথাপি যেন স্মরণ না হয়। বরং যেন পরিচয়ও না পায়, ও সর্বদা উদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে বিলীন ও নিমজ্জিত থাকে। যখন এই প্রকারের অবস্থায় উপনীত হইবে তখন এ পথের একপদ অতিক্রম হইবে। চেষ্টা করিবেন যে এই এক পদক্ষেপেরও কম যেন না হয়, এবং অন্যের দর্শন ও অবগতির মধ্যে যেন লিপ্ত না থাকে।

সৌভাগ্যের 'বল' আছে মাঠে অনিবার
খেলিতে আসেনা; কৈ ঘোটক ছওয়ার।

বাহ্যতঃ আপনার সম্পর্ক অল্প বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু সম্পর্কের আকাঙ্খা কর্তৃক নিজেকে সম্পর্কধারী ব্যক্তিদিগের শামিল করিবেন। "যে স্বকীয় অনিষ্টে সন্তুষ্ট, সে অনুগ্রহের পাত্র নহে"—প্রবাদ বাক্য।

ওয়াচ্ছালাম।

৫০ মকতুব

মীর্জা শামসুদ্দীনের নিকট শরীয়তের ছুরত এবং হকিকতের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। শরীয়তের একটি বাহ্যিক আকৃতি এবং একটি আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব আছে। বাহ্যিক আকৃতি আল্লাহ ও রছুল এবং তিনি যাহা আল্লাহ্পাকের নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছেন তাহার প্রতি ঈমান আনা ও বিশ্বাস করার পর শরীয়তের হুকুম বা আদেশ নিষেধাদী প্রতিপালন করা। "নফছে আম্মারার" বিরুদ্ধাচরণ ও তাহার স্বভাবজাত সীমা অতিক্রম ও অবিশ্বাস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রতিপালন করা। এমতাবস্থায় যদি ঈমান বা বিশ্বাস করা হয় তাহাও দৃশ্যতঃ বিশ্বাস, এবং যদি নামাজ পঠন হয় তাহাও বাহ্যতঃ নামাজ পঠন, ও যদি রোজা পালন হয় তাহাও বাহ্যিক রোজা পালন। এইরূপ শরীয়তের অন্যান্য হুকুম সমূহেরও অবস্থা। ইহার কারণ এই যে,- 'নফছ' বা প্রবৃত্তি মানবদেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং 'আমি' বাক্য কর্তৃক উহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে। যদি সে কুফর এবং অস্বীকারের প্রতি বর্তমান থাকে তাহা হইলে প্রকৃত ঈমান এবং প্রকৃত নেক আমল সংঘটিত হওয়া কি প্রকারে ধারণা করা যাইবে। আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ যে, শুধু আকৃতিকে তিনি গ্রহণ করিয়া বেহেশ্ত, যাহা তাঁহার সন্তুষ্টির স্থান তথায় প্রবেশ করার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহাও তাঁহার অনুগ্রহ যে, ঈমান সংগঠনের জন্য শুধু কল্বের বিশ্বাসকেই যথেষ্ট করিয়াছেন, এবং নফছের আকৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব প্রদান করেন নাই। অবশ্য বেহেশ্তের মধ্যেও ছুরত ও হকিকত বা আকৃতি ও তত্ত্ব বর্তমান আছে। যাহারা আকৃতিধারী তাহারা বেহেশ্তের আকৃতি উপভোগ করিবেন এবং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বধারী তাঁহারা বেহেশ্তের তত্ত্ব হইতে পরিতৃপ্ত হইবেন। আকৃতিধারী ও তত্ত্বধারী উভয়ই বেহেশতের একই ফল উপভোগ করিবেন, কিন্তু আকৃতিধারী একরূপ লজ্জৎ প্রাপ্ত হইবে এবং তত্ত্বধারীগণ অন্য প্রকার আস্বাদ লাভ করিবেন। হযরত

(দঃ)-এর সহধর্মিনী উম্মাহাতুল মুমিনীনগণ তাঁহার সহিত একই বেহেশ্তে অবস্থান করিবেন এবং একই ফল ভক্ষণ করিবেন; কিন্তু প্রত্যেকের জন্য তৃপ্তি ও আস্বাদ বিভিন্ন প্রকারের হইবে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে উম্মাহাতুল মুমিনীনগণ পয়গম্বর (দঃ)-এর পর অপর সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হইতেন, এবং ইহাও অনিবার্য হইত যে, কোন ব্যক্তি কাহারও তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইলে তাহার সহধর্মিনীও উহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইত; যেহেতু তিনি স্বীয় পতির সহিত একত্রে বসবাসকারী।[১] উল্লিখিত শরীয়তের আকৃতির প্রতি স্থায়ী থাকা শর্তে উহা পরকালে উদ্ধারের কারণ ও নাজাত বা নিষ্কৃতির হেতু এবং বেহেস্তে প্রবেশ অনুমোদন প্রদানকারী হইবে। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। যখন শরীয়তের বাহ্যিক আকৃতি দুরস্ত ও বিশুদ্ধ করে তখন সাধারণ বেলায়াত লাভ হয়। আল্লাহ্ মুমীনগণের অলি বা বন্ধু (কোরান)। সাধক আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে ইহার পর তরীকাতে পদ স্থাপন ও বিশিষ্ট বেলায়াত লাভ করার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং 'নফছ' আম্মারাগী বা অসাধুতা হইতে ক্রমান্বয়ে মোৎমায়েন্না বা সৎ ও শান্ত হওয়ার প্রতি অগ্রসর হয়। কিন্তু জানিবেন যে, নৈকট্যের মঞ্জিল সমূহ অতিক্রম করা যাহা বিশিষ্ট বেলায়েত কর্তৃক সংঘটিত হয়, তাহাও শরীয়াতের আমলের প্রতি নির্ভরশীল। আল্লাহর জেকের যাহা এ পথের উৎকৃষ্ট কার্য তাহাও শরার আদেশ সমূহের অন্তর্ভুক্ত; আবার নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ হইতে বিরতি এ পথের একটি জরুরী কার্য। ফরজ কার্য সমূহ প্রতিপালন আল্লাহ্তায়ার নৈকট্য প্রদানকারী এবং বিজ্ঞ ও পথ প্রদর্শক ব্যপদেশ হইবার যোগ্য পীর অন্বেষণ করাও শরীয়তের আদেশ। আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন, "তোমরা তাহার দিকে অছিলা (ব্যপদেশ) অন্বেষণ কর" (সুরায়ে মায়েদা)। ফলকথা শরীয়ত ব্যতীত উপায় নাই। তাহা ছুরতে শরীয়ত হউক, অথবা হকীকতে শরীয়ত হউক। যেহেতু বেলায়াত এবং নবুয়তের যাবতীয় পূর্ণতার জননী বা মূল শরীয়তের হুকুম সমূহ। বেলায়াতের পূর্ণতা সমূহে শরীয়তের আকৃতির ফল এবং কামালাতে নবুয়াত হকীকতে শরীয়তের ফল স্বরূপ। খোদাচাহে অচিরেই ইহার বিশদ বর্ণনা করা যাইতেছে।

তরীকত (আত্মিক পথ) বেলায়াতের মুখবন্ধ স্বরূপ। তরীকতের মধ্যে উদ্দিষ্ট বস্তু ব্যতীত অন্য সকলকে "নফী" বা নিবারণ করাই উদ্দেশ্য এবং অপর ও অপরত্ব অপসারিত করাই অভিপ্রেত। আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে যখন পূর্ণরূপে সাধকের দৃষ্টি হইতে অন্য বস্তু সকল অন্তর্হিত হয়, ও অপরের কোনরূপ নাম নিশানা (স্মৃতি ও চিহ্ন) তাহার নজরে অবশিষ্ট না থাকে তখন সাধকের "ফানা" বা লয় প্রাপ্তি সাধিত হয় এবং তরীকতের মাকাম সমাপ্ত হয় ও ছয়ের এলাল্লাহ বা আল্লার দিকে ভ্রমণ পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর "এছবাত" বা প্রমাণ করার মাকাম আরম্ভ হয়, যাহাকে "ছয়ের ফিল্লাহ" বা "আল্লার মধ্যে ভ্রমণ" বলা হয়। ইহাই 'বাকা'র মাকাম, যাহা হকীকতের বা প্রকৃত তত্ত্বের স্থান এবং যাহা বেলায়াতের উচ্চতম লক্ষ্য। এই তরীকত ও হকিকত এবং ফানা ও বাকা কর্তৃক উক্ত সাধকের প্রতি 'অলি' নাম

টীকা ঃ ১ যেরূপ হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ তখন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বিবিও হযরত ওমর (রাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা নহে।

প্রদান সত্য হয় ও উহার নফ্ছে আম্মারা নফ্ছে মোৎমায়েন্না হইয়া স্বীয় কুফর এবং অস্বীকার হইতে বিরত হয় এবং সে তাহার মালিকের প্রতি সন্তুষ্ট ও মালিকও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। তাহার মধ্যে যে অপ্রীতিকর স্বভাব ছিল তাহা অপসারিত হইয়া যায়। মাশায়েখগণ বলিয়া থাকেন 'নফ্ছ' যদিও মোৎমায়েন্নার মাকামে উপনীত হয় তথাপি সে তাহার অবাধ্যতা হইতে বিরত হয় না।

আম্মারা হলেও সাধু চাঞ্চল্য বিহীন,
অসৎ প্রবৃত্তি তার হয়না বিলীন।

জেহাদে আকবর (মহাসংগ্রাম) যাহা হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে—"আমরা ক্ষুদ্রতম সংগ্রাম হইতে বৃহত্তম সংগ্রামের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিলাম।" উক্ত বৃহত্তম সংগ্রামের অর্থ স্বীয় নফ্ছের সহিত সংগ্রাম সকলেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ ফকীরের প্রতি যাহা বিকশিত হইয়াছে এবং আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা এই প্রচলিত বাক্যের বিপরীত। 'নফ্ছ'-মোৎমায়েন্না হইবার পর তাহার মধ্যে কোন প্রকারের অবাধ্যতা বর্তমান থাকে না এবং আনুগত্যের মাকামে স্থায়ী হয় বলিয়া দৃষ্ট হয়। বরং প্রশান্ত কল্ব যাহা অপর বস্তু সমূহকে ভুলিয়া যায়, ইঁহাকে তদানুরূপ প্রাপ্ত হইতেছি। যাহা (নফ্ছে মোৎমায়েন্না) অপর ও অপরত্বের দর্শন ও স্মরণ স্পৃহা অতিক্রম করিয়াছে এবং যাহা মান সম্মান, কর্তৃত্বের স্পৃহা ও লজ্জৎ ও কষ্টের গণ্ডি হইতেও মুক্ত হইয়াছে। অতএব তাহার আর বিরুদ্ধাচারণ বা কোথায় এবং অবাধ্যতাই বা কাহার। উক্ত নফ্ছ এতমিনান (মহাশান্তি) অর্জনের পূর্বে যদি তাহার লোমাগ্র পরিমাণও ব্যতিক্রম থাকে তখন অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচারণ এবং আরও যাহা কিছু তাহার প্রতি প্রয়োগ করেন তাহার অবকাশ আছে। কিন্তু পূর্ণ এতমিনান বা প্রশান্ত হইবার পর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতার কোনই অবকাশ নাই। এ বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করিয়াছি এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কর্তৃক লক্ষ্য করিয়াছি ও তাহার সমাধানের জন্য বহুদূরে (অন্তর্জগতে) ভ্রমণ করিয়াছি; যেহেতু ইহা মাশায়েখগণের স্থিরকৃত পদ্ধতির বিপরীত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে 'নফ্ছে' মোৎমায়েন্নার মধ্যে লোমাগ্র পরিমাণ বিরোধিতা বা অবাধ্যতা প্রাপ্ত হই নাই এবং বিলীন হইয়া যাওয়া ও ধ্বংস হওয়া ব্যতীত তাহার মধ্যে অন্য কিছুই পরিলক্ষিত হয় নাই। সে যখন আল্লাহ তায়ালার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তখন বিরুদ্ধাচরণের আর অবকাশ কোথায় এবং যখন আল্লাহ তায়ালার প্রতি সে রাজী (সন্তুষ্ট) হইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালাও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট তখন অবাধ্যতার আর সুযোগ বা পথ কোথায়, যেহেতু উহা সন্তুষ্টির বিপরীত কার্য। আল্লাহপাক যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নিশ্চয় তাহার প্রতি পুনরায় কখনও অসন্তুষ্ট হইবেন না। আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত। কিন্তু মহাসংগ্রামের অর্থ 'কালাব্' বা দেহের সহিত সংগ্রাম, অর্থ হইতে পারে। যাহা বিপরীত বস্তু সমূহের সংমিশ্রণে গঠিত। প্রত্যেকটির স্বভাব বিভিন্ন; একটি অপরটির বিপরীত। যদি কামভাব হয় তাহা দেহ হইতে উৎপন্ন এবং যদি ক্রোধ হয়, তাহাও তথা হইতে সৃষ্ট। ইহা লক্ষ্য করিতেছনা যে, অন্য

সকল জীবজন্তু যাহার মধ্যে 'নফ্‌ছে নাতেকা' বা জ্ঞান সম্পন্ন প্রবৃত্তি নাই তাহাদের মধ্যেও উক্ত নিকৃষ্ট গুণ সমূহ বর্তমান আছে, তাহারাও কামভাব, ক্রোধ, লিপ্‌সা, আকাঙ্খা সম্পন্ন। উল্লিখিত জেহাদ বা সংগ্রাম সর্বদাই বর্তমান থাকিবে; 'নফ্‌ছ' মোৎমায়েন্না হইলেও তাহার এই সংগ্রামের অবসান ঘটিবে না এবং কলবের স্থিরতা কর্তৃকও ইহা অন্তর্হিত হইবে না। এই মহাসংগ্রাম বিদ্যমান রাখার বহু উপকারিতা আছে, যদ্বারা 'কালাব' বা কায়ার নির্মলতা ও পবিত্রতা সাধিত হয়। যেন পরবর্তী জগতের পূর্ণতাসমূহ ও তথাকার কার্যকলাপ সমূলে তাহার সহিত নির্ভরশীল হয়। যেহেতু ইহজগতের পূর্ণতা লাভের বিষয়ে 'কালাব' বা দেহ কল্‌বের অনুগামী এবং কল্‌ব পুরোগামী। কিন্তু তথায় (পরকালে) কার্য ইহার বিপরীত। অর্থ্যাৎ কল্‌ব কালাব বা দেহের অনুগামী এবং কালাব অগ্রগামী হইয়া থাকে। অতএব যখন ইহজগতের শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম ঘটিবে ও পরবর্তী জগতে আলোকপাত করিবে তখন উক্ত মহাসংগ্রাম সমাপ্ত হইবে ও এই যুদ্ধের অবসান ঘটিবে। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে যখন নফ্‌ছ 'মোৎমায়েন্না' ও আল্লাহ্‌ পাকের হুকুমের অনুগত হইয়া যায় তখন তাহার প্রকৃত ইছলাম ও সঠিক ঈমান অর্জিত হয়। তাহার পর সে ব্যক্তি যে কোন আমলই করুক না কেন; তাহা হকীকতে শরীয়ত বা প্রকৃত শরীয়ত মধ্যে পরিগণিত হয়। যদি নামাজ পাঠ হয় তাহাও প্রকৃত নামাজ হয় এবং যদি রোজা পালন করা হয়, তাহাও প্রকৃত রোজা পালন হয় ও যদি হজ্ব করা হয় তাহাও প্রকৃত হজ্ব হইয়া থাকে; এইরূপ শরীয়তে যাবতীয় আমলের অবস্থা হইয়া থাকে। অতএব তরিকত ও হকিকত ছুরতে শরীয়ত ও হকীকতে শরীয়তের মধ্যস্থ স্বরূপ। সাধক যে পর্যন্ত বেলায়াতে খাচ্ছা বা বেলায়াতে কোবরা লাভ না করিবে সে পর্যন্ত মাজাজি (ভাবগত) ইছলাম হইতে হকিকি (প্রকৃত) এছলামে উপনীত হইবে না। আল্লাহ্‌ তায়ালার নিছক অনুগ্রহে যখন হকিকতে শরীয়ত কর্তৃক সুসজ্জিত হয় ও প্রকৃত ইছলাম লাভ হয়, তখন পয়গম্বর (আঃ) গণের অনুগমন ও ওয়ারিশ হিসাবে কামালাতে নবুয়তের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইবার উপযোগী হয়। যেরূপ বাহ্যিক শরীয়ত কামালাতে বেলায়াতের পবিত্র বৃক্ষতুল্য এবং কামালাতের বেলায়াত যেন, উহারই ফলস্বরূপ; তদ্রূপ হকিকতে শরীয়তও কামালাতে নবুয়তের মোবারক বৃক্ষতুল্য এবং কামালাতে নবুয়ত যেন উহারই ফল। অর্থাৎ কামালাতে বেলায়াত আকৃতির ফল এবং কামালাতে নবুয়াত উহার তত্ত্বের ফল। সুতরাং কামালাতে বেলায়াত কামালাতে নবুয়তের আকৃতিতুল্য এবং উহা প্রকৃত তত্ত্ব।

জানা আবশ্যক যে,– ছুরতে শরীয়ত এবং হকিকতে শরীয়তের মধ্যে পার্থক্য 'নফ্‌ছে'র কারণে হইয়া থাকে। "নফ্‌ছে আম্মারা" যখন অবাধ্য থাকে এবং অস্বীকার করে তখন তাহা ছুরতে শরীয়ত বা শরীয়তের বাহ্যিক আকৃতি এবং যখন নফ্‌ছ–মোৎমায়েন্না হয় ও আত্মসমর্পণ কর্তৃক মুছলমান হইয়া যায়; তখন উহা হকিকতে শরীয়ত বা প্রকৃত শরীয়ত। তদ্রূপ "কামালাতে বেলায়াত" যাহা আকৃতিতুল্য এবং "কামালাতে নবুয়ত" যাহা প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ তাহাদের মধ্যে পার্থক্য 'কালাব' বা দেহ অনুযায়ী হইয়া থাকে। 'বেলায়াতের ' মাকামে, দেহের অংশসমূহ বিরোধিতা ও অবাধ্যতা হইতে বিরত থাকেনা। যেরূপ তাহার

অগ্নির অংশ নফ্‌ছে মোৎমায়েন্না হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার দাবী পরিহার করে না। আবার তাহার মৃত্তিকার অংশ স্বীয় ইতরতা ও হীনতা হেতু লজ্জিত হয় না। এইরূপ অন্যান্য অংশগুলির অবস্থাও জানিবেন। পক্ষান্তরে কামালাতে নবুয়তের মাকামে দেহের অংশগুলি সাম্যতা ধারণ করে, ও ক্ষিপ্রতা ও আতিশয্য বা ন্যূনাধিক্য হইতে ক্ষান্ত হয়। এই কারণেই হয়তো হজরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে—"আমার শয়তান ইছলাম গ্রহণ করিয়াছে।" বহির্জগতে যেরূপ শয়তান আছে, তদ্রূপ অন্তর্জগতেও শয়তান বিদ্যমান আছে। উহা তাহার অগ্নির অংশ যাহা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে ও সর্বদা উচ্চতা ও মহত্ত্বের আকাঙ্খা করে যাহা অসৎ গুণসমূহের নিকৃষ্টতম গুণ এবং তাহার এই নিকৃষ্ট গুণাবলী অপসারণই তাহার মোছলমানিত্ব। অতএব কামালাতে নবুয়তের মধ্যে কলবের স্থায়ীত্ব, ও নফ্‌ছের শান্তি এবং দেহের অংশ সমূহের সাম্যতা সাধিত হয়। পক্ষান্তরে বেলায়াতের মধ্যে কলবের স্থিতি হয় মাত্র এবং বহু চেষ্টার পর নফছের কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ হয়। আমি যাহা বলিলাম যে, বহু চেষ্টার পর নফছের শান্তি লাভ হয়, তাহার অর্থ এই যে; দেহের অংশ সমূহ সাম্যভাব ধারণ করার পর পূর্ণরূপে ও বিনাকষ্টে নফছের এতমিনান সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব অলি আল্লাহগণ দেহের অংশসমূহ সাম্যতা লাভ না হওয়ার কারণে বলিয়াছেন যে, নফছে মোৎমায়েন্না পুনরায় মানবত্ব গুণসমূহে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভবপর। যথা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দেহের অংশসমূহ সাম্যতা লাভের পর, নফছের যে এতমিনান সাধিত হয় তাহা উক্ত নিকৃষ্ট গুণ সমূহে প্রত্যাবর্তন করা হইতে পবিত্র। সুতরাং নফছের মধ্যে অসৎ গুণ সমূহ প্রত্যাবর্তন সম্ভব ও অসম্ভব মাকামাতের তারতম্য ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যতিক্রমের কারণেই হইয়া থাকে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব মাকামের বার্তা প্রদান করিয়াছেন ও স্বীয় অনুভূতিও প্রাপ্তির আলোচনা করিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ- যখন দেহের অংশসমূহ সাম্যতা ধারণ করে ও বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকে, তখন তাহাদের সহিত সংগ্রাম করার কি অর্থ হয় ? নফছে মোৎমায়েন্নার অনুরূপ তাহাদের সহিতও সংগ্রাম অন্তর্হিত হইবে ?

উত্তর ঃ- নফছে মোৎমায়েন্না এবং দেহের অংশসমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা নফছে মোৎমায়েন্না বিলীন ও বিগলীত হইয়া আলমে আমরের সহিত সম্মিলিত হয়, যাহা পূর্ণ বিলীনতা ও মত্ততাগুণ সম্পন্ন, পক্ষান্তরে শরীয়তের আদেশাদি পালন দেহের প্রতি ন্যস্ত এবং শরীয়তের ভিত্তি সজ্ঞানতার প্রতি, সেই হেতু দেহের অংশসমূহ বিলীনতা ও মত্ততা গুণের অনুকূল নহে। যাহা বিলীন ও ধ্বংস হইয়াছে, বিরুদ্ধাচণের অবকাশ তাহার মধ্যে নাই এবং যাহার সংখ্যা বর্তমান আছে। কতিপয় উপকারিতার জন্য যদি কোন বিষয়ে সে দৃশ্যতঃ বিরোধিতা করে, তাহার অবকাশ আছে। আশাকরি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তাহার এই বিরোধিতা, মোস্তাহাব (প্রীতিকর) কার্য পরিত্যাগের উর্দ্ধে যাইবে না এবং তানজিহী মাকরূহ (অপ্রীতিকর পবিত্র) কার্যেরও নিম্নে অবতরণ করিবে না। অতএব কালাব বা দেহের মধ্যে

সাম্যতা সাধিত হওয়া সত্ত্বেও সংগ্রাম বর্তমান থাকা সম্ভব। কিন্তু নফছে মোৎমায়েন্নার মধ্যে উহা বর্তমান থাকা জায়েজ ও সংগত নহে। এই বিষয়ের বর্ণনা জেলদে আউয়ালের দুইশত ষাট (২৬০) নম্বর মকতুবের মধ্যে যাহা মরহুম প্রিয় বৎসের নাম লিখা হইয়াছে তাহাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আপনার যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইতে দেখিয়া লইবেন। তৎপর আল্লাহ তায়ালার নিছক অনুগ্রহে যদি কালামাতে নবুয়াত যাহা হকিকতে শরীয়তের 'ফল', তাহাও সমাপ্ত হয়, তখন নেক আমল বা সৎকার্য দ্বারা উন্নতি সাধিত হয় না, তথাকার উন্নতি শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ বা মেহেরবানীর প্রতি ন্যস্ত থাকে। আকিদা বা বিশ্বাসের তথায় কোন তাছির (ক্রিয়া) বর্তমান থাকেনা এবং এলম ও আমলেরও কোন ক্ষমতা থাকে না।

শুধুমাত্র অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর প্রতিই কার্যের নির্ভর। এই মাকাম পূর্ববর্তী মাকাম সমূহ হইতে অতি উচ্চ ও অতি প্রশস্ত। এই মাকামে যে নূরানী উজ্জ্বলতা বা দীপ্তি আছে, পূর্ববর্তী মাকামে তাহার কোনই আভাস ছিল না। এই মাকাম নিজস্ব হিসাবে উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ) গণের জন্য বিশিষ্ট, এবং পরবর্তী ও অনুগামী হিসাবে আল্লাহ পাক যাহাকে (ইচ্ছা) প্রদান করেন, ও উত্তরাধিকারী অনুযায়ী যাহাকে সৌজন্য করেন।

দুষ্কর নহেকো কিছু দয়ালের তরে,
নিমিষে সাধিত হয় যাহা ইচ্ছা করে।

এ স্থলে কেহ যেন ভুল না করে এবং ইহা না বলে যে, এই মাকামে ছুরতে শরীয়ত ও হকিকতে শরীয়ত হইতে সাধক মুক্ত হইয়া যায় এবং শরীয়তের হুকুমাদি পালন করা তাহার আবশ্যক করে না। কেননা আমি বলিব যে-শরীয়তই ইহার মূল এবং এই ব্যাপারে ভিত্তি। বৃক্ষ যতই উচ্চ ও তাহার শাখা যতই দীর্ঘ হউক, অথবা দেয়াল যতই উচ্চ হউক এবং তদুপরি উন্নত গৃহাদি যতই নির্মিত হউক না কেন, তাহার মূল ও ভিত্তি হইতে মুখাপেক্ষী রহিত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের মুখাপেক্ষিতা নির্মূল হইবে না। যেরূপ গৃহ যতই উচ্চ হউক না কেন তাহার নিম্নবর্তী গৃহ ব্যতীত তাহার উপায় নাই। কখনও উহার মুখাপেক্ষীতা তিরোহিত হইবে না। ঘটনাক্রমে যদি নিম্নবর্তী গৃহের মধ্যে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে তাহার প্রতিক্রিয়া উহার প্রতিও প্রবর্তিত হইবে। নিম্নবর্তীটি ধ্বংস হইলে উর্ধতলটিও ধ্বংস হইবে। অতএব শরীয়ত সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই আবশ্যকীয় এবং সকলেই উহা পালন করার প্রতি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে যখন তথা হইতে আরও উন্নতি হয় এবং অনুগ্রহের (স্তর) হইতে মহব্বত বা প্রেমের মাকামে উপনীত হয় তখন অপর একটি মাকাম সম্মুখে আসিতে পারে, যাহা অতি উচ্চ। নিজস্ব হিসাবে তাহা শেষ পয়গম্বর (ছঃ)-এর বিশিষ্ট মাকাম এবং পরবর্তী হিসাবে আল্লাহপাক যাহাকে এই সৌভাগ্যে ভাগ্যবান করেন! উক্ত উচ্চগৃহ এরূপ উচ্চ যে অতি উচ্চতা হেতু উহা সংকীর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হয়। হজরত সিদ্দিক (রাঃ)কে প্রাপ্ত হইলাম যে তথায় উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি নাভী পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছেন এবং হযরত ফারুক (রাঃ)ও উক্ত দৌলতের প্রতি পথপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উম্মাহাতুল মু'মেনীন

গণের মধ্যে হজরত খাদিজা ও হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হুমাকে বিবাহ সম্বন্ধ হেতু তথায় দেখিতেছি। অবশিষ্ট বিষয় আল্লাহ তায়ালার প্রতি ন্যস্ত। হে আমাদের প্রতিপালক তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্যকলাপ সরল কর।

ভ্রাতঃ মারেফাত প্রাপ্ত শেখ আবদুল হাই যখন বহু দিন পর্যন্ত সংসর্গে ছিলেন, উপস্থিত তিনি স্বীয় জন্মভূমির প্রতি মনোযোগী হইতেছেন এবং আপনার সহিত ও তথাকার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং আবশ্যক বোধে দুই এক ছত্র লিখিয়া শায়েখ আব্দুল হাইয়ের অবস্থার বিষয় অবগতি প্রদত্ত হইল। আল্লাহ ওয়ালাগণের অস্তিত্ব যেখানেই থাকুক না কেন তাহা গণিমৎ ও যথেষ্ট এবং তথাকার বাসিন্দাগণের জন্য উহা একটি সুসংবাদ। আরও সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়।

তথায় ভ্রাতঃ শায়খ নূর মোহাম্মদও অবস্থান করেন, তিনি অভাব ও কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। উক্ত মাকামের প্রতি প্রতিযোগিতার উদ্রেক হয়। যেহেতু এইরূপ দুই আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি তথায় একত্রিত হইয়াছেন; দুই সৌভাগ্য শুকতারা যেরূপ একত্রিত হয়।

ওয়াচ্ছালাম।

৫১ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ ছিদ্দিকের নিকট আল্লাহ তায়ালার বাক্য, যাহা অনেকের সহিত মুখোমুখিভাবে হইয়া থাকে; তদ্বিষয়ে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

হে প্রিয় ভ্রাতঃ জানিবেন যে, আল্লাহ তায়ালার বাক্য, মানবের সহিত কখনও সামনা সামনি ভাবে হইয়া থাকে। ইহা পয়গম্বর (আঃ)গণের মধ্য হইতে অনেকের সহিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অনুগামীগণের মধ্য হইতে কতিপয় পূর্ণব্যক্তির জন্য পরবর্তী ও উত্তরাধিকারী হিসাবে হইয়া থাকে। যাঁহার সহিত অধিকভাবে এইরূপ বাক্যালাপ হয়, তাঁহাকে 'মোহাদ্দাছ' নাম প্রদান করা হয়। যেরূপ আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন। ইহা এলহাম বা ঐশীক বিজ্ঞপ্তি এবং ইলকা বা অন্তর্জগতে নিক্ষেপ নহে ও ফেরেশতাবৃন্দের সহিত যেরূপ কথোপকথন হয় তদ্রূপও নহে। শুধু মানব জাতির মধ্যে যিনি পূর্ণ এবং যিনি আলমে আমর ও খলক (সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ) ও রূহ, নফ্‌ছ, আকল ও খেয়াল ইত্যাদিকে সমষ্টিভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন সেইরূপ পূর্ণ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ উক্ত প্রকার বাক্য দ্বারা সম্বোধিত হয় না। "আল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছা বিশিষ্ট করিয়া লন। তিনি অতি বৃহৎ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)। মুখোমুখি বাক্যের জন্য ইহা অনিবার্য নহে যে, বক্তা শ্রোতার দৃষ্টিগোচর হয়।

যেহেতু ইহা সম্ভব যে, শ্রোতার দর্শন শক্তি দুর্বল, বক্তার নূরের তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা সহ্য করিতে অক্ষম। যথা হজরত (ছঃ) আল্লাহ তায়ালার দর্শনের উত্তরে বলিয়াছেন যে, "তিনি নূর! কিরূপে তিনি আমার দৃষ্ট হইবেন।" পরন্তু মুখোমুখি বাক্যালাপের সময় পর্দা সমূহ দৃশ্যত অপসারিত হয়, বস্তুত হয় না। বুঝিয়া লউন; ইহা অতি উচ্চ মারেফাত। অতি অল্প ব্যক্তিই ইহা আলোচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমণ করে তাঁহার প্রতি ছালাম।

৫২ মকতুব

খাজা মাহ্‌দী আলী কাশমীরীর নিকট এই বুজর্গগণের মহব্বতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, ও তাহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। পূর্ণ মহব্বত সম্বলিত পত্র, প্রেরীত উপঢৌকনাদিসহ উপনীত হইল। আল্লাহ্ পাক আপনাকে এই সম্প্রদায়ের মহব্বতের প্রতি স্থায়ীত্ব প্রদান করুন এবং ইঁহাদের সহিত পুনরুত্থান করুন। ইহারা এরূপ এক সম্প্রদায় যাহাদের সহিত উপবেশনকারীগণ বদবখত বা ভাগ্যহীন হয় না এবং ইহাদের বন্ধুগণও বঞ্চিত হয় না (হাদীছ)। ইহারা আল্লার সহিত উপবেশনকারী এবং যখন ইহারা দৃষ্টিগোচর হন তখন 'আল্লার' স্মরণ হয় এবং যাহারা ইহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হইল তাহারা আল্লাহ প্রাপ্ত হইল। ইহাদের শুভ দৃষ্টি অমৃত তুল্য ও ইহাদের বাক্যালাপ (আত্মিক) রোগমুক্তি, ও ইঁহাদের সংসর্গ উজ্জ্বল নূর এবং সৌন্দর্য। ইহাদের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি যাহারা লক্ষ্য করিল তাহারা ধ্বংস হইল এবং যাহারা ইঁহাদের অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টি করিল তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত ও সফল মনোরথ হইল। কতইনা সুন্দর কথা বলিয়াছেন-যিনি বলিয়াছেন-"হে খোদা তুমি স্বীয় দোস্তগণকে কি (প্রদান) করিয়াছ, যাহারা ইহাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইল তাহারা তোমাকে প্রাপ্ত হইল এবং যে পর্যন্ত তোমাকে প্রাপ্ত হইবে না সে পর্যন্ত ইহাদিগেরও পরিচয় লাভ করিবে না।" অর্থাৎ ইহাদিগের পরিচয় লাভ ও তোমার প্রাপ্তি পরস্পর বিভিন্ন নহে। অবশ্য এক হিসাবে পরিচয় প্রাপ্তি অগ্রগামী এবং এক হিসাবে প্রাপ্তিই অগ্রগামী। তাঁহার (খোদার) পক্ষ অগ্রগামী হওয়াই বক্তার মনোনীত। যেহেতু তিনি সকলের উৎপত্তি স্থান; অতএব তাঁহা হইতে আরম্ভ হওয়াই শ্রেয়ঃ ও উপযোগী।

আপনাদের প্রতি এবং যাহারা আপনাদের নিকটে আছেন তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

৫৩ মকতুব

শায়েখ আব্দুছ ছামাদ সুলতান পুরীর নিকট তাহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমি যদি নিজেকে কঠোর সাধনায় উপনীত করি তখন আমার নফ্‌ছ বেপরওয়া বা মুখাপেক্ষীতা শূন্য হয় এবং ধারণা করে যে, আমার তুল্য সজ্জন অন্য কেহ নাই। পক্ষান্তরে যদি শরীয়তের বিপরীত কোন কার্য আমার দ্বারা সংঘটিত হয় তখন আমি নিজেকে ক্ষুদ্র ও মুখাপেক্ষী ধারণা করি। ইহার ব্যবস্থা কি ?

হে প্রসন্নচিত্ত ভ্রাতঃ মুখাপেক্ষী ও নীচতা যাহা অনুতাপের নির্দেশক ও যাহা আপনার দ্বিতীয় অবস্থায় প্রকাশ পায়, তাহা আল্লাহ-তায়ালার অতি উচ্চ নেয়ামত বটে, কিন্তু আল্লাহ রক্ষা করুন, যদি শরীয়াত গর্হিত কার্য ঘটিবার পর পর তওবার (ক্ষমা প্রার্থনা) শাখা স্বরূপ অনুতাপে সৃষ্টি না হয় এবং পাপকার্যে অধিক লজ্জত প্রাপ্ত হয়। কেননা পাপকার্যে লজ্জত প্রাপ্তি উহার প্রতি অবিমৃষ্যকারীতা ও হটকারিতা হয়, এবং ছগিরা (ক্ষুদ্র) গোনাহের প্রতি হট করিলে কবিরা (বৃহত্তম) গোনাহে পরিণত হয় ও কবিরার প্রতি হট করিলে কুফরের দুয়ারে উপনীত হয়। আপনি এই উচ্চ নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা করিবেন, যাহাতে অধিকতর অনুতাপের সৃষ্টি হয় এবং শরীয়ত গর্হিতকার্য হইতে আপনাকে বিরত রাখে। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা পালন কর তাহাতে অবশ্য অবশ্য অধিকতর (নেয়ামত) প্রদান করিব।" আপনার প্রথম অবস্থার অর্থ নেক আমল করার পর গর্বিত হওয়া; এই অহঙ্কার প্রাণনাশক বিষ ও ধ্বংসকারী ব্যাধিতুল্য। যাহা নেক আমলসমূহকে বিনাশ করিয়া দেয়। যথা অগ্নি কাষ্ঠকে ধ্বংস করে। অহঙ্কার সৃষ্টির কারণ এই যে, নেক আমল সমূহ আমলকারীর দৃষ্টিতে সুসজ্জিত ও সুন্দর বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব বিপরীত বস্তু কর্তৃক চিকিৎসা হইয়া থাকে। সুতরাং স্বীয় নেক আমল সমূহকে দূষনীয় জ্ঞান করতঃ উহার গুপ্ত ত্রুটি সমূহের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক, নিজেকে ও নিজের আমল সমূহকে অপূর্ণ ও ত্রুটিময় বলিয়া জানা উচিৎ। বরং অভিশাপও পরিত্যাগের উপযোগী রূপে প্রাপ্ত হওয়া কর্তব্য। হজরত রছুল করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন "বহু কোরান পাঠকারী আছে যে, কোরান তাহাদিগকে অভিশাপ করে।" আবার তিনি বলিয়াছেন, বহু রোজাদার তাহার রোজা হইতে খুৎতৃষ্ণা ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ করে না। ইহা ধারণা করিবেন না যে, আপনার সৎকার্যসমূহ ত্রুটি শূন্য। বরঞ্চ আপনি সামান্য চিন্তা করিলে আল্লার মেহেরবানীতে দেখিতে পাইবেন যে উহা সবই ত্রুটিময় বরং তাহাতে সৌন্দর্যের গন্ধও প্রাপ্ত হইবেন না। গর্ব আর কোথায় ? এবং বেপরওয়া ও নির্ভয়ই কে হইবে। আমল সমূহকে ত্রুটিপূর্ণ দর্শনের প্রাবল্য হইলে সৎকার্য করিবার পর সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইবে। অহঙ্কারী ও নির্ভিক হইতে পারিবে না। যখন আমল ত্রুটিপূর্ণ দর্শন অবস্থার সৃষ্টি হয়, ও আল্লাহতায়ালার দরবার পাকে উহা মাকবুল বা

গৃহীত হইবার উপযোগী হয় তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, যেন এই ত্রুটিপূর্ণ দর্শণ লাভ হয় এবং অহঙ্কার স্থান না পায়। ইহা ব্যতীত মেহনত বরবাদ। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালার যাহা ইচ্ছা তাহাই শ্রেয়।

উক্ত প্রকারের আমল সমূহকে ত্রুটিপূর্ণ অবলোকন যাহাদের ভাগ্যে পূর্ণরূপে সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহারা এইরূপ ধারণা করে যে, "তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বের আমল লিখক ফেরেস্তা কর্মহীন অবস্থায় আছে"। যেহেতু তাঁহাদের এরূপ কোন সৎকার্য নাই যাহা উক্ত ফেরেস্তা স্বীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে। পক্ষান্তরে বাম পার্শ্বের ফেরেস্তা অনবরত কার্যে লিপ্ত আছে। কেননা যে সকল সৎকার্য সে করিতেছে তাহা সবই ত্রুটিপূর্ণ ও দূষনীয়। সাধকের কার্যকলাপ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তাহার সহিত (আল্লাহ পাকের) যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহাই করা হয়।

তুলিকার শীর এবে, ভাঙ্গিল হেথায়,
এ-বিষয়ে কিছু আর লিখন না যায়।

যাহারা হেদায়েতের পথে গমন করে তাহাদের জন্য ছালাম।

৫৪ মকতুব

সৈয়দ শাহ মোহাম্মদের নিকট হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর অনুসরণের সপ্তস্তর আছে, তদ্বিষয়ে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর অনুসরণ যাহা ইহ-পরকালের যাবতীয় মূলধন স্বরূপ, তাহার কতিপয় মর্তবা ও স্তর আছে। প্রথম স্তর সাধারণ মুসলমানগণের স্তর, উহা 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণ কর্তৃক বিশ্বাস স্থাপনের পর এবং নফছ মোৎমাইন্না বা প্রশস্ত হইবার পূর্বে শরীয়তের যাবতীয় হুকুম পালন করা এবং সমুজ্জ্বল সুন্নতের অনুসরণ করা। ইহা বেলায়েত বা অলীত্বের মর্তবার প্রতি নির্ভরশীল। জাহেরী আলেমবৃন্দ ও আবেদ, জাহেদ (নির্লিপ্ত) গণ যাহাদের (আভ্যন্তরীণ) কার্যকলাপ নফছ মোৎমাইন্না হইবার মর্তবায় উপনীত হয় নাই, তাহারা সকলেই এই অনুসরণের স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সকলেই বাহ্যিক অনুসরণের সমতুল্য। এই মাকামে নফ্‌ছ যখন কুফর এবং এন্‌কার (অস্বীকৃতি) পরিহার করে নাই, তখন এই স্তর বাহ্যিক অনুসরণের জন্য বিশিষ্ট বটে। এই বাহ্যিক অনুসরণ ও প্রকৃত অনুসরণের ন্যায় পরকালের মুক্তি উদ্ধার প্রাপ্তির কারণ হইবে এবং দোজখের আজাব হইতে রক্ষাকারী ও বেহেস্তে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদানকারী। আল্লাহতায়ালার পূর্ণ অনুগ্রহ যে, নফছের অস্বীকৃতিকে গুরুত্ব না দিয়া এবং কোন মূল্য প্রদান না করিয়া শুধু কল্‌বের বিশ্বাসকেই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করতঃ উহার প্রতি উদ্ধার প্রাপ্তি নির্ভরশীল করিয়াছেন।

হে খোদা, সুষ্ঠুভাবে করতে পার মোর নয়নের জল কবুল
মুক্তা যখন করলে তুমি বরষা বারির বিন্দু কূল।

অনুসরণের দ্বিতীয় স্তর, হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর ঐ সকল বাক্য নিচয় ও কার্যকলাপের অনুসরণ, যাহা অন্তর্জগতের সহিত সম্বন্ধিত। যথা চরিত্র সংশোধন, অসৎ গুণাবলী অপসারণ, আভ্যন্তরীণ ব্যাধিসমূহ ও গুপ্ত বিপর্যয়াদি বিদূরীতকরণ;- যাহা তরিকতের মাকামের সহিত সম্পর্কিত। অনুসরণের এই স্তর ছুলুক বা ভ্রমণকারী সাধকদিগের জন্য বিশিষ্ট। তাহারা দীক্ষা গুরুর নিকট হইতে সুফীগণের তরীকা গ্রহণ করতঃ ছয়ের এলাল্লাহের ময়দান ও প্রান্তরসমূহ অতিক্রম করিয়া থাকে।

অনুসরণের তৃতীয় স্তর হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর (আত্মীক) অবস্থা ও আস্বাদ এবং প্রেরণা সমূহের অনুসরণ; যাহা বেলায়েতে খাচ্ছা বিশিষ্ট নৈকট্য-এর সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই স্তর ঐ সকল বেলায়েতধারী অলীআল্লাহগণের জন্য বিশিষ্ট যাহারা 'মজ্জুবে ছালেক' অথবা ছালেকে মজ্জুব অর্থাৎ আকর্ষণ লাভের পর ভ্রমণকারী, অথবা ভ্রমণের পর আকর্ষণ প্রাপ্ত। যখন এই বেলায়াতের মর্তবা সমাপ্ত হয় তখন 'নফছ' মোৎমায়েন্না হয় এবং অবাধ্যতা হইতে বিরত থাকে। বরং অস্বীকার করা হইতে স্বীকারে এবং কুফর হইতে ইসলামে আগমন করে। ইহার পর সে ব্যক্তি যে কোন প্রকারে অনুসরণ করুক না কেন তাহা প্রকৃত অনুসরণে পরিগণিত হইবে। যদি নামাজ পাঠ হয় তাহাতেও প্রকৃত অনুসরণ হইবে। যদি রোজা পালন করা হয় তাহাও তদ্রূপ হইবে এবং যদি জাকাত প্রদান হয় তাহাও উক্ত রূপ হইবে। এই রূপে শরীয়তের যাবতীয় হুকুম প্রতিপালনের মধ্যে তাহার প্রকৃত অনুসরণ লাভ হইবে।

প্রশ্ন ঃ- নামাজ, রোজার হকিকত বা তত্ত্ব কাহাকে বলে ? নামাজ এবং রোজা যখন বিশিষ্ট কার্য, তখন উহা যদি শরীয়তের আদেশানুযায়ী সুষ্ঠুরূপে ঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃতভাবেই পালন হইল; অতএব আকৃতিই বা কি ? এবং ইহা ব্যতীত উহার তত্ত্বই বা কি ?

উত্তর ঃ- প্রারম্ভকারী যখন নফছে আম্মারা সম্বলিত ব্যক্তি, যাহার জন্মগত স্বভাব আছমানি হুকুমসমূহ অস্বীকার করা; তাহার দ্বারা শরীয়তের আদেশ পালন করান ছুরত বা বাহ্যিক পালন মাত্র (অন্তঃকরণ কর্তৃক প্রতিপালন নহে)। এবং মোনতাহী বা শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তির 'নফছ' যখন মোৎমাইন্নাহ বা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে এবং সন্তুষ্টি ও আগ্রহের সহিত শরীয়তের আদেশাদি গ্রহণ করে তাহার দ্বারা শরীয়তের হুকুম পালন করান প্রকৃত প্রতিপালন বটে। যেরূপ মোনাফেক এবং মুছলমান উভয়ে নামাজ পাঠ করে। কিন্তু মোনাফেকের অন্তর্জগত যখন অস্বীকার করে অর্থাৎ সে অন্তঃকরণ কর্তৃক গ্রহণ করে না তখন তাহার নামাজ আকৃতিগত নামাজ প্রতিপালিত হয় এবং মোছলমানের অন্তঃকরণ অনুগত বলিয়া তাহার নামাজ প্রকৃত নামাজে পরিণত হয়। অতএব অন্তঃকরণের স্বীকার ও অস্বীকার

অনুযায়ী প্রকৃত ও আকৃতিগত বা অপ্রকৃত হইয়া থাকে। এই স্তর অর্থাৎ 'নফছ' মোৎমাইন্না-এর স্তর এবং প্রকৃত নেক আমল লাভের স্তর যাহা কামালাতের বেলায়েত খাচ্ছা বা বিশিষ্ট নৈকট্যের পূর্ণতাসমূহ যাহা তৃতীয় স্তরের সহিত সম্বন্ধিত; তাহা হাছিল হইবার পর লাভ হয়; ইহা অনুসরণে চতুর্থ স্তর বটে। প্রথম স্তরের অনুসরণ এই স্তরের অনুসরণের আকৃতি স্বরূপ এবং এই স্থলেই প্রকৃত অনুসরণ লাভ হইয়া থাকে। অনুসরণের এই চতুর্থ স্তর ওলামায়ে রাছেখীনগণের সহিত বিশিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের যত্ন সফল করুন। তাহারা নফছ মোৎমাইন্না হইবার পর পর প্রকৃত অনুসরণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অলি আল্লাহগণ যদিও এক প্রকার নফছের এতমিনান বা শান্তি প্রাপ্ত হন যাহা কলবের স্থিতিশীলতার পর লাভ হয়। কিন্তু নফছের পূর্ণ এতমিনান কামালাতে নবুয়াত বা নবীগণের পূর্ণতা লাভের মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। ওলামায়ে রাছেখীনগণ উত্তরাধিকারী হিসাবে উক্ত কামালাতের অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব ওলামায়ে রাছেখীনগণ নফছের পূর্ণ এতমিনান হেতু হকিকতে শরীয়াত যাহা, প্রকৃত অনুসরণ তাহা লাভ করেন। অপর যাহারা উক্ত রূপ পূর্ণতা সম্পন্ন নহেন, তাহারা কখনও ছুরাতে শরীয়াত প্রাপ্ত হন এবং কখনও হকিকতে শরীয়াত লাভ করেন। ওলামায়ে রাছেখীনগণের (সুদক্ষ আলেমগণের) পরিচয় চিহ্ন কিঞ্চিত বর্ণনা করিতেছি, যেন কোন জাহেরী আলেম ওলামায়ে রাছেখ হওয়ার অভিযোগ না করে এবং স্বীয় নফছে আম্মারাকে নফছে মোৎমাইন্না বলিয়া ধারণা না করে।

আলেমে রাছেখ বা সুদক্ষ আলেম ঐ ব্যক্তি যিনি কোরান শরীফে ও হাদীছ শরীফের মোতাশাবেহ বা সংসয়া বিষ্ট বাক্য সমূহের তাবিল বা রহস্য অবগত আছেন এবং কোরান পাকের ছুরার প্রারম্ভের মোকাত্তাআত বা খণ্ডিত বর্ণ সমূহের মর্মের গূঢ় তত্ত্বের অংশ রাখেন। মোতাশাবেহের তাবিল (অর্থ) অতি গুপ্ত রহস্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ধারণা করিবেন না যে, 'ইয়াদ' বা হস্তের অর্থ ক্ষমতা এবং 'অজাহ' বা বদনের অর্থ স্বয়ং তিনি। যেহেতু ইহাও জাহেরী এল্‌মের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত রহস্যের সহিত ইহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। এই রহস্য সমূহের অধিকারী পয়গম্বর (আঃ)গণ। ইহারা যেন পয়গম্বর (আঃ) গণের সহিত যে ব্যবহার হয় তাহার ইশারা ইঙ্গিত স্বরূপ। পয়গম্বর (আঃ)গণের অনুগামী ও উত্তরাধিকারী হিসাবে আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন এই উচ্চ দৌলতের প্রতি পথ প্রদান করিয়া থাকেন। অনুসরণের এই স্তর যাহা 'নফছ' 'মোৎমায়েন্না' হইবার প্রতি নির্ভরশীল এবং শরীয়াত-কর্তার প্রকৃত অনুসরণে উপনীতি; তাহা অনেক সময় 'ফানা' 'বাকা' ব্যতীত এবং ছুলুক জজবা ব্যতিরেকেও লাভ হইয়া থাকে। বরং ইহাও হইতে পারে যে আত্মীক অবস্থা ও প্রেরণা এবং তাজাল্লী ও আবির্ভাবাদীর উদ্ভব না হয় ও উক্ত দৌলত হস্তগত হয়। অবশ্য বেলায়াতের পথে এই সৌভাগ্য উপনীতি অন্য সকল পথ হইতে সহজ ও নিকটবর্তী। আমার ধারণায় উক্ত অপর পথ, হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর উজ্জ্বল সুন্নতের দৃঢ় অনুসরণ এবং বেদয়াতের (নতুন কার্যের) রীতিনীতি হইতে বিরতি। যে পর্যন্ত বেদায়াতে হাছানা বা সুন্দর নতুন কার্য হইতে বেদায়াতে ছৈয়েয়ার বা কুৎসিত নতুন কার্যের তুল্য বিরত থাকিবে না সে পর্যন্ত তাহার

প্রাণের নাসিকায় উক্ত দৌলতের গন্ধও প্রবিষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা ইদানিং সুকঠিন। যেহেতু বিশ্ব জগত বেদআত সমুদ্রে নিমজ্জিত ও উহার তমসায় শান্তি প্রাপ্ত। এরূপ সাহসী কোন ব্যক্তি আছে, যে বেদায়াত অপসারণ এবং সুন্নত পূর্ণ জীবিতকরণের বিষয় আলোচনা করে। বর্তমান কালের অধিকাংশ আলেম বেদায়াতের প্রচলন প্রদায়ক ও সুন্নত বিমোচনকারী। তাহারা ব্যাপক ভাবে প্রচারিত বেদায়াত সমূহকে সময়ের প্রচলন জানিয়া তাহা জায়েজ বরং সুন্দর বলিয়া [১] ফতওয়া প্রদান করেন এবং সর্বসাধারণকে বেদায়াতের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বলুন দেখি যদি ভ্রষ্টতা কিংবা বাতেল (অবৈধ কার্য) প্রচলিত হয় তবে কি তাহারা উহা বৈধ হইবার নির্দেশ প্রদান করিবেন? তাহারা কি ইহা অবগত নহেন যে, প্রচলন কোনরূপ সৌন্দর্যের দলিল নহে। যে প্রচলন দলিল তুল্য তাহা প্রথম জামানার অর্থাৎ রছুল (ছঃ) ও ছাহাবাগণের জামানার প্রচলন। অথবা যাহা 'এজমা' বা সকল উম্মতের একতাবদ্ধ মত কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে। ফতওয়ায়ে গিয়াসিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, শায়খুল ইমাম শহীদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, বলখের মাশায়েখগণ যাহাকে সুন্দর বলিয়া ফতওয়া প্রদান করেন তাহা আমরা গ্রহণ করি না, ইহা ব্যতিত নহে যে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তী মাশায়েখগণের বাক্য গ্রহণ করি; যেহেতু কোন এক নগরের প্রচলন কোন বিষয়ের বৈধ হইবার দলিল নহে। বৈধ হইবার দলিল উহা যাহা প্রথম জামানা হইতে ধারাবাহিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। যৎকর্তৃক হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর সমর্থনের প্রমাণ লাভ হয়। অতএব উহা হজরত (ছঃ)-এর শরীয়াত তুল্য। কিন্তু যদি এরূপ পরম্পরাগত না হয় তাহা হইলে তাহাদের কার্য দলিল তুল্য নহে। অবশ্য যাহা প্রত্যেক জামানায় বিশ্বব্যাপী প্রত্যেক নগরের সকল মুছলমানগণ করে, তাহা 'এজমা' বা ঐক্যবদ্ধ মত এবং এজমা একটি দলিল বটে। দেখুন! যদি তাহারা মদিরাও সারাব বিক্রি এবং সুদের প্রচলন প্রদান করে; তাহা হইলে তাহা কখনও হালাল (বৈধ) হইবার ফতওয়া প্রদান করা যাইতে পারে না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে সমুদয় বিশ্ববাসী একরূপ প্রচলন প্রদান এবং বিশ্বের সর্বত্র একই প্রকার কার্য করণের অবগতি মানব শক্তির বহির্ভূত। অতপর প্রথম জামানার বা সাহাবাগণের জামানার প্রচলনের বিষয় অবশিষ্ট রহিল; তাহা প্রকৃত পক্ষে হজরত (ছঃ) -এরই সমর্থন এবং সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত! অতএব বেদায়াতই বা কোথায় এবং তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যই বা কি? ছাহাবা কেরামের জন্য যাবতীয় পূর্ণতা লাভ করণার্থে হজরত খায়রুল বসর (ছঃ)-এর সংসর্গই যথেষ্ট ছিল এবং পূর্ববর্তী ওলামাগণের মধ্যে যিনি ওলামায়ে রাছেখীন -এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন তিনি সুফীগণের তরীকা গ্রহণ ও 'ছুলুক' 'জজবা' কর্তৃক পথ অতিক্রম ব্যতীত শুধু হজরত (ছঃ) -এর সুন্নতের দৃঢ় অনুসরণ ও অপছন্দনীয় বেদায়াত গ্রহণ হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকা কর্তৃকই উচ্চ দৌলত লাভ করিয়াছেন। হে খোদা আমাদিগকে সুন্নতের অনুসরণের প্রতি সুদৃঢ় রাখ এবং বেদায়াতাদী হইতে রক্ষা কর। ছাহেবে সুন্নত (ছঃ)-এর অছিলায়। তাঁহার প্রতি ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি ছালাম ও সম্মান বর্ষিত হউক।

টীকা ঃ (১) ফতওয়া অনুমতি জ্ঞাপক নির্দেশ। অভিমত।

অনুসরণের ৫ম দরজা বা স্তর হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর ঐ সকল কামালাত বা পূর্ণতার অনুসরণ যাহা লাভ করার মধ্যে এল্‌ম ও আমলের বা অবগতি ও কার্যের কোনই অধিকার নাই। বরং উহা শুধু আল্লাহ তায়ালার অনুকম্পা ও কৃপাদৃষ্টির প্রতি নির্ভরশীল। ইহা একটি অতি উচ্চ দরজা পূর্ববর্তী দরজা বা স্তর সমূহ ইহার সহিত যেন কোনই সম্বন্ধ রাখে না। এই পূর্ণতা সমূহ মূলতঃ উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ) গণের সহিত বিশিষ্ট, অনুগামী ও ওয়ারিশ হিসাবে আল্লাহতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন।

অনুসরণের ষষ্ঠ দরজা হজরত (দঃ)-এর মাহবুবিয়াতের বা প্রিয়ত্বের স্তরের সহিত বিশিষ্ট পূর্ণতা সমূহের অনুসরণ। পঞ্চম দরজায় যেরূপ শুধু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের মাধ্যমে কামালাত বা পূর্ণতা সমূহ বর্ষিত হইত, তদ্রূপ এই ষষ্ঠ দরজার পূর্ণতা সমূহের ফয়েজ নিছক মহব্বত বা প্রেম কর্তৃক লাভ হইয়া থাকে, যাহা অনুগ্রহেরও উর্ধে। এই দরজার অনুসরণও অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লাভ করিয়াছে। প্রথম দরজা ব্যতীত এই দরজা পঞ্চক সবই উর্ধারোহণের মাকাম সমূহের সহিত সম্পর্কিত ও ইহা লব্ধ হওয়া উর্ধে উন্নতি করার প্রতি নির্ভরশীল।

অনুসরণের সপ্তম দরজা নুজুল বা অবতরণের সহিত সম্বন্ধিত। এই সপ্তম দরজা পূর্ববর্তী সকল দরজা সমষ্টিভূতকারী। যেহেতু এই অবতরণস্থলে কলবের বিশ্বাসও লব্ধ হয় এবং উহার স্থায়ীত্বও লাভ হয়, ও নফছের 'এতমিনান' বা শান্তিও উপার্জিত হয়। আবার কলব বা দেহের অংশ সমূহের সাম্যতাও অনুষ্ঠিত হয়। তাহারা যেন অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘন করা হইতে বিরত থাকে। পূর্ববর্তী দরজাসমূহ যেন এই দরজার অনুসরণের এক একটি অংশ ও 'ব্যষ্টি' ছিল এবং এই দরজা যেন উহাদের সমষ্টিতুল্য। এই স্তরে অনুগামী ও অগ্রগামী (সাধকের)-এর মধ্যে এরূপ আনুরূপ্যের সৃষ্টি হয় যেন, অনুগামী নামটি মধ্য হইতে তিরোহিত হয় ও উভয়ের মধ্যে যেন পার্থক্য নিবারিত হয়।

উপরন্তু উপলব্ধি হইতেছে যে, অনুগামী অগ্রগামীর ন্যায় যাহা কিছু গ্রহণ করিতেছে তাহা সরাসরি মূল বস্তু হইতে গ্রহণ করিতেছে, যেন একই ঝরণা হইতে উভয়েই পান করিতেছে এবং উভয়েই যেন একই ক্রোড়ে উপবিষ্ট ও একই শয্যায় শায়িত ও উভয়েই দুগ্ধ শর্করা সাদৃশ্য সম্মিলিত। অনুগামী আর কোথায় এবং অগ্রগামীই বা কে ও আনুগত্যই বা কাহার? যে স্থলে একত্রিতি সম্বন্ধ, বর্তমান সেস্থলে বৈপরীত্ব সম্বন্ধের অবকাশ থাকিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই মাকামে যতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি ততই পরিলক্ষিত হইতেছে যে অনুগামীত্বের সম্বন্ধের কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না এবং অনুগামী ও অগ্রগামীর কোনই পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এইমাত্র যে, অনুগামী নিজেকে স্বীয় অগ্রগামীর ব্যপদেশধারী বলিয়া জ্ঞান করে, ও তদীয় নবী (ছঃ)-এর ওয়ারিশ হিসাবে প্রাপ্ত হয়। আমাদের পয়গম্বর ও যাবতীয় পয়গম্বর (আঃ)-গণের প্রতি শ্রেষ্ঠ দরূদ ও পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক।

ইহা সত্য যে, 'তাবে' বা অনুগামী পৃথক এবং তোফায়েলী ও ওয়ারিশ বা ব্যপদেশধারী ও উত্তরাধিকারী পৃথক (সমতুল্য নহে)। অবশ্য সকলেই অনুগমন সারিভুক্ত।

বাহ্যতঃ 'তাবে' বা অনুগামীর জন্য তদীয় "মৎবুয়ের" (অনুসৃত ব্যক্তির বা প্রভুর) ব্যবধান আবশ্যক। কিন্তু তোফায়েলী এবং ওয়ারিশের জন্য ব্যবধান কোনই আবশ্যক করে না। 'তাবে'–উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী এবং তোফায়েলী–ব্যাপদেশ (ভো-জনালয়ে)সহ উপবেশনকারী। ফলকথা (আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে) যে কোন দৌলত ও সৌভাগ্য আসিয়াছে তাহা পয়গম্বর (আঃ) গণের জন্যই আসিয়াছে। উম্মতগণের সৌভাগ্য যে তাহারা পয়গম্বর (আঃ) গণের ব্যপদেশে উক্ত দৌলত প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে।

আছেন তিনি যেই কাফেলায়;
যাইতে যদি নাই পারি;
সুদূর হতে ডঙ্কা ধ্বনি,
শুনবো তো আজ প্রাণভরি।

সুতরাং পয়গম্বর (আঃ)-গণের পূর্ণ অনুগামী ঐ ব্যক্তি যিনি এই সপ্ত স্তরের অনুসরণ কর্তৃক সুসজ্জিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই স্তর সমূহের কোন এক স্তরের অনুসরণ করে এবং অন্যগুলির অনুসরণ করে না তাহাকে স্থূলভাবে ও আংশিক রূপে অনুসারী বলা হয়। অবশ্য তাহাদের মধ্যেও তারতম্য বর্তমান আছে। জাহেরী আলেমগণ অনুসরণের প্রথম স্তর প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট আছেন। আফছোছ যদি তাহারা উহাকেও পূর্ণ করিতে সক্ষম হইত! তাহারা অনুসরণকে বাহ্যিক শরিয়তের প্রতি সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং ইহা ব্যতীত অন্য কিছু আছে বলিয়া ধারণা করে না। ছুফীগণের তরীকা গ্রহণ, যাহা উল্লিখিত সকল দরজা (স্তর) উপার্জনের হেতু তাহাকে উহারা বেকার ও অনর্থক ধারণা করিয়া থাকেন। তাহাদের অধিকাংশ আলেম হেদায়া বজদবী ইত্যাদি পুস্তক ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্বীয় পীর ও অগ্রগামী বলিয়া জ্ঞান করেন না।

প্রস্তর খণ্ডের তলে ক্ষুদ্র কীট যথা,
ধরণী, আকাশ ভাবে আছে তার তথা।

আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ও আপনাদিগকে মোস্তফা (ছঃ)-এর পছন্দনীয় অনুসরণের তত্ত্বের সহিত সম্মিলিত করুন।

মোস্তফা (ছঃ)-এর প্রতি এবং তাঁহার ভ্রাতা অবশিষ্ট পয়গম্বর (আঃ)গণের প্রতি ও উচ্চ শ্রেণীর ফেরেস্তাবৃন্দ ও কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের যাবতীয় অনুগামীগণের প্রতি দরূদ ও ছালামবরকত ও সম্মান বর্ষিত হউক।

৫৫ মকতুব

মখদুম জাদা হজরত খাজা মোহাম্মাদ ছাইদ এবং হজরত খাজা মোহাম্মাদ মাছুম (রাঃ) আনহুমার নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, পবিত্র কোরআন মজিদ শরীয়তের যাবতীয় হুকুমের সমষ্টি।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত দাসগণের প্রতি ছালাম। পবিত্র কোরআন মজিদ শরীয়তের যাবতীয় হুকুম বা বিধানের সমষ্টি। বরং পূর্ববর্তী যাবতীয় শরীয়তের সমষ্টি। এই শরীয়তের কতিপয় হুকুম ঐ প্রকারের যথা এবারাতুন্নছ, ইশারাতুন্নছ, দালালাতুন্নছ ও এক্তেজাউন্নছ ইত্যাদি দ্বারা উপলব্ধি হয়।

পবিত্র কোরআনের সরাসরি আদেশ দ্বারা যে নির্দেশাবলী প্রমাণিত হইয়াছে এবং যে উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা।

ইশারাতুন্নছঃ এর অর্থ পবিত্র আয়াতে ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত হুকুম যথাঃ- ছুরায়ে হাশরে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন যে, গণিমত বা লুণ্ঠিত সম্পদ ফকির, মোহাজেরদিগের জন্য যাহারা স্বীয় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এই আয়াত শরীফ লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এই অংশ জ্ঞাপন এবারাতুন্নছ বা আয়াতের বর্ণনা কর্তৃক প্রমাণিত। অতএব ইহাকে এবারাতুন্নছ বলা হয় এবং উক্ত আয়াতের ইশারা বা আভাষ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মোহাজেরগণের পরিত্যক্ত ধন সম্পদ কাফেরদিগের অধিকারভুক্ত। কারণ আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন যে, তাহারা গৃহ ও সম্পদাদি হইতে বহিষ্কৃত। অতএব তাহাদের অধিকার কাফেরদিগের প্রতি প্রবর্তিত হওয়া, ইশারাতুন্নছ কর্তৃক প্রমাণিত।

দালালাতুন্নছঃ এর অর্থ আয়াতের নির্দেশ যথা জনক-জননীকে 'উহ্' বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রহার করা হারাম বা গর্হিত-প্রমানিত হওয়া।

এক্তেজাউন্নছ ঃ এর অর্থ আয়াতের চাহিদা অর্থাৎ যদিও উহা বর্ণিত নাই কিন্তু আয়াতটি চাহিতেছে যে, ইহা হইবে; যথা আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন উক্ত পল্লীকে জিজ্ঞাসা কর। এ কথার চাহিদা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, পল্লীবাসীকে জিজ্ঞাসা করা–ইহা যদিও উচ্চারিত নহে তথাপি তদানুরূপঃ ইহাকে এক্তেজাউন্নছ বলা হয়।

১। (টিকাঃ এবারাতুন্নছ ঃ এর অর্থ ভাষাবিদ বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলেই ইহার অর্থ বুঝিতে সমতুল্য। দ্বিতীয় প্রকার হুকুম ঐ ধরনের যাহা এজতেহাদ বা যত্ন সাপেক্ষ ও যাহা গবেষণা কর্তৃক উপলব্ধি হয়। ইহা উপলব্ধি করা মোজতাহেদ ঈমামগণের জন্য বিশিষ্ট। অধিকাংশের মতে হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ও মোজতাহেদগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং তাঁহার সাহাবা কেরাম ও উম্মতের মধ্যে অবশিষ্ট ঈমামগণও মোজতাহেদের অন্তর্ভুক্ত। হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর পবিত্র জামানায় এজতেহাদ কর্তৃক যে হুকুম প্রমাণিত হইত তাহা অহীর জমানা বর্তমান থাকা হেতু সত্যাসত্যের সম্ভাবনা রহিত ছিল। অকাট্য অহি কর্তৃক সত্য ও অসত্য পৃথক হইয়া যাইত; সম্মিলিত থাকিতে পারিত না, যেহেতু পয়গম্বর (আঃ)গণের ভুলের প্রতি বর্তমান থাকা জায়েজ নহে। কিন্তু অহীর জমানা সমাপ্ত হইবার পর যে সকল হুকুম মোজতাহেদ ইমামগণের এজতেহাদ কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে তাহা সত্যাসত্যের মধ্যে সন্দিগ্ধ। এই হেতু অহির জমানায় এজতেহাদ কর্তৃক প্রবর্তিত হুকুম সমূহ দৃঢ় বিশ্বাসের উপযোগী যৎকর্তৃক আমল ও বিশ্বাস উভয় লাভ হয়। কিন্তু অহীর জমানা অতিবাহিত হইবার পর উক্তরূপ হুকুম সমূহ অবশ্যই সন্দিগ্ধ হুকুম হইবে, যাহার প্রতি আমল বা কার্য অনিবার্য হয়। কিন্তু বিশ্বাস অনিবার্য নহে।

কোরআন মজিদের তৃতীয় প্রকারের হুকুম সমূহ ঐ ধরনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত যাহা উপলব্ধি করা হইতে মানবের শক্তি অক্ষম। যে পর্যন্ত হুকুম অবতরণকারী (আল্লাহ তায়ালার)-এর পক্ষ হইতে অবগত করান না হয় সে পর্যন্ত উহা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। উক্তরূপ বিজ্ঞপ্তি পয়গম্বর (আঃ) গণের জন্যই বিশিষ্ট। পয়গম্বর (আঃ) গণ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি উক্তরূপ বিজ্ঞপ্তি হয় না। উল্লিখিত হুকুম সমূহ যদিও পবিত্র কোরআন হইতে গৃহীত তথাপি যখন উহার প্রকাশক পয়গম্বর (আঃ)গণ তখন উহাদিগকে সুন্নতের সহিত সম্বন্ধিত করা হয়। যেহেতু উহার প্রকাশকারী সুন্নত বা হাদীস। যেরূপ এজতেহাদ কৃত হুকুম সমূহকে কেয়াছের সহিত সম্বন্ধ প্রদান করা হয়, যেহেতু উহার প্রকাশক কেয়াছ। অতএব সুন্নত এবং কেয়াছ, উভয়ই হুকুম প্রকাশক। অবশ্য এই দুই প্রকাশকের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্তমান আছে। অর্থাৎ একটি নিজেদের মতামতের প্রতি নির্ভরশীল। যাহাতে ভুলের সম্ভাবনা আছে এবং দ্বিতীয়টি আল্লাহতায়ালার বিজ্ঞপ্তির সাহায্য প্রাপ্ত, যথায় ভুলের অবকাশ নাই। দ্বিতীয় প্রকারটি (অর্থাৎ ছুন্নত বা হাদিছ) আসল বা মূল বস্তুর অনুরূপ। ইহাও যেন স্বয়ং হুকুম প্রমাণকারী। অবশ্য বাস্তবে যাবতীয় হুকুম প্রমাণকারী পবিত্র কোরআন মজিদ।

জানা আবশ্যক যে, এজতেহাদকৃত হুকুম সমূহের মধ্যে পয়গম্বর (সঃ)-এর সহিত অন্য সকলের মতদ্বৈধতার অবকাশ আছে। অবশ্য তাঁহারা যদি এজতেহাদের দরজায় (স্তরে) উপনীত হইয়া থাকেন। যে আদেশাদি ইবারত, ইশারাত ও দালালাতোন্নছ যথাক্রমে কোরআন শরীফের বর্ণনা, ইঙ্গিত ও নির্দেশাদি কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে এবং যে সকল হুকুমের প্রকাশক ও বর্ণনাকারী 'সুন্নত' বা হাদীছ সে সকল হুকুমের মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধাচারণের অবকাশ নাই। বরং সকল উম্মতের প্রতি উহার অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। সুতরাং এই উম্মতের মোজতাহেদগণ এজতেহাদী বা গবেষণাধীন বিষয় সমূহে পয়গম্বর (ছঃ)-এর অনুসরণের প্রতি বাধ্য নহেন। বরং সে স্থলে তাহাদের স্বকীয় মতের অনুসরণ করাই সত্য। এ স্থলে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে।

জানা আবশ্যক যে, যে সকল পয়গম্বর (আঃ) অন্য উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ) গণের শরীয়তের অনুসরণকারী তাঁহাদের প্রতি ঐ হুকুম সমূহের অনুসরণ অনিবার্য যাহা উক্ত উলুলআজম পয়গম্বর (আঃ)গণের কেতাব ও ছহিফা হইতে ইবারত, ইশারত, দালালাত ইত্যাদি কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এজতেহাদ বা ছুন্নাত কর্তৃক প্রমাণিত হুকুম সমূহের অনুসরণে বাধ্য নহেন। যেহেতু এজতেহাদী বা গবেষণামূলক হুকুম সমূহে যখন উম্মতের মোজতাহেদ ইমামগণ পয়গম্বর (আঃ)গণের অনুসরণের বাধ্য নহেন, যাহা পূর্বে বলা হইল, তখন অনুগামী পয়গম্বর (আঃ)গণ কিরূপে বাধ্য হইবেন এবং যে হুকুম সমূহ ছুন্নাত কর্তৃক প্রমাণিত তাহা উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ)গণ যেভাবে আল্লাহ তায়ালা হইতে জ্ঞাত হইয়াছেন, তদ্রূপ অন্য পয়গম্বর (আঃ)গণও অবগত হইয়া থাকেন। অতএব তথায় অনুসরণের আর কি আবশ্যক ? বরং অনুসরণের স্থানই নাই। যেহেতু প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপযোগী হুকুম পৃথক হইয়া থাকে। একই বস্তু কখনও হয়তো হালাল

বিষয়ে ধেয় হওয়া উপযোগী হয় এবং কখনও উহা হারাম হওয়া সমীচিন হয়। অতএব যাহা উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ) কে হালাল বলিয়া অবগত করান হইয়াছে, উহাই অন্য পয়গম্বর (আঃ) কে হারাম বলিয়া জ্ঞাত করান হয়। এই হালাল, হারাম উভয়েই তাঁহাদের 'ছহিফা' হইত গৃহীত। যেরূপ একস্থান হইতে দুই মোজতাহেদ বা গবেষণাকারী ইমাম দুই প্রকার হুকুম আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কেহ উহাকে হালাল বলিতেছেন কেহ বা হারাম।

প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত দুই প্রকারের হুকুম এজতেহাদ বা গবেষণার মধ্যে হইতে পারে। যাহার ভিত্তি মতামতের প্রতি এবং মতের মধ্যে সত্যাসত্যের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার এয়লাম বা বিজ্ঞপ্তির মধ্যে এরূপ সম্ভাবনা নাই। কেননা উহা সত্যাসত্যের মধ্যে সন্ধিগ্ধ থাকা বিধেয় নহে। বরং সঠিক যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট এক হুকুম, যদি হালাল হয় তাহা হইলে হারাম হইতে পারে না এবং যদি হারাম হয় তাহা হালাল হইবার সম্ভাবনা রহিত।

উত্তর ঃ- ইহা হইতে পারে যে, যে কোন বস্তু এক সম্প্রদায়ের জন্য হালাল এবং উক্ত বস্তুই অন্য সম্প্রদায়ের জন্য হারাম। অতএব আল্লাহ তায়ালার হুকুম একই বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্নরূপ হইতে পারে, ইহা কোন দূষনীয় নহে। কিন্তু শেষ পয়গম্বর হজরত (ছঃ)-এর উম্মতের মধ্যে ইহা সত্য হয় না, যেহেতু বিশ্ববাসী সকলেই এই শরীয়তের একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে এক প্রকারের ঘটনায় আল্লাহ তায়ালার সমীপে আদেশ একই প্রকার; দুই প্রকার নহে।

প্রশ্নঃ যদি কোন উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ) কোন বিষয়ের বৈধতার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁহার অনুগামী কোন পয়গম্বর (আঃ) উক্ত বিষয়ের অবৈধতার আদেশ করেন, তখন দ্বিতীয় হুকুম প্রথম হুকুম মনছুখ বা বিনষ্টকারী হইবে, কিন্তু ইহা জায়েজ নহে। যেহেতু উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ) ব্যতীত অন্য কেহ মনছুখ করার ক্ষমতাধারী নহে।

উত্তরঃ- মনছুখ হওয়া ঐ সময় অনিবার্য হইবে যখন দ্বিতীয় হুকুম বিশ্ববাসী সকলের জন্য 'আম হুকুম' বা সাধারণ নির্দেশ হয়। তখন প্রথম হুকুম যাহা কোন এক সম্প্রদায়ের জন্য বিশিষ্ট ছিল তাহা তিরোহিত হইবে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় হুকুম সাধারণভাবে নহে, শুধু মাত্র এক সম্প্রদায়ের জন্য হারাম বলিয়া নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে তখন উহা প্রথম হুকুমের সহিত কোনরূপ দ্বন্দ্ব রাখেনা। আপনি কি দেখিতেছেন না যে-একই বিষয়ে এক মোজতাহেদ তাহাকে হালাল বলিয়া নির্দেশ প্রদান করে এবং দ্বিতীয় মোজতাহেদ উহাকেই হারাম হইবার আদেশ করে। কিন্তু তাহাতে মনছুখ বা পরিত্যক্ত হইবার কোন কিছুই নাই। অবশ্য ইহাতে এবং তাহাতে সবিশেষ পার্থক্য আছে। যেহেতু এস্থলে রায় বা অভিমত এবং তথায় আল্লাহতায়ালার বিজ্ঞপ্তি। অভিমতের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের হুকুমের সম্ভাবনা আছে কিন্তু বিজ্ঞপ্তির মধ্যে উহার কোনই সম্ভাবনা নাই। অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য হইলে উহা সম্ভবপর হইয়া থাকে। যাহা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ববর্তী শরীয়তের মধ্যে উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ)-গণের 'কেতাব' বা 'ছহিফা' হইতে আভিধানিক অর্থে যে সকল নির্দেশের অবগতি লাভ হয়, তাহাতে অনুগামী পয়গম্বর (আঃ)গণের বিরোধিতা করার কোনই অবকাশ নাই। যেহেতু উক্ত নির্দেশসমূহ বিশ্ববাসী সকলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব যেকোন অনুগামী পয়গম্বর (আঃ) যেকোন সম্প্রদায়কে আহবান করুন না কেন, তাঁহারা উক্ত হুকুম সমূহের বিপরীত প্রচার করিতে পারিবেনা। যদি হালাল হয় তাহা হইলে সকলের জন্যই উহা হালাল এবং যদি হারাম হয় তাহাও সকলের জন্যই হারাম। যে পর্যন্ত দ্বিতীয় উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ) আগমন না করেন এবং উক্ত হুকুম অপসারিত না করেন তখন উহা মনছুখ হইয়া যাইবে। সুতরাং যে সকল হুকুম তাঁহাদের ছহিফা ও কেতাব হইতে আভিধানিকভাবে গৃহীত হয় তাহাই মনছুখ হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল হুকুম এজতেহাদ বা গবেষণা ও এয়লাম বা বিজ্ঞপ্তি কর্তৃক প্রমাণিত হয় এবং যাহা ছুন্নত ও এজতেহাদের সহিত সম্বন্ধিত তাহা মনছুখ হইবার ধারণা করা যায় না। যেহেতু এই হুকুম সমূহ কিছু সংখ্যকের জন্য, অপর সকলের জন্য নহে। অতএব যে কোন পয়গম্বরের (আঃ) এজতেহাদ বা ছুন্নত অপর কোন পয়গম্বর (আঃ)-এর এজতেহাদ বা সুন্নাতকে অপসারিত করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু উহা এক সম্প্রদায়ের জন্য এবং ইহা অন্য সম্প্রদায়ের জন্য। যদি এই দ্বৈধতা বিশ্ববাসী সকলের জন্য হইত অথবা কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় 'মনছুখ' হইত। যেরূপ আমাদের এই শরীয়তের মধ্যে যাহা বিশ্ববাসী সকলের প্রতি আদেশ; ইহার দ্বিতীয় হুকুম প্রথম হুকুমের মনছুখকারী এবং আমাদের পয়গম্বর (ছঃ)-এর ছুন্নত সমূহের মধ্যে পূর্ববর্তী ছুন্নতের মনছুখকারী।

হজরত ইছা (আঃ) অবতরণের পর এই শরীয়তের অনুসরণ করিবেন এবং হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর ছুন্নতেরও অনুগমন করিবেন। কেননা এই শরীয়ত মনছুখ বা অপসরণ সঙ্গত নহে। হজরত ইছা (আঃ)-এর এজতেহাদ বা গবেষণার সূত্র সমূহের সূক্ষ্মতা হেতু হয়তো জাহেরী আলেমগণ তাহার নির্দেশাবলী অস্বীকার করিবেন এবং কেতাব ছুন্নতের বিপরীত বলিয়া ধারণা করিবেন। রুহুল্যা (আঃ)-এর উপমা যথা এমাম আজম কুফী রহমাতুল্যাহে আলায়হে। যিনি পরহেজগারি জিতেন্দ্রিয়তা ও সাধুতা এবং হজরত (ছঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে এজতেহাদ বা গবেষণার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অন্য সকলের জন্য তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। তাঁহার এজতেহাদকৃত বিষয় সমূহের অর্থের সূক্ষ্মতা হেতু তাহাকে উহারা কেতাব ছুন্নতের বিপরীত বলিয়া জানেন এবং তাঁহার সহচরগণকে "আছহাবে রায়" বা স্বীয় মতের অনুগামী ধারণা করিয়া থাকেন। ইহা সবই তাঁহার এল্‌ম অনুভূতির তত্ত্বে উপনীত না হইবার কারণেও তাঁহার জ্ঞানের নাগাল না পাইবার জন্যই হইয়া থাকে। হজরত এমাম শাফী (আঃ রঃ)-এর বিবেক প্রফুল্ল বদনে তাহার জ্ঞানের সূক্ষ্মতা অনুভব করতঃ ব্যক্ত করিয়াছিল; "যে ফোকাহা বা মছআলাবিদ এমামগণ সকলেই আবু হানিফার পরিবার বর্গের অন্তর্ভূক্ত।" ঐ খবর দৃষ্টি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দুঃসাহসিকতার প্রতি বড়ই আক্ষেপ যাহারা নিজেদের ত্রুটি অপরের প্রতি প্রবর্তিত করে।

ইঁহাদেরে দোষী যদি করে কোন জন,
খোদা পুতঃ কহিব না এরূপ বচন।
সিংহসম মহারথী বন্দী সবে ইথে।
ইহা কি বিচ্ছিন্ন হবে জম্বুকির দাঁতে ?

পূর্ব বর্ণিত সম্পর্ক হেতু, যাহা ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) হজরত ইছা (আঃ)-এর সঙ্গে রাখেন হয়তো হজরত খাজা মোহাম্মদ পারছা (রাঃ) "ফুছুলে ছেত্তা" নামক কেতাবে লিখিয়াছেন যে, "হজরত ইছা (আঃ) অবতরণ করার পর ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর মাজহাব অনুযায়ী আমল করিবেন।" অর্থাৎ ইছা (আঃ)-এর এজ্তেহাদ বা গবেষণা হজরত ইমাম আবু হানিফার গবেষণার অনুরূপ হইবে। ইহা নহে যে, তিনি হজরত ইমাম আবু হানিফার মজহাবের অনুসরণ করিবেন।

যেহেতু উম্মতের আলেমগণের অনুসরণ করা হইতে তাহার মর্ত্তবা অতি উচ্চ। আমি বিনা সমারোহে ও বিনা পক্ষপাতিত্বে বলিতেছি যে, "হানাফী" মজহাবের 'নূর' বা আলো আত্মিক বিকাশে একটি মহাসাগরতুল্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, এবং অন্যান্য মজহাবসমূহ নদী নালা ইত্যাদি স্বরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ও মোছলেম সমাজের একটি বৃহৎ সম্প্রদায় হজরত আবু হানিফার অনুগামী পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই মজহাবের অনুসরণকারী প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও ইঁহারা মছআলার মূল ও শাখা প্রশাখায় অন্য সকল মজহাব হইতে পৃথক, এবং ইঁহাদের গবেষণা পদ্ধতি অন্যরূপ ইহাই ইঁহাদের সত্যতা জ্ঞাপন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হজরত ইমাম আবু-হানিফা অন্য সকল হইতে সুন্নতের অনুসরণের প্রতি অগ্রগামী, এবং তিনি 'মোরাল্' হাদীছ বা তাবেয়ী হইতে বর্ণিত হাদীছ সমূহকেও মুছনাদ হাদীছ বা ছাহাবী হইতে বর্ণিত হাদীছ সমূহের তুল্য অনুসরণের যোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং উহাদিগকে স্বীয় অভিমত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। এ পর্যন্ত যে, তিনি ছাহাবাগণের বাক্য হজরত (ছঃ)-এর সংসর্গের মর্যাদা হেতু স্বকীয় রায় বা সিদ্ধান্ত হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। অন্য ইমামগণ এরূপ নহেন। তথাপি বিরোধীদল তাঁহাকে স্বীয় অভিমতের অনুগামী বলিয়া অভিযুক্ত করেন এবং তাহার প্রতি অপমান সূচক বাক্য সমূহ প্রয়োগ করেন। অথচ তাহারা সকলেই তাঁহার পূর্ণ এলম ও জ্ঞান এবং জিতেন্দ্রিয়তা ও সাধুতা স্বীকার করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তৌফিক বা সুযোগ প্রদান করুন যেন, তাহারা দ্বীন ইছলামের দলপতি এবং মোছলমানগণের নেতাকে কষ্ট প্রদান না করে, এবং মোছলমানগণের বৃহত্তম সম্প্রদায়কে ব্যথিত না করে। 'তাহারা আল্লাহ তায়ালার নূরকে স্বীয় ফুৎকারে নির্বাপিত করিতে চাহিতেছে' (কোরআন)। যাহারা দ্বীনের মহারথীগণকে স্বীয় রায়ের অনুগামী বলিয়া ধারণা করে তাহাদের যদি বিশ্বাস এই হয় যে, তিনি আপন মতানুযায়ী হুকুম দিতেন এবং কেতাব ছুন্নতের অনুসরণ করিতেন না, তাহা হইলে মোছলমানগণের বৃহত্তম সম্প্রদায় তাহাদের অমূলক ধারণায় ভ্রষ্ট ও বেদাতী হয়। বরং এছলামের গণ্ডি হইতে বহির্গত হয়। কোন জাহেল ব্যতীত এরূপ অন্য কেহ বিশ্বাস করিবে না অথবা কোন বেদীন; যাহার উদ্দেশ্য

দীনের বৃহত্তম অংশ বিনষ্ট করা কতিপয় মুর্খ ব্যক্তি দুই চারিটি হাদীছ কণ্ঠস্থ করতঃ শরীয়তের হুকুমাদি উহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া অনুমান করে এবং তাহারা যাহা অবগত আছে তাহার বাহিরে অন্যকিছু নাই বলিয়া ধারণা করে ও যাহা তাহারা প্রমাণ করিতে অক্ষম তাহা নিবারণ করে।

পাষাণ তলে ক্ষুদ্র কীট, ভাবে স্বীয় জ্ঞানে,
খগোল, ভুগোল আছে তাহারি সদনে।

আক্ষেপ, সহস্র আক্ষেপ, তাহাদের এই জঘন্য পক্ষপাতিত্বের প্রতি ও এই বাতুল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য 'ফেকাহ্' বা মছআলা উদ্ধার জ্ঞানের ভিত্তি হজরত আবু হানিফাই প্রদান করিয়াছেন, এবং তিনি ফেকাহের তিন চতুর্থাংশেরই অধিকারী ছিলেন। অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশের মধ্যে অন্য সকল ঈমামগণ তাঁহার সহিত অংশীদার। সুতরাং ফেকাহ্ গৃহের গৃহস্বামী তিনিই এবং অবশিষ্ট সকলেই যেন তাঁহার পরিবারবর্গভুক্ত। যদিও আমি এই মজহাবের দৃঢ় অনুসরণকারী; তথাপি ঈমাম শাফী (রাঃ)-এর সহিত যেন আমার ব্যক্তিগত মহব্বত আছে ও তাঁহাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। এই হেতু কতিপয় নফল কার্যে আমি তাঁহার মজহাবের অনুসরণ করিয়া থাকি। কিন্তু কি করিব; অন্য সকলের পূর্ণ এল্‌ম ও পরহেজগারী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ঈমাম আবু হানিফার সম্মুখে তাঁহাদিগকে বালক তুল্য প্রাপ্ত হইতেছি। অবশিষ্ট বিষয় আল্লাহ তায়ালার প্রতি ন্যস্ত।

আসল বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, এজ্‌তেহাদ বা গবেষণামূলক হুকুম সমূহের মধ্যে মতভেদ, যদিও তাহা পয়গাম্বর (ছঃ) কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে, তথাপি উহা নছখ বা পূর্বের হুকুম বাতিলকরণ অনিবার্যকারী নহে। কিন্তু কেতাব, ছুন্নত বা কোরআন হাদীছের হুকুম সমূহের মধ্যে ঐরূপ হইলে, তাহাতে মনছুখ হইবে। যেরূপ পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব প্রমাণিত হইল যে, শরীয়তের হুকুমাদি প্রমাণের বিষয় কেতাব ছুন্নতই ধর্তব্য। অবশ্য মোজতাহেদগণের কেয়াছ (তুলনামূলক বিধান) এবং উম্মতগণের এজমা বা একতাবদ্ধ মত কর্তৃকও হুকুম প্রমাণিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত দলিল চতুষ্টয় ব্যতিরেকে শরীয়তের হুকুম প্রমাণ করার অন্য কোনও দলিল নাই। 'এল্‌হাম' বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তি হালাল হারাম প্রমাণ করিতে সক্ষম নহে এবং ছুফীগণের কাশ্‌ফ বিকাশ ফরজ, ছুন্নত নির্ধারণের বিষয় কার্যকরী নহে। বিশিষ্ট বেলায়েতধারী অলিগণ এবং সাধারণ মুমিনগণ, মোজতাহেদগণের অনুসরণের বিষয়ে সমতুল্য। তাঁহাদের কাশফ্ ও এল্‌হাম বা ঐশিক বিকাশ ও বিজ্ঞপ্তি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ধন করেনা! ও তাহাদিগকে অনুসরণের গণ্ডি হইতে বহিষ্কৃতও করে না। হজরত জুন্নুনমিছরী (রাঃ) ও বায়েজীদ (কোঃ) বোস্তামির ও জোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) ও শিব্‌লি (রাঃ) এবং সাধারণ মুমিন যথা জায়েদ আমর, বকর, খালেদ ইত্যাদিগণ গবেষণামূলক হুকুমের মধ্যে মোজতাহেদগণের অনুসরণের বিষয়ে সমতুল্য। অবশ্য অন্য বিষয়ে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্তমান আছে। কাশ্‌ফ (ঐশিক বিজ্ঞপ্তি), মোসাহাদা (আত্মিক দর্শন) ইঁহারাই লাভ করিয়াছেন ও ইঁহারাই আবির্ভাব ও

বিকাশধারী। ইঁহারাই ঐ দল যাহারা প্রকৃত প্রিয় ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের প্রেমের প্রাবল্য হেতু অপরের আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি ও অন্যের অবগতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের যদি কিছু লব্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকেই (আল্লাহ্‌কেই) লাভ করিয়াছেন এবং যদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা তাহাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহারা জগতিস্থিত, অথচ জগতের বহির্ভূত। ইহারা সংগাধারী কিন্তু আত্মহারা। ইঁহাদের জীবন তাহারই জন্য এবং মরণও তাহারই জন্য। ইঁহাদের প্রারম্ভকারীগণ স্বীয় মৎলুব (উদ্দিষ্ট জন) বা আল্লাহকে প্রেমের প্রাবল্য হেতু নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক অনু-পরমাণুর দর্পণে দর্শন করেন, এবং প্রত্যেক অনু-পরমাণুকে তাঁহার এছম ছেফত (নাম-গুণাবলী) সম্বলিত পূর্ণতা সমূহের সমষ্টি বলিয়া প্রাপ্ত হন। ইহাদের মোনতাহী বা শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তিগণের কি আর নিদর্শন প্রদান করিব। তাঁহারা যে, নিদর্শনরহিত। তাহাদের প্রথম পদক্ষেপই যে খোদা ব্যতীত অন্যের বিস্মৃতি লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপের বিষয় কি আর ব্যক্ত করিব। তাহারা যে, আফাক আনফুছ বা বহির্জগত ও অর্ন্তজগতের বহির্ভূত। ইহারাই ঐশিক বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হন, ও ইহাদেরই সহিত (প্রভুর) কথোপকথন হইয়া থাকে। ইহাদের শ্রেষ্ঠ বোজর্গগণ আত্মীক এলম ও রহস্য সমূহ বিনা মধ্যস্থতায় মূল (বস্তু) হইতে গ্রহণ করেন। এবং মোজতাহেদগণ যেরূপ স্বকীয় অভিমতের অনুগামী, ইঁহারাও তদ্রূপ স্বীয় মারেফৎ ও প্রেরণা সমূহের বিষয়ে নিজেদের এলহাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তি ও বিবেকের অনুগত-হজরত খাজা মোহাম্মদ পারছা (কোদ্দেছা ছেররুহু) লিখিয়াছেন যে, 'এল্‌মে লাদুন্নির ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যে হজরত খেজের (আঃ) আমার মধ্যস্থ।' তাহার এই বাক্য দ্বারা বাহ্যতঃ অনুমিত হইতেছে যে, তিনি প্রারম্ভ অথবা মধ্য-অবস্থার সহিত সম্বন্ধ রাখেন। কিন্তু 'মোনতাহি' বা শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তির কার্য-কলাপ অন্যরূপ। আমার প্রকাশ্য কাশ্‌ফ ইহার সাক্ষীতুল্য এবং হজরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) হইতে যাহা বর্ণিত আছে তাহাও ইহার সহায়তাকারী। কথিত আছে যে, এক দিবস হজরত শায়েখ আবদুল কাদের (রাঃ) মেম্বরে (উচ্চাসনে) আরোহণপূর্বক এল্‌মে মারেফৎ সমূহ বর্ণনা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে হজরত খাজা খেজের (আঃ) উক্তস্থান অতিক্রম করিতেছিলেন। তখন হজরত শায়েখ (রাঃ) ফরমাইলেন যে, "হে ইছরাইলী আসুন, মোহাম্মদীদিগের বাক্য শ্রবণ করুন"। তাঁহার এই বাক্য হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, হজরত খাজা খেজের (আঃ) মুহাম্মাদী উম্মতগণের অন্তর্ভুক্ত নহেন, পূর্ববর্তী ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। যদি তিনি পূর্ববর্তীগণের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে মোহাম্মাদীগণের মধ্যস্থ হইবেন। এখন প্রমাণিত হইল যে, এলম মারেফৎ সমূহ জাহেরী শরীয়তের হুকুম ব্যতীত অন্য বস্তু, যাহা আল্লাহ ওয়ালাগণের জন্য বিশিষ্ট।

অবশ্য উক্ত মারেফৎ সমূহ এই শরীয়তের হুকুম নির্দেশাদিরই ফল স্বরূপ। বৃক্ষ রোপণের উদ্দেশ্যই 'ফল' লাভ করা। অতএব যতদিন বৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকিবে ততদিন 'ফল' লাভের আশা থাকিবে এবং যখন বৃক্ষের মূলে ব্যতিক্রম ঘটিবে তখন আর 'ফল' লাভ হইবে

না। নিতান্ত নির্বোধ এই ব্যক্তি যে, বৃক্ষছেদন করিয়াও ফল লাভের আশা করে বরং যতই বৃক্ষের যত্ন করিবে ততই প্রচুর ফল ফলিবে। 'ফল' যদিও উদ্দেশ্য তথাপি উহা বৃক্ষের শাখা বা উপশাখা স্বরূপ। শরীয়তের দৃঢ় অনুসরণকারী এবং অবহেলাকারীর পার্থক্য ইহা হইতে নির্ণয় করা উচিৎ। শরীয়তের দৃঢ় অনুসরণকারীই মারেফৎ বা খোদা পরিচয় লাভকারী। অনুসরণ যতই দৃঢ় হইবে 'মারেফৎ' ততই অধিক হইবে। এবং অনুসরণের মধ্যে যে অবহেলা করিবে, মারেফৎ হইতে সে বঞ্চিত হইবে। সে যদি স্বীয় বিকৃত জ্ঞানে মারফৎ প্রাপ্তির বিশ্বাস রাখে, বাস্তবে যদিও সে কিছুই রাখে না, তথাপি উহা তাহার প্রবঞ্চনা মূলক উন্নতি মাত্র। যোগী সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণও এ বিষয়ে তাহার সমতুল্য। যে 'হকিকৎ' বা তত্ত্বকে শরীয়ত অগ্রাহ্য করে, তাহা অধর্ম ও ভ্রষ্টতা বটে। ইহা বিধেয় ও সঙ্গত যে, অলি-আল্লাগণের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত-ছেফাত ও কার্যকলাপ সমূহে মারেফতের কতিপয় সূক্ষ্ম রহস্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন যাহা হইতে বাহ্যিক শরীয়ত মৌনাবলম্বন করিয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেক গতিবিধির মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ নিষেধ উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অবগত হন। তাঁহারা অনেক সময় অনেক নফল এবাদত করা আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির বিপরীত বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং তাহা পরিত্যাগের জন্য আদিষ্টহইয়া থাকেন। কখনো বা সজাগ থাকা হইতে নিদ্রাই উৎকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি করেন। শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এলহামী হুকুম সমূহ সকল সময়ে বর্তমান। অতএব এই বোজর্গগণের গতিবিধি যখন আল্লাহ্তায়ালার আদেশের প্রতি নির্ভরশীল তখন অবশ্যই ইহাদের নফল ও সর্বসাধারণের ফরজতুল্য হইয়া থাকে। ১) যথা কোন এক ব্যক্তির জন্য কোন এক কার্য শরীয়তের হুকুম কর্তৃক নফল হয় এবং উক্ত কার্যই অপর এক ব্যক্তির সম্বন্ধে এলহামের নির্দেশে ফরজ হইয়া থাকে। অতএব সর্বসাধারণ কখনও নফল (স্বল্প–পুন্য বিশিষ্ট) এবাদত করেন এবং কখনও মোবাহ্ বা পুন্য-বিহীন কার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বোজর্গগণ সকল কার্য যখন আল্লাহ-তায়ালার আদেশ নির্দেশ কর্তৃক পালন করেন তখন তাহা সবই ফরজতুল্য পালিত হইয়া থাকে। সুতরাং অন্য সকলের মোস্তাহাব, মোবাহ (স্বল্প পুন্য বিশিষ্ট) কার্য সমূহ ইহাদের ফরজতুল্য (পূন্য–বিশিষ্ট)। ইহা হইতে এই বোজর্গগণের উচ্চতা অনুমান করা উচিৎ।

জাহেরী ওলামাগণ গায়েবী (অদৃশ্য জগতের) খবরসমূহ পয়গাম্বর (আঃ)গণের সংবাদের প্রতি নির্ভরশীল বলিয়া নির্ধারণ করেন, অন্য কাহাকেও তাঁহাদের সহিত তুল্যতা প্রদান করেন না। ইহা ওয়ারিশত্বের বিপরীত বাক্য। অনেক সত্য এলম মারেফত, যাহা দ্বীন ইসলামের সহিত সম্পর্কিত, তাহা ইহার দ্বারা নিবারিত হয়। হাঁ শরীয়তের সমুদয় হুকুম

টীকা-১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ যে এবাদত করা হয় তাহাকে ফরজ বলা হয় এবং ফরজের ছওয়াব অন্য সকল হইতে অধিক। বিশিষ্ট অলীগণ যখন প্রত্যেক এবাদাতে আদেশ প্রাপ্ত হন তখন তাহাদের নফল এবাদতও ফরজের অন্তর্ভুক্ত হয় ও তদ্রূপ ছওয়াবও হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের সকল এবাদতই ফরজ তুল্য পূর্ণ প্রদানকারী –

দলিল চতুষ্টয়-(কেতাব, সুন্নত, এজমা ও কেয়াছ)–এর প্রতি নির্ভরশীল। এলহাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তির তথায় কোনই স্থান নাই। কিন্তু শরীয়তের জাহেরী হুকুমের বাহিরেও দ্বীনের অনেক কর্মকার্য আছে। যে স্থলে পঞ্চম দলিল এলহাম। বরং তৃতীয় দলিলও বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ তথায়-কেতাব সুন্নতের পর এলহামই ধর্তব্য। এই দলিলটি বিশ্বের অবসানকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে। অতএব এই বোজর্গগণের সহিত অন্যের কি আর তুলনা হইতে পারে। ইহা সম্ভব যে, অন্য সকল ব্যক্তি অনেক সময় হয়তো এবাদত করিতেছেন কিন্তু উহা আল্লাহ-তায়ালার সন্তুষ্টির বিপরীত হইতেছে। পক্ষান্তরে এই বোজর্গগণ হয়তো কোন সময় এবাদত করিতেছেন না। কিন্তু উহাই আল্লাহ্ পাকের মর্জি বা সন্তুষ্টির অনুকূল। অর্থাৎ আল্লাহ-তায়ালার নিকট ইহাদের এবাদত বর্জন করা অন্যের পালন করা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। কিন্তু সর্বসাধারণ বিপরীত পথে নির্দেশ প্রদান করেন। তাহারা উহাকে আবেদ বা পুন্যবান বলিয়া বিশ্বাস করেন। এবং ইহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া গণ্য করেন।

প্রশ্ন ঃ যখন দ্বীন ইসলাম কেতাব ছুন্নতের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে; তখন পূর্ণ হওয়ার পর এলহাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তির কি আবশ্যক? এবং কি অপূর্ণ ছিল যাহা উহার দ্বারা পূর্ণ হয়?

উত্তর ঃ এলহাম দ্বীন বা শরীয়তের গুপ্ত পূর্ণতা সমূহের প্রকাশক, কোন অতিরিক্ত পূর্ণতা প্রমাণকারী নহে। যেরূপ এজতেহাদ বা গবেষণা হুকুম সমূহে প্রকাশক। তদ্রূপ এলহামও সূক্ষ্ম রহস্য সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহা অধিকাংশের জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না। যদিও এজতেহাদ ও এলহামের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য আছে। যেহেতু উহা অভিমতের প্রতি নির্ভরশীল এবং ইহা অভিমত স্রষ্টার প্রতি ন্যস্ত। অতএব এলহামের মধ্যে এক প্রকার মৌলিকত্ব বর্তমান আছে, যাহা এজতেহাদের মধ্যে নাই। পয়গম্বর (আঃ)গণ যে "এয়েলাম" বা বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হন যাহা হইতে ছুন্নত বা হাদীছ গৃহীত হয় ও যাহা পূর্বে বর্ণিত হইল, এলহাম তাহারই অনুরূপ। অবশ্য এলহাম সন্দেহযুক্ত, এবং উক্ত এয়েলাম অকাট্য।

হে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের সকল কার্য সরল করিয়া দাও। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাহার প্রতি ছালাম।

৫৬ মকতুব

মাওলানা আবদুল কাদের আম্বালীর নিকট লিখিতেছেন। আল্লাহ্-পাক ফরমাইয়াছেন, "উহারা ঐ দল যাহাদের পাপরাশি আল্লাহ্ তায়ালা পুণ্যে পরিবর্তিত করিয়া থাকেন।" আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে ও হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ)–এর তোফায়েলে দরবেশ বা সাধকের কার্যকলাপ এরূপ উন্নত স্থলে উপনীত হয় যে, অন্য সকলের পাপরাশি তাহার জন্য পুণ্যতুল্য হয়, ও অন্যের জন্য যাহা দোষনীয় তাহা তাঁহার জন্য প্রশংসনীয় হয়। যথা 'রেয়াকারী' বা প্রশংসিত হইবার জন্য সৎকার্য করা, যাহা পাপ বা নিকৃষ্টগুণ, তাহা তাঁহার

জন্য সুন্দর হয় ও আল্লাহ্-পাকের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার বস্তু হইয়া থাকে। যেহেতু উক্ত দরবেশ যাবতীয় প্রকারের উচ্চতা ও মহত্ব নিজ হইতে ছিন্ন করতঃ আল্লাহ্পাকের দরবারের প্রতি সম্বন্ধিত করিয়াছে এবং সকল প্রকারের রূপলাবণ্য শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা নিজ হইতে অপসারিত করতঃ আল্লাহ্-তায়ালার সহিত বিশিষ্ট করিয়াছে। সে নিজেকে ক্ষয়-ক্ষতি ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই ধারণা করে না এবং নিজের মধ্যে হীনতা, মুখাপেক্ষীতা ও ভগ্নতা ব্যতীত অন্য কিছুই দর্শন করে না। যদি উচ্চতা ও মহত্বের কিয়দংশ তাঁহার প্রতি প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে উহাকে তিনি সোপান স্বরূপ জ্ঞান করতঃ উহার মাধ্যমে উন্নতি করেন এবং যিনি প্রকৃত উচ্চতা ও মহত্বের উপযোগী তাঁহার দরবারে উপনীত হন। এইরূপ সৌন্দর্য, উৎকর্ষ ও পূর্ণতা ইত্যাদির বিষয়েও সোপানবৎ হওয়া ব্যতীত তাহা হইতে তাঁহার আর কিছুই লব্ধ হয় না।

আমানত (গচ্ছিত সম্পদ) সমূহ যেন আমানতদাতাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অতএব রেয়াকারী ও সুনাম ইত্যাদির বিষয়েও উক্ত আরেফের উদ্দেশ্য স্বকীয় –প্রচার, অহঙ্কার ও উচ্চতা, মহত্ব জ্ঞাপক নহে। বরং আল্লাহ্-তায়ালার অবদানের আলোচনা ও অনুগ্রহ জ্ঞাপন মাত্র। যাহা তাঁহার সহিত সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার জন্য রেয়াকারী ও সুনাম যেন আল্লাহ-তায়ালার প্রশংসা, শোকরগুজারী বা কৃতজ্ঞাতাতুল্য। যেন রেয়াকারীর নিন্দা, অপবাদ প্রশংসায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। এইরূপ অন্যান্য গুণ সমূহকেও জানিবে। "উহারাই ঐ ব্যক্তি যাঁহাদের পাপরাশি আল্লাহতায়ালা পুণ্যে পরিবর্তিত করিয়া থাকেন, এবং আল্লাহ-তায়ালা ক্ষমা ও অনুকম্পাশীল"। ওয়াচ্ছালাম।

৫৭–মকতুব

মোল্লা গাজী নায়েবের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালার 'জেকের' হজরত রছুল (ছঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ হইতে শ্রেষ্ঠ।

কতিপয় দিবস আমি হজরত খায়রুল বসর (ছঃ)-এর প্রতি 'দরূদ' পাঠে লিপ্ত ছিলাম, এবং বিভিন্ন প্রকারের দরূদ কর্তৃক দরূদ প্রেরণ করিতাম, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গেই ফল লাভ করিতাম, এবং বিশিষ্ট বেলায়েতে মোহাম্মাদী (বেলায়াতে কোবুরা)-এর সূক্ষ্ম রহস্য সমূহের প্রতি পথ প্রাপ্ত হইতাম। কিছুকাল পর্যন্ত এইরূপ অতিবাহিত হইল ঘটনাক্রমে এক দিবস ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটিল ও দরূদ পাঠের সুযোগ রহিল না। কেবল মাত্র নির্দিষ্ট সময় যাহা পাঠ করিতাম তাহাতেই ক্ষান্ত হইলাম। তখন আমার মনে আকাঙ্খা হইল যে দরূদ পাঠের স্থলে ১) 'তছবী,' ২) তকদিছ;' ৩) 'তহলীল' পাঠ করি। ভাবিলাম বোধ হয় ইহাতে কোনও রহস্য

টীকা : (১) তছবিহ হইল-ছোবহানাল্লাহ্ পাঠ করা। (২) তকদিছ আল-মালেকেল কুদ্দুছ পাঠ করা। (৩) তহলীল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করা।

থাকিতে পারে, দেখা যাক্ কি প্রকাশ পায়। অবশেষে আল্লাহ–তায়ালার অনুগ্রহে উপলব্ধি হইল যে, উক্ত সময় দরূদ প্রেরণ হইতে জেকের করাই শ্রেয়ঃ; প্রেরণকারী ও প্রেরিত ব্যক্তি উভয়ের পক্ষে। ইহা দুই কারণে–, প্রথম কারণ এই যে, হাদীসে কুদছিতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তিকে আমার জেকের বা স্মরণ, আমার নিকট প্রার্থনা করা হইতে বিরত রাখে, তাহাকে আমি প্রার্থীগণ হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু দান কারী"। দ্বিতীয় কারণ এই যে, জেকের যখন পয়গম্বর (আঃ)-গণ হইতে গৃহীত, তখন উহার ছওয়াব জেকেরকারী যেরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পয়গম্বর (ছঃ)ও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দর পথ আবিষ্কার করিবে, সে ব্যক্তি উহার পরিতৌষিক প্রাপ্ত হইবে এবং অপর যাহারা উক্তরূপ আমল করিবে, তাহার ছওয়াবও উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে।" এইরূপ যে কোন উৎকৃষ্ট কার্য উম্মৎগণ কর্তৃক সংঘটিত হয়, উক্ত আমল বা কার্যের ছওয়াব আমলকারী যেরূপ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ পয়গাম্বর (ছঃ); যিনি উহার প্রতিষ্ঠাতা তিনিও প্রাপ্ত হন। তাহাতে আমলকারীর ছওয়াব কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। ইহার জন্য আমলকারী ব্যক্তি পয়গাম্বর (ছঃ)-এর নিয়াতে বা উদ্দেশ্যে আমল করার কোন আবশ্যক করে না। যেহেতু উহা আল্লাহ-তায়ালার দান; তথায় আমলকারীর কোন অধিকার নাই। আবশ্য আমলকারী যদি পয়গম্বর (ছঃ)-এর উদ্দেশ্য করে, তাহাতে উক্ত ব্যক্তি আরো অতিরিক্ত ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে এবং উক্ত অতিরিক্ত ছওয়াব পয়গম্বর (ছঃ)-এর প্রতিও প্রবর্তিত হইবে। ইহা আল্লাহ-তায়ালার অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ-পাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, জেকেরের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ-তায়ালার স্মরণ এবং ছওয়াবের আশা আনুষঙ্গিক। কিন্তু দরূদ পাঠের মূল উদ্দেশ্য স্বীয় প্রয়োজন যাচ্ঞা করা; এই উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। অতএব জেকেরের মাধ্যমে পয়গম্বর (ছঃ) যে 'ফয়েজ' বা আত্মিক বর্ষণ প্রাপ্ত হন তাহা দরূদ পাঠের ফয়েজ–বরকতাদি হইতে বহুগুণে অধিক।

জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক জেকের এরূপ মর্তবা বিশিষ্ট নহে। আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র দরবারে যে জেকের 'মকবুল' বা গৃহীত তাহাই উক্তরূপ বৈশিষ্ট্যধারী। কিন্তু যে জেকের উক্তরূপ নহে, তাহা হইতে দরূদ পাঠই শ্রেষ্ঠ, ও তদ্বারা অধিক বরকত প্রাপ্তির আশা করা যায়। অবশ্য যে সকল জেকের, কামেল–মোকাম্মেল পীর হইতে গৃহীত এবং তরিকার শর্তানুযায়ী উহার প্রতি স্থায়ী থাকা যায়, তাহা দরূদ পাঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু এই জেকের উল্লিখিত মকবুল জেকেরের ব্যপদেশ স্বরূপ। যে পর্যন্ত এই (পীর হইতে লব্ধ) জেকের না করিবে, সে পর্যন্ত উক্ত (মকবুল) জেকেরে উপনীত হইবে না। এই হেতু তরিকার মাশায়েখগণ প্রারম্ভকারীদিগের জন্য 'জেকের' ব্যতীত অন্য কোন কার্য জায়েজ রাখেন না, এবং কেবল মাত্র 'ফরজ' ও 'ছুন্নত' পালনে সংক্ষেপ করতঃ নফল কার্য হইতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। এই বর্ণনা কর্তৃক প্রকট হইল যে, উম্মতের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি উন্নতি করিয়া পূর্ণতার চরম স্তরে উপনীত হয়–তথাপি সে তাহার পয়গম্বরের সমতুল্য হইতে

সক্ষম হইবে না। কারণ সে ব্যক্তি যে কোন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা উক্ত পয়গম্বর (আঃ) -এর শরীয়তের অনুসরণ কর্তৃকই লাভ করিয়াছে। অতএব উক্ত কামালাত সমূহ উক্ত পয়গম্বর (ছঃ)-এর মধ্যেও বর্তমান আছে এবং তাঁহার অন্য অনুগামীগণের কামালাতও উহার সহিত সংযোগ হইয়াছে। পরন্তু তাঁহার নিজস্ব ও বিশিষ্ট কামালাত সমূহও রহিয়াছে। আবার কোন কামেল উম্মত কোন পয়গাম্বরের মর্তবায় উপনীত হইতে পারিবে না, যদিও উক্ত পয়গম্বরের কোন এক ব্যক্তিও অনুসারী না থাকে এবং তাঁহার আহ্বান কেহই গ্রহণ না করে। যেহেতু প্রত্যেক পয়গম্বর (আঃ) মূলতঃ আহ্বানকারী এবং শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট, উম্মতগণের অস্বীকৃতি হেতু তাঁহার আহ্বান ও প্রচার কার্যে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে না, এবং ইহা প্রকাশ্য বাক্য যে, আহ্বান ও প্রচার কার্যের সমতুল্য কোন পূর্ণতা নাই। "নিশ্চয় আল্লাহ-তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি আল্লাহকে তদীয় বান্দাগণের নিকট প্রিয় করিয়া দেয়, অথবা তাঁহার বান্দাগণকে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয় করে; এবং ইহারাই আহ্বানকারী ও প্রচারক" শুনিয়া থাকিবেন। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে– "কেয়ামতের দিবসে আলেমগণের লিখিবার 'মসী' খোদার পথে শহীদগণের শোণিতের সহিত পরিমাপ করা হইবে, এবং তাঁহাদের মসীর পাল্লাই গুরুতর হইবে।" উল্লিখিত সৌভাগ্য উম্মতগণের ভাগ্যে সংঘটিত হয় নাই, তাহারা যাহাই প্রাপ্ত হন, তাহা পয়গম্বর (আঃ)গণের ব্যপদেশে ও অধিনস্ত হিসাবে প্রাপ্ত হন। যিনি মূল ব্যক্তি তিনিই মূল ও প্রধান এবং যাহারা শাখা তাহারা মূল হইতে উৎপন্ন। এই বর্ণনা হইতে এ উম্মতের আহবায়ক ও প্রচারকগণের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা আবশ্যক। অবশ্য আহ্বান ও প্রচার কার্যের মধ্যে স্তরের ন্যূনাধিক্য আছে এবং আহবায়ক ও প্রচারকগণের পদেরও তারতম্য আছে। আলেমবৃন্দ শুধুমাত্র বাহ্যিক শরীয়তের প্রচারক এবং ছুফীগণ আভ্যন্তরীণ বিষয়েই মনোযোগী থাকেন। অবশ্য যিনি আলেম ও সুফী তিনি স্পর্শমণিতুল্য মূল্যবান। যেহেতু তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার আহবান ও প্রচার কার্যের উপযোগী এবং তিনিই পয়গম্বর (আঃ)-এর প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী। অনেকেই এই উম্মতের মোহাদ্দেছ অর্থাৎ যাহারা নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর পবিত্র হাদীছ প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাহারা যদি সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ বলেন তাহাতে সন্দেহ আছে কিন্তু যদি বাহ্যিক প্রচারকগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলেন তাহা বলা যাইতে পারে। অবশ্য সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব সমষ্টিভূত প্রচারকের জন্য, যিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারের প্রচার করিয়া থাকেন, এবং যিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় পথে আহবান করেন। যেহেতু একটি লইয়া থাকা ত্রুটি ও ন্যূনতা বটে, যাহা সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব নিবারক। বুঝিয়া দেখুন; এবং ত্রুটি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। হাঁ, জাহের বা বাহ্যিক শরীয়ত যদিও উৎকৃষ্ট, এবং উদ্ধারপ্রাপ্তির অবলম্বন ও প্রচুর বরকতযুক্ত ও ব্যাপক উপকারী, কিন্তু উহার পূর্ণতা অন্তর্জগতের প্রতি নির্ভরশীল। অর্ন্তজগত ব্যতীত বহির্জগত অপূর্ণ, এবং বহির্জগত ব্যতিরেকে অন্তর্জগত অনুপযুক্ত ও কল্যাণহীন। এবং যিনি অর্ন্তজগত ও বহির্জগত একত্রিতকারী তিনি স্পর্শমণিতুল্য দুষ্প্রাপ্য।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য 'নূর' পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্বশক্তিমান।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাঁহার প্রতি ছালাম।

৫৮ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ তকীর নিকট কুঁমুন,[১] বুরুজ-এর সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য এবং হজরত ছৈয়েদুল মোরছালীন (ছঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

আপনি স্বীয় সৌজন্য ও উচ্চ মনোবৃত্তিহেতু পত্র প্রেরণ কর্তৃক যে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা পাঠে সৌভাগ্যবান হইলাম। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সুস্থ ও শান্ত রাখুন। আপনি লিখিয়াছেন যে, হজরত শায়েখ মুহিউদ্দিন এব্‌নে আরাবী "ফতুহাতে মক্কিয়া" নামক কেতাবে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা শত সহস্র (একলক্ষ) আদম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তৎসহ একটি ঘটনাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলমে মেছালের কতিপয়-মোশাহাদার (আত্মিক বিকাশ) মধ্যে কাবায়ে মুয়াজ্জামার প্রদক্ষিণকালে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে–আমার সহিত একদল লোক তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিতেছিলেন তাহারা আমার পরিচিত নহে। তাওয়াফকালে তাহারা আরবী ভাষায় দুইটি পদ্য পাঠ করিল, উহার একটির অর্থ এই যে ঃ

বহুদিন ধরি মোরা তোমাদেরি মত;
এ-গৃহের প্রদক্ষিণ করিতেছি কত।

যখন আমি এই পদ্যটি শ্রবণ করিলাম তখন আমার ধারণা হইল যে- ইহাঁরা [২] আলমে মেছালের আবৃদাল। এই চিন্তা উদ্রেক হওয়া মাত্র তাঁহাদের এক ব্যক্তি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল যে, "আমি তোমার পিতামহগণের মধ্য হইতে একব্যক্তি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কতদিন পূর্বে আপনার মৃত্যু হইয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "আমার মৃত্যু চল্লিশ সহস্র বৎসরেরও অধিক হইয়াছে।" আমি আশ্চার্য্যন্বিত হইয়া বলিলাম যে, আবুল বাশার -আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ পর্যন্ত সপ্ত- সহস্র বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন যে- তুমি কোন আদমের কথা বলিতেছ, তোমার এই আদম যিনি এই সপ্ত সহস্র বৎসরের প্রারম্ভে সৃষ্ট হইয়াছেন (কিন্তু আমরা তাহার পূর্বের)। তখন শায়খ বলিলেন যে, আমার ঐ হাদিছটি তখন স্মরণ হইল, যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা উল্লিখিত বাক্যের অনুকূল হাদীছ।

টীকা ঃ (১) গুপ্ত ও প্রকাশ হওয়া। ২) আলমে মেছালের আবৃদাল উদাহরনিক জগতের প্রহরী দল বিশেষ। ইহা প্রত্যেক জামানায় ৭০ জন হইয়া থাকে।

হে মান্যবর! এ বিষয় এ ফকীরের প্রতি যাহা বিকশিত হইয়াছে তাহা এই যে, উক্ত আদম সমূহ যাহা হজরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে তাহাদের অস্তিত্ব আলমে মেছাল বা উদাহরনিক জগতে বর্তমান ছিল; আলমে শাহাদৎ বা এই দৃশ্য জগতে নহে। যিনি প্রকৃত হজরত আদম (আঃ) তিনি এই দৃশ্য জগতে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিখিল বিশ্বে আল্লাহ্- তায়ালার প্রতিনিধিত্ব লাভ করতঃ ফেরেস্তাবৃন্দের ছেজদাকৃত হইয়াছিলেন। ফলকথা যখন আদম (আঃ) সমষ্টিভূতগুণে সৃষ্ট, তখন তাঁহার 'তত্ত্বে' বহু লতিফা ও বহুগুণাবলী বর্তমান ছিল, এবং তাঁহার সৃষ্টির বহু পূর্ব হইতে প্রত্যেক জামানায় তাঁহার কোন না কোন -গুণ তাঁহার কোন একটি লতিফার সহিত আল্লাহ্ -তায়ালার সৃষ্টির সাহায্যে আলমে মেছাল বা উদাহরনিক জগতে অস্তিত্ব লাভ করতঃ আদম (আঃ)-এর আকৃতিতে প্রাকাশিত হইয়া আদম নামে অভিহিত হইত; এবং ভাবি আদমের কার্যকলাপ তাহার মাধ্যমে সংঘটিত হইত। এ পর্যন্ত যে, উক্ত উদাহরনিক জগতের অনুকূল সন্তান সন্ততিগণেরও জন্ম হইত, এবং তথাকার উপযোগী বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণতা সমূহও তাহাদের লাভ হইত, ও পাপ পুণ্যের অধিকারী হইত। বরং তাহাদের জন্য কেয়ামতও সংঘটিত হইত এবং স্বর্গবাসী স্বর্গে ও নরকবাসী নরকে প্রবেশ করিত। তাহার সমাপ্তির পর পুনরায় কোন সময়ে আল্লাহ্- তায়ালার ইচ্ছায় তাঁহার কোন একগুণ অপর কোন একটি লতিফাসহ উল্লিখিত উদাহরনিক জগতে আবার আবির্ভাব হইত, এবং প্রথম পর্যায়ের অনুরূপ কার্যকলাপ এই দ্বিতীয় পর্যায়েও হইতে থাকিত। এই দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হইলে আবার তৃতীয় পর্যায়ে আরম্ভ হইত ও ইহা অবসান হইলে চতুর্থ পর্যায়ের আবির্ভাব হইত। আল্লাহ্- পাকের ইচ্ছায় এই পদ্ধতিতে চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহার এই আবির্ভাব সমূহ যাহা উদাহরনিক জগতে বর্তমান ছিল এবং তাঁহার গুণাবলী ও লতিফা সমূহের সহিত সম্পর্ক রাখিত তাহার পর্যায় যখন সমাপ্ত হইল, তখন উক্ত সমষ্টিভূত তালিকা [অর্থাৎ আমাদের হজরত আদম (আঃ)] এই দৃশ্য জগতে আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টির সাহায্যে অস্তিত্ব লাভ করিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার অনুকম্পায় বুজর্গ ও সম্মানিত হইলেন। যদি শত সহস্র আদমও অতিবাহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা এই আদম (আঃ) -এরই অংশতুল্য, এবং ইহারই হস্ত-পদ স্বরূপ ও ইহার আবির্ভাবের ভূমিকা ও পূর্বাভাসতুল্য। হজরত মহিউদ্দিন (রাঃ)-এর পিতামহ যিনি চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছেন, তিনি আলমে মেছালে (উদাহরনিক জগতে) উক্ত শায়েখের পিতামহের কোন এক লতিফা ছিলেন।

যিনি পরবর্তী সময়ে এই দৃশ্য জগতে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফে যে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত উদাহরনিক জগতে করিয়াছিলেন। যেহেতু উক্ত আলমে মেছালের জগতে কাবা শরীফেরও আকৃতি ও অনুরূপ বস্তু বর্তমান আছে, যাহা উক্ত জগৎবাসীগণের 'কেবলা' স্বরূপ। আমি এই বিষয়ে গভীরতম দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ চিন্তা,

গবেষণা করিয়া দেখিলাম যে, এই দৃশ্য জগতে অন্য দ্বিতীয় আদম পরিদৃষ্ট হইলনা। সুতরাং ইহা আলমে মেছালের বা উদাহরনিক জগতের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি হইল না। তাহার উক্ত আলমে, মেছালের দেহ—বলিয়াছিল যে, ' আমি তোমার পিতামহ, এবং আমার মৃত্যুর চল্লিশ সহস্র বৎসরেরও অধিক হইল ইহাই বিশিষ্ট প্রমাণ যে পূর্ববর্তী আদম সমূহ এই প্রকৃত আদম (আঃ)-এর গুণাবলী ও লতিফা সমূহের আবির্ভাব মাত্র, ইহা নহে যে, তাহারা পৃথকভাবে সৃষ্ট ও এই আদম হইতে বিভিন্ন। যেহেতু পৃথক হইলে এই আদমের সহিত তাহার কি আর সম্বন্ধ হইবে? এবং কেনই বা পিতামহ হইবে? এই আদমের সৃষ্টির সপ্ত সহস্র বৎসরই পূর্ণ হয় নাই, অতএব চল্লিশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইবার অবকাশ কোথায়? যাহাদের অন্তর্জগত রুগ্ন তাহারাই এইরূপ বর্ণনাদি হইতে তানাছোখ বা আত্মার দেহ পরিবর্তন বা দেহান্তরণ বুঝিয়া থাকে; এবং হয়তো তাহারা ইহজগৎকে অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করে, ও বৃহত্তম কেয়ামত অস্বীকার করে। কতিপয় ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তি অমূলকভাবে নিজদিগকে পীর বা দীক্ষাগুরু আসনে প্রবর্তিত করতঃ তানাছোখ বা দেহান্তরণ বিধেয় বলিয়া নির্দেশ প্রদান করে। তাহারা ধারণা করে যে 'নফ্ছ' যে পর্যন্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হয় সে পর্যন্ত দেহান্তরন ব্যতীত তাহার উপায় নাই। তাহারা বলে যে, যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন দেহান্তরণ বরং দেহের সহিত সম্বন্ধ হইতেই সে অবসর প্রাপ্ত হয়। যেহেতু তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণতা প্রাপ্তি, অতএব উহা লাভ হইল। তাহাদের এই বাক্য প্রকাশ্য কুফর এবং প্রকাশ্যভাবে প্রচুর দলিল কর্তৃক দীন-ইসলামে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা মাত্র। অবশেষে সকল ব্যক্তিই যদি পূর্ণতার প্রান্তে উপনীত হয়, তাহা হইলে দোজখ কাহার জন্য, এবং কেই বা শাস্তি ভোগকারী হইবে? তাহাদের এই বাক্যের অর্থ দোজখ অস্বীকার করা এবং পরকালের শাস্তি অবিশ্বাস করা। বরং দেহের পুনরুত্থানও অস্বীকার করা। কারণ তাহাদের ধারণায় দেহ যখন তাহাদের পূর্ণতা লাভের অস্ত্র স্বরূপ; তখন সর্বশেষে উহার প্রতি নফছের কোনই মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভর থাকে না, যাহাতে উহা লইয়া পুনরুত্থান আবশ্যক করে। গ্রীক দার্শনিকগণের অনুরূপই ইহাদের বিশ্বাস। তাহারা স্বশরীরে পুনরুত্থান অস্বীকার করে এবং শাস্তি বা পূর্ণ আত্মার প্রতি প্রবর্তিত বলিয়া জ্ঞান করে। ইহাদের বিশ্বাস, দার্শনিকগণের বিশ্বাস হইতেও নিকৃষ্ট। যেহেতু দার্শনিকগণ তানাছোখ বা দেহান্তরণ অস্বীকার করেন এবং রূহের প্রতি আজাব বা শাস্তি প্রমাণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ইহারা তানাছোখ প্রমাণ করে, এবং পরকালের শাস্তিও অস্বীকার করে। ইহাদের নিকট পার্থিব শাস্তিই শাস্তি, যাহাকে নফছ সংশোধনার্থে প্রমাণ করিয়া থাকে।

প্রশ্নঃ হজরত আলী (রাঃ) এবং অপর কতিপয় বোজর্গের বিষয় বর্ণিত আছে যে, পার্থিব দেহ প্রাপ্তির বহু পূর্বে ইহজগতে তাঁহাদের দ্বারা আশ্চর্য ধরনের কার্যকলাপ সংঘটিত হইয়াছে। যদি দেহ পরিবর্তন যায়েজ না হয় , তাহা হইলে উহা কিরূপে হইয়াছিল?

উত্তর ঃ- উক্ত কার্যকলাপ তাঁহাদের রূহ বা আত্মা কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছিল। আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছায় তাঁহাদের আত্মা দেহের রূহ ধারণ করতঃ উক্ত কার্য্যসমূহ সমাধা করিয়াছে।

পৃথক দেহ নহে যে আত্মা তাহার সহিত সম্পর্কিত হইয়াছিল। তানছোখ্ বা দেহান্তরণের অর্থ এই যে, রূহ এই দেহ প্রাপ্তির পূর্বের অন্য এক দেহ যাহা উক্ত রূহ্ হইতে পৃথক, তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্থাৎ তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু আত্মা স্বয়ং যদি দেহের রূপ ধারণ করে, তাহাতে দেহান্তরণ কিভাবে হইবে? জ্বিন বা দৈত্যগণ নানান প্রকার রূপ ও শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং তৎকালে উক্ত দেহ কর্তৃক উক্ত আকৃতির অনুকূল কার্য সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন দেহান্তরণ বা অন্য দেহে প্রবেশকরণ নাই। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে জ্বিন জাতিগণ যখন এই রূপ আকৃতি পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়, ও তদ্বারা আশ্চর্য ধরনের কার্য সংঘটিত হয়, তখন কামেল ব্যক্তিগণের রূহকে আল্লাহ্ তায়ালা যদি এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার আর কি আছে, এবং পৃথক দেহেরই বা কি আবশ্যক করে। বহু অলিউল্লাহের বিষয় বর্ণিত আছে যে, তাহারা এই মুহূর্তে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন ধরনের কার্য করিয়াছেন তাহাও এই প্রকারের ঘটনা বটে। সে স্থলেও তাঁহাদের লতিফা সমুহ বিভিন্ন দেহের আকৃতি ধারণ করতঃ বিভিন্ন ধরনের কার্য করিয়াছে। এইরূপ হয়ত কোন এক বোজর্গ ব্যক্তি ভারতে বসবাস করেন এবং তিনি কখনও তথা হইতে অন্যত্র গমন করেন নাই কিন্তু এক দল লোক মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে আগমন করতঃ বলিল যে, আমরা উক্ত বোজর্গকে কাবা শরীফের মধ্যে অবলোকন করিয়াছি এবং তাঁহার ও আমাদের মধ্যে এইরূপ কাথোপকথন হইয়াছে। কিন্তু অপর একদল বর্ণনা করিল যে, আমরা তাঁহাকে (ইটালীর) রোম নগরে দেখিতে পাইয়াছি। তৃতীয় এক সম্প্রদায় বাগদাদে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছে। ইহা সবাই তাহার লতিফা সমূহের বিভিন্ন আকৃতিধারণ মাত্র। বহুস্থলে উক্ত বোজর্গ হয়ত ইহার অবগতিই রাখেন না। এই হেতু তিনি বলেন যে, ইহা সবই আমার প্রতি দোষারোপ; আমি কখনও স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হই নাই, কাবা ও হরম শরীফ দর্শন করি নাই, ও রোম, বাগদাদেরও পরিচয় জানিনা। তোমরা কাহারা তাহাও আমি অবগত নহি। অনেক স্থলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় বিপদ সমূহে জীবিত বা মৃত বোজর্গগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন যে উক্ত বোজর্গের আকৃতি উপস্থিত হইয়া তাহার বিপদ খন্ডন করিল। কিন্তু বহু স্থলে উক্ত বোজর্গ ইহার অবগতি রাখেন এবং অনেক স্থলে হয়তো রাখেন না।

সবাকার তরে তিনি মূল সাধনা.
আমাদের মধ্যে ইহা শুধু ছলনা।

এই সমুদয় ও উক্ত বোজর্গের লতিফা সমূহের বিভিন্ন আকৃতি ধারণ মাত্র। এই আকৃতি ধারণ কখনো ইহজগতে হয় এবং কখনো আলমে মেছালে বা উদাহরনিক জগতে হইয়া থাকে। যে রূপ হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) কে একই রাত্র হয়ত সহস্র ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারে স্বপ্নে দর্শন করে, এবং তাহা হইতে ফয়েজ বরকতও লাভ করে, ইহা তাঁহার গুণাবলী ও লতিফা সমূহের আলমে মেছালেস্থিত বিভিন্ন আকৃতি ধারণ। এইরূপ মুরীদগণ স্বীয় পীরগণের আলমে মেছালেস্থি আকৃতি অর্থাৎ স্বপ্নে দৃষ্ট আকৃতি কর্তৃক উপকৃত হয়, ও তাহাদের সমস্যা

সামধান হইয়া থাকে। কতিপয় বোজর্গ কুমুন (গুপ্ত হওয়া) বুরুজ (প্রকাশ পাওয়া) -এর কথা বলিয়াছেন, তাহা তানাছোখের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখে না। কেননা তানাছোখের মধ্যে আত্মা দ্বিতীয় শরীরকে জীবিত করণার্থে ও তাহার গতিবিধি ও অনুভূতি প্রদানার্থে প্রবেশ করে। এবং বুরুজ-এর মধ্যে আত্মা দ্বিতীয় শরীরের সহিত এই হেতু সম্বন্ধ স্থাপন করে যে, উক্ত দেহ যেন পূর্ণতা লাভ করে। শুধু তাহাকে জীবিত করণার্থে নহে, বরং উহা যেন উন্নত দরজা সমূহে উপনীত হইতে সক্ষম হয়। যেরূপ জ্বীন জাতি কোন ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, ও তাহার দেহের মধ্যে প্রকাশ পায়, ইহা তাহাকে জীবিত করণার্থে নহে। যেহেতু উক্ত দেহ ইতিপূর্বেও জীবিত ও অনুভূতিও গতিবিধিশীল ছিল। কিন্তু এই প্রবেশ কর্তৃক উক্ত জ্বিনটির গুণাবলী ও গতিবিধির বিকাশ ইহাতে নুতন সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্থায়ী অবস্থাসম্পন্ন মাশায়েখগণ কখনও কুমুন বুরুজে-এর বিষয়ে আলোচনা করেন না। এবং নাকেছ বা অপূর্ণ ব্যক্তিদিগকেও বিপদ গ্রস্থ ও বিপর্যস্ত করেন না। এ-ফকিরের নিকট কুমুন-বুরুজের বা দেহ পরিবর্তন কোনই আবশ্যক করেনা। কেননা কোন কামেল বা পূর্ণ ব্যক্তি যদি কোন অপূর্ণ ব্যক্তিকে পূর্ণতা প্রাদান করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ না করিয়াও ঐশিক ক্ষমতা বলে স্বীয় পূর্ণ গুণ সমূহ উক্ত অপূর্ণ মুরীদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করিতে পারে, এবং স্বীয় লক্ষ্য ও সু-নজর কর্তৃক উক্ত প্রতিবিম্বকে তথায় স্থায়ীত্ব প্রদান করিতে পারে। যেন উক্ত অপূর্ণ মুরীদ পূর্ণতা লাভ করে এবং স্বীয় মন্দ গুণাবলী হইতে প্রশংসিত গুণাবলীর প্রতি মনোযোগী হয়। ইহাতে কোন প্রকার কুমুন বুরুজ-এর মধ্যস্থতা নাই। ইহা আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তায়ালা অতি উচ্চ অনুগ্রহশীল।

মাশায়েখগণের অপর এক সম্প্রদায় রূহ বা আত্মার নকল স্থানান্তরিত হওয়া স্বীকার করেন। তাহারা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর তাহার এমন এক ক্ষমতা সৃষ্টি হয় যে, যদি সে ইচ্ছা করে তবে সে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেহে প্রবেশ করিতে পারে। কথিত আছে যে, জনৈক বোজর্গ যিনি এই রূপ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার পড়শী জনৈক যুবকের মৃত্যু হয়, তখন উক্ত বোজর্গ স্বীয় বৃদ্ধদেহ পরিত্যাগ করত; উক্ত যুবকের দেহে প্রবেশ করিলেন। তখন তাহার পূর্ব দেহের মৃত্যু ঘটিল ও পরবর্তী দেহ জীবিত হইল। এই বাক্য দ্বারা তানাছোখ প্রমাণিত হইতেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দেহকে জীবিত করণার্থে তাহার সহিত (উক্ত রূহের) সমন্বিত হইল। এই মাত্র পার্থক্য যে, তানাছোখ স্বীকারকারীগণ উক্ত নফ্ছকে অপূর্ণ বলেন এবং তানাছোখ কর্তৃক তাহার পূর্ণতা হয় বলিয়া প্রমাণ করেন। পক্ষান্তরে যাহারা রূহ স্থানান্তরিত হওয়া স্বীকার করেন তাহারা উক্ত রূহকে পূর্ণ বলিয়া জানেন, এবং তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর স্থানান্তরিত হওয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন। এ-ফকীরের নিকট আত্মা স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনা দেহ পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপার হইতেও নগণ্য। কেননা তাহার দেহ পরিবর্তন নফ্ছ-এর পূর্ণতা সাধনার্থে ধারণা করিয়া থাকেন, যদিও তাহাদের এ ধারণা অমূলক, এবং আত্মা স্থানান্তরণ উহার পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর হয় বলিয়া তাহারা ধারণা করেন, যদিও ইহা কোনও পূর্ণতা নহে।

যখন তাহারা পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেহ পরিবর্তন নির্ধারিত করিয়াছেন তখন পূর্ণতা লাভের পর দ্বিতীয় দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার আবশ্যক কি? কামেল ব্যক্তিগণ তামশ্বগীর বা বাজিকর নহেন। ইহারা পূর্ণতা লাভের পর দেহ পরিত্যাগ করাই পছন্দ করেন। দেহের সহিত আকৃষ্ট হওয়া নহে। যেহেতু দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য যাহা ছিল তাহা লাভ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আত্মা স্থানান্তরিত হইলে পূ র্ববর্তী দেহ জীবিত হইবে তাহা হইলে পরবর্তী দেহ বরজখ বা মধ্যবর্তী স্থান সমাধি নিয়ম কানুনের অর্ন্তভুক্ত না হইয়া উপায় নাই. এবং কবরের আজাব বা ছওয়াব উপভোগ না করিয়া তাহার নিস্তার নাই। আবার দ্বিতীয় দেহ যখন জীবিত হইবে, তখন তাহার জন্য ইহজগতেই হাশর বা পুনরুত্থান সংঘটিত হইল। আমি ধারণা করিতেছি যে, যাহারা আত্মা স্থানান্তরণ বিশ্বাস করেন তাহারা মনে হয় না যে কবরের আজাব ছওয়াব, স্বীকার করেন, এবং পুনরুত্থান বিশ্বাস করেন। আফ্ছোছ, শহস্রাধিক আফ্ছোছ যে, এই প্রকারের প্রতারণাকারী ব্যক্তিগণ পীরের মসনদে উপবিষ্ট হইয়া মুসলমানগণের অগ্রগামী হইতে চলিয়াছে। তাহারাও ভ্রষ্ট ও অন্যকেও পথভ্রষ্ট করিতেছে।

হে আমাদের প্রতিপালক হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে হেদায়েত করার পর আমাদের অন্তঃকরণ বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর। তুমি প্রচুর প্রদানকারী-।

উপসংহার

আলমে মেছাল বা উদাহরণের জগতের এল্‌ম মারফতের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

জানা আবশ্যক যে, আলমে মেছাল্ যাবতীয় আলম বা জগত হইতে অধিক প্রশস্ত। সমগ্র জগতে যাহা কিছু আছে, তাহাদের সকলের আকৃতি তথায় বর্তমান আছে। এপর্যন্ত যে, জ্ঞানগোচর বস্তুসমূহ ও শব্দের অর্থ সমূহেরও তথায় আকৃতি আছে। কথিত যে, আল্লাহ্ তায়ালার মেছেল বা অনুরূপ বস্তু নাই; কিন্তু মেছাল বা উদাহরণ আছে। "আল্লাহ্ পাকের জন্য অতি উচ্চ উদাহরণ আছে" (কোরান)। এ ফকীর স্বীয় মকতুবাতের মধ্যে লিখিয়াছে যে, নিছক 'তনজিহ' বা পবিত্রতার মর্তবায় আল্লাহ্ তায়ালার যেরূপ অনুরূপ নাই, তদ্রূপ তাঁহার উদাহরণও নাই। তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য কোন উদাহরণ প্রবর্তিত করিও না' (কোরআন)। আলমে ছগীর বা ক্ষুদ্রজগতে অর্থাৎ দেহে খেয়াল বা ধারণা আলমে মেছালের নিদর্শনতুল্য। যেহেতু ধারণা বা কল্পনার স্তরে যাবতীয় বস্তুর আকৃতি চিন্তা করা যাইতে পারে। ধারণা এরূপ এক বস্তু যে, সাধকের বিভিন্ন আত্মিক অবস্থা ও মাকামের ছবি তথায় প্রকাশ পাইতে পারে, এবং সাধককে উহার জ্ঞান ও চেতনাবোধ প্রদান করিতে সক্ষম হয়। যদি ধারণা ও কল্পনার অস্তিত্ব নিবারিত হয় অথবা উহার ন্যূনতা ঘটে তাহা হইলে তথায় অজ্ঞতা অনিবার্য হয়। এই হেতু প্রতিবিম্বের স্তরের উর্ধ্বে অজ্ঞতা ও অস্থিরতা হইয়া থাকে। কেননা প্রতিবিম্বের স্তর পর্যন্তই ধারণার গতিবিধি। যথায় প্রতিবিম্ব তিরোহিত তথায়

ধারণারও অবকাশ অন্তর্হিত। অতএব আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতার 'ছবি' যখন আলমে মেছালে নাই যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তখন ধারণার মধ্যে উহার ছবি কি প্রকারে হইতে পারে। যেহেতু ধারণা আলমে মেছালেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সুতরাং তথায় (আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতার জগতে) অজ্ঞতা ও অস্থিরতা ও ক্লান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ হয় না, এবং যে স্থলে এলম্ বা জ্ঞান নাই সে স্থলে কোনরূপ আলোচনা ও কথাবার্তাও নাই। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয় লাভ করিয়াছে তাহার রসনা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে'-বাক্যটি ইহাদের নিদর্শন বটে। পক্ষান্তরে যথায় জ্ঞান বর্তমান থাকে তথায় আলোচনাও বর্তমান থাকে, তথাকার বর্ণনা "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার রসনা দীর্ঘ হইয়াছে"। অতএব জেলাল বা প্রচ্ছিায়ার জগতে রসনা দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং তদুর্ধের মর্তবা সমূহে রুদ্ধ হইয়া যায়। উক্ত প্রতিবিম্ব কার্যের প্রতিবিম্ব হউক বা কোন গুণের প্রতিচ্ছবি হউক, অথবা কোন নামের প্রতিচ্ছায়া হউক বা নামধারীরই প্রতিরূপ হউক না কেন। সুতরাং যাহা ধারণাকৃত তাহা যখন প্রতিবিম্বজাত এবং জাল বা নকলের কলঙ্কে কলিঙ্কত তখন উহা উদ্দিষ্ট বস্তুর চিহ্ন ও নিদর্শনহেতু এলমুল একিন বা জানিয়া বিশ্বাস লাভের সহায়ক মাত্র। প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ও দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিচ্ছায়া ও ধারণার উর্ধ্বে। ধারণার নকল হইতে ঐ সময় মুক্ত হইবে, যে সময় ছয়রে আনফুছি (আভ্যন্তরীণ ভ্রমণ) কে ছয়রে আফাকীর (বাহ্যিক ভ্রমণের) ন্যায় পশ্চাদ্ভাগস্থ করতঃ অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং বাহ্যিক জগত ও আভ্যন্তরীণ জগতের বাহিরে ধাবিত হইবে। এই বিষয়টি অধিকাংশ অলি আল্লাহ্গণের জন্য তাঁহাদের মৃত্যুর পর লাভ হইয়া থাকে। কেননা যতদিন তাঁহারা জীবিত থাকেন ততদিন ধারণা তাঁহাদের অঞ্চলাকৃষ্ট থাকে। ইহজগতে অবস্থানকালীন অল্প সংখ্যাক অলি উল্লাহ এই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পার্থিব জীবন থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা ধারণার প্রাবল্যের কবল হইতে মুক্তি লাভ করেন ও স্বীয় উদ্দিষ্ট বস্তুকে জাল ও নকল ব্যতিরিকেই স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তখন তাজাল্লিয়ে জাতি বারকী বা আল্লাহ তায়ালার স্বয়ং জাতের তড়িৎবৎ আবির্ভাব তাহাদের জন্য স্থায়ী হইয়া যায়, এবং ওয়াছলে ওরইয়ান বা অবাধ মিলন-এর উদ্ভব হয়।

নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের
উহাই অতি তৃপ্তিকর
আশেক্ মিছকিন্ তাহার
সবই যেন কষ্টকর।

প্রশ্ন ঃ- অনেক ব্যক্তি আলেম মেছালেও ধারণার জগতে (স্বপ্নে) দেখিতে পায় যে, সে বাদশা হইয়াছে তাহার খাদেম, দারওয়ান বহু আছে। আবার কেহ দেখিতে পায় যে, সে জগতের 'কোতব' হইয়াছে, নিখিল বিশ্ব তাহার মুখাপেক্ষি। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় ইহার কোনটিই প্রকাশ পায় না। ইহার সত্যতার কোন স্থান আছে কিনা অথবা ইহা কি সম্পূর্ণ অমূলক (ভিত্তিহীন)?

উত্তর ঃ- উল্লেখিত স্বপ্নের সত্যতার স্থান অবশ্য আছে, অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বাদশা এবং কোতব হইবার অর্থ বা যোগ্যতা বর্তমান আছে। কিন্তু উহা এরূপ ক্ষীণ ও দুর্বল

যে, তাহা দৃশ্যজগতে প্রকাশ পাইবার যোগ্য নহে, অতএব ইহাদের দুই প্রকার অবস্থান না হইয়া উপায় নাই। হয়তো আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে উহাদের ঐ বিষয়টি শক্তিশালী হইয়া দৃশ্য জগতে প্রকাশ হইবার উপযোগী হয় এবং আল্লাহ্তায়ালার শক্তি বলে ইহ জগতেও বাদশা অথবা কোতব হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি উহা এরূপ শক্তিশালী না হয় তাহা হইলে আলমে মেছালের প্রকাশ যাহা সর্বাধিক দুর্বল, তাহাতেই যথেষ্ট হইয়া থাকে এবং উহার শক্তি, বল অনুযায়ী তথায় প্রকাশ পায়। আধ্যাত্মিক পথের সাধকগণ, স্বপ্নে যাহা অবলোকন করে বা নিজদিগকে উচ্চ মাকাম সমূহে প্রাপ্ত হয় ও উচ্চ দলের অলিগণের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া দর্শন করে, যদি দৃশ্য জগতে ইহা প্রকাশ পায় তাহা হইলে ইহা অতি উচ্চ সৌভাগ্য এবং যদি প্রকাশ না পায় ও শুধু আলমে মেছালের বিকাশ হইয়াই ক্ষান্ত হয় তাহা হইলে উহা মূল্যহীন। ইহা একটি বিপদ। তাঁতী, নাপিতগণ স্বপ্নে নিজেকে বাদশা বলিয়া দেখিতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোনই লাভ হয় না, বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা অধিক। অতএব স্বপ্নের প্রতি নির্ভর করা উচিৎ নহে! দৃশ্যতঃ যাহা লাভ হয় তাহাই তাহার অধিকৃত বটে। অর্থাৎ মূল্যবান।

ভাস্করের দাশ আমি কহি তার কথা,
দিবাকর তরে মম গুপ্ত মনঃ ব্যথা।
নহি আমি নিশা, আর নহি নিশাচর,
কি দুঃখে বলিব আমি স্বপ্নের খবর॥

এই হেতু নক্সাবন্দিয়া বোজর্গগণ স্বপ্নের কোনই মূল্য প্রদান করেন না এবং সাধকদিগের স্বপ্নে তাবির বা ফলাফল বুঝার প্রতি মনোযোগী হন না। যেহেতু উহার বিশেষ কোন উপকারিতা নাই। মূল্যবান উহাই যাহা জাগ্রত অবস্থায় লাভ হয়। এই হেতু শুহুদ বা দর্শনের স্থায়ীত্বকে ইঁহারা মূল্য দিয়া থাকেন, এবং সদা আবির্ভাবকে দৌলত বা সম্পদতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে আবির্ভাবের পর অন্তর্হিতি হয় তাহা ইঁহাদের নিকট মূল্যহীন। এই হেতু খোদা ব্যতীত অন্যের বিস্মৃতি ইহাদের সর্বদাই বর্তমান থাকে এবং ইহাদের অন্তঃকরণ হইতে অন্যের চিন্তা চিরতরে নিবারিত হইয়া যায়। হ্যাঁ যাহাদের প্রারম্ভেই শেষ বস্তু প্রবিষ্ট তাহাদের জন্য উল্লেখিত পূর্ণতা কি আর অসম্ভব।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপ ও অতিরিক্ততা সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের পদ সুদৃঢ় রাখ ও কাফেরদিগের প্রতি আমাদিগকে বিজয়ী কর।

ওয়াচ্ছালাম।

৫৯ মকতুব

পীরজাদা খাজা মোহাম্মদ আবদুল্লাহের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, যাহা কিছু জ্ঞানে ধারণায় আত্মিক বিকাশ ও দর্শনে প্রকাশ পায় তাহা খোদা ব্যতীত অন্য বস্তুর অন্তর্ভূক্ত।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

স্নেহাস্পদ নয়ন-নন্দন, আপনি যে পত্র দিয়াছেন তাহা পাইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে ইতিপুর্বের ক্রীড়া কৌতুকসমূহ বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল কথার এখন কিছু মাত্র নাই। আমার মনের লক্ষ্য যে-'এছবাত' বা প্রমাণের দিকে যেন কোন কিছুই হস্তগত না হয়। জ্ঞান, চিন্তায় যাহা উপলব্ধি হয় তাহা 'লা' বা 'না' বক্যের নিম্নে প্রবিষ্ট হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইহাও লিখিয়াছেন যে, ইহা স্বেচ্ছায় হইতেছে; আশা করি যেন ইহা অনিচ্ছাকৃতও লাভ হয়।

হে মান্যবর, যাহা কিছু জ্ঞানে আসে ও ধারণা হয়, বরঞ্চ যাহা পরিদৃষ্ট ও বিকশিত হয়, তাহা বহির্জগতের হউক বা অন্তরজগতের হউক সবই অপরত্বের বৃত্তের অন্তর্ভূক্ত, এবং ক্রীড়া কৌতুকের শামিল। খেলাধুলার সহিত আকৃষ্ট হওয়া ব্যতীত ইহা আর অন্য কিছুই নহে। এই আর্কষণের অপসরণ যদি যত্ন সাধ্য হয়, অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া উহা সরাইতে হয়, তাহা হইলে উহা তরীকতের বা পথের অন্তর্ভূক্ত; এবং এল্‌মুল্ একীন বা জানিয়া বিশ্বাসের অন্তর্গত। তৎপর যে কোনভাবেই হউক যদি উহা বিনা যত্নে সংঘটিত হয় এবং কৃচ্ছসাধ্য নিবারণ হইতে স্বাভাবিক রূপে অপর বস্তু সমূহ নিবারিত হওয়ার পর্যায় উপনীত হয়; তখন তরিকৎ বা পথের সংকীর্ণতা হইতে মুক্তি লাভ করে এবং এলম্ বা জ্ঞানের ক্ষুদ্র পথ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া ফানা বা লয় প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করে। এ বিষয়টি বলিতে সহজ, কিন্তু উপনীত হইতে অত্যন্ত কঠিন, অবশ্য আল্লাহ পাক যাহার প্রতি সহজ করেন, তাহার জন্য উহা সরল। হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্বের সহিত যে সকল কার্যকলাপ সম্বন্ধিত, তাহা উহারও সম্মুখে, উহা নফী বা নিবারণ অতিক্রম করার পর বরং এছবাত (প্রমাণকরণ)-এর মাকাম নিবারিত হওয়ার পর, এবং এল্‌মুল্ একীনের পর উহা আয়নুল একীন বা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। জানিবেন যে, হকীকতের (প্রকৃত তত্ত্বের) সম্মুখে তরীকতের (পথের) কোনই মূল্য নাই, এবং এছবাত (প্রমাণ)-এর তুলনায় নফীর (নিবারণের) কোনই অস্তিত্ব নাই। যেহেতু 'নফী' (নিবারণ) সৃষ্ট পদার্থের সহিত সম্বন্ধিত, এবং 'এছবাত' অবশ্যম্ভাবী জাতের সহিত সম্পর্কিত। এছবাতের তুলনায় 'নফী' অপার সাগরের এক বিন্দু তুল্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। উল্লিখিত 'নফী' ও 'এছবাত' হাছিল হইলে বিশিষ্ট নৈকট্য অর্থাৎ বেলায়েতে কোব্‌রা পর্যন্ত উপনীত হয়। এই বেলায়েতে খাচ্ছা বা বিশিষ্ট নৈকট্য লাভ হওয়ার পর হয়তো সে উর্ধ্বারোহণ করিবে, অথবা অবতরণ করিবে। অবশ্য এই উর্ধ্বারোহণের জন্য অবতরণ করা অনিবার্য।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নুর পূর্ণ করিয়া দাও, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ব শক্তিমান। আপনাদের প্রতি এবং যাহারা মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম।

৬০ মকতুব

মোহাম্মদ তকীর নিকট তাহার পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার পত্রপাঠের সৌভাগ্য লাভ হইল। আপনি যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ হযরত ছিদ্দিক আক্‌বর(রাজিঃ)-এর খেলাফতের সত্যতার বিষয় এবং যাহা প্রথম জমানায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একতাবদ্ধ মত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যাহা শ্রেষ্ঠ জামানা ও খলিফা চতুষ্ঠয়ের শ্রেষ্ঠত্ব, যে তাঁহাদের খেলাফতের ক্রমানুযায়ী এবং ছাহাবাগণের মধ্যে যে সকল সংগ্রাম হইয়াছে তদ্বিষয় আমাদিগকে যে মৌনাবলম্বন করা উচিৎ তদ্দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এমামত বা শীয়া সম্প্রদায়ের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট এবং ইহা ছুন্নত জামাতের মতের অনুকূল।

হে মান্যবর, শীয়া সম্প্রদায়ের আলোচ্য বিষয়টি আমাদের দ্বীন বা ধর্মের শাখা প্রশাখা তুল্য, মূলবস্তু নহে। দ্বীনের আবশ্যকীয় বস্তু অন্য সকল, যাহা বিশ্বাস এবং আমলের সহিত সম্বন্ধ রাখে। এল্‌মে কালাম বা বিশ্বাস শাস্ত্র এবং " এলমে ফেকাহ্" যাহার জিম্মাদার। আবশ্যকীয় বস্তু পরিত্যাগ করতঃ অনাবশ্যকীয় বস্তুর মধ্যে লিপ্ত হওয়া নিজের জীবনকে অনর্থক কার্যে ব্যয় করা মাত্র। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, " আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার প্রতি বিমুখ হওয়ার চিহ্ন তাহার (বান্দার) অনর্থক কার্যে লিপ্ত হওয়া"। এমামতের আলোচনা যদি দ্বীনের আবশ্যকীয় ও মূল বস্তু হইত যেরূপ শীয়া সম্প্রদায় ভাবিয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্ পাক স্বীয় কালাম পাকে খেলাফতের নির্দেশ প্রদান করিতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে খলিফা নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। হুজুর পোরনূর (দঃ) ও এক ব্যক্তিকে খলিফা নির্দ্দিষ্ট করতঃ প্রকাশ্য ও অকাট্য বাণী দ্বারা তাহার খেলাফত কায়েম করিয়া দিতেন। কিন্তু যখন কোরআন ও হাদীছ এ বিষয়ের কোনরূপ গুরুত্ব অর্পণ বুঝা যাইতেছে না, তখন জানা যাইতেছে যে, এমামতের আলোচনা দ্বীন ইসলাম হইতে অতিরিক্ত বিষয়, মূল বিষয় নহে। অতিরিক্ত বিষয়ের আলোচনা ফাজিল বা বাচাল ব্যক্তিগণই করিয়া থাকে। শরীয়তের জরুরী বিষয় এতাধিক বর্তমান আছে যে, অতিরিক্ত বিষয় আলোচনার সুযোগ হয় না। প্রথমতঃ আমাদিগকে আকিদা বিশ্বাস বিশুদ্ধ না করিয়া উপায় নাই, যাহা আল্লাহ্ তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত (স্বয়ং তিনি) এবং ছেফাত (গুণাবলী) আফ্‌আল (কার্যকলাপ) সমূহের সহিত সম্বন্ধিত। আবার ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হইতে পয়গম্বর (দঃ) যাহা সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন এবং যাহা বিশ্বস্ত সূত্রে ও অসংখ্য ব্যক্তিগণের বর্ণনার দ্বারা জানা গিয়াছে, যথা পুনরুত্থান ও কেয়ামত প্রান্তরে সমবেত হওয়া, এবং পরকালের চিরস্থায়ী আজাব ও ছওয়াব ইত্যাদি এবং যাহা শরীয়াত কর্তার নিকট হইতে শ্রুত হইয়াছে তাহা সবই সত্য, ইহা না হইবার নহে। যদি এইরূপ বিশ্বাস লাভ না হয় তাহা হইলে পরকালে উদ্ধার

প্রাপ্ত হইবে না। দ্বিতীয়ত; ফেকাহের হুকুম সমূহ পালন না করিয়া উপায় নাই এবং ফরজ ওয়াজেব ছুন্নত মোস্তাহাব ইত্যাদি আদেশ মান্য না করিয়া নিস্তার নাই। শরীয়তের নির্দেশানুযায়ী হালাল (বৈধ) হারাম (অবৈধ) ভালভাবেই প্রতিপালন করা উচিৎ, ও শরীয়তের সীমারেখা সাবধানতার সহিত রক্ষা করা আবশ্যক। তাহা হইলে পরকালের আজাব বা শাস্তি হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবে। যখন বিশ্বাস এবং আমল বিশুদ্ধ হইবে, তখন ছুফিগণের তরীকা গ্রহণের পর্যায় আসিবে এবং কামালাতে বেলায়েত বা নৈকট্যের পূর্ণতা সমূহ প্রাপ্তির আশাধারী হইতে হইবে। এমামতের (খেলাফতের) আলোচনা দ্বীনের আবশ্যকীয় কার্য সমূহের তুলনায় পথে নিক্ষেপযোগ্য বস্তুতুল্য। ফলকথা শরীয়ত বিরোধীদল যখন এ বিষয় অতিরিক্ততা আরম্ভ করিয়াছে এবং হযরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর ছাহাবাগণের প্রতি দোষারোপ করিতেছে তখন বাধ্য হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ মুখবন্ধ লিখিত হইল। যেহেতু শরীয়তের উপর হইতে বিভ্রাট অপসারিত করা দ্বীনের একটি আবশ্যকীয় কার্য।

ঃ- ওয়াচ্ছালাম ঃ-

৬১ মকতুব

মৌলানা আহমদ বরকীর জন্য সান্ত্বনা প্রদানার্থে এবং মৌলানা হাছান বরকীকে তদস্থলে উপবেসনার্থে লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

হাম্‌দ ছালাত ও দোয়ার পর মরহুম মওলানা আহ্‌মদ (আঃ রঃ)-এর জন্য সান্ত্বনা প্রদান করিতেছি। উক্ত মওলানা ছাহেব এই জামানায় মোছলমানদিগের জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালার একটি নিশানী (নিদর্শন) এবং তাঁহার রহমত সমূহের একটি রহমত ছিলেন। হে খোদা, তাঁহার ছওয়াব হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না, এবং তাঁহার পরে আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিও না। বন্ধুগণের নিকট (ইহজগত হইতে) প্রস্থানকারীদিগের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। জনাব মরহুমের সন্তানাদি ও পরিবারবর্গের খেদমত খালেছ দোস্তগণের অবশ্য কর্তব্য। চেষ্টা করিবেন যাহাতে মরহুমের সন্তানগণ শিক্ষিত হয়, এবং শরীয়তের এল্‌ম দ্বারা সুসজ্জিত হয়, মরহুমের উপকারের বিনিময়ে তাহার সন্তানগণের প্রতি এহ্‌ছান (উপকার) কর্তব্য। "এহ্‌ছানের পরিবর্তে কি এহ্‌ছান নহে" (কোরান)।

জনাব মরহুমের আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিবেন, এবং তাঁহার সময় ও অবস্থাদীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। জেকেরের তরীকা ও হাল্‌কা এবং মনোনিবেশের মধ্যে যেন ব্যতিক্রম না ঘটে। বন্ধুগণ একত্র হইয়া উপবেশন পূর্বক পরস্পরের মধ্যে ফানী বা বিলীন হইবেন, তাহা হইলেই সংসর্গের উপকারিতা প্রকাশ পাইবে। ইতিপূর্বে এ ফকীর ঘটনাক্রমে

লিখিয়াছিল যে, উক্ত মওলানা মরহুম যদি কোন ছফরে গমন করেন তখন শায়েখ হাছানকে যেন তাঁহার স্থানে রাখিয়া যান। দৈবের লিখন তাঁহার এই ছফরই উদ্দেশ্য ছিল। এখনও আমি পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে শায়খ হাছানকে এই কার্যের জন্য নির্দিষ্ট পাইতেছি। একথা বন্ধুগণের কাহারও প্রতি যেন দুষ্কর না হয়। যেহেতু ইহা আমাদের বা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, আনুগত্য একান্ত আবশ্যকীয়। শায়েখ হাছানের তরীকা মওলানা মরহুমের তরীকার সহিত অধিকতর সম্পর্ক রাখে এবং মওলানা শেষ সময় এখান হইতে যে নেছবৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন শায়েখ হাছান তাহাতেও শরীক ছিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহার বিশেষ কিছু প্রাপ্ত হন নাই। যদিও তাহারা কাশফ ও শুহুদ (আত্মিক বিকাশ) প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তওহীদ এত্তেহাদ, (একত্ব) লাভ করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত দৌলত অন্য বস্তু উহার কার্যকলাপ বিভিন্ন। তাঁহাদের বিকাশ ইত্যাদিকে এ স্থলে এক যব মূল্যের পরিবর্তেও ক্রয় করেন না, এবং তাঁহাদের তৌহীদ, এত্তেহাদ হইতে এছতেগ্ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলকথা বন্ধুগণ যেন শায়েখ হাছানকে অগ্রগণ্য করিতে অপেক্ষা না করেন এবং তাহাকে শীর্ষস্থানীয় জানিয়া স্বীয় কার্যে লিপ্ত থাকেন। ভ্রাতঃ খাজা ওয়ায়েছ বন্ধুগণকে যেন ইহা বুঝাইয়া দেন এবং হাল্কায় মশ্গুল হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। যাহাতে শায়েখ হাছানের মনে উৎসাহ জন্মে। শায়েখ হাছানের উচিৎ তিনি যেন পীর ভাইগণের মন রক্ষা করিয়া চলেন, এবং ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখেন। ফেকাহ্র কেতাব আলোচনা যেন পরিত্যাগ না করেন এবং শরীয়তের বিধানুযায়ী হুকুম প্রচার করেন, ও ছুন্নতের প্রচলনের প্রতি উৎসাহ দান করেন ও বেদায়াত হইতে সাবধান করিয়া দেন। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কাঁদাকাটির অভ্যাস যেন পরিত্যাগ না করেন, নফ্ছ আম্মারা যেন প্রভুত্ব ও নেতৃত্বের সুযোগ লইয়া ধ্বংসে নিক্ষেপ না করে, এবং অন্তঃকরণকেও কুৎসিৎ করিয়া না দেয়। সকল সময় নিজেকে যেন অপূর্ণ ও ত্রুটিময় জ্ঞান করে এবং স্বীয় পূর্ণতার প্রতি যত্নবান থাকে। নফ্ছ ও শয়তান দুইটি প্রবল শত্রু গুপ্তস্থানে লুকিয়ে আছে। অতএব ইহা না হয় যে, পথের বাহিরে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মূল কথা শুন মোর, ওহে বন্ধুগণ,
তুমি শিশুতুল্য; ইহা রঙ্গিন ভবন।

আপনাদের তথা হইতে ভারতবর্ষ বহুদূরে, বৎসরে মাত্র একটি কাফেলা বা যাত্রীদল আসে এবং যায়, ও সংবাদ আদান প্রদান করে। অবস্থা লিখিতে থাকিবেন যদি, আসিতে না পারেন তাহা হইলে লিখিতে ভুলিবেন না। মিএগ্রা শায়েখ ইউছুফ আমাদের নিকটবর্তী এবং বহুদিন এ স্থানে ছিলেন; তিনি অনেক শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং ফানার তত্ত্বের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রত্যাবর্তনের প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশে গিয়াছেন। তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ও সুযোগ্য ব্যক্তি। আল্লাহ্ পাক তৌফিক প্রদানকারী। আপনি দূরে আছেন বলিয়া উপদেশে তাগিদ করা হইল। হুঁশিয়ার থাকিবেন, এবং কর্তৃত্বকে প্রাণের বিপদ তুল্য জানিয়া সর্বদা ভীত ও সশঙ্কিত থাকিবেন। এই কর্তৃত্বের লজ্জৎ প্রাপ্ত হইয়া যেন চির ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হইতে না হয়।

যে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপ ও কার্যের অতিরিক্ততা ক্ষমা কর ও পদ দৃঢ় কর, এবং কাফেরদিগের প্রতি আমাদিগকে সাহায্য কর। তাহারা (কাফেরগণ) যাহা বলিতেছে তাহা হইতে আপনার প্রতিপালক পবিত্র। তিনি সম্মান ইজ্জতের কর্তা। সমুদয় রছুলগণের প্রতি ছালাম। নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যাবতীয় প্রশংসা।

৬২ মকতুব

খান খানানের নিকট মানব জাতি যে সৃষ্টিগত ভাবে নাগরিকত্ব স্বভাবধারী তৎবিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য এবং তাহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি। যেহেতু আপনার সুখ-শান্তি মোছলমানদিগের এক বিরাট সম্প্রদায়ের সুখ-শান্তির কারণ। অতএব আপনার জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা করা তাহাদের সকলের জন্য দোওয়া করা তুল্য। হযরত নবীয়ে করিম (দঃ) -এর অছিলায় আপনার জন্য যাহা অনুপযুক্ত তাহা হইতে আল্লাহপাক আপনাকে রক্ষা করুন। আমি জানি যে, নক্সাবন্দিয়া বোজর্গগণের সহিত আপনার নিছক মহব্বত ও ভালবাসা আছে এবং আপনি তাঁহাদের তরিকাভুক্ত মুরীদ; এই হেতু কষ্ট দিতেছি।

হে মান্যবর, এই তরিকা অবলম্বী ব্যক্তি এতুদ্দেশে অতি অল্প সংখ্যক। বেদায়াতের বিস্তার হেতু এই দেশবাসীগণ ছুন্নতের দৃঢ় অনুগামী, এই তরীকার বোজর্গগণের সহিত অতি অল্প সম্বন্ধ বিশিষ্ট্য। অতএব এই তরীকার অনেকেই অদূরদর্শিতা হেতু অনেক বেদায়াত বা নতুন কার্য এই তরীকার অর্ন্তভুক্ত করতঃ উক্ত বেদায়াত কর্তৃক সর্বসাধারণের মন আকৃষ্ট করার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা ইহাকে স্বীয় জ্ঞানে তরীকার পূর্ণতা সাধন ভাবিতেছে। কিন্তু তাহা কখনই নহে; বরং তাঁহারা এই উচ্চ তরীকা ধ্বংস ও বিনষ্ট করার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা এই তরীকার বোজর্গগণের প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইতে সক্ষম হয় নাই। আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। সুতরাং যখন এই তরীকা অবলম্বীগণ অতি অল্প সংখ্যক, তখন মুরীদ ও বন্ধুগণের প্রতি এই তরীকার সাহায্য করাও খলিফাবৃন্দের ও তালেবগণের সহায়তা করা একান্ত কর্তব্য। যেহেতু মানবজাতি নাগরিক হিসাবে সৃষ্ট এবং স্বীয় আয়েশ আরামের জন্য প্রত্যেকেই স্বজাতির প্রতি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন, "হে নবী (দঃ) আল্লাহ্ পাক এবং আপনার অনুগামীগণই আপনার জন্য যথেষ্ট"। যখন মানব শ্রেষ্ঠ হুজুর (দঃ)-এর বিপদে আল্লাহ্ পাক মোমেনদিগকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তখন অন্য সকলের বিষয় আর কি বলা যাইবে। এ জামানার অধিকাংশ বিত্তশালীগণ ভাবিয়া থাকেন যে, দরবেশীর অর্থ বেশী আবশ্যক না থাকা; ইহা নহে।

'আবশ্যক' মানব জাতির সৃষ্টিগত; বরং যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মূলগত; বরঞ্চ মানবজাতির সৌন্দর্যই এই আবশ্যক। তাহার তুচ্ছতা ও দাসত্ব এই পথেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। কেননা যদি মানবজাতির আবশ্যক না থাকা ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাহার মধ্যে বেপরওয়া ও নির্ভীকতা সৃষ্টি হইবে এবং পাপ অনাচার সীমা অতিক্রম ও অবাধ্যতা ব্যতীত তাহার দ্বারা অন্য কিছুই সংঘটিত হইবে না। আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইছেন, "নিশ্চয়ই মানবজাতি যখন নিজেকে আবশ্যক শূন্য দর্শন করে, তখন সে সীমা অতিক্রম করে"।

ফলকথা ফকীরগণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ হইতে মুক্ত বলিয়া সরঞ্জামের প্রতি তাহাদের যে আবশ্যক আছে তাহা তাঁহারা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারীর প্রতি ন্যস্ত করেন এবং ব্যপ্ত দৌলত (পার্থিব সুখ শান্তি) সমূহকে আল্লাহ্ তায়ালার নেয়ামতের দস্তরখানা হইতে (অবদানের খাদ্য ভাণ্ডার) সমাগত বলিয়া জানেন এবং বাস্তবে দাতা ও নিবারক তাহাকেই ধারণা করেন। কিন্তু কতিপয় কৌশল ও উপকারিতার জন্য সরঞ্জামের মধ্যস্থতা বজায় রাখিয়াছেন, ও ভালমন্দ তাহার সহিত সম্বন্ধিত করিয়াছেন। অতএব এই বোজর্গগণও কৃতজ্ঞতা ও অনুযোগ উহার প্রতি বর্তাইয়াই থাকেন এবং ভালমন্দ বাহ্যতঃ তাহা হইতেই জানেন। কেননা সরঞ্জামের যদি কোনই অধিকার না থাকে তাহা হইলে এই বিরাট (পার্থিব) কারবার বিনষ্ট হইয়া যায়। "হে আমাদের প্রতিপালক ইহা তুমি অনর্থক সৃষ্টি কর নাই"।

তত্ত্ববিদ মারেফত প্রাপ্ত ভ্রাত; ছইয়েদ মীর মোহাম্মদ নো'য়মানকে তদঞ্চলে গণিমত (যথেষ্ট) জানিবেন। তাঁহার দোওয়া স্পর্শ মণিতুল্য। আমি ধারণা করি যে, তাঁহার তাওয়াজোহের ফয়েজ-বরকত দ্বারা আপনার দৌলত কায়েম আছে। সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে তাঁহাকে আপনার সাহায্যকারী হিসাবে পাইতেছি। প্রায় এক বৎসরেরও অধিক হইল তিনি আমার নিকট আপনার সৌন্দর্য সমূহের বিষয় গোপনে লিখিয়াছিলেন, এবং আমার প্রতি আপনার যে, মহব্বত ও এখলাছ আছে তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আরও লিখিয়াছিলেন যে, এখানকার সুবাদারী অন্যের প্রতি ন্যস্ত করা হইতেছে, ইহা লক্ষ্য ও সাহায্যের সময়। এ ফকির উক্ত পত্রপাঠ কালে এ বিষয় লক্ষ্য করায় আপনাকে উচ্চ মর্ত্তবাধারী প্রাপ্ত হইল। তখনই একব্যক্তি যাইতেছিল। উত্তরে এই কথা লিখিয়াছিলাম যে খান খানানকে " রফিউল কাদার" (উচ্চ পদধারী) পাইতেছি। অবশিষ্ট আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ন্যস্ত।

ওয়াচ্ছালাম-

৬৩ মকতুব

নূর মোহাম্মদ আমবালীর নিকট তাহার পত্রের উত্তরে লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, পীর বর্তমান থাকিতে যদি কোন তালেব (খোদা অন্বেষক) অন্য পীরের নিকট গমন করে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্ধান করে তাহা বিধেয় কি না ?

উত্তর ঃ- জানিবেন, যে উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌তায়ালা (খোদা প্রাপ্তি) এবং পীর আল্লাহ্ পর্যন্ত উপনীতির অবলম্বন ও অছিলা মাত্র। যদি কোন তালেব (অন্বেষক) অন্য পীরের নিকট সরল পথ দর্শন করে ও স্বীয় অন্তঃকরণ তাহার সংসর্গে আল্লাহ পাকের সহিত সম্মিলিত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইহা বিধেয় যে, পীর জীবিত থাকিতেই ও তাঁহার বিনা আদেশেই তালেব উক্ত পীরের নিকট গমন করে এবং তাহা হইতে সরল পথ গ্রহণ করে। কিন্তু উচিৎ যে, পূর্ববর্তী পীরকে অমান্য না করে ও তাহাকে সৎভাবে স্মরণ করে। বিশেষতঃ এ যুগের পীরি-মুরীদি যাহাতে বাহ্যিক রীতি-নীতি ও অভ্যাস ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এ কালের অধিকাংশ পীরগণ নিজেরই (উন্নতির-অবনতির) খবর রাখে না এবং ঈমান কুফরের পার্থক্য করিতে সক্ষম হয় না, তাহারা আল্লাহ তায়ালার বিষয় কি আর খবর রাখিবে এবং মুরীদকেই বা কোন পথ প্রদর্শন করাইবে।

জঠরের শিশু নহে নিজেই সজ্ঞান,
সে কি আর নিতে পারে পরের সন্ধান?

এই প্রকারের পীরের প্রতি নির্ভর করিয়া যে মুরীদ নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকে এবং অন্য পীরের নিকটে গমন না করে ও খোদা তায়ালার পথ অবগত না হয়, তাহার প্রতি সবিশেষ আক্ষেপ। ইহা শয়তানের প্রতারণা, যাহা নাকেছ বা অপূর্ণ পীরের জীবন রূপে আসিয়া তালেবকে আল্লাহ প্রাপ্তি হইতে বিরত রাখিতেছে। অতএব যে স্থলে সরল পথ ও মনের শান্তি লাভ হয়, তথায় অবিলম্বে গমন করা উচিৎ এবং শয়তানের ধোকা হইতে আল্লাহ তায়ালার রক্ষা কামনা করা আবশ্যক।

৬৪ মকতুব

খাজা আলী খানের পুত্র মোহাম্মদ মোমেনের নিকট লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আপনার অবস্থার যাহা উপযোগী নহে, তাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে রক্ষা করুন। "দুনইয়া মো'মেনের কারাগার" (হাদীছ)। যখন দুনইয়া মো'মেনের কারাগার, তখন কারাগারের অবস্থার অনুকূল কষ্ট, ব্যথা ও চিন্তা, বিপদ। এতএব অবস্থার বিপর্যয়ে মনে কষ্ট লইবেন না এবং আশা পূর্ণ না হইলে মনঃক্ষুন্ন হইবেন না। "নিশ্চয় কষ্টের সহিত ইষ্ট আছে। নিশ্চয় (উক্ত) কষ্টের সহিত আরো ইষ্ট আছে" (কোরান)। সুতরাং এক কঠোরতার সহিত দুইটি প্রশস্ততা বর্তান আছে বলিয়া আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন। অবশ্য দুনইয়া ও আখেরাতের (ইহ-পরকালের) প্রশস্ততাই কামনা করিয়াছেন।

"অসাধ্য কিছুই নয় দয়ালের তরে"।
(নিমিষে সাধিত হয় যাহা ইচ্ছা করে)

এখানকার অবশিষ্ট অবস্থা স্নেহাস্পদ মীর ছইয়েদ আবদুল বাকী আপনাকে মৌখিক অবগত করাইবেন। তিনি আপনার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতেছেন।

ওয়াচ্ছালাম।

৬৫ মকতুব

মাওলানা মোহাম্মাদ হাশেম খাদেমের নিকট লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

হাম্‌দ ছালাত এবং দোয়ার পর– এতদিনের মধ্যে আপনি স্বীয় অন্তর্জগতের কোন বিশিষ্ট খবর লিপিবদ্ধ করেন নাই, যাহাতে সন্তুষ্টির কারণ হইত। দুনইয়ার সকল কার্যকলাপ উপচয় রহিত। দুনইয়া এবং তাহাতে যাহা কিছু বর্তমান আছে তাহারা এরূপ মূল্যবান নহে যে, পরকালের স্মরণ পরিত্যাগ করতঃ কেহ এই অনর্থক কার্যে লিপ্ত হয়। অবশ্য আপনার উদ্দেশ্য সৎ হইতে পারে, "সৎ ব্যক্তিদিগের সৎকার্যও নৈকট্যধারীগণের পাপতুল্য"। এই হাদীছ শুনিয়া থাকিবেন। যাহা হউক সকল সময় অন্তর্জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। আনুষঙ্গিক বস্তু সমূহকে আবশ্যকীয় জানিবেন এবং আবশ্যকীয় বস্তু আবশ্যক মত গ্রহণ করিতে হয় (অর্থাৎ অধিক নহে)। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ এথাকার ফকিরগণের যদিও নির্দিষ্ট আয় নাই তথাপি বিনা চেষ্টায় ও বিনা পরিশ্রমে সচ্ছলভাবে চলিতেছে। আবশ্যকের অতিরিক্তই উপনীত হইতেছে। নতুন দিবস নতুন রুজী আমাদের অবস্থার অনুকূল। অবশিষ্ট অবস্থা আল্লাহ্ তায়লার শুকুর গুজারীর উপযোগী। কিছুদিন পূর্বে মহামারী দেখা দিয়াছিল। যাহার আজল (মৃত্যু) আসিয়াছিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, আল্লাহ্ চাহে এখন উহা অপসারিত হইয়াছে। ইহার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার শুকুর গুজারী ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছি; বরং যাবতীয় নেয়মতের জন্য।

ওয়াচ্ছালাম-

৬৬ মকতুব

তওবা এনাবতের বর্ণনায় খান খানানের নিকট লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য এবং তাহার নির্বাচিত দাসগণের প্রতি ছালাম।

এই মূল্যবান জীবন যখন পাপ দুষ্কৃতি ত্রুটি এবং অনর্থক কার্যে অতিবাহিত হইয়াছে, তখন তওবা এনাবত (ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রত্যাবর্তন)-এর কথা আলোচনা করাই শ্রেয় এবং পরহেজগারী ও সাধুতার বিষয় বাক্যালাপ করাই উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ পাক ফরামাইয়াছেন, "হে মোমেনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহ্ তায়ালার দিকে তওবা বা প্রত্যাবর্তন কর, অর্থাৎ ফিরিয়া যাও, তাহা হইলেই তোমরা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবে"। পুনরায় বলিয়াছেন, হে মোমেনগণ, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, নিছকভাবে (বিশুদ্ধ মনে) প্রত্যাবর্তন কর।

আশা করি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গোনাহের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) করিয়া দিবেন। অর্থাৎ পাপমুক্ত করতঃ বেহেস্তে (স্বর্গোদ্যানে) প্রবেশ করাইবেন, যাহার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। আবার আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন যে, তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপসমূহ পরিত্যাগ কর, অতএব গোনাহ হইতে তওবা করা ওয়াজেব বা কর্তব্য; বরং প্রত্যেকের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ফরজে আইন বা অবশ্য পালনীয়। ইহা মানবজাতির কাহারও যে আবশ্যক নাই, তাহা ধারণা করা যায় না। যেহেতু পয়গম্বর (আঃ)-গণও তওবা হইতে বেপরওয়া বা মুখাপেক্ষীরহিত নহেন। শেষ নবী ছইয়েদুল আম্বিয়া (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় অবস্থা এই যে, আমার অন্তরজগত তমসাচ্ছন্ন হয় এবং নিশ্চয়ই আমি দিবা-রাত্রির মধ্যে সত্তর বার (বহুবার) আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি"। সুতরাং যদি পাপাদী আল্লাহ্ তায়ালার দাবীর সহিত সম্বন্ধিত হয় এবং বান্দাগণের দাবীর প্রতি অত্যাচারিত না হয়; যেরূপ জেনা বা পরস্ত্রী গমন, মদ্যপান এবং গান-বাদ্য শ্রবণ ও পর নারী দর্শন ও ওজু ব্যতীত কোরান শরীফ স্পর্শকরণ ও নবআবিষ্কৃত মত পোষণ; তখন তাহা হইতে তওবা বা প্রত্যাবর্তন অনুতাপ এবং ক্ষমা প্রার্থনা ও আক্ষেপ ও আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ওজর আপত্তি জ্ঞাপন কর্তৃক করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন ফরজ কার্য পরিত্যাগ হয়, তখন তাহার তওবার সময় উহা আদায় (পালন) না করিয়া উপায় নাই। পক্ষান্তরে যদি পাপাদি বান্দার প্রতি অত্যাচার কর্তৃক সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাহার 'তওবা' উক্ত অত্যাচারিত বস্তু তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া, অথবা তাহার নিকট হইতে হালাল বা বৈধ করিয়া লওয়া এবং তাহার প্রতি এহছান বা উপকার ও তাহাদের জন্য দোয়া করা। যদি উক্ত মাল কিংবা ইজ্জতের মালিক মৃত ব্যক্তি হয় সেস্থলে উক্ত মৃত ব্যক্তির জন্য এস্তেগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা ও তাহার উপকারের কৃতজ্ঞতা করা এবং উক্ত মাল তাহার সন্তান বা ওয়ারিশদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি দ্বারা 'তওবা' করিতে হইবে। যদি তাহার ওয়ারিশগণ অজ্ঞাত হয় সেস্থলে তাহার মালের বা ক্ষতির পরিমাণ উক্ত মালিকের নিয়াতে বা যাহাকে বিনা কারণে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে তাহার নামে ফকির মিছকিনদিগের প্রতি বিলাইয়া দিতে হইবে। হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলিয়াছেন যে, আমি হযরত আবুবকর (রাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি এবং তিনি সত্যবাদী ব্যক্তি, তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন "কোন বান্দা যদি কোন পাপকার্য করে তৎপর সে দাঁড়াইয়া ওজু করে এবং নামাজ পাঠ করে ও আল্লাহ্ তায়ালার নিকট উক্ত গোনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তায়ালার প্রতি দায়িত্ব হয় যে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন। যেহেতু আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি অসৎ কার্য অথবা স্বীয় নফছের প্রতি জুলুম করে তৎপর আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহ্ তায়ালাকে গফুরুর রহীম বা ক্ষমাশীল দয়াময় প্রাপ্ত হইবে"। হযরত রছুল (ছঃ) অপর এক হাদীছে ফরমাইয়াছেন "যে

ব্যক্তি কোন পাপকার্য করে, তৎপর তাহার জন্য অনুতপ্ত হয়, উহা তাহার কাফ্ফারা (গোনাহের বিনিময়) হইয়া যায়"। আরও হাদীছে আসিয়াছে, যখন মানব বলে, হে খোদা আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি, তৎপর পুনরায় উক্ত কার্য করে এবং উক্তরূপ বলে, পুনরায় তৃতীয়বার আবার উক্ত কার্য করে তাহা হইলে চতুর্থবার তাহা (ক্ষমা প্রার্থনা) কবিরা গুনাহ্ বলিয়া লিখা যাইবে"। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, হযরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন দীর্ঘসূত্রিগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা বলে যে, অচিরেই তওবা করিতেছি, কিন্তু করে না। হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে অছিয়ৎ (উপদেশ প্রদান) করিয়াছিলেন যে "হে বৎস। তওবা করা আগামীকল্য পর্যন্ত বিলম্ব করিও না। কেননা মৃত্যু হঠাৎ তোমার নিকট আসিবে"। এমাম মোজাহেদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় তওবা না করিল, সে জালেম বা অত্যাচারীগণের অন্তর্ভুক্ত। এমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রাঃ) বলিয়াছেন "হারাম মাল এক পয়সা ফিরাইয়া দেওয়া একশত পয়সা খয়রাত হইতে শ্রেষ্ঠ"। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ছয়রত্তি রৌপ্য ফিরাইয়া দেওয়া আল্লাহর নিকটে ছয়শত বার মকবুল হজ্ব হইতে শ্রেষ্ঠ"। "হে আমাদের প্রতিপালক আমরা স্বীয় নফছের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি; যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ না কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইব"। হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক বলেন, –"হে আমার বান্দাগণ, আমি যাহা ফরজ করিয়াছি তাহা পালন কর, তুমি শ্রেষ্ঠ এবাদতকারী হইবে এবং আমি যাহা নিষেধ করিয়াছি, তাহা হইতে বিরত থাক; তুমি শ্রেষ্ঠ পরহেজগার হইবে এবং আমি যাহা 'রেজেক' প্রদান করিয়াছি তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাক, তুমি শ্রেষ্ঠ ধনী হইবে"। আরও তিনি হযরত (দঃ) আবু হোরায়রা (রাজিঃ)–কে বলিয়াছেন "তুমি পরহেজগার হও, শ্রেষ্ঠ এবাদতকারী হইবে"। হযরত হাছান বছরী (রহমাতুল্ল্যা আলাইহে) বলিয়াছেন, "এক জর্রা[১] পরিমাণ পরহেজগারী (গোনাহ্ হইতে বিরত থাকা) (২) এক সহস্র মেছকাল নামাজ রোজা হইতে উৎকৃষ্ট। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, "আগামীকল্য অর্থাৎ হাসরের দিবস আল্লাহ্ তায়ালার সহিত উপবেশনকারী পরহেজগার ও নির্লিপ্ত ব্যক্তিগণ হইবেন"। আল্লাহ্ পাক হজরত মুছা (আঃ)-এর নিকট 'অহি' প্রেরণ করিয়াছেন যে, "পরহেজগারীর (পাপ হইতে বিরতির) ন্যায় কোন নৈকট্যধারী কোন বস্তু কর্তৃক আমার নৈকট্যলাভ করিতে সক্ষম হয় না"। আল্লাহ্ তায়ালার এল্মধারী আলেমগনের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন যে, কাহারও পরহেজগারী পূর্ণ হইবে না, যে পর্যন্ত সে নিজের প্রতি এই দশ বস্তু ফরজ না করে। উহার প্রথমতঃ গীবত হইতে স্বীয় রসনাকে রক্ষা করা, দ্বিতীয়তঃ অন্যের প্রতি অসৎ ধারণা করা হইতে বিরত থাকা, তৃতীয়তঃ কাহারো প্রতি তিরস্কার করা হইতে রক্ষা পাওয়া, চতুর্থত; হারাম হইতে চক্ষু অবনত করা, পঞ্চমতঃ সত্য কথা বলা, ষষ্ঠতমঃ নিজের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ

টীকা ঃ (১) জর্রাঃ এক যবের শতভাগের এক ভাগকে জর্রা বলে। (২) মেছকালঃ সাড়ে চার মাসা অর্থাৎ একের তিন তোলায় ১ মেছকাল হয়।

সমূহের পরিচয় লাভ করা। যাহাতে আত্মগরিমা আসিতে না পারে। সপ্তমতঃ স্বীয় ধনদৌলত সৎপথে ব্যয় করা, অসৎ পথে ব্যয় না করা, অষ্টমতঃ স্বীয় উচ্চতা ও অহংকার কামনা না করা। নবমতঃ নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখা, দশমতঃ ছুন্নত জামাতের প্রতি অটল থাকা।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা কর, তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম।

হে মান্যবর–হে স্নেহস্পদ, যদি যাবতীয় গুনাহ হইতে তওবা লাভ হয় এবং সকল হারাম ও সন্ধিগ্ধ বস্তু হইতে পরহেজগারী বা বিরতি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে উহা অতি উচ্চ নেয়ামত ও চরম দৌলত। অন্যথায় কতিপয় গুনাহ হইতে তওবা করা ও কতেক হারাম বস্তু হইতে বিরত থাকাও যথেষ্ট। হয়তো ইহার বরকত ও নূর অন্যগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় হারাম ও গুনাহ্ হইতে তওবা ও পরহেজ করার তৌফিক ও সুযোগ লাভ হইতে পারে। যাহার সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা সমস্তও পরিত্যক্ত নহে।

হে খোদা, ছইয়েদুল মুরছালীন ও কায়েদুল[১] গোর্রেল মুহাজ্জালীন (দঃ)-এর অছিলায় তোমার মর্জি ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমাদিগকে চলিবার শক্তি প্রদান কর, এবং তোমার দ্বীন-শরীয়তের প্রতি আমাদিগকে অটল রাখ। হযরত (দঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম।

৬৭ মকতুব

খান জাহানের নিকট আহ্‌লে ছুন্নত জামাতের আকীদা, বিশ্বাসের বিষয় লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

অনুগ্রহপূর্বক এ ফকিরের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা উপনীত হইয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালার শুকুর গুজারী যে, (সাধু ব্যক্তিগণের প্রতি) পূর্ণ সন্দেহের জমানায়, সৌভাগ্যবান, বিত্তশালী ব্যক্তিগণ স্বীয় জন্মগত ভদ্রতানুযায়ী সম্বলহীন ফকিরগণের সহিত সম্পর্ক রহিত হওয়া সত্ত্বেও যে-নম্রতা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাস রাখিতেছেন ইহা অতি উচ্চ নিয়ামত যে, বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক উক্ত দৌলত লাভের প্রতিবন্ধক হয় নাই ও নানাবিধ লক্ষ্য ইহাদের মহব্বত হইতে বিরত রাখে নাই; এই অবদানের কৃতজ্ঞতা পালন কর্তব্য এবং আশাধারী হইয়া থাকা উচিৎ। যেহেতু "যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সঙ্গে" নবীয়ে করিম (দঃ)-এর পবিত্র বাণী।

হে সৌভাগ্যবান ভ্রাতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উদ্ধারপ্রাপ্ত, বৃহত্তম সংখাগরিষ্ঠ

টীকা ঃ (১) শুভ্র ললাট ও হস্তপদ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নায়ক।

দল, আহ্‌লে ছুন্নত জামাতের মতানুযায়ী আকিদা- বিশ্বাস বিশুদ্ধ না করিয়া উপায় নাই। তাহা হইলে পরকালে উদ্ধার লাভ হইবে। অসৎ বিশ্বাস যাহা আহ্‌লে ছুন্নতের মতের বিপরীত, তাহা প্রাণনাশক বিষতুল্য। উহা চিরস্থায়ী মৃত্যু ও অনন্তকালের আজাবের (শাস্তির) পর্যায় উপনীত করে। আমলের মধ্যে অবহেলা করিলে ক্ষমা প্রাপ্তির আশা আছে; কিন্তু আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে অবহেলা হইলে ক্ষমার কোনই অবকাশ নাই। "নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার সহিত শেরেক বা সমকক্ষ স্থাপন করিলে তাহাকে ক্ষমা করিবেন না, ইহা ব্যতীত অন্য বিষয় সমূহে যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন" (কোরান)। আহ্‌লে ছুন্নত জামাতের আকিদা বিশ্বাস সংক্ষিপ্ত ভাষায় আমি বর্ণনা করিতেছি, তদানুযায়ী স্বীয় বিশ্বাস ও অভিমত বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করা উচিত যেন, ইহার প্রতি অটল ও দৃঢ় রাখেন।

(১ম আকিদা) জানিবেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় অনাদী জাত কর্তৃক (স্বয়ং) অস্তিত্ববান এবং অন্য সকল বস্তু তাঁহার সৃষ্টি কর্তৃক মওজুদ বা অস্তিত্বধারী ও নাস্তি হইতে অস্তিত্ব প্রাপ্ত। অতএব আল্লাহ্ তায়ালা 'অনাদী' এবং অন্য সকল বস্তু আদী যুক্ত ও নবজাত। সুতরাং যে বস্তু অনাদী তাহাই চিরস্থায়ী ও অনন্ত এবং যাহা নতুন ও আদীযুক্ত তাহাই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। অর্থাৎ তাহা সকল সময় ধ্বংসের সম্মুখীন।

(২য় আকিদা) আল্লাহ্ পাক এক, তাঁহার সমকক্ষ নাই, অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বধারী হিসাবে হউক অথবা এবাদতের উপযোগী হিসাবে হউক, তিনি সমকক্ষবিহীন। তিনি ব্যতীত অন্য কেহই অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের উপযোগী নহে, এবং এবাদতের যোগ্যতাও অন্য কেহই রাখে না।

(৩য় আকিদা) তাঁহার যাবতীয় পূর্ণতাগুণ আছে। তন্মধ্যে 'হায়াত' বা জীবনীশক্তি, 'এল্‌ম' বা জ্ঞান 'কোদরৎ' বা ক্ষমতা, 'এরাদৎ' বা ইচ্ছা শক্তি, 'ছামা' বা শ্রবণ শক্তি, 'বছর' বা দর্শন শক্তি, 'কালাম' বা বাকশক্তি, তাকবীন বা সৃষ্টিশক্তি, এই ছেফাত সমূহ কদীম ও আজালী বা প্রাচীন ও অনাদী গুণসম্পন্ন ও ইহারা আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত দণ্ডায়মান। নবজাত বস্তু সমূহের সহিত সম্পর্ক ছেফাত সমূহের অনাদিত্বের মধ্যে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটাইতে সক্ষম হয় না। সম্পর্কিত বস্তুর নতুনত্ব ইহাদের চিরস্থায়ীত্বের প্রতিবন্ধক হয় না। দার্শনিক ও মো'তাজেলী সম্প্রদায় অজ্ঞতা ও অন্ধতাবশতঃ সম্পর্কিত বস্তুর নতুনত্ব সম্পর্কধারীর প্রতি পরিচালিত করে এবং পূর্ণতা গুণসমূহ নিবারণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা আল্লাহ্ তায়ালাকে আংশিক ক্ষুদ্র বস্তুসমূহের অবগতি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেনা। যেহেতু উহাতে পরিবর্তন হওয়া অনিবার্য হয়, যাহা নুতনত্বের চিহ্ন। তাহারা ইহা অবগত নহে যে গুণসমূহ অনাদিই থাকে এবং নুতন সম্পর্কিত বস্তু সমূহের সহিত গুণ সমূহের সম্পর্ক নুতন হয়।

(৪র্থ আকিদা) যাবতীয় অসৎ ও ক্রটিসম্পন্ন গুণসমূহ আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাত হইতে বিচ্ছিন্ন, এবং তিনি আশ্রয় নিরপেক্ষ ও আশ্রয় সাপেক্ষ ও শরীরযুক্ত হওয়া গুণ ও

তদানুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় হইতে পবিত্র। তথায় কাল, স্থান ও দিকের কোনই অবকাশ নাই; যেহেতু ইহারা সবই তাঁহার সৃষ্ট বস্তু। অবগতিরহিত ব্যক্তি তাঁহাকে আর্শের উর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া ব্যক্ত করে, এবং উর্ধ্বদিকে আছেন প্রমাণ করে। আর্শ ও তথাকার অন্য সবই নুতন ও সৃষ্টবস্তু, অতএব সৃষ্ট ও নুতন বস্তুর কি শক্তি যে স্বীয় অনাদি সৃষ্টিকর্তার স্থান ও আবাস হইতে সক্ষম হয়। এইমাত্র যে আর্শ-সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং যাবতীয় সম্ভাব্য বস্তু হইতে উহাতে উজ্জ্বলতা ও ছাফাই বা নির্মলতা অধিকতর। অতএব উহা দর্পণতুল্য বটে যাহাতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার আজমত কিবরীয়াই বা উচ্চতা ও মহত্ত্বের বিকাশ ও আবির্ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই আবির্ভাবের কারণেই উহা আল্লাহ্র আর্শ বা সিংহাসন নামে অভিহিত। নতুবা আর্শ ও অন্য সকল বস্তু আল্লাহ্ তায়ালার সহিত সম্বন্ধে সমতুল্য, কেননা সবই তাহার সৃষ্ট বস্তু। এইমাত্র প্রভেদ যে, 'আর্শ' তাঁহার দর্পণতুল্য হওয়ার যোগ্যতাধারী এবং অন্য সকল বস্তুর মধ্যে তাহা নাই। দর্পণের মধ্যে কোন ব্যক্তির আকৃতি দৃষ্ট হইলে, ইহা বলা যাইবে না যে, উক্ত ব্যক্তি দর্পণের মধ্যে বর্তমান আছে, বরং উক্ত ব্যক্তি দর্পণ ও অন্যান্য সম্মুখীন বস্তুসমূহের সহিত তুল্য সম্পর্কধারী। গ্রহণযোগ্যতার তারতম্য মাত্র, দর্পণ ব্যক্তির ছবি গ্রহণ করিতে সক্ষম এবং অন্য বস্তু সকল উক্ত যোগ্যতারহিত।

(৫ম আকিদা) আল্লাহ্ পাক 'দেহ'ধারী ও 'শরীরী নহেন এবং আশ্রয় নিরপেক্ষ ও আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুও নহেন। সীমাবদ্ধ ও অনন্ত ও দীর্ঘ-প্রস্থ, উচ্চ বা খর্ব নহেন। প্রশস্ত বা সংকীর্ণও নহেন। তিনি বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত বটে, কিন্তু উক্ত বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা আমাদের জ্ঞানের বর্হিভূত। তিনি যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন, কিন্তু তাহা আমাদের অনুভূতির উর্ধ্বে, তিনি সকল বস্তুর নিকটে আছেন বটে, কিন্তু উক্ত নৈকট্য আমাদের জ্ঞানগম্য নহে। আমাদের সঙ্গে আছেন, কিন্তু উহা প্রচলিত সর্বজনবিদিত সঙ্গতা নহে।

আমরা ঈমান আনি ও বিশ্বাস করি যে, তিনি প্রসারিত, বিস্তৃত, বেষ্টনকারী, নিকটবর্তী ও আমাদের সহিত আছেন, কিন্তু উল্লিখিত গুণসমূহ কি প্রকারের তাহা আমরা জানিনা। আমরা যাহা জানিতেছি তদ্রূপ অর্থ করিলে আল্লাহ্ তায়ালাকে যাহারা শরীরী বলিয়া প্রমাণ করে তাহাদের মধ্যে পদক্ষেপ করা হয়।

(ষষ্ঠ আকিদা) আল্লাহ্ তায়ালা কোন বস্তুর সহিত একত্রিত নহেন এবং কোন বস্তু তাঁহার সহিত এক হইয়া যায় না। কোন বস্তু তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করে না, এবং তিনিও কোন বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হন না। খণ্ড ও অংশ হওন, তাঁহার জন্য অসম্ভব সংমিশ্রণ ও দ্রবিভূত হওন তদীয় পাক জাতে দুষ্কর ও নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তায়ালার অনুরূপ ও সমশ্রেণীভুক্ত কেহই নাই। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র নাই। তাঁহার জাত ও ছেফাত সমূহ রকম প্রকারবিহীন, এবং আনুরূপ্য ও নিদর্শন রহিত। এইমাত্র জানি যে, আল্লাহ্ তায়ালা আছেন, এবং তিনি যেরূপ নিজের প্রশংসা করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার নাম ও পূর্ণতা গুণাবলী বর্তমান আছে। কিন্তু তন্মধ্যে যাহা আমাদের জ্ঞানগম্য ও অনুভূত হয় ও আমাদের ধারণা বা বুদ্ধি দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয় তাহা

হইতে তিনি পবিত্র ও মহান; ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, চক্ষু তাঁহাকে অনুভব করিতে সক্ষম হয় না।

মহীয়ান দরবারের দূরদর্শী যাঁরা
'আছেন' বলিয়া ক্ষান্ত হয়েছেন তাঁরা।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র নাম সমূহ তওকিফী'' (বিবরণ সাপেক্ষ) অর্থাৎ শরীয়তকর্তা হযরত রছুল (দঃ)-এর নিকট হইতে শ্রবণের প্রতি নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি যে নাম প্রয়োগ করা শরীয়তে বর্ণিত আছে, তাহাই প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং যাহার বর্ণনা নাই তাহা প্রয়োগ করা যাইবে না। যদিও উক্ত নামের মধ্যে অর্থের পূর্ণতা নিহিত থাকে। অতএব তাঁহাকে জওয়াদ (দাতা) বলা যাইবে, যেহেতু ইহা শরীয়তে প্রচলিত আছে এবং 'ছখী' (প্রদানকারী) বলা যাইবে না, যেহেতু শরীয়তে উহা বর্ণিত নাই।

(৭ম আকিদা) পবিত্র ''কোরআন'' আল্লাহ্ তায়ালার বাক্য। বর্ণ ও শব্দের পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া আমাদের পয়গম্বর (দঃ)-এর প্রতি উহা নাজিল বা অবতারিত হইয়াছে, এবং তদ্বারা আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাগণকে আদেশ-নিষেধ করিয়াছেন। যেরূপ আমরা আমাদের মনোভাব রসনা-তালুর সাহায্যে বর্ণ ও শব্দের পোশাক পরিধান করাইয়া প্রকাশ করিয়া থাকি, এবং প্রাণের গুপ্ত উদ্দেশ্য সমূহ প্রকাশ্য ময়দানে ব্যক্ত করি, তদ্রূপ আল্লাহ্ পাক তদীয় বাক্য রসনা তালু ব্যতীরেকেই স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতা বলে বর্ণ ও শব্দের পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া স্বীয় বান্দাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ও গুপ্ত আদেশ নিষেধাদি উক্ত বর্ণ ও শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব উল্লিখিত দুই প্রকারের বাক্যই আল্লাহ্ তায়ালার বাক্য। "কালামে নফ্ছী" (তদীয় গুপ্ত বাক্য) ও 'লফ্জী' (শব্দ জাত প্রকাশ্য বাক্য) এই উভয় প্রকারের বাক্যকে প্রকৃতভাবে আল্লাহ্ তায়ালার বাক্য বলা যাইবে। যেরূপ আমাদের মনের কথা ও শব্দজাত কথা, উভয়েই প্রকৃত পক্ষে আমাদেরই কথা। ইহা নহে যে প্রথমটি অর্থাৎ অন্তরের কথাই প্রকৃত কথা এবং দ্বিতীয়টি ভাবগত কথা, কেননা ভাবগত অর্থকে নিবারণ করা যাইতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালার শব্দজাত বাক্যকে নিবারণ করা এবং আল্লাহ্র কালাম নহে বলা কুফর। পূর্ববর্তী পয়গম্বর (আঃ)-গণের প্রতি যে সকল কেতাব ও ছহিফা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ তায়ালার বাক্য এবং কোরআন শরীফেও উক্ত কেতাব ও ছহিফা সমূহে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সবই আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ও নির্দেশাবলী। স্বীয় বান্দাগণকে তিনি প্রত্যেক জমানার উপযোগী দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন।

(৮ম আকিদা) বেহেস্তে বা স্বর্গোদ্যানে মুমিনগণ আল্লাহ্ তায়ালাকে দিক্‌শূন্য মুখামুখি এবং রকম প্রকার ও বেষ্টন রহিত হিসাবে দর্শন করা সত্য, আমরা ঈমান আনি ও বিশ্বাস করি যে, পরকালে দর্শনলাভ হইবে। কিন্তু কিভাবে ও কি প্রকারে, তাহার অনুসন্ধানে লিপ্ত হইব না। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন প্রকারবিহীন। এই প্রকারসম্ভূত জগতবাসীদিগের প্রতি উহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ হইবার নহে। বিশ্বাস করা ব্যতীত ইহাদের ভাগ্যে অন্য কিছুই

নাই। দার্শনিক ও মো'তাজেলী ও অন্যান্য বেদয়াতী সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ অনুতাপ যে, তাহারা বঞ্চিত ও অন্ধতাহেতু পরকালের দর্শন অস্বীকার করিয়া থাকে, এবং অদৃশ্যকে দৃশ্যের সহিত তুলনা করে। এ পর্যন্ত যে, তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস সৌভাগ্য লাভ করিতেও সক্ষম হয় না।

(৯ম আকিদা) আল্লাহ্ তায়ালা যেরূপ স্বীয় বান্দাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ তাহাদের ভালমন্দ এবং যাবতীয় কার্যকলাপকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আল্লাহ্ তায়ালার 'তক্‌দির' বা নির্ধারণ। অবশ্য তিনি সৎকার্যে সন্তুষ্ট এবং অসৎকার্যে অসন্তুষ্ট। কিন্তু উভয়কার্যই তাঁহার ইচ্ছা কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি শুধু অসৎকার্যের সম্বন্ধ চরম অসম্মানী, অতএব উক্তরূপ সম্বন্ধ প্রদান করা উচিৎ নহে এবং তিনি মন্দের স্রষ্টা বলা সমীচিন নহে, বরং বলিতে হইবে যে, তিনি ভালমন্দের সৃষ্টিকর্তা। যেরূপ আল্লাহ্ তায়ালাকে সকলের সৃষ্টিকর্তা বলিতে হয়; শুধু মলমুত্র ও শুকর ইত্যাদির স্রষ্টা বলা সঙ্গত নহে। ইহা তাঁহার সম্মান রক্ষার্থে বলিতে হয়। মো'তাজেলীগণ দুই স্রষ্টাবাদী বলিয়া বান্দাগণকে স্বীয় কার্যসমূহের স্রষ্টা বলিয়া থাকে, এবং কার্যের ভাল-মন্দ তাহাদের প্রতি সম্বন্ধ করে কিন্তু শরীয়ত এবং জ্ঞান উভয়েই ইহা অস্বীকার করে। অবশ্য সত্যবাদী আলেমগণ বান্দার ক্ষমতাকে তাহাদের কার্যে অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন, এবং 'অর্জনগুণ' বান্দার মধ্যে আছে বলিয়া প্রমাণ করেন। যেহেতু রায়শা (অর্ধাঙ্গহেতু অনিচ্ছায় হস্তকম্পন) রোগগ্রস্থের স্পন্দন ও সুস্থ ব্যক্তির স্বেচ্ছায় স্পন্দনের মধ্যে প্রকাশ্য প্রভেদ রহিয়াছে। রোগগ্রস্থের স্পন্দনের মধ্যে বান্দার অর্জনের কোনই অধিকার নাই এবং স্বেচ্ছায় স্পন্দনের মধ্যে বান্দার অধিকার আছে। এই পার্থক্যের কারণেই বান্দার প্রতি ধর পাকড় (শাস্তি) হইবে এবং ছওয়াব বা পারিতৌষিক ও আজাব বা দণ্ড প্রবর্তিত হইবে। অধিকাংশ ব্যক্তি বান্দার ক্ষমতা এবং এখ্‌তিয়ারের বা অধিকারের মধ্যে ইতঃস্তত করে। তাহারা বান্দাগণকে অসমর্থ্য এবং অক্ষম ধারণা করে। তাহারা আলেমগণের বাক্যের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই। বান্দার ক্ষমতা ও এখ্‌তিয়ার প্রমাণ করার অর্থ ইহা নহে যে, বান্দা যাহা ইচ্ছা করে তাহা করিতে পারে এবং যাহা ইচ্ছা না করে তাহা না করিতে পারে। যেহেতু ইহাও দাসত্বের বিপরীত কথা; বরং ইহার অর্থ এই যে, বান্দার প্রতি যাহা দায়িত্ব আছে, সে তাহা পালন করিতে সক্ষম। যথা পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পঠন, সে উহা পালন করিতে সক্ষম এবং এক চত্তারিংশৎ অংশ জাকাত প্রদান করিতে সে সমর্থ। দ্বাদশ মাসের মধ্যে এক মাস রোজা রাখিতে সে ক্ষমবান এবং পাথেয় ও যানবাহনসহ জীবনে একবার মাত্র হজ্ব করিতেও সে শক্তিমান। এইরূপ শরীয়তের অবশিষ্ট যাবতীয় বিধানকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে—আল্লাহ পাক পূর্ণ অনুগ্রহবশতঃ বান্দার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাদের মধ্যে সরলতা ও অকাঠিন্য প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ্ পাক তোমাদের সহিত সরলতার ইচ্ছা করেন, তোমাদের প্রতি কাঠিন্যের ইচ্ছা করেন না"। অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রতি সহজ করিতে ইচ্ছা করেন, কৃচ্ছ্রসাধ্য করিতে ইচ্ছা

করেন না। পরন্তু তিনি ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের প্রতি লঘুত্ব কামনা করেন এবং মানব জাতি অতি দুর্বল সৃষ্ট হইয়াছে"। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা যে, কঠিন দায়ীত্বসমূহ তোমাদের প্রতি হাল্কা বা লঘু করেন এবং মানব জাতি দুর্বল আকারে সৃষ্টি হইয়াছে। আকাংখিত বস্তু হইতে বিরত থাকার ধৈর্য তাহার নাই এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য দায়িত্বসমূহ বহন করিতে সে অক্ষম।

(১০ম আকিদা) পয়গম্বর (আঃ)-গণ সকলেই আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হইতে খল্কুল্লাহ বা সৃষ্ট জীবগণের প্রতি প্রেরিত, যাহাতে তাঁহারা খল্কুল্লাহ্কে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে আহ্বান করেন এবং গোমরাহী (ভ্রষ্টতা) হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। যাহারা ইঁহাদের আহবান গ্রহণ করিল, তাহাদিগকে ইঁহারা বেহেস্তের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং যাহারা অস্বীকার করিল তাহাদিগকে দোজখের ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহারা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে যাহা অবগত করাইতেছেন ও প্রচার করিতেছেন তাহা সবই সত্য ও সঠিক। তাহাতে অন্যথার অবকাশ নাই। ইঁহাদের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ); তাঁহার দ্বীন বা ধর্ম পূর্ব্ববর্তী সমস্ত ধর্ম মন্ছুখ বা রদ-রহিত কারী। তাঁহার কিতাব (পবিত্র কোরআন) পূর্ববর্তী সকল কিতাব হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহার শরীয়ত বা ধর্মের উচ্ছেদকারী নাই; কেয়ামত পর্যন্ত ইহা বর্তমান থাকিবে। ঈছা (আঃ) যখন অবতরণ করিবেন তখন তাঁহার (হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর) শরীয়ত অনুযায়ী আমল করিবেন এবং তাঁহার উম্মতরূপে থাকিবেন।

(১১শ আকিদা) হযরত নবীয়ে করিম (দঃ) পরকালের অবস্থা সমূহের বিষয়ে যাহা সংবাদ প্রদান করিয়াছেন তাহা সবই সত্য। কবরের (সমাধির মধ্যে) আজাব ও কবরের সংকোচন ও চাপ প্রদান এবং মোন্কার, নকীর নামক ফেরেস্তাদ্বয়ের প্রশ্ন, ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হওয়া, আছ্মান (আকাশ) সমূহ বিদীর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হওয়া, তারকারাজি নিক্ষিপ্ত হওয়া ও ভূ-মণ্ডল ও পর্বতসমুহ উত্থিত হওয়া এবং উহা খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া ও পুনরুত্থান, ও বিক্ষিপ্তি ও আত্মাসমূহের পুনরায় দেহে প্রবেশ, রোজ কিয়ামতের ভূমিকম্প, কিয়ামত দিবসের সন্ত্রাস; যাবতীয় আমল ও কার্যকলাপের হিসাব, কর্মসমূহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষী প্রদান, প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামাসমূহ উড্ডীয়মান হওয়া, নেক আমলনামা দক্ষিণ হস্তে ও বদ (অসৎ) আমলনামা বাম হস্তে উপনীত হওয়া, সৎ ও অসৎ কার্যসমূহ পরিমাপকরণ ও উহার নূনাধিক্য অবগতির জন্য মিজান বা দাড়িপাল্লা স্থাপন, যদি পাল্লা ভার বা গুরু হয় তাহা উদ্ধার প্রাপ্তির চিহ্ন এবং যদি লঘু হয়, তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিদর্শন, কিন্তু উক্ত পাল্লার গুরুত্ব ও লঘুত্ব পার্থিব পাল্লার বিপরীত। অর্থাৎ তথায় যদি পাল্লা উর্ধ্ব দিকে উত্থিত হয় তাহা হইলে তাহা ভার বলিয়া জানা যাইবে এবং যাহা নিম্নদিকে যায় তাহা হাল্কা।

(১২শ আকিদা) প্রথমতঃ পয়গম্বর (আঃ)গণ তৎপর নেককারগণ আল্লাহ্ তায়ালার আদেশক্রমে মোমেন গোনাহ্গারগণের শাফায়াৎ বা সুপারিশ করিবেন, ইহা সত্য। হযরত (দঃ)- ফরমাইয়াছেন, " আমার উম্মতের কবীরা গুনাহ্গারদিগের জন্য আমার শাফায়াত"।

(১৩শ আকিদা) দোজখের পৃষ্ঠদেশে পুলছেরাত (সেতু পথ) অবস্থিত হইবে, মো'মেনগণ উহা অতিক্রম করিয়া বেহেস্তে গমন করিবেন এবং কাফেরগণ পদস্খলিত হইয়া দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা বাস্তব ও সত্য।

(১৪শ আকিদা) বেহেস্ত মোমেনগণের সুখ-শান্তির জন্য ও দোজখ কাফেরদিগের শাস্তির জন্য নির্মিত হইয়াছে। উভয়ই আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টবস্তু এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে, ধ্বংস হইবে না। হিসাব সমাপ্ত হইবার পর মোমেনগণ বেহেস্তে প্রবেশ করিবেন এবং তাঁহারা তথায় চিরকাল অবস্থান করিবেন, তথা হইতে বহিষ্কৃত হইবেন না। তদ্রূপ কাফেরগণ দোজখে যাইবে, তথায় চিরকাল থাকিবে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করিবে। তাহাদিগের আজাবের লাঘবতা জায়েজ নহে। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "তাহাদিগের আজাব হাল্কা হইবে না এবং তাহাদিগেকে সময়ও দেওয়া যাইবে না। যাহার অন্তঃকরণে কণা পরিমাণ ঈমান বর্তমান আছে, পাপের আধিক্য হেতু যদিও তাহাকে দোজখে লইয়া যাওয়া হইবে এবং পাপের পরিমাণানুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হইবে, কিন্তু অবশেষে তাহাকে দোজখ হইতে বাহির করা হইবে এবং দোজখে অবস্থানকালীন তাহার মুখমণ্ডল কাফেরদিগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইবে না ও তাহাকে বেড়ি, হাতকড়া ইত্যাদিও পরান হইবে না। ইহা তাহার ঈমানের সম্মানার্থে করা হইবে।

(১৫শ আকিদা) ফেরেস্তাগণ আল্লাহ্তায়ালার বান্দা ও দাস, ইঁহারা সম্মানী। তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্তায়ালার হুকুম অমান্য করা জায়েজ নহে। তাঁহারা যে বিষয় আদিষ্ট হন, তাহাই করিয়া থাকেন। ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী হওয়া হইতে পবিত্র সন্তান-সন্ততি হওয়া ইঁহাদিগের জন্য নিবারিত। ইঁহাদিগের কেহ কেহ আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত হিসাবে নির্বাচিত ফেরেস্তা, তাঁহারা অহি বা ঐশীবাণী বহন-সৌভাগ্য লাভকারী। ইঁহারাই পয়গম্বর (আঃ) গণের কেতাব ও ছহিফাসমূহ (ঐশীগ্রন্থ সমূহ) লইয়া আসিয়াছেন। যেহেতু ইঁহারা ভুল-ভ্রান্তি ও ব্যতিক্রম করা হইতে এবং শয়তানের প্রবঞ্চনা ও মকর হইতে সুরক্ষিত। ইঁহারা আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে যাহা লইয়া আসিয়াছেন তাহা সবই সত্য ও সঠিক; তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইঁহারা আল্লাহ্তায়ালার মহত্ব ও বোজর্গী হইতে সদা-সর্বদা ভীত। আল্লাহ্র হুকুম পালন ব্যতীত ইঁহাদের অন্য কোন কার্য নাই।

(১৬শ আকিদা) দ্বীন ইছলামের বিষয় সমূহ যাহা প্রচুর মধ্যস্থতার সহিত আমাদের নিকট বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্তভাবে উপনীত হইয়াছে, কল্ব বা অন্তঃকরণ কর্তৃক উহাকে সত্য জ্ঞান করা ও রসনা কর্তৃক উহার স্বীকারোক্তিকে "ঈমান" বলা হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপ মূল ঈমানের বর্হিভূত (অন্তর্ভুক্ত নহে)। কিন্তু উহা ঈমানের পূর্ণতা সাধন ও শ্রীবৃদ্ধিকারী। হযরত ইমাম আজম (রাজিঃ) ফরামাইয়াছেন যে, "ঈমানের মধ্যে ন্যূনাধিক্য হয় না। যেহেতু অন্তঃকরণের বিশ্বাসের অর্থ একীন ও কলবের আকৃষ্টতাঃ ইহাতে ন্যূনাধিক্যের স্থান নাই এবং যাহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তাহা ধারণা ও চিন্তার গণ্ডিভুক্ত। ঈমানের

পূর্ণতা ও ন্যূনতা সৎকার্যের তারতম্যে হইয়া থাকে। সৎকার্য যতই অধিক হইবে ঈমানের পূর্ণতা ততই অধিক হইবে। সুতরাং সাধারণ মো'মেনগণের ঈমান পয়গম্বর (আঃ)গণের ঈমানের তুল্য নহে। যেহেতু তাঁহাদের ঈমান এবাদত-বন্দেগীর সংমিশ্রণে উহার (ঈমানের) পূর্ণতার চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছে। সাধারণের ঈমান তাহার পার্শ্বদেশেও উপনীত হইতে সক্ষম হয় না। যদিও এই উভয় ঈমান, ঈমান ও বিশ্বাস হিসাবে সমতুল্য, কিন্তু পয়গম্বর (আঃ)-গণের ঈমান এবাদত বন্দেগীর সংমিশ্রণহেতু অপর এক তত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছে, অন্য সকলের ঈমান যেন তাহার শাখাতুল্যও নহে এবং এই উভয় ঈমান যেন আনুরূপ্য ও সমতা রহিত। যেরূপ সাধারণ মানব পয়গম্বর (আঃ)-গণের সহিত মানব হিসাবে সমতুল্য, কিন্তু পয়গম্বর (আঃ)-গণের পূর্ণ কামালত বা পূর্ণতাসমূহ তাঁহাদিগকে উচ্চস্তরে উপনীত করতঃ পৃথক তত্ত্ব প্রদান করিয়াছে, যেন তাঁহারা সমতুল্য তত্ত্ব হইতে উর্দ্ধে গমন করিয়াছেন, বরং মানব বা নর তাঁহারাই, অন্য সকলেই যেন বানরতুল্য। হযরত ইমাম আজম (আঃ রঃ)- বলিয়াছেন,যে, "আমি প্রকৃতই মো'মেন" এবং ইমাম শাফী (আঃ রঃ) বলিয়াছেন, "খোদাচাহে আমি মো'মেন।"ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি রূপ, (কারণ) আছে। বর্তমান ঈমান অনুযায়ী "আমি প্রকৃত মোমেন" বলা যাইতে পারে এবং খাতেমা বা শেষফল হিসাবে "খোদাচাহে আমি মো'মেন" বলা যাইবে। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক ঈমানের বিষয় 'খোদাচাহে' কথাটি না বলাই ভাল।

(১৭শ আকিদা) মো'মেন পাপকার্যের জন্য যদিও উহা কবীরা গোনাহ্ হউক না কেন, ঈমানের গণ্ডি হইতে বহিষ্কৃত হয় না এবং কোফরের বৃত্তের অন্তর্ভুক্তও হয় না। বর্ণিত আছে যে, একদিবস হযরত ইমাম আজম কতিপয় উচ্চদরের আলেমসহ উপবিষ্ট ছিলেন। একব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "আপনারা ঐ ফাছেক মো'মেনের বিষয় কি বলেন, যে স্বীয় পিতাকে অন্যায়ভাবে বধ করে এবং তাহার মস্তক ছেদন করে ও মস্তকের খোলকের মধ্যে শরাব বা মদিরা স্থাপন পূর্বক তাহা পান করে। তৎপর সে স্বীয় মাতার সহিত জেনা অবৈধকার্য করে। এই ব্যক্তি কি মুমেন অথবা কাফের"। আলেমগণ তাহার বিষয় ভুল বুঝিয়া অনেক অতিরিক্ততা করিলেন। তখন হযরত ইমাম আজম বলিলেন যে, উক্ত ব্যক্তি মো'মেন; সে এই কবিরা গোনাহ্র কারণে ঈমানের বৃত্তের বহির্ভূত হইয়া যায় নাই। অন্যান্য আলেমগণের প্রতি তাঁহার একথা কঠিন বলিয়া অনুমিত হইল এবং তাহারা তাঁহাকে দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইমাম আজম ছাহেবের কথা সত্য ছিল বলিয়া অবশেষে তাহারা মানিতে বাধ্য হইল।

(১৮শ আকিদা) গোনাহ্গার মোমেন যদি অন্তিম মুহূর্তের পূর্ব মুহূর্তে তওবা করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উদ্ধার পাইবার উচ্চ আশা আছে। কেননা তওবা কবুল করার প্রতিজ্ঞা আছে, কিন্তু যদি তওবা করার সৌভাগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার বিষয় আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ন্যস্ত থাকে। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া বেহেস্তে প্রেরণ করিতে

পারেন, অথবা গোনাহ্র পরিমাণ অগ্নির দ্বারা বা অন্য শাস্তি প্রদানের পর তাহাকে উদ্ধার করিবেন। অতএব তাহার শেষফল বেহেস্ত। কেননা পরকালে আল্লাহ্তায়ালার রহমত হইতে বঞ্চিত হওয়া কাফেরগণের জন্যই বিশিষ্ট। যাহার মধ্যে কণামাত্র ঈমান বর্তমান আছে-সে রহমতের আশা করিতে পারে। অবশ্য গোনাহ্র কারণে যদি প্রথমে রহমত প্রাপ্ত না হয় আল্লাহ্র মেহেরবাণী অবশেষে উহা প্রাপ্ত হইবেই।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে হেদায়েত করার পর আমাদের অন্তঃকরণ বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর, তুমি পরিবর্তন ও বিনিময় রহিত প্রচুর প্রদানকারী।

খেলাফত ও ইমামতির আলোচনা ছুন্নত জামাতের আলেমগণের নিকট যদিও দীন ইছ্লামের মূলবস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে এবং আকিদা বিশ্বাসের সহিত সম্বন্ধ রাখে না–কিন্তু যখন শিয়া সম্প্রদায় সীমা অতিক্রম করতঃ অত্যধিক বাড়াবাড়ি করিয়াছে তখন সত্যবাদী আলেমগণ এ বিষয়টিকে এল্‌মেকালাম বা বিশ্বাস শাস্ত্রের সহিত সম্মিলিত করতঃ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। সত্য-ইমাম ও হযরত রছুল (দঃ)-এর পর সর্বসাধারণের জন্য খলিফা বা প্রতিনিধি হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), তৎপর হযরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) তৎপর হযরত ওছমান জিন্‌নুরাইন (রাজিঃ), তৎপর হযরত আলী এব্‌নে আবিতালেব (রাজিঃ), খেলাফতের ক্রমানুযায়ী ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব। (হযরত ছিদ্দিকে আকবর ও হযরত ওমর ফারুক (রাজিঃ হুম)-কে শায়খায়েন বলা হয়)। শায়খানের শ্রেষ্ঠত্ব ছাহাবা ও তাবেয়ীনগণের একতাবদ্ধ মত কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা উচ্চদরের ইমামগণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত ইমাম শাফয়ী (রাজিঃ)ও একব্যক্তি। শায়েখ আবুল হাছান আশ্‌য়ারী যিনি আহ্‌লে ছুন্নতের শীর্ষস্থানীয়, তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্ত উম্মত হইতে শায়খায়নের শ্রেষ্ঠত্ব অকাট্য। ছাহাবাগণের মধ্যে শায়খায়েন যে শ্রেষ্ঠ, তাহা অজ্ঞ অথবা স্বার্থপর ব্যতীত কেহই অস্বীকার করিবে না। হযরত আলী (কাঃ ওয়াজুহাহু) ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি আমাকে হযরত আবু বকর ও হজরত ওমর ফারুক হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে, সে মিথ্যা দোষারোপকারী। তাহাকে আমি ঐরূপ বেত্রাঘাত করিব, যেরূপ মিথ্যা দোষারোপকারীকে করা হয়"। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) তাঁহার লিখিত 'গুনইয়াহ' নামক কেতাবে ফরমাইয়াছেন এবং হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রছুল (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমি উর্ধ্বারোহণ করিলাম এবং স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, আমার পর খলিফা আলী হইবে। তখন ফেরেস্তাবৃন্দ বলিল যে, হে মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ পাক যাহাই ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়, আপনার পর খলিফা হযরত আবুবকর"। আরও উক্ত পুস্তকে তিনি ফরমাইয়াছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, পয়গম্বর (আঃ) আমার সহিত এই প্রতিজ্ঞা না করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন নাই যে, আমার প্রস্থানের পর খলিফা আবুবকর হইবে; তৎপর ওমর, তৎপর ওছমান, তৎপর তুমি অর্থাৎ হযরত আলী রাজিআল্লাহ তায়ালা

আনহুম আজমাইন। হযরত ইমাম হাছান হযরত ইমাম হোছাইন হইতে শ্রেষ্ঠ। আহ্‌লে ছুন্নত জামাতের আলেমগণ এল্‌ম এবং এজতেহাদ বা মছলা উদ্ধার ক্ষমতার বিষয় হযরত ফাতেমা জাহ্‌রা হইতে হযরত আয়শা ছিদ্দীকা (রাঃ)কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু শায়েখ আবদুল কাদের (রাঃ) তদীয় কেতাব 'গুনিয়াহর' মধ্যে সাধারণভাবে হযরত মাই আয়শা ছিদ্দীকাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। এ ফকিরের বিশ্বাস এই যে, হযরত আয়শা এল্‌ম এজতেহাদ হিসাবে অগ্রগণ্য এবং হযরত ফাতেমা তাক্‌ওয়া পরহেজগারী হিসাবে অগ্রগামী। এই হেতু হজরত ফাতেমাকে বতুল বলা হয় যাহা নির্লিপ্তির প্রাচুর্য্যবাচক শব্দ। হযরত আয়শা ছিদ্দিকা ছাহাবাগণের ফৎওয়া গ্রহণের স্থান ছিলেন। ছাহাবাগণের যখনই কোন কঠিন সমস্যা দেখা দিত তাহার সমাধান হজরত আয়শা (রাঃ) আনহা-এর নিকট হইত।

যে সকল যুদ্ধ ও কলহ ছাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর মধ্যে ঘটিয়াছিল যেরূপ জমলের যুদ্ধ এবং ছিফ্‌ফিনের যুদ্ধ এ সকলকে সদুদ্দেশ্যে হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। নফ্‌ছের আকাঙ্খা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি হইতে ইহাদিগকে দূরে রাখিতে হইবে। কেননা হজরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর সংসর্গে ইঁহাদের নফ্‌ছ পবিত্র ও পরিষ্কার হইয়াছিল। হিংসা দ্বেষ হইতে ইঁহারা পবিত্র ছিলেন। ইঁহারা যদি আপোষ মীমাংসা করিতেন তাহাও আল্লাহর ওয়াস্তে করিতেন এবং যদি কলহ ও বিবাদ করিতেন, তাহাও আল্লাহর জন্য করিতেন। ইঁহাদের প্রত্যেক দলই নিজের এজতেহাদ ও মতানুযায়ী আমল করিতেন এবং বিরোধী দলের প্রতি নফ্‌ছের আকাঙ্খা ও পক্ষপাতিত্বের দোষ আরোপ না করিয়া হটাইয়া দেওয়া ও পরাস্ত করার চেষ্টা করিতেন এবং নিজেরাও নফ্‌ছের আকাঙ্খার জন্য উহা করিতেন না। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এজ্‌তেহাদ বা গবেষণায় নির্ভুল হইতেন তাঁহারা দুইপ্রস্ত ছওয়াব বা পুণ্য প্রাপ্ত হইতেন। কাহারো কাহারো মতে দশপ্রস্ত, এবং যাঁহার ভুল হইত তিনিও একপ্রস্ত ছওয়াবের অধিকারী হইতেন। অতএব যাঁহার ভুল হয়, তিনিও নির্ভুল, অসত্যবাদীদিগের ন্যায় নিন্দার উপযোগী নহেন; যেহেতু তিনিও একপ্রস্ত ছওয়াবের আশা রাখেন। আলেমগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত যুদ্ধসমূহে হজরত আলী (কারামুল্লাহ্ ওয়াজহাহু)-এর পক্ষ সত্যের উপর ছিল এবং তাঁহার বিরোধীদলগণের এজ্‌তেহাদ বা গবেষণা ভুল ছিল। ইহা সত্ত্বেও তাহারা নিন্দা ও উপহাসের পাত্র নহেন। কাফের অথবা ফাছেক বলার বা অবকাশ কোথায়? হজরত আলী (কাঃরাঃ) নিজেই ফরমাইয়াছেন, "তাহারা আমাদের ভাই, আমাদের সহিত বিদ্রোহীতা করিতেছে, তাহারা কাফেরও নহে, ফাছেকও নহে। তাহাদের একটি তা'বিল (গবেষণাকৃত মত) আছে, যাহা কাফের ও ফাছেক হওয়া প্রতিরোধ করে"। আমাদের পয়গম্বর (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমার ছাহাবাগণের মধ্যে যাহা কিছু সংঘটিত হয় তাহা হইতে তোমরা রক্ষা পাও। অর্থাৎ তোমরা তদ্বিষয় কোন আলোচনা করিও না"। অতএব পয়গম্বর (দঃ)-এর সকল ছাহাবাগণকে সম্মান করিতে হইবে এবং সকলকে সদ্ভাবে স্মরণ করিতে হইবে, তাহাদের কাহাকেও মন্দ বলা বা মন্দ ধারণা করা উচিৎ হইবে না। তাঁহাদের মধ্যে যে কলহ হইয়াছিল তাহা অপর সকলের সন্ধি হইতেও উৎকৃষ্ট বলিয়া ধারণা করিতে হইবে, ইহাই উদ্ধার প্রাপ্তির পথ। যেহেতু ছাহাবায়ে কেরামের সহিত বন্ধুত্ব ও ভালবাসা হযরত

পয়গম্বর (দঃ)-এর ভালবাসার জন্যই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের সহিত হিংসা, দ্বেষ পয়গম্বর (দঃ)-এর প্রতি হিংসার কারণেই হয়। জনৈক বোজর্গ বলিয়াছেন, "কোন রছুলের প্রতি ঐ ব্যক্তির ঈমান হইবে না যে পর্যন্ত সে তাঁহার ছাহাবাগণকে সম্মান করিবে না"।

(১৯শ আকিদা)–কেয়ামত বা বিচার দিনের চিহ্ন যাহা সত্য সংবাদদাতা হুজুর (দঃ) ফরমাইয়াছেন– তাহা সত্য। ইহা না হইবার নহে। যথা নিয়মের বিপরীত পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়া এবং হজরত মেহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব, হযরত ঈছা রুহুল্লার অবতরণ, দজ্জাল বাহির হওয়া, ইয়াজুজ-মাজুজ্ ও দাআব্বাতুল আরজ নামক জন্তুর বিকাশ এবং এক প্রকারের ধোঁয়া আকাশে সৃষ্টি হইবে ও সমগ্র মানব জাতিকে ঘিরিয়া লইয়া কঠিন শাস্তি দিবে। তখন সকলেই অস্থির হইয়া বলিবে, "হে খোদা, আমাদের এই আজাব দূর কর, আমরা ঈমান আনিতেছি"। কেয়ামতের শেষ আলামত হইবে একটি অগ্নি, যাহা 'আদন' নামক দ্বীপ হইতে উত্থিত হইবে। ভারতবর্ষে একব্যক্তি (ছাইয়েদ মোহাম্মদ জৌনপুরী) ঈমাম মেহদী হওয়ার দাবী করিয়াছিল, তাহাকেই অনেকে ঈমাম মেহদী বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণায় মেহদী চলিয়া গিয়াছেন ও 'ফারাহ' নামক স্থানে তাঁহার সমাধি আছে বলিয়া চিহ্নিত করে। কিন্তু ছহীহ্ হাদীছ সমূহে যাহা মশহুর বা অর্থানুযায়ী মোতাওয়াতের[১] পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে যাহা বুঝা যায় তদ্দারা এই সম্প্রদায় মিথ্যুক প্রমাণিত হয়। কেননা হজরত (দঃ) হজরত ঈমাম মেহদীর যে সকল চিহ্ন প্রদান করিয়াছেন, তাহা উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নাই। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, ঈমাম মেহদী বাহির হইবেন, তাঁহার মস্তকের উপরে একখণ্ড মেঘ থাকিবে, উক্ত মেঘের উপর ফেরেস্তা থাকিবেন। উক্ত ফেরেস্তা চিৎকার করিয়া বলিতে থাকিবেন যে, ইনি মেহ্দী-তোমরা ইঁহার অনুসরণ কর"–(হাদীছ)। পরন্তু হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "চার ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর মালিক হইয়াছিল, দুই ব্যক্তি মো'মেন ছিলেন এবং অপর দুই ব্যক্তি কাফের। জুলকার্নাইন বা বাদশাহ সেকেন্দার ও ছোলায়মান (আঃ) মো'মেন ছিলেন এবং নমরূদ ও 'বোখতানচ্ছর' কাফের ছিল। পঞ্চম একব্যক্তি আমার পরিবারবর্গ মধ্য হইতে সমগ্র পৃথিবীর মালিক হইবে, তিনিই হযরত মেহ্দী"। হযরত (দঃ) আরও ফরামাইয়াছেন যে, যে পর্যন্ত আমার পরিবারবর্গ মধ্যে হইতে একব্যক্তি পয়দা না হয়, যাহার নাম আমার নামের অনুরূপ এবং তাহার পিতার নাম আমার পিতার নামের মত সে পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হইবে না। তিনি এন্ছাফ ও সুবিচারে নিখিল বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন, যেরূপ তাহার পূর্বে জুলুম অত্যাচারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।" ইহাও হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, আছহাবে কাহাফগণ মেহদী (আঃ)-এর সাহায্যকারী হইবেন এবং হযরত ঈছা (আঃ) তাহার জমানায় অবতরণ করিবেন, এবং তিনি দাজ্জালের সহিত যুদ্ধে হযরত ঈছা (আঃ) -এর সহায়তা করিবেন। হযরত মেহদীর রাজত্বকালে রমজান শরীফের চতুর্দশ তারিখে সূর্য গ্রহণ হইবে ও প্রথমের দিকে চন্দ্র গ্রহণ হইবে, যাহা স্বভাবের

টীকা (১) "মোতাওয়াতের"– এক প্রকারের হাদীছ যাহা সর্বাধিক ছহিহ্ বা সত্য।

বিপরীত এবং জোতিষীগণের হিসাবের প্রতিকূল। এখন এনছাফের সহিত দেখা উচিৎ যে, উক্ত মৃত ব্যক্তি (মেহদী দাবীকারী)-এর মধ্যে উক্ত চিহ্নবলী বর্তমান আছে কিনা ? ইহা ব্যতীত আরও বহু নিদর্শন আছে যাহা হযরত নবী করিম (দঃ)-ফরমাইয়াছেন। শায়েখ ইবনে হাজর মক্কী-এ বিষয় একটি রেছালা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রায় দুইশত চিহ্ন বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ্য কথা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন দল পথভ্রষ্ট হয়, তাহা চরম মূঢ়তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে হেদায়েতে করুক। পয়গম্বর (দঃ)-ফরমাইয়াছেন যে, বনী-ইসরাইলগণ এক সপ্ততি দলে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহাদের এক দল ব্যতীত সকলেই দোজখী এবং অল্পকাল মধ্যেই আমার উম্মৎ ত্রয়ো সপ্ততি ভাগে বিভক্ত হইবে। ইহাদেরও একদল ব্যতীত সকলেই দোজখে যাইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল যে, উদ্ধার প্রাপ্ত দল কাহারা ? তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন যে, "উক্ত দল, ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা আমি এবং আমার ছাহাবাগণ যাঁহার উপর আছেন তাহার অনুরূপ থাকিবে"। উক্ত উদ্ধার প্রাপ্ত একদল আহলে ছুন্নত জামাতের দল যাঁহারা হযরত রছুল (দঃ) ও তদীয় ছাহাবাগণের অনুসরণ দৃঢ়তার সহিত করিয়া থাকেন।

হে আল্লাহ্! ছুন্নত জামাতের আকীদার প্রতি আমাদিগকে কায়েম রাখ এবং ইঁহাদের দলভুক্ত করতঃ আমাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থান করিও। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে হেদায়েত করার পর আমাদের অন্তঃকরণ বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহ্মত প্রদান কর, তুমি বিনিময় শূন্য প্রচুর প্রদানকারী।

আকিদা বিশ্বাস বিশুদ্ধ করার পর শরীয়াতের হুকুম প্রতিপালন না করিয়া ও নিষেধাদি হইতে বিরত না থাকিয়া উপায় নাই। যাহা আমলের (কর্মের) সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অবহেলা না করিয়া সুষ্ঠ সুঠামভাবে জামাতের সহিত পাঠ করা আবশ্যক। যেহেতু ইছ্লাম ও কুফরের মধ্যে ইহাই প্রভেদকারী। অতএব যখন নামাজ ছুন্নতানুযায়ী প্রতিপালিত হইবে, তখন দীন ইছ্লামের সুদৃঢ় রুজ্জু হস্তগত হইবে, যেহেতু ইহা ইছ্লামের মূল বস্তু পঞ্চকের দ্বিতীয় মূল বস্তু। ইহার প্রথম মূলবস্তু আল্লাহ্র ও রছুলের প্রতি ঈমান বা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, এবং দ্বিতীয়টি নামাজ পঠন, ও তৃতীয়টি জাকাত প্রদান, চতুর্থটি পবিত্র মাহে রমজানের রোজা প্রতিপালন, পঞ্চম বয়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্ব পালন। ইহাদের প্রথম মূলবস্তুটি ঈমান বা বিশ্বাসের সহিত সম্বন্ধ রাখে, অবশিষ্ট চতুষ্টয় আমল বা কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; তন্মধ্যে সমষ্টিভূত ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামাজ। রোজ কেয়ামতে প্রথম হিসাব নামাজ হইতেই আরম্ভ হইবে। যদি নামাজ বিশুদ্ধ হয় তাহা হইলে আল্লাহ্র মেহেরবাণী অন্যান্য হিসাব সহজভাবে হইবে। শরীয়তে নিষিদ্ধ কার্যসমূহ হইতে যথাসম্ভব বিরত থাকিতে হইবে, আল্লাহ্পাকের অপছন্দনীয় বস্তু সমূহকে প্রাণ নাশক বিষতুল্য জ্ঞান করা কর্তব্য। এবং স্বীয় ত্রুটি সমূহ সর্বদা চক্ষে ভাসমান রাখা দরকার ও তাহার জন্য অনুতাপ করা ও লজ্জিত হওয়া আবশ্যক ও আফছোছ করা উচিত। বন্দেগী বা দাসত্বের পথ ইহাই। আল্লাহ্ পাক তৌফিক বা সুযোগ সুবিধা প্রদানকারী। যে ব্যক্তি নির্ভয়ে স্বীয় মালিক জাল্লাজালালুহুর সন্তুষ্টির বিপরীত কার্য করে এবং তজ্জন্য সরমেন্দা, অনুতপ্ত ও মনঃক্ষুন্ন না হয়, সে অহংকারী ও অবাধ্য। তাহার অবাধ্যতা ও হটকারীতা হয়তো তাহাকে ইছ্লাম হইতে বহিষ্কৃত করতঃ শত্রু দলের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের জন্য সরল পথ প্রদর্শন কর।

আল্লাহ্ পাক আপনাকে যে বিশিষ্ট সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন, অনেকেই উক্ত দৌলতের অবগতিরহিত। হয়তো আপনিও তৎপ্রতি মনোযোগী হন নাই। তাহা এই যে, এই জমানার বাদশাহ্ সাত পুরুষ হইতে মোছলমান চলিয়া আসিতেছে এবং ছুন্নত, জামাত ও হানাফি মজহাব অবলম্বী; কেয়ামতের জমানা নিকটবর্তী এবং নবুয়তের জমানা দূরবর্তী হওয়ার কারণে কিছুদিন হইতে কতিপয় তালেবে এল্‌ম তাহাদের অন্তঃকরণের অপবিত্রতাহেতু ও স্বীয় লিপ্সার কারণে আমীর ও বাদশাদিগের নৈকট্য অন্বেষণ করতঃ তাহাদিগকে খোশামোদ করিয়া দীন ইছলামের মধ্যে কতিপয় সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে। তদ্দারা কতিপয় সরলচিত্ত নির্বোধ ব্যক্তি পথভ্রষ্টও হইয়াছিল। বাদশাহ্ যখন আপনার কথা ভালভাবে শ্রবণ করেন, এবং গ্রহণ করেন তখন ইহা একটি অতি সৌভাগ্য ও সুযোগ। আপনি প্রকাশ্যভাবে অথবা প্রকারান্তরে সত্য কথা অর্থাৎ ইছলামের কথা যাহা ছুন্নত জামাতের বিশ্বাসের অনুকূল তাহা বাদ্‌শাহের কর্ণগোচর করাইবেন এবং যথাসম্ভব সত্যবাদী দলের বাক্য বাদ্‌শাহের খেদমতে পেশ করিবেন। বরং এই চেষ্টায় থাকিবেন যেন সুযোগ সুবিধা লাভ হইলে মজহাব ও শরীয়তের বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। তাহা হইলেই ইছলামের সত্যতা প্রকাশ পাইবে এবং কুফরের বাতুলতা ও অপকৃষ্টতা প্রকট হইবে। কোফর নিজেই একটি বাতুলবস্তু, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি উহা পছন্দ করে না। অতএব উহার বাতুলতা নির্ভয়ে প্রকাশ করা উচিৎ, এবং উহাদের অমূলক উপাস্য সমূহকে অবিলম্বে নিপাতিত করা দরকার। সত্য ও নিছক মাবুদ যিনি, নিঃসন্দেহে আছমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা তিনিই। কখনও শুনিয়াছেন যে, কাফেরদিগের বাতুল মাবুদ বা উপাস্যসমূহ একটি মশক সৃষ্টি করিয়াছে? যদিও তাহারা সকল উপাস্য একত্রিত হয়, পরন্তু মশক যদি তাহাদিগকে দংশন করে ও কষ্ট দেয় তাহারা নিজদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। অতএব তাহারা অন্যকে কিরূপে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। কাফেরগণ নিজেরাই এ বিষয়ের জঘন্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকে যে, এই প্রতিমাগুলি খোদাতায়ালার নিকট আমাদের জন্য শাফায়াত করিবে, এবং খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভ করাইবে। ইহারা অত্যন্ত নির্বোধ, কি করিয়া ইহারা বুঝিল যে, এই জড়বস্তু সমূহের সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকিতে পারে এবং আল্লাহ্‌পাক তাঁহার শরীকদিগের সুপারিশ যাহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দুশ্‌মন, তাহাদের পূজকদিগের জন্য কবুল ও গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা ঐরূপ-যেরূপ কোন বিদ্রোহী দল বাদ্‌শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নির্বোধ ব্যক্তিগণ এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সাহায্য করে যে, বিপদ সময় ইহারা আমাদের জন্য বাদ্‌শাহের নিকট সুপারিশ করিবে এবং ইহাদের মাধ্যমে আমরা বাদ্‌শাহের নৈকট্য লাভ করিব। ইহারা আশ্চর্য ধরনের নির্বোধ যে, তাহারা এই উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদিগের খেদমত করে যে তাহাদের সুপারিশিতে বাদ্‌শাহ ইহাদিগকে ক্ষমা করতঃ নৈকট্য প্রদান করিবেন। ইহারা সত্য বাদ্‌শাহের অনুগত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করে না কেন? যাহাতে বাদ্‌শাহের নৈকট্য ও সত্য পথ প্রাপ্তি এবং সুখ-শান্তি লাভ হয়। এই নির্বোধগণ স্বহস্তে একখন্ড প্রস্তর লইয়া তদ্দারা প্রতিমা গঠন করিয়া বৎসর ভরিয়া তাহার পূজা করে এবং তাহার দ্বারা ইহ-পরকালের বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা রাখে। ফলকথা কাফেরদিগের ধর্ম প্রকাশ্য

বাতেল বা অমূলক এবং মোছলমানগণের মধ্যে যাহারা সত্য পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে তাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ও বেদায়াতী। সত্য সরল পথ হজরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর পথ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনগণের পথ। হযরত শায়খ্ আবদুল কাদের জিলানী (কোঃ) তদীয় 'গুনিয়া' নামক কেতাবে ফরমাইয়াছেন, "বেদায়াতী দল সমূহের মূল যে, নয়টি সম্প্রদায় যথাঃ- ১) খারিজি দল ২) শিয়া ৩) মো'তাজেলা ৪) মরজিয়া ও ৫) মোশাব্বেহা ৬) জহ্মিয়া ৭) জেরারিয়া ও ৮) নজ্জারিয়া ৯) কেলাবিয়া। ইহারা হযরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর জমানায় ছিল না এবং হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওছমান ও হযরত আলী (রাঃ)-এর জমানায়ও ছিল না। ছাহাবা তা'বেয়ীগণ ও ফেকাহ্‌বিদ সপ্ত ব্যক্তির[১] মৃত্যুর পর উক্ত সম্প্রদায়গুলির মতভেদ ও ফেরকাবন্দি বা দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকিবে, সে বহু প্রকারের মতভেদ দেখিতে পাইবে। তখন তোমরা আমার ছুন্নত এবং আমার খলিফা চতুষ্টয়ের ছুন্নত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিও এবং স্বীয় দন্ত দ্বারা উহাকে আক্‌ড়াইয়া ধরিও এবং তোমরা নতুন কার্যসমূহ হইতে নিজদিগকে দুরে সরাইয়া রাখিও। যেহেতু প্রত্যেক বেদ্‌য়াত বা নুতন কার্যই ভ্রষ্টতা। যাহা আমার পর নুতন সৃষ্টি হইবে তাহা পরিত্যজ্য"। অতএব যে সকল মাজ্‌হাব বা পন্থা হযরত রছুল (দঃ)-এর জমানা ও খোলাফায়ে রাশেদীনগণের জমানা পাকের পর নুতন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ধর্তব্য নহে ও মূল্যহীন। এই সৌভাগ্যের জন্য আল্লাহ্ পাকের শুকুর গোজারী করা উচিত যে, তিনি আমাদিগকে পূর্ণ অনুগ্রহপূর্বক ফের্‌কায়ে নাজিয়া বা উদ্ধার প্রাপ্ত দলের অর্ন্তভুক্ত করিয়াছেন। ইহারাই আহলে ছুন্নত জাম্‌আত, এবং আমাদিগকে বেদ্‌আতী দলের অর্ন্তভুক্ত করেন নাই, ও উহাদের বদ্ আকিদার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন নাই এবং ঐ সম্প্রদায়ের দলভুক্ত করেন নাই, যাহারা আল্লাহ্ তায়ালার বিশিষ্ট ছেফাতের মধ্যে– অর্থাৎ সৃষ্টিগুণের মধ্যে বান্দাকে শরীক করিয়া থাকে, এবং বান্দার কার্যের স্রষ্টা তাহাকেই বলে। তাহারা পরকালের দিদার বা দর্শন যাহা ইহ-পরকালের সৌভাগ্যের মূল তাহা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রজাতের পূর্ণতা গুণসমূহ নিবারণ করিয়া থাকে। আরও শুকুর গোজারী যে, তিনি আমাদিগকে ঐ দুই সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত করেন নাই, যাহারা পয়গম্বর (দঃ)-এর ছাহাবাগণের সহিত হিংসাপোষণ করে ও শরীয়তের বোজর্গগণের (মহৎ ব্যক্তিদিগের)-প্রতি অসৎ ধারণা করে এবং তাহাদিগকে পরস্পরের শত্রু ও গুপ্ত হিংসা পোষণকারী ধারণা করে। আল্লাহ্ পাক যাঁহাদের বিষয় পরস্পর মেহেরবান বলিতেছেন তাহাদিগকে এই সম্প্রদায়দ্বয় হিংসুক ও শত্রু প্রমাণ করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র কালামকে মিথ্যা প্রমাণ করিতেছে। আল্লাহ্-পাক ইহাদিগকে সৎকার্যের তৌফিক প্রদান করুন এবং সৎপথ প্রদর্শন করুন (আমিন)। আরও শুকুর গোজারী যে, তিনি আমাদিগকে ঐ দলভুক্ত করেন নাই, যাহারা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য দিক ও স্থান প্রমাণ করিয়া থাকে ও তাঁহাকে শরীরী বা দেহসম্পন্ন ধারণা করে। অনাদী ও অবশ্যম্ভাবী জাতের মধ্যে নবজাত ও সম্ভাব্য বস্তু প্রমাণ করে।

টীকাঃ- ১) উক্ত সপ্ত ব্যক্তি যথাঃ-১) হযরত ছইদ-ইবনে মোছইয়্যেব, ২) হযরত ওরওয়া-ইবনে জোবায়ের, ৩) কাছেম-এবনে-মোহাম্মদ, ৪) আবুবকর-ইবনে-আবদুর রহমান, ৫) খারেজা-ইবনে-জায়েদ, ৬) আবদুল্লাহ্-ইবনে–আবদুল্লাহ্, ৭) সোলায়মান–ইবনে–ইছ্য়ার।

ফলকথা আপনি জানেন যে, বাদ্‌শাহ্ প্রাণ-তুল্য ও অন্য সকল মানব দেহতুল্য। যদি প্রাণ বা আত্মা সৎ হয় তাহা হইলে দেহ বা শরীরও সৎ হয়। পক্ষান্তরে যদি অসৎ হয় তবে দেহও অসৎ হয়। সুতারাং বাদ্‌শাহকে সৎ করার প্রতি যত্নবান হওয়া যেন যাবতীয় মানবকে সৎ করার চেষ্টা করা হইবে। ইছ্‌লাম ও শরীয়তের কলেমা যে কোন প্রকারেই প্রচার করা যাউক না কেন তাহাতেই আত্মার সংশোধন হইয়া থাকে। ইছ্‌লামের কলেমা প্রচারের পরেও আহলে ছুন্নত জামায়াতের আকিদা বিশ্বাসের বিষয় সময়-অসময় আলোচনা করিয়া বিরোধী দলের মাজহাব রদ্ বা নষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। এই দুই সৌভাগ্য লাভ হইলে পয়গম্বর (আঃ)গণের উচ্চ ওয়ারিশত্ব লাভ হইবে। যখন আপনার এই সৌভাগ্য মোফ্‌তে (অক্লেশে)-হস্তগত হইয়াছে তখন ইহাকে মূল্যবান বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। অধিক আর কি তাকীদ করিব ! যদিও এমতস্থলে তাকীদ করাই সুন্দর। আল্লাহ্ তায়ালা তৌফিক প্রদানকারী।

৬৮ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ শরফুদ্দীন হোছাইন-এর নিকট নূরানী স্তম্ভ ও ধূমকেতুর বিষয় লিখিতেছেন।

বিছ্‌মিল্লাহের রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি। যিনি আমাদিগকে ইহার (ইছ্‌লামের) প্রতি পথ প্রদর্শন ও হেদায়েত করিয়াছেন। তিনি হেদায়েত বা পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা কখনও পথপ্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুলগণ সত্য (ধর্ম) লইয়া আসিয়াছেন।

স্নেহাস্পদ বৎস, মওলানা আবুল হাছানের সহিত আপনি যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা তিনি পৌছাইয়া আনন্দিত করিল। পূর্বদিকে যে উজ্জ্বল স্তম্ভ নুতন দেখা দিয়াছে তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জানিবেন যে, হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "যখন আব্বাসী বাদশাহ খোরাশানে পৌছিবে, যাহা হযরত ইমাম মেহদীর আগমনের পূর্বাভাস, তখন পূর্বদিকে দুই দন্তবিশিষ্ট (দোধারা) একটি শৃঙ্গের উদয় হইবে"। উক্ত হাদীছের টীকায় লিখিয়াছে-দুই শিরবিশিষ্ট উজ্জ্বল স্তম্ভটি হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম ধ্বংস হওয়ার সময় উদয় হইয়াছিল এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জমানায় তাঁহাকে যখন অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়, তখন প্রকাশ পাইয়াছিল এবং ফেরাউনের কওম ধ্বংস হওয়ার সময় দেখা দিয়াছিল। ইয়াহিয়া (আঃ)-কে যখন শহীদ করা হয়, তখনও ইহার উদয় হইয়াছিল। অতএব যখন তোমরা উহা দেখিবে তখন উহার অপকার ও ক্ষতি হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট রক্ষা কামনা করিবে। এই স্তম্ভ যাহা পূর্বদিকে নুতনভাবে দেখা দিয়াছে তাহা প্রথমতঃ একটি উজ্জ্বল স্তম্ভের মত ছিল, তৎপর উহা বক্র হইল এবং শৃঙ্গের অর্থাৎ শাখার মত হইল।

উহাকে দুই শিরবিশিষ্ট এই কারণে বলা হইয়াছে যে, উহার দুইদিক সূক্ষ্ম হইয়া দন্তের অনুরূপ হইয়াছিল। অতএব উক্ত দুই দিককে দুইটি শির ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেরূপ বর্শা, দুইদিকে চিকন বলিয়া, উহার দুইটি শির বলা হয়। ভ্রাতঃ শায়েখ মোহাম্মদ তাহের জৌনপুর হইতে আসিয়া বলিতেছেন যে, উক্ত স্তম্ভটির উপরিভাগে দুইটি শির আছে– যাহা দুইটি দন্তের মত বুঝায়, মধ্যে সামান্য ব্যবধান আছে; মুক্ত প্রান্তরে উহা বেশ বুঝা যায়। আরও কতিপয় ব্যক্তি এই প্রকার সংবাদ দিলেন, অবশ্য ইহা ঐ সময়ের উদয় নহে, যাহা মেহদী (আঃ রঃ)-এর সময় হইবে। কেননা তাঁহার আগমন শতকের প্রারম্ভে হইবে। কিন্তু বর্তমান শতক হইতে অষ্টবিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহাও হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, হযরত মেহদী (আঃ রঃ)-এর চিহ্ন যে নক্ষত্র উদয় হইবে তাহার পিছনে উজ্জ্বল লেজ থাকিবে। ইহা উক্ত নক্ষত্র অথবা তাহার অনুরূপ কোন নক্ষত্র। এই নক্ষত্রটিকে এই হিসাবে লেজযুক্ত বলা যাইতে পারে যে, দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, মন্দগতিবিশিষ্ট তারকারাজী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ভ্রমণ করে। অতএব উক্ত নক্ষত্ররাজীর মুখগুলি ভ্রমণ কালে পূর্বদিকে এবং পৃষ্ঠদেশ পশ্চিমদিকে থাকে। সুতরাং এই দীর্ঘ শুভ্রতা উহার পৃষ্ঠদেশের পশ্চাৎভাগে যাহা লেজের অনুরূপ হয়। কিন্তু পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে যাহা উঠিতেছে তাহা উহার স্বাভাবিক ভ্রমণ নহে; উহা অন্যের সাহায্যে অর্থাৎ উহা বৃহত্তম আকাশের গতির প্রতি নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ। ফলকথা হযরত মেহদী (আঃ রাঃ)-এর প্রকাশ হইবার সময় নিকটবর্তী। শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত দেখা যাক যে, আর কি মুখবন্ধ ও আভাস প্রকাশ পায়। এই মুখবন্ধ ও অবতরণিকা সমূহ তাঁহার আগমনের সূচনা স্বরূপ। যেরূপ আমাদের পয়গম্বর (আঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। যথা কথিত আছে যে, হযরত আবদুল্লার শুক্রবিন্দু যাহা মোহাম্মদ (দঃ)-এর আকৃতি ছিল, তাহা যখন মা আমেনার উদরে স্থিতিশীল হইল, তখন পৃথিবীর বুকে যে সকল প্রতিমা ছিল তাহারা ভূপতিত হইল এবং সমূহ শয়তান স্বীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া বসিল। ফেরেস্তাগণ ইবলিছের সিংহাসন উলটাইয়া দিয়া উহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া চল্লিশ দিবস পর্যন্ত শাস্তি দিল। তিনি যে রাত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন-সে রাত্রে পারস্যের সিংহাসন বিকম্পিত হইয়াছিল এবং উহার চৌদ্দটি কাঙ্গুরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পারস্যবাসীদের পূজনীয় অগ্নি যাহা সহস্র বৎসর ধরিয়া নির্বাপিত হয় নাই, তাহা নিভিয়া গিয়াছিল। যখন হযরত মেহদী (আঃ রঃ)-প্রাপ্ত বয়স্ক হইবেন তখন তাঁহার দ্বারা মোছলমানগণের ও ইসলামের অত্যধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে এবং অন্তর্জগত ও বর্হির্জগত তাহার অলিত্বের প্রভাবে প্রভাবন্বিত হইবে ও তিনি প্রচুর আলৌকিক ঘটনা ও কারামতসম্পন্ন হইবেন ও তাহার জমানায় বহু আশ্চর্য ধরনের ঘটনা প্রকাশ পাইবে; অতএব তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে পয়গম্বর (আঃ)গণ-এর পূর্বাভাস স্বরূপ আলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়া অবিধেয় নহে, যাহা তাঁহার প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ হয়। ইহা হাদীছের বর্ণনা দ্বারাও উপলব্ধি হইতেছে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, কুফরের প্রাবল্য এবং প্রকাশ্যভাবে কুফরের কার্য-কলাপ প্রচলিত না হওয়া পর্যন্ত হযরত

ইমাম মেহদী (রঃ)-এর আবির্ভাব হইবে না। সুতরাং এই সময় উহা আশা করা যায়, যেহেতু ইহা কুফর ও কাফেরীর প্রাবল্য ও ইস্‌লাম ও মোসলমানির দৌর্বল্যের সময়। ইহা এমন এক সময় যে, পথিকতুল্য মোছলমানগণকে হযরত (দঃ) ধন্যবাদ ও সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, ফেৎনা ফাছাদের বা ধর্মের বিপর্যয়ের সময় এবাদত করা ও ধর্ম রক্ষা করিয়া চলা আমার নিকট হিজরত করিয়া আগমনতুল্য। আপনি জানেন যে, সেনাদল যদি শত্রু প্রাবল্যের সময় সামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে বাদশাহের নিকট তাহার বহু মূল্য হইয়া থাকে। কিন্তু শান্তির সময় উহা হইতে সহস্রগুণ লম্পঝম্পের কোন মূল্য হয় না। অতএব কার্যকরার ও কবুল হইবার সময়, এই বিপর্যয়ের সময়। এ সময় নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তায়ালার মর্জির ও সন্তুষ্টির প্রতি সমর্পণ করা উচিৎ, এবং ছুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা কর্তব্য নহে, যদি আল্লাহ তায়ালার মহবুব বা প্রিয় ব্যক্তিগণের সহিত হাশর বা পুনরুত্থানের আশা করিতে চাহেন। আছহাবে কাহাফ শত্রুদিগের প্রাবল্য ও ফেৎনা ফাছাদের সময় (স্বীয় আত্মীয়-স্বজন হইতে) মাত্র একবার হিজরত বা গৃহত্যাগ যাহা তাহাদিগের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার জন্যই তাঁহারা উচ্চ মর্তবা লাভ করিয়াছিলেন। আপনি স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মত ও শ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, নিজের মূল্যবান সময়কে খেলাধূলায় বিনষ্ট করিবেন না এবং শিশুদিগের ন্যায় আখ্‌রোট-মোনাক্কা পাইয়া ভুলিবেন না।

উদ্দিষ্ট বস্তুর তত্ত্ব দিলাম তোমায়,
কি জানি সে রত্ন তব ভালে লাভ হয়।

এই ধুমকেতুটি উদয়ের পূর্বে যে উজ্জ্বল স্তম্ভ দেখা দিয়াছিল তাহার মধ্যে কোন প্রকার তমসা ও অপকার বুঝা যায় নাই এবং খায়ের, বরকত, উৎকর্ষ, প্রাচুর্য্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। অবশ্য এই ধুমকেতুটির মধ্যে কিছু তমসার উদ্রেক ছিল, বরং উপকার ও অপকার সবই আল্লাহ পাকের ক্ষমতাধীন। আল্লাহ তায়ালা কোন নক্ষত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আয়ু গচ্ছিত রাখেন নাই। কোরআন শরীফ হইতে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাতে নক্ষত্রসমূহের সহিত তিনটি বিষয় সম্বন্ধিত মাত্র। যথা আল্লাহ-পাক ফরমাইয়াছেন যে,"নক্ষত্র দ্বারা তাহারা পথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিদেশ ভ্রমণ কালে জল-স্থলে নক্ষত্র দ্বারা পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়"। দ্বিতীয়তঃ ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং উহাদিগকে শয়তান বিতাড়িত করার লোষ্ট্র (ঢিল) স্বরূপ করিয়াছি। অর্থাৎ নক্ষত্রসমূহ হইতে দ্বিতীয় উপকার এই যে, আমাদের নিকটবর্তী আকাশ তদ্দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে এবং তৃতীয় উপকার–ইহারা শয়তান বিতাড়িত করার জন্য লোষ্ট্র স্বরূপ, যেন শয়তান আসমানী সংবাদ গোপনে অপহরণ করিয়া শ্রবণ করিতে না পারে। এই উদ্দেশ্যত্রয় ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য হাদীছ কোরআন কর্তৃক প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং উহা চিন্তা ও ধারণার অন্তর্ভুক্ত মাত্র। নিশ্চয় ধারণা প্রকৃত বস্তু উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় না বরং কতিপয় ধারণা পাপতুল্য হইয়া থাকে।

স্নেহাস্পদ বৎস, বারংবার লিখিতেছি যে, ইহা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার সময় এবং দুনিয়া হইতে নির্লিপ্ত হইবার কাল। কেননা ইহা ফেৎনা ফাছাদ ও বিপর্যয়ের যুগ। আকাশ

হইতে বারিধারার মত ফেৎনা ফাছাদ নিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং তাহা জগৎময় ছড়াইয়া যাইতেছে। সত্য সংবাদদাতা হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে,"কেয়ামতের পূর্বে পৃথিবীর বুকে ফেৎনা বা বিপর্যয় দেখা দিবে, যেন উহা অন্ধকার রাত্রির এক অংশতুল্য। তখন মানব প্রাতঃকালে মুমেন হইয়া উঠিবে কিন্তু সন্ধ্যার সময় কাফের হইয়া যাইবে। অথবা সন্ধ্যায় মুমেন হইবে এবং প্রাতেঃ কাফের হইয়া উঠিবে। তখন উপবেশনকারী দন্ডায়মান ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ট হইবে, বিচরণকারী দ্রুতগামী ব্যক্তি হইতে উৎকৃষ্ট হইবে। তখন তোমরা স্বীয় বাণ বা ধনুকসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলাইও। ধনুকের গুণসমূহ কাটিয়া ফেলিও এবং অসিসমূহ প্রস্তর দ্বারা খন্ডিত করিয়া ফেলিও। যদি তোমাদের প্রতি কেহ (অত্যাচার করার জন্য) প্রবেশ করে, তাহা হইলে আদম পুত্র-দ্বয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটির ন্যায় ব্যবহার করিবে।" অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, ছাহাবাগণ বলিলেন যে, "হে রছুলুল্লাহ, আপনি সে সময় আমাদিগকে কি আদেশ করিতেন ? তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন যে, তোমরা স্বীয় গৃহের ফরাশতুল্য হইয়া থাকিবে"। অন্য রেওয়ায়েতে আছে "তোমরা স্বীয় গৃহের উদরে দৃঢ়ভাবে থাকিও"। আপনার জানা আছে যে, ইতিমধ্যে দারোল হরবের (১) কাফেরগণ নগরকোটের আশেপাশে মুছলমানগণের ও মুসলিম নগরের প্রতি কতই না যে অত্যাচার ও অনাচার করিয়াছে। আল্লাহ্পাক উহাদিগকে ধ্বংস করুন। শেষ জমানায় এই প্রকারের দুর্গন্ধময় পুষ্প বহু প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে।

আল্লাহ্পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে ও সমগ্র ঈমানদারগণকে হযরত (দঃ)-এর অনুসরণের প্রতি সুদৃঢ় রাখুন। হযরত (দঃ) ও তাঁহার যাবতীয় পরিবারবর্গ ও মোকার্‌রবীন ফেরেস্তাবৃন্দের প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক।

৬৯ মকতুব

মোহাম্মাদ মোরাদ বদখ্শীর নিকট নামাজের রোকনসমূহ ঠিকভাবে আদায় করা ও শান্তিভাবে নামাজ পাঠ করার এবং কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় নিয়ত দোরস্ত করার বিষয়ে লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনার প্রেরিত পত্র উপনীত হইল। উহাতে বন্ধুগণের স্থিরতা ও দৃঢ়তার বিষয় আলোচনা ছিল বলিয়া আনন্দিত করিল। আল্লাহ্পাক উক্ত দৃঢ়তা ও স্থিরতা আরও বর্ধিত করুন। আপনি লিখিয়াছেন, "যে বিষয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি, একদল তরিকাত পন্থী

টীকা ঃ (১) অমুসলিম রাষ্ট্র।

বন্ধুগণসহ উহা পালন করিয়া যাইতেছি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পঞ্চাশ-ষাট ব্যক্তির জামাতসহ পাঠ করা হইতেছে"। ইহার জন্য আল্লাহতায়ালার শুকুর গোজারী করিতেছি। ইহা আল্লাহতায়ালার উচ্চ নেয়্মত যে, অন্তর্জগত আল্লাহতায়ালার জেকেরে (স্মরণে) লিপ্ত থাকে এবং বহির্জগত শরিয়াতের হুকুম দ্বারা সুসজ্জিত হয়। ইদানিং অধিকাংশ ব্যক্তি নামাজ পাঠ করিতে শৈথিল্য করে এবং শান্তিসহ নামাজের রোকনসমূহ ঠিকমত পালন করে না। অতএব বন্ধুগণকে এ বিষয় তাকিদ করিতে বাধ্য হইলাম। মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন।

সত্য সংবাদদাতা হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "সর্ব বৃহত্তম তস্কর ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নামাজের মধ্য হইতে চুরি করে"। ছাহাবাগণ বলিলেন, "ইয়া রছুলুল্লাহ্, সে তাহার নামাজের মধ্য হইতে আর কিভাবে চুরি করিবে?" তদুত্তরে হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, "যে নামাজের রুকু এবং ছেজদাহ্ পূর্ণ করে না।" আরও তিনি ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ-পাক ঐ বান্দার নামাজের প্রতি লক্ষ্য করেন না, যে নামাজ পাঠকারী তাঁহার রুকু ও ছেজদার মধ্যে স্বীয় পৃষ্ঠদেশ সমতল রাখে না"। আরও তিনি (দঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন যে, সে নামাজ পাঠ করিতেছে; কিন্তু পূর্ণরূপে রুকু ছেজদা করিতেছে না। তাহাকে বলিলেন যে, "তুমি কি ইহা ভয় কর না যে, এই অবস্থার উপর তোমার মৃত্যু হইলে মোহাম্মদী ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মে মৃত্যু হইবে?" তিনি আরও ফরমাইয়াছেন যে, "তোমাদের কাহারও নামাজ পূর্ণ হইবে না, যে পর্যন্ত রুকুর পর পূর্ণরূপে দণ্ডায়মান না হয় এবং স্বীয় পৃষ্ঠদেশ সমতল (সোজা) না করে ও প্রত্যেক অঙ্গ স্বীয়স্থানে অবস্থান না করে"। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি দুই ছেজদার মধ্যে উপবেশন না করিল ও পৃষ্ঠদেশ সোজা না করিল তাহার নামাজ পূর্ণ হইবে না।" "হযরত রছুল (দঃ) নামাজ পাঠকারী কোন এক ব্যক্তির পার্শ্ব হইতে অতিক্রম করিতে ছিলেন, তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, নামাজের আহকাম আরকান (কায়দা-কানুন) দণ্ডায়মান ও উপবেশন ঠিকভাবে সমাধা করিতেছে না। তখন বলিলেন যে, যদি এই অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে রোজ কেয়ামতে তোমাকে আমার উম্মত বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। অন্যস্থলে ফরমাইয়াছেন যে, "এই অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে দীনে মোহাম্মদীর উপর তোমার মৃত্যু হইল না"। হযরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "কোন ব্যক্তি ষাট বৎসর ধরিয়া নামাজ পাঠ করিয়াছে; কিন্তু তাহার একটি নামাজও মকবুল হয় নাই; সে ঐ ব্যক্তি যে রুকু ও ছেজদা পূর্ণরূপে পালন করে না।" কথিত আছে ওহাবের পুত্র জায়েদ এক ব্যক্তিকে দেখিল যে-নামাজ পাঠ করিতেছে কিন্তু রুকু, ছেজদা পুরা করিতেছে না! তখন তিনি উক্ত ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি কতদিন ধরিয়া এইরূপ নামাজ পাঠ কর"? সে বলিল-চল্লিশ (৪০) বৎসর ধরিয়া। তখন তিনি বলিলেন যে, "তুমি এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নামাজ পাঠ কর নাই; এই অবস্থায় তোমার যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ছুন্নতের উপর তোমার মৃত্যু হইবে না।" কথিত আছে মোমেন বান্দা যখন নামাজ পাঠ করে এবং রুকু ছেজদাহ পূর্ণভাবে পালন করে, তখন উক্ত নামাজ প্রফুল্লচিত্ত হয় এবং নূরানী ফেরেস্তাবৃন্দ উহা বহন করিয়া

আছমানে লইয়া যায়। উক্ত নামাজ, নামাজ পাঠকারীর প্রতি নেক দোওয়া করে এবং বলিতে থাকে যে, "আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে রক্ষা করুন, যেরূপ তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ"। পক্ষান্তরে যদি ভালভাবে নামাজ পাঠ না করে, তখন উক্ত নামাজ জোলমানী বা তমশাচ্ছন্ন হয়, ফেরেস্তাগণ তাহাকে দেখিয়া ঘৃণা করে এবং আছমানে লইয়া যায় না। তখন উক্ত নামাজ, নামাজ পাঠকারীর প্রতি বদ্‌দোয়া করিতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে,–আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক, যেরূপ তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ। অতএব নামাজ পূর্ণভাবে পালন করা উচিত এবং উহার রোকন (আভ্যন্তরীণ কার্যসমূহ) সুষ্ঠুভাবে ও পূর্ণরূপে করা আবশ্যক। রুকু, ছেজদাহ, কেয়াম, জলছা ভালভাবে করিতে হয়। অন্য সকলকেও পূর্ণভাবে পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করা কর্তব্য, যেন শান্তিসহকারে সুন্দরভাবে রোকন বা আভ্যন্তরীণ কার্যসমূহ পালিত হয়–তৎপ্রতি নির্দেশ প্রদান করা অনিবার্য। কারণ অধিকাংশ ব্যক্তি এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত এবং এই আমল প্রায় পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা পুনরুজ্জীবিত করা ইছ্‌লামের একটি জরুরী বিষয়। হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার কোন ছুন্নতের মৃত্যুর (প্রচলন বন্ধ হওয়ার)-পর যদি কেহ তাহাকে পুনরুজ্জীবিত (প্রচলিত) করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি একশত শহীদের পুণ্য লাভ করিবে"। ইহাও জানিবেন যে, নামাজের মধ্যে জামাতের কাতার বা সারিসমূহ সোজা করা উচিত। কেহ যেন সামনে কেহ বা পিছনে দণ্ডায়মান না হয়, বরং সকলেই যেন এক বরাবর হয়। কারণ হযরত (দঃ) প্রথমতঃ কাতারসমূহ সোজা করিতেন, তৎপর নামাজের জন্য তহরিমা বাঁধিতেন এবং তিনি ফরমাইয়াছেন যে, কাতার বরাবর করা নামাজ কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত। হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদিগকে তোমার রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্যসকল সরল কর।

হে সৌভাগ্যবান, নিয়ত বা উদ্দেশ্যের দ্বারাই আমলের সংশোধন হইয়া থাকে। আপনি কাফের বাদশাহের দেশে যখন কাফেরদিগের সহিত জেহাদ করার উদ্দেশ্যে যাইতেছেন, তখন সর্ব প্রথমে নিয়ত বিশুদ্ধ করিয়া লইবেন, তবেই সুফল লাভ হইবে। এই যুদ্ধে ইছ্‌লাম প্রচার ও কল্‌মা শরীফ উচ্চ করা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং আল্লাহের দুষমনদিগকে অপদস্ত ও ধ্বংস করার নিয়ত রাখা দরকার। ইহাই আমাদের প্রতি আদেশ ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যও ইহাই। অন্যরূপ উদ্দেশ্য করিয়া নিয়ত বিনষ্ট করিবেন না। গাজী ও মোজাহেদগণের খাদ্য বয়তুল্ মাল হইতে নির্ধারিত হয়, যাহা জেহাদ করার প্রতিবন্ধক নহে এবং মোজাহেদগণের ছওয়াবেরও কোন ক্ষতি হইবে না। বদ্‌নিয়ত বা অসৎ উদ্দেশ্য আমলকে বাতিল করিয়া দেয়। সুতরাং নিয়ত বিশুদ্ধ করিয়া লইবেন এবং বয়তুল মাল হইতে আহার করিবেন ও জেহাদ করিতে থাকিবেন এবং গাজী ও শহীদগণের ছওয়াব প্রাপ্তির আশাধারী হইয়া থাকিবেন। আপনার অবস্থাদৃষ্টে মনে প্রতিযোগিতা জাগে। আপনি স্বীয় অন্তর দ্বারা আল্লাহতায়ালার প্রতি মশগুল আছেন এবং বাহ্যতঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বিরাট এক জামাত লইয়া পাঠ করিতেছেন, উপরন্তু দারুল হর্‌বের কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যে ব্যক্তি ইহাতে সুস্থ থাকিবে, সে গাজী বা বিজয়ী এবং যে ধ্বংস হইবে, সে পবিত্র শহীদ

(আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্য লাভকারী)। অবশ্য এই সকল মর্তব্য ও উন্নতি নিয়ত সংশোধন করার পর সাধিত হয়। যদি প্রকৃত নিয়ত ও বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য সংঘটিত না হয় তাহা হইলে চেষ্টা ও আড়ম্বর কর্তৃক হইলেও উক্তরূপ নিয়ত করা আবশ্যক। তৎপর আল্লাহতায়ালার নিকট অনুনয় বিনয় করা কর্তব্য, যেন প্রকৃত নিয়ত লাভ হয়। "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি সর্বশক্তিমান।

বন্ধুগণকে দ্বিতীয়তঃ এই নছিহত করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাহাজ্জুদ নামাজ দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। ইহা তরিকার বা আত্মিক পথের একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বস্তু। সাক্ষাতে আপনাকেও বলা হইয়াছে যে, ইহা যদি আপনার প্রতি কঠিন হয় এবং আপনি অভ্যাসের বিপরীত সজাগ হইতে অক্ষম হন, তাহা হইলে স্বীয় বন্ধুগণের কতিপয় ব্যক্তিকে এ বিষয় নিযুক্ত করিবেন, তাঁহারা যেন আপনাকে আপনার স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সজাগ করিয়া দেন এবং তাহারা আপনাকে গফ্‌লতের নিদ্রাতে যেন থাকিতে না দেন। কিছুদিন এভাবে করিলে আশা করা যায় যে, বিনা সমারোহে এই সৌভাগ্যের প্রতি সর্বদা আমল সংঘটিত হইবে।

অপর একটি নছিহত এই যে, খাদ্যের বিষয় সাবধান হওয়া দরকার। যথা হইতে যে যাহা লইয়া আসে তাহা যে তৎক্ষণাত ভক্ষণ করিতে হইবে ও হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে না, তাহার কি অর্থ আছে? সে তো স্বয়ং স্বাধীন নহে যে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। তাহার যে মালিক কর্তা আছেন যিনি আদেশ-নিষেধ পালনের দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং বিশ্বের শান্তি-পয়গম্বর (আঃ)গণের মাধ্যমে স্বীয় সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয় জানাইয়া দিয়াছেন। সবিশেষ ভাগ্যহীন ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় মালিকের সন্তুষ্টির প্রতিকূল বস্তুর আকাঙ্খা করে এবং তাঁহার বিনা আদেশে তাঁহার রাজত্বের ও অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করে। লজ্জা করা উচিত, আপনারা পার্থিব মালিকের সন্তুষ্টি রক্ষা করিয়া চলেন এবং ইহার সামান্য ব্যতিক্রমও কেহ সহ্য করেন না। তাহা হইলে প্রকৃত মালিক যিনি, তিনি তাহার অপছন্দনীয় বস্তু সমূহ হইতে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রতি কেহই ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। ইহা কি মোছলমানী! না কাফেরী? তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এখনও সময় চলিয়া যায় নাই। অতীতের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। "গোনাহ্ হইতে তওবাকারী ব্যক্তির যেন কোন গোনাহ্ই নাই"। এই বাক্য গোনাহ্‌গার দিগের জন্য সুসংবাদ। ইহা সত্ত্বেও কেহ যদি গোনাহের প্রতি হটকারী করে ও উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে মোনাফেক। তাহার দৃশ্যতঃ ইছলাম তাহার শাস্তি অপসরণ করিবে না ও তাহার আজাবও নিবারণ করিবে না। অধিক কি আর তাকিদ করিব। জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ স্থানে ও শত্রুদের প্রাবল্যের সময় আমান বা শান্তি ও আরামের জন্য "ছুরায়ে লিইলাফ" পাঠ করা বিশেষ উপকারী ও পরিক্ষিত। কমপক্ষে দিবারাত্রে একাদশবার করিয়া পাঠ করা আবশ্যক। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "যে কোন ব্যক্তি ভ্রমণকালে কোনস্থানে

বাহন হইতে অবতরণ করিলে নিম্নলিখিত দোওয়া পাঠ করিবে, তথায় অবস্থান করা পর্যন্ত তাহার কোন বিষয় অনিষ্ট হইবে না।"

"আউযুবে কালেমাতিল্লাহে ত্বায়াম্মাতে মিন্‌শার্‌রেমা খালাকা"

(আল্লাহ্ পাক যাহা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের অপকারিতা হইতে আমি আল্লাহ পাকের রক্ষা গ্রহণ করিলাম)।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

৭০ মকতুব

মওলানা আবদুল ওয়াহেদ লাহোরীর নিকট কা'বা শরীফের হকিকতের বিষয় লিখিতেছেন।

মানবদেহে তাহার কল্‌ব যেরূপ আল্লাহতায়ালার আরশের নিদর্শন ও উহার আবির্ভাব আরশের আবির্ভাবের চিহ্ন, তদ্রূপ মানবদেহে আল্লাহ্‌র গৃহ কা'বা শরীফেরও নিদর্শন বর্তমান আছে, যাহা মধ্যবর্তী এবং উত্তর ও দক্ষিণ হইতে শূন্য ও সকলের পুরোগামী ও অগ্রগণ্য (অধিক নৈকট্যধারী)। মূলতঃ এই দৌলতের অধিকারী পয়গম্বর (আঃ)গণ; এবং তাঁহাদের অনুগামী ও উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহাদের উম্মতের মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্য হয় ইহা লাভ করিয়া থাকেন। পয়গম্বর (আঃ)গণের ছাহাবাগণ তাঁহাদের সংসর্গের ফলে ইহা অধিকতর লাভ করিয়াছিলেন। ছাহাবাগণের জামানার পর ইহা স্বল্পতার সৃষ্টি করিয়াছে। বহুদিন পর কেহ যদি ওয়ারিশ ও অনুগামী হিসাবে এই দৌলত প্রাপ্ত হয়, তাহাও যথেষ্ট এবং তাহা স্পর্শমণিতুল্য। উক্ত ব্যক্তি ছাহাবা কেরাম দলের অন্তর্ভুক্ত এবং ছাবেকীন বা পুরোগামীগণের শামিল। এই উচ্চ নেছবতধারী ব্যক্তি উদ্দিষ্ট বস্তুর কেন্দ্রের সৌভাগ্য লাভে নির্বাচিত। যদিও মূল কেন্দ্রের মধ্যেও তারতম্য আছে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি অগ্রগামী হওয়ার সৌভাগ্য লাভকারী। এই রহস্যের ইহা হইতে আর অধিক কি প্রকাশ করিব এবং এই গুপ্ত বিষয়ের কি আর ব্যাখ্যা করা যাইবে? আল্লাহপাকের অনুগ্রহে যখন এই উচ্চ নেছবত প্রকাশ পায় তখন পূর্ববর্তী নেছবত সমূহ (আত্মিক সম্বন্ধ সমূহ) অন্তর্হিত হয় এবং তাহার কোন চিহ্ন ও নিদর্শন বর্তমান থাকে না। উহা কলবের নেছবত হউক অথবা অন্য কোন নেছবতই হউক না কেন। কথিত আছে যে, "যখন আল্লাহের নহর (প্রবাহ) আগমন করে, তখন ঈছার নহর বাতিল হইয়া যায়" ইহা উক্ত মাকামের উপযোগী বাক্য। এই সৌভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তিগণ সরল পথে আছেন, যাহা উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্মুখবর্তী ও বরাবর। এই দৌলত হইতে যে ব্যক্তি কিছু দক্ষিণে বা বামে সরিয়া আছে, সে কোন এক প্রতিবিম্বে উপনীত হইয়াছে। যদিও প্রতিবিম্বের মধ্যে তারতম্য আছে; কিন্তু উহা সবই প্রতিবিম্বত্বের কলঙ্কে কলঙ্কিত।

বন্ধুর বিরহ নহে সামান্য কখন
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তু সহেনা নয়ন।

যে ব্যক্তি সরল পথ হইতে 'রাই' বরাবর সরিয়া যায়, যতই সে দূরে যাইবে, ততই দূরে সরিয়া পড়িবে, এবং উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্তি হইতে দূরে সরিয়া যাইবে।

"ভয় করি হে আরব যাবেনা কা'বায়,
যে পথে চলেছ তাহা তুরস্কতে যায়"।

আল্লাহ্-পাক আমাদিগকে সরল পথের প্রতি বর্তমান রাখুন। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাহার প্রতি ছালাম।

৭১ মকতুব

তদ্বীয় ছাহেবজাদা হযরত খাজা মোহাম্মদ ছাঈদ (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (দঃ)।

(আল্লাহতায়ালা ব্যতীত কেহই এবাদতের উপযোগী নাই। মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহের প্রেরিত)।

ইহার প্রথম কলেমা আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী মর্তব্য প্রমাণ করিতেছে। আলমে মেছালের মধ্যে মেছালী বা উদাহরণিক আকৃতিতে "অযুব" বা অবশ্যম্ভাবী মর্তবা বিন্দু হিস্যাবে প্রকাশিত হওয়া ঐ মর্তবা হইতে নিকটবর্তী যাহা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। অবশ্য উক্ত মর্তবা বা স্তরে বিন্দু অথবা বৃত্ত কাহারই অবকাশ নাই এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কোনটিরই স্থান নাই। কাজেই আত্মিক বিকাশের ছবিতে প্রমাণকৃত বাক্যটি (ইল্লাল্লাহ) বিন্দু হিসাবে দৃষ্ট হয় এবং মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ কলেমাটি আহবান কার্যের নির্দেশ প্রদানকারী এবং দেহ ও আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তুর সহিত সম্বন্ধধারী ও যথায় দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কঠিনভাবে বর্তমান আছে; সুতরাং উক্ত মাকামের মেছালী-ছবি আত্মিক বিকাশে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত মাকামে ছালেকের মধ্যে পূর্বের কিছু মত্ত্বতা অবশিষ্ট থাকে বলিয়া দ্বিতীয় কলেমাটিকে জগত পরিবেষ্টনকারী মহাসাগরতুল্য প্রাপ্ত হয়, এবং প্রথম কলেমাটিকে উহার তুলনায় বিন্দু বলিয়া ধারণা করে। এ ফকিরও মত্ত্বতার অবশিষ্ট থাকা হেতু বলিয়াছিল এবং লিখিয়াছিল যে, দ্বিতীয় কলেমাটি মহাসাগরতুল্য এবং প্রথম কলেমা উহার তুলনায় বিন্দু তুল্য। উক্ত মাকামে ফুতুহাতে মাক্কীয়ার সম্পাদক শায়েখ মুহীউদ্দিন আরবীও বলিয়াছেন যে, "মোহাম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গীভূতী আল্লাহতায়ালার অনন্ত সঙ্গীভূতী হইতেও অধিক সমষ্টিভূত"। কিন্তু যখন আল্লাহতায়ালার অশেষ অনুগ্রহে—"মর্তবায়ে অযুব" বা অবশ্যম্ভাবী স্তরের প্রকারবিহনী প্রশস্ততার উদ্ভব হয় এবং জ্ঞানাতীত পরিবেষ্টন প্রকাশ পায় তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এতাদৃশ্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও উহা মহাসাগরের তুলনায় যেন অবিভাজ্য অংশতুল্য হইয়া

যায়। ইতিপূর্বের যে বস্তুকে বিন্দুতুল্য প্রাপ্ত হইয়াছিল উহাকেই এখন অপার সাগরের ন্যায় প্রাপ্ত হয় এবং পূর্বের মহাসাগরকে অতিক্ষুদ্র অবিভাজ্য অংশতুল্য দেখিতে পায়। ইহা হইতে কেহ ধারণা না করে যে, বেলায়েত, নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু বেলায়েত প্রথম কলেমার সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং নবুয়ত দ্বিতীয় কলেমার অনুকূল। কেননা বলিব যে, উভয় কলেমা হাছিল হওয়াকে নবুয়ত বলা হয়। নবুয়তের উর্ধারোহণ প্রথম কলেমার সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং অবতরণ দ্বিতীয় কলেমার সহিত। অতএব উভয় কলেমার সমষ্টি নবুয়তের মাকামের লব্ধ বস্তু। ইহা নহে যে, দ্বিতীয় কলেমা নবুয়তের মাকামে লাভ হয়। যেরূপ অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন এবং প্রথম কলেমাকে বেলায়েতের জন্য বিশিষ্ট বলেন, তাহারা যেরূপ ধারণা করে তদ্রূপ নহে, বরঞ্চ উভয় কলেমা উর্ধারোহণ ও অবতরণ হিসাবে বেলায়েতের মাকামের এবং নবুয়তের মাকামের লব্ধ বস্তু। ফলকথা বেলায়েতের মাকাম নবুয়তের মাকামের প্রতিচ্ছায়া এবং বেলায়েতের পূর্ণতাসমূহ নবুয়তের পূর্ণতাসমূহের প্রতিবিম্ব। অবশ্য মত্বতার মাকাম বা স্তরে যাহা কিছুই বলা হোক না কেন তাহা উপেক্ষণীয়। এ ফকিরও মত্বতার স্তরে তাহাদের সহিত সমতুল্য। এইহেতু কতিপয় মকতুবে লিখিয়াছি যে, প্রথম কলেমা বেলায়েত বা নৈকট্যের স্তরের মোনাছিব এবং দ্বিতীয় কলেমা নবুয়তের মাকামের উপযোগী। "ছোকর" বা মত্বতাও খোদাতায়ালার একটি উচ্চ নেয়ামত; কিন্তু যদি (পরে) সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং তরিকার কুফর হইতে ইসলামে আনয়ন করেন।

হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার হাবীব মোহাম্মদ (দঃ)-এর অছিলায় আমরা যদি ভুল-ভ্রান্তি করি তুমি তাহা ধরিও না। এই দোওয়ার প্রতি যে ব্যক্তি আমিন বলিবে আল্লাহপাক তাহার উপর রহম করুক।

৭২ মকতুব

ছাহেবজাদা খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট কা'বা শরীফের তাজাল্লির বিষয়ে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আরশের আবির্ভাব যদিও যাবতীয় আবির্ভাবের উর্ধ্বে, কিন্তু বয়তুল্লাহ্ বা কা'বা শরীফের সহিত যে কার্যকলাপ সমন্বিত তাহা আবির্ভাব ও বিকাশাদীর উর্ধ্বে। তথায় বিকাশ ও আবির্ভাবের নাম উচ্চারণ করাও লজ্জাকর। 'তাজাল্লি' এবং 'জুহুর' বা আবির্ভাব ও বিকাশসমূহ বৃত্তের পরিধিতুল্য এবং ইহা (কা'বা শরীফের ব্যাপার) উক্ত পরিধির কেন্দ্রতুল্য। ইহা সঠিক যে, পরিধি প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ; যেন উক্ত বিন্দুটি স্বীয় প্রতিচ্ছায়া ছড়াইয়া দিয়াছে ও তাহা হইতে শত শত বিন্দু বাহির হইয়া পরিধি সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে 'বিন্দু' শব্দটি বলার অর্থ "নিকটবর্তী বস্তু" অনুসারে বলা।

নতুবা তথায় বৃত্তের ন্যায় কেন্দ্রের বিন্দুটিও নিবারিত। তথায় অবির্ভূত বস্তুর ও অবির্ভাব স্থল কাহারও অবকাশ নাই এবং তথায় মূল বস্তুরও স্থান নাই, প্রতিচ্ছায়ারও অবকাশ নাই। প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় মূল বস্তুও সেই উচ্চগৃহের পথেই রহিয়া যায়।

সে পাখীর কথা তোরে কি দিব আভাস,
আন্‌কার নীড়ের সাথে করে বসবাস।
অবশ্য আন্‌কার নাম জানে সকলেই,
সে পাখীর নামটিও জানে না কেহই।

বনিইস্রাইলের নবীগণের কা'বা বয়তুল্ মোকাদ্দেছ গৃহে একটি পাথর ছিল। উক্ত পাথরটির প্রতি যে আবির্ভাব ও পূর্ণতা ছিল, অবশেষে তাহা এই কা'বা মোয়াজ্জামার পূর্ণতার দিকে প্রত্যাবর্তন করতঃ ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। যেহেতু পার্শ্ববর্তী সকলকে কেন্দ্রে না যাইয়া উপায় নাই। কেন্দ্রে উপনীত পথ যাহা সরল পথ, তাহা ব্যতীত উদ্দিষ্ট বস্তুর পথ প্রাপ্তি হয় না। হায়! কবে কা'বায়ে মোয়াজ্জামার সাক্ষাত পাইব! আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় প্রথম গৃহ যাহা মানুষের (হিতসাধনের) জন্য স্থাপিত হইয়াছে তাহা ঐ গৃহ যাহা বক্কা বা মক্কা নামক স্থানে অবস্থিত, তাহা অতি বরকতযুক্ত ও প্রাচুর্যময় এবং বিশ্ববাসীদিগের জন্য হেদায়েত বা আল্লাহতায়ালার পথের নির্দেশক। উহার মধ্যে প্রকাশ্য নিশানি বর্তমান আছে; তাহা মাকামে ইব্রাহীম। যে ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করিল সে (ইহ-পরকালে) নিরাপদ হইল, এবং আল্লাহের জন্য মানুষের প্রতি (দায়িত্ব) উক্ত গৃহে হজ্ব করা, যাহার তথায় উপনীত হইবার সামর্থ্য আছে তাহার জন্য। অতঃপর যে ব্যক্তি কুফর বা অস্বীকার করিবে নিশ্চয় সে কোন অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না। (যেহেতু) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক বিশ্ববাসী হইতে বেপরওয়া। অর্থাৎ "তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন" -(কোরআন)। যদিও আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে কা'বার হকিকত বা তত্ত্বের সহিত সম্মিলিন ঘটিয়াছে এবং অপরিসীম উন্নতি লাভ হইয়াছে কিন্তু বাহ্যিক আকৃতির সহিত আকৃতির সাক্ষাতের আকাঙ্খা বর্তমান রহিয়াছে। হজ্ব ফরজ হইয়াছে এবং পথের নিরাপত্তাও আছে ও উক্ত ফরজ পালন করার আকাঙ্খাও যথেষ্ট আছে, কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতার পর দীর্ঘসূত্রিতা চলিতেছে। এস্তেখারার ফলাফল ছফর করার অনুকূল হইতেছে না। যতই মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি, যাইবার পথ খুলিতেছে না, ও কাবা শরীফে উপনীত হওয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কি করা যায় ফরজ কার্য পালন করিতে বিলম্ব করার এই সকল ওজর আপত্তি কার্যকরী নহে। যে কোন অবস্থায় হউক ফরজ হজ্ব পালন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহের অনুগ্রহে গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং নয়ন ও মস্তক কর্তৃক (অর্থাৎ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া) এই দূরত্ব অতিক্রম করিতেই হইবে। যদি উপনীত হইতে পারি তবে তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার অতি উচ্চ নেয়মত এবং যদি নাই বা পারি ও পথে থাকিয়া যাই তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বহু আশা নগদ সম্পদতুল্য হইবে।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর; তুমি সর্বশক্তিমান।

হজরত নবীয়ে করিম (দঃ) এবং তাঁহার বংশধর ও তাঁহার সহচরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম ও বরকত বর্ষিত হউক।

৭৩ মকতুব

ইহাও মখ্দুমজাদা মজ্দুদ্দিন হজরত মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট পূর্ণ মানবের অন্তর্জগত ও বহির্জগতের বিষয়ে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আলমে খাল্ক বা স্থুল জগত এবং আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগতের সমষ্টি 'মানব'। স্থুল জগতকে উহার আকৃতি বা বহির্জগত ধারণা করিবেন এবং সূক্ষ্ম জগতকে উহার তত্ত্ব বা অন্তর্জগত জানিবেন। 'আইয়ানে ছাবেতা' বা আল্লাহ্তায়ালার এল্মস্থিত আকৃতি সমূহকে (ছুফিগণ) সৃষ্ট পদার্থের হকিকত বা তত্ত্ব এই হিসাবে বলিয়া থাকেন যে, সৃষ্ট বস্তু সমূহ উক্ত আইয়ান সমূহের প্রতিচ্ছায়া এবং উক্ত আইয়ান ইহাদের মূলবস্তু। কেন না সৃষ্ট পদার্থ সমূহের তত্ত্ব এবং মূল আইয়ান সমূহের সেই প্রতিচ্ছায়া যাহার দ্বারা উক্ত সৃষ্ট বস্তু হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বজাত অস্তিত্ব সৃষ্টি করিয়াছে, আইয়ান সমূহ ইহার বিপরীত। (ছুফিগণ) তথায় অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন এবং উহাকে সম্ভাব্যের মর্তবার উর্ধ্বে বলিয়া জ্ঞান করেন। যেহেতু তাহারা 'ওয়াহ্দাত' ও ওয়াহেদিয়াত্ নামক তাইয়্যুনদ্বয় (ব্যক্তিত্বদ্বয়) যাহা আইয়ানে ছাবেতার স্তর তাহাকে 'তায়াইয়ুনে 'অযুবি' বা অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্ব বলিয়া থাকেন এবং অবশিষ্ট তায়াইয়্যুনত্রয় যথা-তায়াইয়ুনে রূহি, (রূহের স্তর) ও তায়াইয়ুনে মেছালী, (উদাহরণিক স্তর) ও তায়াইয়ুনে হেচ্ছী, (দৈহিক স্তর)কে সম্ভাব্য ব্যক্তিত্ব বলিয়া জানেন। অতএব তায়াইয়ুনে অজুবী বা অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্বকে সম্ভাব্য ব্যক্তিত্বের হকিকত বা তত্ত্ব বলা ভাবার্থে হইতে পারে, যেহেতু সম্ভাব্যের হকিকত সম্ভাব্য জগতের হইবে, অবশ্যম্ভাবী মর্তবার হইবে না, প্রত্যেক বস্তুর মূলই যেন তাহার হকিকত বা তত্ত্ব।

ছুফিগণ বলিয়া থাকেন যে, ছুফি কায়েন (স্থায়ী) এবং বায়েন (পৃথক); ইহার অর্থ ছুফি বাহ্যতঃ সৃষ্ট জীবগণের সহিত স্থায়ী, কিন্তু তাঁহার অন্তর্জগত তাহাদের নিকট হইতে পৃথক, অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহারা তাঁহার বাহ্যিক বস্তু হইতে আলমে খল্ক বা স্থুল জগত এবং অন্তঃকরণ আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগত অর্থ লইয়া থাকেন। তাঁহারা এই মাকামকে–যাহাতে একসঙ্গে উভয়দিকে লক্ষ্য থাকে অতি উচ্চ মাকাম বলিয়াছেন, এবং ইহাকেই মুর্শিদী বা পথ প্রদর্শন করার মাকাম ও আহ্বান কার্য্যের মাকাম ধারণা করেন। এ ফকির এস্থলে একটি বিশিষ্ট মারেফৎ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এই যে, কোন এক সবিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তি যাহার নিকট সমস্ত আলমে খল্ক ও আলমে আমর বা স্থুল ও সূক্ষ্ম জগত বাহ্যিক আকৃতিতুল্য এবং তাঁহার হকিকত বা তত্ত্ব ও অন্তর্জগত ঐ এছ্ম বা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র নাম-যাহা তাহার উৎপত্তিস্থান ও তৎসহ অন্যান্য এছ্ম ও শানসমূহ যাহা তাঁহার উ ৎপত্তিস্থানের এছ্মের মূল স্বরূপ। এ পর্যন্ত যে (তাঁহার হকিকত) ঐ জগত পর্যন্ত উপনীত হয় যাহা শান, এতেবার সমূহ হইতে মুক্ত। এই পূর্ণ মারেফৎধারী সাধক যখন যাবতীয় সম্ভাব্য

স্তর অতিক্রম করে এবং যে এছ্‌ম তাহার কাইয়্যুম বা রক্ষাকারী সে এছ্‌ম পর্যন্ত তাহার উপনীতি সংঘটিত হয় ও তাহার 'অহং' বা 'আমি' বাক্য সম্ভাব্য স্তর সমূহ হইতে উৎপাটিত হইয়া উক্ত এছ্‌মের সহিত তুল্য বিধানে সংশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করিয়া তাহার 'আমি' বাক্য উক্ত এছ্‌মের উর্ধ্বের মর্তবায় যাহা উহার মূলবস্তু স্বরূপ তাহার সহিত তুল্য বিধানে সম্মিলিত হয়। তৎপর উক্ত বিধানে ক্রমান্বয়ে আল্লহ্‌তায়ালার নিছক জাতে আহাদ বা একজাতের সান্নিধ্য লাভ করে। তখন উল্লিখিত মর্তবা সমূহ যাহাদের সহিত তাহার 'আমি' বাক্য তুল্যবিধানে সম্মিলিত হইয়াছিল তাহারা উহার 'হকিকত' বা তত্ত্বস্বরূপ হইয়া যায়, যাহাতে তাহার আলমে আমরও তাহার আলমে খল্‌কের ন্যায় উক্ত হকিকতের বাহ্যিক আকৃতিস্বরূপ হইয়া যায় এবং এই বাহ্যিক আকৃতি যেন উক্ত হকিকতের বস্ত্রস্বরূপ। যেরূপ কোন এক ব্যক্তি উক্ত বস্ত্র পরিধানকারী। (উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ণ মারেফত প্রাপ্ত ব্যক্তি যখন 'আমি' শব্দ উচ্চরণ করে তাহার ইঙ্গিত আহাদে মোজার্‌রাদা বা আল্লাহ্‌তায়ালার একজাতের প্রতি উপনীত হয়)। কিন্তু অন্য সকল ব্যক্তির 'আমি' বাক্য আলমে আমর ও আলমে খল্‌কের প্রতিই নির্ভরশীল। সুতরাং তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি এবং তত্ত্ব এই "আলমে খল্‌ক" ও "আলমে আমর" বটে এবং যে এছ্‌ম্ সমূহ উহাদের উৎপত্তিস্থল তাহারা উহাদের কায়্যুম বা রক্ষাকারী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

প্রশ্ন ঃ- আরেফ বা সাধক যতই পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হউক না কেন, সে মোম্‌কেন বা সম্ভাব্য বস্তু। সে সম্ভাব্য হইতে (বহিষ্কৃত হইয়া) অবশ্যম্ভাবীর সহিত মিলিত হয় না; এবং যে এছ্‌ম তাহার কাইয়ুম বা রক্ষক সে এছ্‌ম অবশ্যাম্ভাবী স্তরের বস্তু। অতএব উহা কি প্রকারে তাহার হকিকত বা তত্ত্ব হয় এবং তাহার অংশ হইতে পারে?

তদুত্তরে বলিব যে, উক্ত এছ্‌ম তাহার হকিকত স্বরূপ হয় দৃশ্যতঃ; বস্তুতঃ নহে; যাহাতে কোন বাধা আসিতে পারে না। যেরূপ "বাকাবিল্লাহের" বা "আল্লাহ্‌র সহিত স্থায়ী হইয়া যাওয়া"-এর বিষয় বলা হইয়া থাকে। অবশ্য এই দৃশ্যতঃ হওয়াও শুধু ধারণাকৃত নহে, ইহাতেও বহু প্রকার সুফল ফলিয়া থাকে ও মনোবাসনা লাভ হয়।

হাফিজের আর্তনাদ অনর্থক নয়,
আশ্চর্য আলাপ-ইথে আছে হে নিশ্চয়।

সুতারাং ইহা প্রমাণিত হইল যে, অন্যের ছুরত এবং হকিকতের সমষ্টি এই আরেফের শুধু ছুরত, যাহা এই আরেফের হকিকতের তুলনায় একপ্রস্থ পরিচ্ছদ স্বরূপ; যেন কোন ব্যক্তি উহা পরিধান করে। অতএব অপর সকল ব্যক্তি ইহার হকিকতের কি সন্ধান পাইবে এবং কি-ই বা বুঝিবে? তাহারা ইঁহাদিগকে নিজেদের অনুরূপ ছুরত ও হকিকতধারী ব্যতীত আর কি ধারণা করিতে পারিবে? এইরূপ আরেফের পরিচয় প্রাপ্তি আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় প্রাপ্তির নিশ্চয়ক। "যখন তাঁহারা দৃষ্টিগোচর হন, তখন আল্লাহ্ পাক স্মৃত হয়"- হাদীছটি ইঁহাদের প্রতি ইঙ্গিত। "হে খোদা, তোমার দোস্তগণকে কি করিয়াছ যে যাহারা ইঁহাদিগকে চিনিতে পারিল তাহারা তোমাকে প্রাপ্ত হইল এবং যে পর্যন্ত তোমাকে পাইবে না ইঁহাদিগকেও চিনিতে

পারিবে না"। এ ফকীর কতিপয় পুস্তকে লিখিয়াছে যে, পূর্ণ মারেফত প্রাপ্ত সাধক আহবান কার্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করার পর পূর্ণরূপে সে বিশ্বজগতের প্রতি মনোযোগী হয়, ইহা নহে যে, সে বাহ্যত সৃষ্ট জগতের সহিত ও অন্তর কর্তৃক আল্লাহ্তায়ালার প্রতি লক্ষ্য রাখে। পূর্ণরূপে বাক্যটির অর্থ উক্ত সাধকের আলমে খল্ক ও আলমে আমর, যেরূপ ইহা ছুফিগণের নিকট অবিদিত নহে। অর্থাৎ উক্ত সাধকের আলমে খল্ক এবং আলমে আমর উভয়ই আহবান কার্যের প্রতি মনোযোগী হয়। পূর্বে বর্ণিত হকিকত ও বাতেন (তত্ত্ব ও অন্তর্জগত) সাধকের কাইয়্যুম বা রক্ষাকারী এছ্ম ও তদুর্ধের বস্তু যাহা অর্থ লওয়া হইয়াছে তাহার লক্ষ্য আল্লাহ্তায়ালার প্রতি হওয়ার কোন অর্থ হয় না; যেহেতু উহা অবশ্যম্ভাবী জগতের বস্তু, যথা পূর্বে বলা হইল। অতএব যে কোনভাবেই হউক পূর্ণ মারেফত প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষ্য প্রত্যাবর্তনের সময় সৃষ্টজগতের প্রতি পূর্ণরূপে হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির এক দৃষ্টি সৃষ্ট জগতের প্রতি এবং অপরটি আল্লাহ্তায়ালার প্রতি থাকে, সে মধ্য পথে আছে। অবশ্য যাহার লক্ষ্য পূর্ণরূপে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি তাহা হইতে এই সাধক উচ্চতর। কেননা এই ব্যক্তি (যাহার সম্পূর্ণ লক্ষ্য আল্লাহ্তায়ালার প্রতি) খল্কুল্লার হক্ক বা দায়ীত্ব পালন করিতে অক্ষম এবং উক্ত ব্যক্তি (যাহার লক্ষ্য কিছু সৃষ্ট বস্তুর প্রতি ও কিছু আল্লাহ্তায়ালার প্রতি) সৃষ্ট বস্তু ও স্রষ্টা উভয়ের হক্ক বা দায়ীত্ব পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং সৃষ্টবস্তুকে স্রষ্টার দিকে আহ্বান করিতেছে। সুতরাং এই ব্যক্তি উহার তুলনায় পূর্ণতর।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্তায়ালার প্রতি মনোযোগী হওয়া কার্যটি দূরবর্তী হওয়া কামনা করে এবং দূরবর্তী হওয়া এই আরেফের জন্য উপযোগী নহে; বরং অন্যদের জন্য, যাহারা লক্ষ্য রাখার মুখাপেক্ষী। আপনি কি কাহাকেও দেখিয়াছেন যে, কেহ নিজের প্রতি লক্ষ্য করে ? অতএব যে বস্তু নিজ হইতে অধিক নিকটবর্তী তাহার প্রতি লক্ষ্য করার কোন পথই নেই। এই লক্ষ্য না করা উক্ত সাধকের একটি বিশিষ্ট পূর্ণতা। দূরদর্শীগণ হয়তো ইহাকে ত্রুটি বলিয়া ধারণা করিবেন এবং লক্ষ্য না করা হইতে লক্ষ্য করাকে পূর্ণতা বলিয়া জানিবেন।

আল্লাহ-পাক তাহাদিগকে ইন্ছাফ্ প্রদান করুন। তাহারা যেন নিজের নিরেট মুর্খতা কর্তৃক বিচার না করে এবং উৎকর্ষকে 'আয়েব' বা নিন্দনীয় বলিয়া না জানে।

৭৪ মকতুব

খাজা শায়েখ হাশেম-এর নিকট "ফামিনহুম্ জালেমোল লে-নাফ্ছিহি" আয়াত শরীফ, "ইন্না আরজ্নাল আমানতা" আয়াত শরীফদ্বয়ের প্রকৃত অর্থের বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ-পাক ফরমাইয়াছেন, "তৎপর আমরা" কেতাব বা কোরআন শরীফের উত্তরাধিকারী করিয়াছি ঐ সকল ব্যক্তিকে যাহাদিগকে আমাদের বান্দাগণ হইতে নির্বাচিত

করিয়া লইয়াছি। তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বীয় নফ্ছের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে এবং অনেকে মধ্যবর্তী অবস্থায় আছে এবং অনেকে আল্লাহর হুকুমে সৎকার্যে পুরোগামী। আরও আল্লাহ-পাক ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় আমরা আমানত বা গচ্ছিত বস্তুকে আছমানসমূহ এবং জমিন ও পর্বতের সম্মুখে ধরিলাম। তৎপর তাহারা উহা উত্তোলন করিতে অস্বীকার করিল এবং তাহা হইতে ভীত হইল; কিন্তু মানব তাহাকে উত্তোলন করিল। নিশ্চয় সে ভয়ানক অত্যাচারী ও নিতান্ত অজ্ঞ'। এই আয়াতদ্বয়ের অর্থ আল্লাহ-পাক যাহা এরাদা করিয়াছেন তাহাই সত্য। কিন্তু আমরা আমাদের প্রতি যাহা প্রকাশ পাইয়াছে সেইরূপ অর্থ করিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ভুলভ্রান্তি হইলে তাহা ধরিও না।

জানা আবশ্যক যে, "আল্লাহতায়ালা আদমকে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছে" (হাদীছ)। আল্লাহ-পাক আকৃতি হইতে পবিত্র ও উচ্চ। তাহা হইলে আদম (আঃ) তাঁহার আকৃতিতে সৃষ্টি হওয়া এই অর্থ হইতে পারে যে, 'তান্‌জিহ্' বা পবিত্রতা মর্তবার (স্তরের) যদি আলমে মেছাল বা উদাহরণিক জগতে একটি আকৃতি ধারণা করিয়া লওয়া যায় তবে নিশ্চয় তাহা একটি সমষ্টিভূত আকৃতি হইবে। অতএব সমষ্টিভূত 'মানব' উক্ত আকৃতিতে সৃষ্টি হইয়াছে। অন্য কোন আকৃতির যোগ্যতা নাই যে, উল্লিখিত পবিত্র মর্তবার উদাহরণ হইতে পারে ও তাহার দর্পণতুল্য হয়। এইহেতু 'এন্‌ছান' বা মানব আল্লাহতায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি হওয়ার উপযোগী হইয়াছে। কারণ যে পর্যন্ত কোন বস্তুর আকৃতিতে সৃষ্ট না হয়, সে পর্যন্ত উক্ত বস্তুর প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। কেননা কোন বস্তুর প্রতিনিধি তাহার পরবর্তী এবং উক্ত বস্তুর কায়েম মোকাম (স্থলাভিষিক্ত)। অতএব যখন ইন্‌ছান রহমানের খলিফা হইল; তখন অগত্যা আমানত বা গচ্ছিত বস্তুর ভার বহন করার জন্য সেই নির্দিষ্ট হইল। "বাদশার বাহন ভিন্ন তাহার দান বহন করিতে পারে না।" আছমান, জমীন ও পর্বতসমূহ সমষ্টিভূতি কোথা হইতে পাইবে যে, তাঁহার আকৃতিতে সৃষ্ট হইয়া খলিফা হইবার উপযোগী হয় ও তাঁহার আমানতের ভার বহন করিতে সমর্থ হয়। আমি অনুভব করিতেছি যে, এই আমানতের ভার দৈবক্রমে যদি আছ্মান, জমীন এবং পর্বতের প্রতি ন্যস্ত করা যায়, তবে উহা খন্ড-বিখন্ড হইয়া যাইবে, এমন কি উহার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকিবে না। এ ফকীরের ধারণায় উক্ত আমানত বা গচ্ছিত বস্তু যাবতীয় বস্তুকে আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধি হিসাবে রক্ষা করার ক্ষমতা কাইয়ুমিয়াত (রক্ষা), যাহা মানবজাতির মধ্যে অতিপূর্ণ ব্যক্তির সহিত বিশিষ্ট। অর্থাৎ পূর্ণমানবের কার্যকলাপ এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়, যে (আল্লাহ-পাক) উহাকে খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত হিসাবে যাবতীয় বস্তুর কাইয়ুম বা রক্ষক করেন এবং যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব এবং অবশিষ্ট জাহেরী-বাতেনী পূর্ণতাসমূহ তাঁহার মাধ্যমে প্রদান করিয়া থাকেন। যদি ফেরেস্তাবৃন্দ হয় তবে তাহারা তাঁহাকে ব্যাপদেশ করেন এবং যদি জ্বিন বা ইন্‌ছান হয়, তাহারাও তাঁহার অঞ্চলাকৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় বস্তুর লক্ষ্য তাঁহার দিকে, সকলেই যেন তাঁহার পানে তাকাইয়া আছে, ইহা তাহারা অবগত থাকুক বা না থাকুক! আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় সে অর্থাৎ

মানব অত্যাচারী এবং অজ্ঞ। অর্থাৎ সে স্বীয় নফ্‌ছের প্রতি বহুত অত্যাচার করিয়াছে, এমনকি নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির অস্তিত্বের ও অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহের কোনই চিহ্ন বা নিয়ম-কানুন অবশিষ্ট রাখে নাই। যদি সে নিজের প্রতি এইরূপ অত্যাচার না করিত তবে আল্লাহতায়ালার আমানতের ভার বহিবার উপযোগী হইত না। সে জাহেল বা অজ্ঞ, অর্থাৎ প্রচুর অজ্ঞতাসম্পন্ন। এমন কি উদ্দিষ্ট বস্তুর কোন জ্ঞান বা অনুভূতি তাহার নাই। বরং উদ্দিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইতে সে অজ্ঞ এবং তাহাকে অনুভব করা হইতে সে অক্ষম। এই অক্ষমতা ও অজ্ঞতা তথায় পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্তি। কেননা যে ব্যক্তি অধিক অজ্ঞ তথায় সেই অধিক পরিচয় প্রাপ্ত এবং যে অধিক পরিচয় লাভকারী সেই আমানতের ভার বহিবার অধিক উপযোগী। এই গুণ দুইটি (অত্যাচার ও অজ্ঞতা) যেন আমানতের ভার বহন করার উপযোগী হওয়ার কারণ। এই আরেফ বা সাধক যিনি কাইয়ুমিয়াতের পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি উজিরতুল্য, সৃষ্ট জীবগণের বিপদাপদ যেন তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করা হইয়াছে। বাদশাহ্ যদিও নেয়ামত প্রদানকারী, কিন্তু উহা উজিরের মাধ্যমে লাভ হয়। এই সৌভাগ্যের শীর্ষস্থানীয় মানব পিতা হযরত আদম (আঃ)। এই পদ উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ)গণের জন্য বিশিষ্ট। এই বোজর্গগণের অনুগামী ও ওয়ারিশ হিসাবে অনেকেই ইহা লাভ করিয়া থাকেন।

"বোজর্গগণের তরে নহে কিছুই কঠিন।"

কেতাব বা কোরআন পাকের উত্তরাধিকারীগণের প্রথম দল যাহারা আল্লাহতায়ালার বান্দাগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত, তাহারা স্বীয় নফ্‌ছের প্রতি জুলুম বা অত্যাচারকারী (অর্থাৎ ফানায়ে নফ্‌ছ হাছেলকারী)। ইহারা উজির বা কাইয়ুম পদপ্রাপ্ত। উক্ত নির্বাচিতগণের দ্বিতীয় দল যাহাদিগকে মোকতাছেদ (মধ্যবর্তী) বলা হইয়া থাকে, তাহারা ঐ দল যাহারা খোল্লাৎ বা বন্ধুত্বের সৌভাগ্য লাভ করিয়া রহস্যের আধার এবং পরামর্শদাতা হইবার যোগ্য হইয়াছেন। বাদশাহের কার্যকলাপ যদিও উজির বা মন্ত্রীর প্রতি নির্ভরশীল, কিন্তু বন্ধুগণ সহচর হয় এবং শান্তি ও আনন্দ প্রদান করে, ইহারা স্বীয় আহলাদ ও প্রীতির জন্য এবং উহা (উজির) অন্য সকলের বিপদাপদ ও কার্যকলাপ সমাধানের জন্য। অতএব ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। এই খোল্লাত বা বন্ধুত্বের মাকামের শীর্ষস্থানীয় হজরত ইব্রাহীম খলিলুর রহমান (আঃ) এবং অন্য সকলেও এই উচ্চ মাকাম প্রাপ্ত হইতে পারে। খোল্লাত বা বন্ধুত্বের মাকামের উর্ধ্বে মহব্বত বা প্রেমের মাকাম। তৃতীয় দল যাহারা "ছাবেক বেল্ খায়রাত" অর্থাৎ সদ্বিষয় পুরোগামী তাহারা উক্ত মাকাম লাভ করিয়া থাকেন। বন্ধু ও সহচরী ভিন্ন এবং প্রেমিক ও প্রিয়া ভিন্ন ব্যক্তি (অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে)। যে রহস্য ও কার্যকলাপ প্রেমিক ও প্রিয় ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয় তাহাতে বন্ধু ও সহচরীগণের কোনই অধিকার নাই। অবশ্য বন্ধুত্ব পূর্ণ হইলে প্রিয় ব্যক্তির গুপ্ত রহস্য উক্ত সম্মানী বন্ধুর নিকট আলোচিত হইতে পারে এবং তাহাকেও প্রেমিক ও প্রিয় ব্যক্তির প্রেমের আধার করা যাইতে পারে। এই দলের প্রেমিকগণের শীর্ষস্থানীয় হজরত মুছা কলিমুল্লাহ (আঃ) এবং প্রিয়গণের দলপতি হজরত খাতামুন্নবিয়্যীন (দঃ) এবং ইহাদের অনুগামী ওয়ারিশ হিসাবে অন্যরাও এই

দুই মাকাম লাভ করিতে পারে। মহব্বতের মাকামের উর্ধ্বে যে সমস্ত মাকাম আছে তাহাদের আলোচনা অপর এক মকতুবে করা হইয়াছে, সেস্থলেও হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শীর্ষস্থানীয় উক্ত মাকাম সমূহ ছাবেকীন বা পুরোগামীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহা কোরআন শরীফের ওয়ারিশগণের তৃতীয় দলের অংশ।

হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্যকলাপের মধ্যে সরলতা সৃষ্টি করিয়া দাও। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

৭৫ মকতুব

মির্জা মোজাফ্ফর খানের নিকট বালা-মুছিবত যে গোনাহের কাফফারা তদ্বিষয়ে লিখিতেছেন।

আপনার যাহা উপযোগী নহে আল্লাহ্তায়ালা তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। বন্ধুগণের প্রতি বিপদাপদ আসা তাহাদের অনিচ্ছাকৃত গোনাহ্সমূহের কাফ্ফারা বা ক্ষতিপুরণ স্বরূপ। আল্লাহ্তায়ালার নিকট কাঁদাকাটি, অনুনয়, বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও সুস্থতা কামনা করা উচিত, যে পর্যন্ত দোওয়া কবুল হইবার চিহ্ন না পাওয়া যায় ও বিপদ সরিয়া না যায় সে পর্যন্ত আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করা দরকার। যদিও বন্ধু ও হিতাকাঙ্খীগণ এইরূপ প্রার্থনায় লিপ্ত আছেন তথাপি যাহার বিপদ, সে ইহার অধিক উপযোগী। ঔষধপত্র সেবন পরহেজকরণ রুগীর কার্য অন্য সকল রোগ নিবারণের সাহায্যকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, প্রকৃত মহবুব বা প্রিয় ব্যক্তির নিকট হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা প্রফুল্লচিত্তে, সানন্দে অনুগ্রহ ভাবিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। বরং তাহাতে লজ্জৎ প্রাপ্ত হওয়া উচিত। লজ্জিত ও অপদস্থ হওয়া যদি প্রিয়জনের উদ্দেশ্য হয় প্রেমিকের নিকট তাহা মানসম্মান হইতে শ্রেষ্ঠতর হওয়া উচিত, যেহেতু ইহা তাহার নফ্ছের আকাঙ্খা। যদি প্রেমিকের মধ্যে এই অবস্থা সংঘটিত না হয় তবে তাহার মহব্বত অপূর্ণ বরং তাহার প্রেম মিথ্যা।

ধর্মরাজ আমা হ'তে যদি লিপ্সা চায়,
মৃত্তিকা ঢালিয়া দিব ধৈর্যের মাথায়॥

জনাব শরীয়ত মা'য়াব্ খেদমত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং ছফরের কষ্ট ও মোছাফেরগণের দুরাবস্থা বর্ণনা করিলেন। তাহাদের ছহি ছালামতের জন্য ফতেহা ও দোয়া করা হইল।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ভুলত্রুটি ধরিও না। হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রতি ঐরূপ ভার অর্পণ করিও না, যাহা আমাদের পূর্ববর্তীগণের প্রতি করিয়াছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক, যাহা আমাদের শক্তির বাহিরে আমাদের প্রতি সেরূপ গুরুত্ব

আরোপ করিও না, এবং আমাদের ত্রুটি মার্জনা কর ও আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমি আমাদের প্রভু, তৎপর আমাদিগকে কাফেরদিগের উপর সাহায্য কর-(কোরান)।

আপনার প্রভু-ইজ্জত সম্মানের প্রভুকে তাহারা যদ্বারা বিশেষিত করিতেছে তাহা হইতে তিনি পবিত্র এবং যাবতীয় রাছুলগণের প্রতি ছালাম ও জগতের প্রতিপালকের জন্য যাবতীয় প্রশংসা। (কোরান)

ওয়াচ্ছালাম ।

৭৬ মকতুব

মওলানা ফাররোখ হোছেনের নিকট আরশের হকিকতের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আরশে মজিদ আল্লাহতায়ালার একটি আশ্চর্যজনক সৃষ্ট বস্তু। ইহা বৃহত্তম জগতে আলমে খল্‌ক এবং আলমে আমরের মধ্যস্থ স্বরূপ, ইহা উভয় দিকের বর্ণবিশিষ্ট। আলমে খল্‌ক বা স্থূল জগত অর্থাৎ জমিন, পর্বত ও আছমান ছয় দিবসে সৃষ্টি হইয়াছে। যথাঃ আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন, "জমিনকে সৃষ্টি দুই দিবস মধ্যে"। আর্শের সৃষ্টি ইহাদের পূর্বে হইয়াছে। যেরূপ আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন, "তিনি ঐ পবিত্রজাত যিনি আছমান ও জমিনসমূহ ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর্‌শ পানির উপরে অবস্থিত ছিল।" বরং এই আয়াত শরীফ হইতে বুঝা যাইতেছে-পানিও ইহাদের পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব পবিত্র আর্‌শ যেরূপ মৃত্তিকা জাতীয় নহে, তদ্রূপ আছমান জাতীয়ও নহে। যেহেতু আর্শ্ব আলমে আমরের (সুক্ষ্ম জগতের) পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত, কিন্তু ইঁহারা নহে। ফলকথা যখন উহা (আর্শ্ব) জমিনের তুলনায় আছমানের সহিত অধিক সম্পর্কবিশিষ্ট তখন উহা আছমানের সহিত পরিগণিত হইয়া থাকে, নতুবা প্রকৃতপক্ষে উহা যেরূপ মৃত্তিকা জাতীয় নহে, তদ্রূপ আকাশ জাতীয়ও নহে। সুতরাং উহা জমিন, আছমান উভয়ের নিয়ম ও ধারার বহির্ভূত। এখন কুরছির বিষয় আলোচনা করা অবশিষ্ট রহিল। আল্লাহ-পাকের ফরমান যে,-"তাঁহার কুরছী আছমান সমূহ ও জমীনকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে"। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কুরছীও আছমানসমূহ হইতে পৃথক এবং ইহাদের সকল হইতে অধিক প্রশস্ত। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কুরছী আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত নহে যেহেতু উহাকে আরশের নিম্নে বলা হইয়া থাকে, এবং আলমে আমরের কার্যকলাপ আরশের উর্ধ্বে। 'কুরছী' যখন আলমে খল্‌কের অন্তর্ভুক্ত এবং উহা আছমানসমূহ হইতে পৃথকভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, তখন উহার সৃষ্টি উল্লিখিত ছয় দিবসের বাহির হওয়া উচিত! অবশ্য ইহাতে কোন বাধা নাই, কেননা সমস্ত জগত এই ছয় দিবসে সৃষ্টি হয় নাই। যেরূপ পানি, যাহা এই আলমে খল্‌কের বস্তু তাহা এই ছয় দিবসের বাহিরে সৃষ্টি হইয়াছে, এবং উহা এই ছয় দিবসের পূর্ববর্তী, যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত

কুরছীর অবস্থা ভালভাবে জানিতে পারি নাই বলিয়া উহার বিশদ বর্ণনা অন্য সময়ের জন্য ন্যস্ত রহিল। আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের আশাধারী হইয়া রহিলাম। হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।

বর্ণিত আলোচনা কর্তৃক দুইটি কঠিন প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল। প্রথমটি এই যে, যখন জমীন আছমান ছিলনা, তখন ছয় দিনের পরিচয় কি ভাবে হইয়াছিল, অর্থাৎ রবিবার সমবার হইতে এবং মঙ্গলবার বুধবার হইতে, বৃহস্পতিবার শুক্রবার হইতে কিভাবে পৃথক করা যাইত। কেননা জমীন ও আছমান সৃষ্টির পূর্বে যখন আর্শ্ব সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন কালও সৃষ্টি হইয়াছিল এবং দিবস সমূহও প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল। ইহা অনিবার্য নহে যে, দিবস সমূহের পার্থক্যের জন্য সূর্য উদয় ও অস্ত আবশ্যক হয়। কেননা বেহেস্তের মধ্যে সূর্য উদয় ও অস্ত নাই, কিন্তু দিবসসমূহরে পার্থক্য বর্তমান থাকিবে, যথা হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের যাহা সমাধান হইল এবং যাহা এ ফকীরের বিশিষ্ট এল্‌ম, তাহা এই যে,-হাদীছে কুদছীতে আসিয়াছে, "আমার জমীনে ও আছমানে আমার সংকুলান হয় না, কিন্তু আমার মুমেন বান্দার কল্‌বে আমার সংকুলান হয়"। এই হাদীছ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ণ আবির্ভাব মোমেনের কলবের সহিত বিশিষ্ট। অন্য কাহারও ভাগ্যে এই দৌলত লাভ হয় নাই। কিন্তু আপনি আপনার মকতুবাতে ইহার বিপরীত লিখিয়াছেন যে, পুর্ণ আবির্ভাব পবিত্র আরশের উপরেই হইয়াছে, কলবের আবির্ভাব তাহারই কিঞ্চিৎ আলোকচ্ছটা বা চমকতুল্য। যেহেতু পূর্বের বর্ণনাদি হইতে উপলব্ধি হইল যে, পবিত্র আরশের নিয়মধারা জমীন ও আছমান সমূহের নিয়মকানুন হইতে পৃথক, অতএব জমীন আছমানে সংকুলান হয় না, কিন্তু আরশে হইয়া থাকে। হ্যাঁ, জমীন-আছমানও তাহাতে যাহা কিছু আছে-মো'মেনের কল্‌ব ব্যতীত তাহাদের কাহারও মধ্যে উক্তরূপ প্রশস্ততার যোগ্যতা নাই; অবশ্য কল্‌ব এই দৌলত প্রাপ্তির উপযোগী। সুতরাং কলবের প্রশস্ততার মধ্যে সীমাবদ্ধতা জমীন-আছমান সমূহের তুলনায়, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের তুলনায় নহে। যাহাতে পবিত্র আরশও উহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এবং হাদীছের বিপরীত অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কাজেই দ্বিতীয় সমালোচনাও বিদূরীত হইল।

জানা আবশ্যক যে, জমীন, আছমান এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে তাহা যদি পবিত্র আরশ, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ আবির্ভাবস্থল, তাহার মোকাবিলে বা সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয় তখন অবিলম্বে তাহারা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এ পর্যন্ত যে, তাহাদের কোনই চিহ্ন অবশিষ্ট থাকিবে না কিন্তু মানবের কল্‌ব যাহা আরশের রঙে রঞ্জিত তাহা স্থায়ী থাকিবে ও বিলীন হইয়া যাইবে না। এই ভাবে উর্ধ্বদিকে আর্শ্বের বাহিরে যে আবির্ভাব সমূহ বর্তমান আছে, যাহা নিছক আলমে আমরের বস্তু তাহার তুলনায় আর্শ্ব ও উক্তরূপ যেরূপ আর্শ্বের সহিত জমীন আছমানের তুলনা ছিল। এইরূপে প্রত্যেকটি মর্তবা তদীয় উর্ধ্বের মর্তবার সহিত মোকাবিলায় উল্লিখিত রূপ অবস্থা ঘটে এবং এই নিয়মে আলমে আমরের শেষ বিন্দু পর্যন্ত চলিতে থাকে। কিন্তু এই বৃত্তের (দায়রায়ে এমকানের) অবসান ঘটার পর (সাধকের) অবস্থা

হয়রানি ও অজ্ঞতাসম্পন্ন হইয়া থাকে। তথায় যদি মারেফৎ বা পরিচয় লাভ হয়, তাহা প্রকারবিহীনভাবে হয়, যাহা নুতন বা সৃষ্টবস্তুর জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে।

মানবের ও তাহার কলবের পূর্ণতা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি ঃ

মদিরার নিন্দা তুমি করিলে যখন,
কিছু তার সুখ্যাতিও করহে এখন।

পবিত্র আর্শ যদিও অতি প্রশস্ত ও পূর্ণ আবির্ভাবস্থল তথাপি উক্ত সৌভাগ্য (আবির্ভাব) লাভের জ্ঞান বা অনুভূতি তাহার মধ্যে বর্তমান নাই। কিন্তু মানবের কল্‌ব ইহার বিপরীত। কল্‌ব অনুভূতিসম্পন্ন ও মারেফত বা পরিচয় লাভ হওয়ার জ্ঞানধারী। কল্‌বের অপর একটি শ্রেষ্ঠত্ব আছে তাহা বর্ণনা করিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন। মানব-সমষ্টিভূতি যাহাকে ক্ষুদ্রজগত বলা হয়, তাহা যদিও আলমে খল্‌ক ও আলমে আমরের সংমিশ্রণে সৃষ্ট, কিন্তু উহার মধ্যে হায়্আতে ওয়াহ্‌দানী বা সমষ্টিভূত রূপ বর্তমান আছে, যাহার প্রতি নিয়ম কানুনসমুহ প্রবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে আলমে কবীর বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উক্ত হায়আতে ওয়াহ্‌দানী নাই, যদি কিছু থাকে তাহা ধারণাকৃত মাত্র, (প্রকৃত নহে)। সুতরাং এই হায়আতে ওয়াহদানীর বা সমষ্টিভূত রূপের মধ্যস্থতায় যে সকল ফয়েজ বা আত্মিক বর্ষণ মানব প্রাপ্ত হয় ও তাহার মাধ্যমে তাহার কলব লাভ করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং আর্‌শ যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্‌বতুল্য তাহারা এই ফয়েজ্ বরকত সমূহ হইতে বঞ্চিত।

অপর একটি শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, "মৃত্তিকা", যাহা বাস্তবে যাবতীয় সৃষ্টির সারতুল্য এবং দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র আবির্ভাব হইতে অধিক নিকটবর্তী তাহার পূর্ণতা সমূহ ক্ষুদ্রজগত বা মানবদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। বৃহৎ জগত বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই সমষ্টিভূতি রহিত বলিয়া উক্ত পূর্ণতাবলি তাহার মধ্যে প্রবেশ করে না। অতএব মানব কল্‌বের মধ্যে এই (মৃত্তিকার) পূর্ণতা সমূহ বর্তমান আছে, কিন্তু পবিত্র আরশের মধ্যে নাই।

জানা আবশ্যক যে, এই শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতাসমূহ যাহা কলবের মধ্যে প্রমাণ করা হইল, যখন তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তখন বুঝা যায় যে, ইহা কলবের আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব, সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব আরশের আবির্ভাবের মধ্যেই লাভ হইয়া থাকে। আরশ ও কলবের উদাহরণ– যেরূপ একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড, যদ্বারা বিশাল প্রান্তর সমুজ্জ্বল হইয়াছে এবং উক্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে একটি প্রদীপ জ্বালানো হয় যাহা কতিপয় বাহ্যিক সংমিশ্রণহেতু উহার উজ্জ্বলতা বর্ধিত করে (যেরূপ ফানুশ ইত্যাদি সংযোগকরণ) যাহা উক্ত অগ্নিকুণ্ডে নাই। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, উহার কলবের এই অতিরিক্ত বস্তু উহার আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে মাত্র। আল্লাহ পাক যাবতীয় তত্ত্বের অধিক জ্ঞানধারী।

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি সর্বশক্তিমান"। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণ ও সহচর এবং নবী ও রছুল ও মোকার্‌রব ফেরেস্তাবৃন্দের প্রতি যাবতীয় দরুদ, রহমত ও বরকত বর্ধিত হউক।

৭৭ মকতুব

মওলানা হাছান বরকীর নিকট তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

ভ্রাতঃ শায়খ হাছান! আল্লাহপাক আপনার অবস্থাকে আহ্‌ছান—অর্থাৎ অতিশয় সুন্দর করুন। আপনার পত্র পাইলাম। তাহাতে শরীয়ত পালন ও তৎপ্রতি অটল থাকার আভাস ছিল বলিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি লিখিয়াছিলেন যে, যে আত্মিক ভ্রমণ সর্ববিদিত এবং যাহা সাধকগণের বিশ্বাসিত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি; তাহা এই যে, প্রারম্ভকারীকে ঐ পর্যন্ত জেকের করিতে হইবে যে পর্যন্ত তাহার দেল বা অন্তর্জগত জেকেরকারী না হয়, এবং যে পর্যন্ত উহা (অন্তর্জগত) জেকের করা হইতে বিরত হইয়া এলহাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তি ও তাজ্জাল্লী বা আবির্ভাব সমূহের আধার না হয় ও সাধক ফানার মাকামে উপনীত না হয়; যাহা বেলায়েতের প্রথম পদক্ষেপ। (অর্থাৎ সে পর্যন্ত জেকের করিতে হইবে।) ছুফীয়ায়ে কেরাম বলিয়া থাকেন যে, নফছের ফানার অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অপরত্বের নামধারী যাবতীয় বস্তু সাধকের দর্শন ও জ্ঞান হইতে তিরোহিত হওয়া এবং যেন তাহার দর্শন ও জ্ঞানে সেই অবশ্যম্ভাবীজাত ব্যতীত অন্য কিছুই বর্তমান না থাকে। তাঁহারা ইহাকে শুহুদ ও মোশাহাদা (আত্মিক দর্শন)ও বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে— তাঁহারা স্বীয় জ্ঞানে আল্লাহ্‌তায়ালাকে দেখিতেছেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপরত্বের নামধারী বস্তুকে দেখিতেছেন না। তাহারা দ্বিদর্শী ব্যাক্তিকে তরিকার মোশরেক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

আপনি লিখিয়াছেন যে, এই মারেফতসমূহ এবং ইহার অনুরূপ মারেফত এ ফকীরকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয়। কারণ যদি সুফিগণের উদ্দেশ্য এই হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ইহজগতে দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি কর্তৃক পরিদর্শিত হয়, এবং যদি উক্ত দর্শনের সহিত তাহাদের অনুভূতি ও জ্ঞান বর্তমান থাকে, তাহা হইলে তাঁহারাও তরীকার মোশরেক। পক্ষান্তরে যদি তাহাদের অনুভূতি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কাহার সংবাদ প্রদান করিবেন? এবং কেইবা সংবাদ প্রদান করিবে? পুনশ্চঃ আপনি লিখিয়াছিলেন যে,—যে কোন প্রকারে হউক যাহা কিছু পরিলক্ষিত হয়, উহা তাজ্জালীয়ে ছুরি (আকৃতিক আবির্ভাব) হউক, অথবা তাজ্জাল্লীয়ে মা'নাবী (অর্থজাত আবির্ভাবই) হউক কিংবা তাজ্জাল্লীয়ে নূরী (আলোকময় আবির্ভাব) বা অন্য কোন আবির্ভাবই হউক, উক্ত পরিদর্শিত বস্তুকে তাহারা আল্লাহ্‌তায়াল্যার পবিত্রজাত বলিয়া জানেন, অর্থাৎ অবিকল অন্য নামধারী বস্তুকে তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া ধারণা করেন। এ ফকীরের নিকট ইহা সবই অনর্থক এবং আল্লাহতায়ালার পবিত্র কালাম পাকের বিপরীত, যথা আল্লাহ-পাক ফরমাইয়াছেন—"আল্লাহের অনুরূপ কোন বস্তু নাই" এবং আরও বলিয়াছেন যে "চক্ষু তাঁহাকে অনুভব করিতে সক্ষম হয় না" ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ স্বরূপ। অতএব এই সুফী সম্প্রদায় কি দেখিতেছেন এবং কি জানিতেছেন যে, তাহাকে তাঁহারা বলেন—"খোদা

ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই দেখিনা এবং কিছুই জানিনা"। তাহারা এই অবস্থাকে শুহুদ ও মোশাহাদা বা আত্মিক দর্শন বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাহাদের এই সকল চিন্তা যাহা তাহাদের নিজেদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য করিয়া থাকেন, তাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিনা ?

উত্তর ঃ– জানিবেন এবং সাবধান থাকিবেন যে, এইরূপ অর্থহীন অতিরিক্ত বাক্য নিচয় ও অপ্রীতিকর সমালোচনা তরীকার মাশায়েখগণের প্রতি যাহা আপনি করিয়াছেন, তাহার মূল কারণ এই যে, আপনি উক্ত বোজর্গগণের উদ্দেশ্যে উপনীত হইতে সক্ষম হন নাই। তৌহীদে শুহুদী যাহা এক বস্তু দর্শন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুর বিস্মৃতির প্রতি নির্ভরশীল তাহা এই বোজর্গগণের তরীকায় একটি আবশ্যকীয় বিষয়; যে পর্যন্ত ইহা সংঘটিত না হইবে, সে পর্যন্ত অন্যের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইবে না। কিন্তু আপনি উল্লিখিত সৌভাগ্যের ও সৌভাগ্যবানগণের প্রতি পরিহাস করিতেছেন। শুহুদ ও রুইয়াত বা আত্মিক দর্শন ও অবলোকন যাহা মাশায়েখগণের পুস্তকে উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ আল্লাহ পাকের প্রকারবিহীন আবির্ভাব, যাহা পবিত্রতা মরতবার উপযোগী এবং যাহা অনুভূতির গন্ডির বহির্ভূত, যেহেতু অনুভূতি প্রকারসম্ভূত জগতের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত আবির্ভাব-সৌভাগ্য ইহ জগতে বাতেন বা অন্তঃকরণের জন্য বিশিষ্ট। জাহের বা বাহ্যিক দেহের জন্য সকল সময় দ্বিদর্শন ব্যতীত উপায় নাই। এই হেতু বলা হইয়া থাকে যে, আলমে কবীর বা বৃহৎ জগতে যেরূপ মোশরেক, মোওয়াহ্হেদ (আল্লার সমকক্ষতাকারী এবং আল্লাহকে এক স্বীকারকারী) বর্তমান আছে তদ্রূপ 'আলমে ছগীর' বা মানবদেহেও মোশরেক ও মোয়াহ্যেদ সম্মিলিত আছে। কামেল বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তর্জগত সকল সময় মোয়াহ্যেদ বা এক আল্লাহের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁহার বহির্দেহ মোশরেক (একাধিক বস্তুর সহিত আকৃষ্ট)। সুতরাং যদি কামেল ব্যক্তির অন্তর্জগত আল্লাহতায়ালার সহিত, এবং তাঁহার বহির্দেহ পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধানের প্রতি লিপ্ত থাকে; তাহাতে কোনই ক্ষতির কারণ নাই। বুঝিতে না পারার কারণেই সমালোচনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাবধান! এভাবে কথা বলিবেন না এবং আল্লাহতায়ালার গায়রত (লজ্জা রক্ষার্থে ক্রোধ) হইতে ভীত থাকিবেন। এ জমানার মিথ্যুক পীরগণ বাহ্যতঃ আপনাকে বিশৃঙ্খলায় ফেলিয়াছে। অতএব বোজর্গগণের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যদি আপনি প্রতারকগণের নবআবিষ্কৃত বস্তুসমূহের বিষয় সমালোচনা করেন তাহা হইলে তাহার অবকাশ আছে। কিন্তু যাহা সুফীগণের নির্ধারিত বাক্য এবং যাহা ব্যতীত এ পথে উপায় নাই সে বিষয় লইয়া সমালোচনা করা বিশেষ অন্যায়। আপনি হয়তো এ ফকীরের রেছালা ও মকতুবে দেখিয়া থাকিবেন যে, তৌহিদে শুহুদীর বিষয় কিভাবে লিখা হইয়াছে, এবং উহা এ পথের অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। আপনার উচিৎ ছিল এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা এবং সম্মানের সহিত প্রশ্ন করা। ইহা (উক্ত সমালোচনা) এমন একটি পুষ্প যাহা মরহুম মওলানা আহ্মাদ (রাঃ)-এর অন্তর্ধানের পর প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহার জীবমানকালে নিশ্চয় এরূপ কথা আপনার মুখে প্রকাশ পায় নাই। ভালই হইল যে,

লিখিয়াছেন, এবং সর্তক করা হইল। ইহার পর আবার যাহা প্রকাশ পাইবে তাহাও লিখিবেন, তাহার সত্যাসত্যের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। সত্য হইলে সন্তুষ্টির কারণ ও সুখের বিষয় হইবে, এবং অসত্য হইলে সাবধানতার হেতু হইবে। যাহা হউক সকল অবস্থায় পত্র লিখিতে ত্রুটি করিবেন না। এক বৎসর পর আপনার পত্র কাফেলার সহিত আসিয়া থাকে। বৎসরান্তে একবার জরুরী উপদেশ সমূহ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। যদি আপনি স্বীয় অবস্থার বিষয় না লিখেন এবং কিছুই জিজ্ঞাসা না করেন তাহা হইলে আলোচনার পথ মুক্ত হয় না।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "কলব" জাহেরী বস্তু কিংবা বাতেনী বস্তু? সাধকের জাহের-বাতেনের বিষয় এক মকতুবে বিস্তারিত লিখা হইয়াছে। মোল্লাহ আবদুল হাইকে লিখিব যে, তিনি উহার প্রতিলিপি আপনার নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং আপনি তথা হইতে দেখিয়া লইবেন। পরন্তু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যে তরীকা তাজ্জাল্লী এবং কাস্‌ফরহিত। (আবির্ভাব ও আত্মিক বিকাশশূন্য)। সে তরীকার মধ্যবর্তী অবস্থাধারী এবং শেষ অবস্থায় উপনীত ব্যক্তির পরিচয়ের পথ কি?

জানিবেন যে, উক্ত সাধক যদিও নিজের অবস্থার অবগতি রাখে না, কিন্তু সে যখন কামেল মেকোম্মেল পীর যিনি পথের অবগতি রাখেন এবং পথ দেখাইয়াছেন ও যাঁহার খেদমতে সে আছে, তখন উক্ত পীরের এল্‌মই উক্ত সাধকের জন্য যথেষ্ট এবং তাঁহার নির্দেশ কর্তৃক সে মধ্যবর্তী ও শেষ মতবার অবস্থা অবগত হইতে পারিবে। অথবা উক্ত কামেল পীর যদি তাহাকে মুরিদ করার আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার মুরিদগণের আত্মিক অবস্থা তাহার নিজের পূর্ণতাসমূহের দর্পণ স্বরূপ হইবে। সে স্বকীয় অপূর্ণতা ও পূর্ণতাসমূহ তথায় দেখিতে পাইবে। শেষ মর্তবায় উপনীতির অপর একটি চিহ্ন এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর আকাঙ্খা তাহার থাকিবে না এবং তাহার বক্ষ যাবতীয় উদ্দেশ্যশূন্য হইবে। অবশ্য শেষ স্তরের মধ্যেও বহু মর্তবা ও ক্রম আছে, যাহা একটির উর্ধে অপরটি। যাহা বর্ণিত হইল তাহা শেষ স্তরের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। আল্লাহ্‌তায়ালা তওফিক (সুযোগ) প্রদানকারী।

আপনি লিখিয়াছেন যে, এ অধমকে যে মারেফৎ শান্তি প্রদান করিয়া থাকে তাহা শরিয়াতের মারেফৎ। শরিয়াতের প্রত্যেকটি 'হুকুম' বা নির্দেশ যেন উদ্দিষ্ট বস্তুর নগরে উপনীতকারী বাতায়নতুল্য ও সেই নিদর্শনরহিত বাদশাহের নিদর্শন প্রদানকারী এবং নিম্নলিখিত পদ্যটি যেন সর্বদা চক্ষে ভাসমান আছে।

দূর দেশে যেই যাচ্ছি মোরা
খেল তামাসায় মন কোথায়?
বিশ্বজগের বাইরে যে জন,
যাচ্ছি মোরা তাঁর তথায়।

আপনার উল্লিখিত মারেফত মূল্যবান এবং অতি উচ্চ মারেফত, অতি আশাপ্রদ। ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম এবং পত্রের পূর্ববর্তী মনঃকষ্ট বিদূরিত হইল। আল্লাহ্ পাক যেন এই পথে আপনার মনোস্কামনা পূরাইয়া দেয়।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কতিপয় নরনারী তরিকা গ্রহণ উদ্দেশ্যে আগমন করে, কিন্তু তাহারা খাদ্য-বস্ত্রের মধ্যে সুদের মাল ব্যবহার করে এবং তাহারা বলে যে, আমরা হীলা (কৌশল) করিয়া সংশোধন করিয়া লই। এইরূপ ব্যক্তিকে তরিকা শিক্ষা প্রদান আদেশ আছে কি না? হাঁ তাহাদিগকে তরিকা শিক্ষা দিবেন এবং হারাম হইতে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ্ দিবেন। হয়তো তরিকার বরকতে উক্ত সন্দিগ্ধ বস্তু হইতে তাহারা বিরত থাকিবে। দুইটি শুভ্র চিহ্ন যাহা পূর্বদিকে একটির পর আরেকটি প্রকাশ পাইয়াছিল তদ্বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এ ফকির অপর বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করার পর উক্ত বিষয় এক মকতুব লিখিয়াছে; আমি মোল্লা আব্দুল হাইকে বলিয়া দিব তিনি ইন্‌শাল্লাহ্ উহার প্রতিলিপি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কোরআন শরীফ খতম করিয়া এবং নফল নামাজ ও তছবিহ্, তহলিল্ পাঠ করিয়া তাহার ছওয়াব পিতা, মাতা, উস্তাদ ও বন্ধু-বান্ধবগণকে প্রদান করা উৎকৃষ্ট অথবা প্রদান না করা উৎকৃষ্ট? আপনি জানিবেন যে, প্রদান করাই উৎকৃষ্ট; যেহেতু তাহাতে অন্যের এবং নিজের (উভয়ের) উপকার হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে প্রদান না করিলে শুধু নিজের উপকার হয় মাত্র। পরন্তু হয়তো উক্ত আমল অন্যের অছিলায় কবুলও হইতে পারে।

—ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ-

৭৮ মকতুব

দারাব খানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে এই তরিকার বোজর্গগণের সহিত মহব্বত ও এখলাছের বিষয় বর্ণনা হইবে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও আপনার বংশের মধ্যে একটি মনোরম দৌলত অনুভূত হইতেছে, তাহা ফকীরগণের প্রতি মোহতাজ বা মুখাপেক্ষী থাকা, এবং ইঁহাদের খেদমতগারী বা সেবা করা, যাহা এই উচ্চ সম্প্রদায়ের খাঁটি মহব্বত ও প্রেমের চিহ্ন ও এই উদ্ধারপ্রাপ্ত দলের বিশিষ্ট বন্ধুত্ব ও ভালবাসার নিদর্শন। ইঁহাদের প্রেমিকগণের জন্য "যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গে" সুসংবাদটিই যথেষ্ট, এবং ইঁহাদের সংসর্গধারীদিগের নিমিত্তে "তাঁহারা ঐ দল যাঁহাদের সংগে উপবেশনকারী বদবখত হয় না" সুখের বার্তাই পর্যাপ্ত। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে যখন এই মহব্বত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং প্রবল হয়, যেন এই মহব্বত ব্যতীত অন্তঃকরণে অন্য কাহারও গতিবিধি না থাকে ও অপর সকল মহব্বত অন্তঃকরণ হইতে পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় এবং মহব্বতের আনুসংগিক যাহা অর্থাৎ প্রিয়জনের আনুগত্য ও তাঁহার ইচ্ছার প্রতি অটল থাকা ও তাঁহার চরিত্রে চরিত্রবান ও গুণে গুণান্বিত হওয়া ইত্যাদি সকল অবস্থা প্রকাশ পায়, তখন উক্ত ব্যক্তির জন্য স্বীয় প্রিয়জনের মধ্যে ফানা ফীশ্ শায়েখের অনুরূপ ফানা বা লয় প্রাপ্তি সংঘটিত হয়, যাহা এ পথের প্রথম পদক্ষেপ। এই 'ফানা ফীশ্শায়েখ পরবর্তীকালে ফানা-ফিল্লাহের ব্যাপদেশ হয়, যাহার প্রতি

বাকা বিল্লাহ প্রবর্তিত হইয়া থাকে ও যদ্দারা বেলায়েত বা অলিত্ব লাভ হয়। ফলকথা প্রারম্ভে যদি কাহারও মধ্যস্থতা ব্যতীত মহব্বত ও প্রকৃত প্রিয়জনের আকর্ষণ হস্তগত হয় তাহা হইলে তাহা অতি উচ্চ দৌলত, যদ্দারা ফানা-বাকা লাভ হইয়া থাকে। অন্যথায় কামেল মোকাম্মেলের (স্বয়ংপূর্ণ ও পূর্ণতা প্রদানকারীর) মধ্যস্থতা ব্যতীত উপায় নাই। প্রথমতঃ নিজের ইচ্ছাকে উক্ত মধ্যস্থতার (নিজের পীরের) ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করিয়া দিবে এবং তাঁহার মধ্যে ফানী বা লয়প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে উক্ত 'ফানা'—ফানাফিল্লাহের ব্যাপদেশ হইবে এবং খোদা ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইবে ও বেলায়েত বা নৈকট্যের স্তরে উপনীত করিবে।

পিত্ত প্রধান করগে তোরা শর্করা ভক্ষণ,
বায়ুগ্রস্ত-গোষ্ঠীরা যেই, অন্ধ অনুক্ষণ।

তালেব ও আশাধারী বন্ধুগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এইরূপ আলোচনা করা হইল। আল্লাহতায়ালা তৌফিক প্রদানকারী। অবশিষ্ট কথা এই যে, পত্রবাহক মোহাম্মদ কাছেম বোজর্গের সন্তান এবং ফকীরগণের খেদমতে বহুদিন ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার কোলে সযত্নে প্রতিপালিত হইয়াছেন, কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস বিশেষ নাই। আপনার খেদমতে চাকুরীর আশা রাখে। যদি আপনি স্বীয় কর্মচারীগণের মধ্যে ইহাকে শামিল করিয়া লইতেন ও উহার প্রতি সুনজর রাখিতেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগ্রহ হইবে। অধিক আর কি কষ্ট দিবো।

—ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ—

৭৯ মকতুব

শায়খ হাছান বরকীর নিকট লিখিতেছেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনি যে রেছালা লিখিয়া মওলানা আব্দুল হাইয়ের নিকট দিয়াছিলেন আমাকে দেখানোর জন্য, তাহা এতদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে দেখান নাই। যেদিন মওলানা বাবু যাইতেছিলেন সেইদিন তিনি উহা লইয়া হাজির করিলেন। আমি উহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। যেহেতু উহাতে কুফর হইতে বিমুখ হওয়া ও ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত ছিল। মাযাজী ইসলাম বা গৌণ মুছলমানী যেরূপ মাযাজী বা গৌণ কুফর হইতে উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ তরীকতের ইসলামও তরীকতের কুফর হইতে শ্রেষ্ঠ। তরীকার কুফরের মধ্যে সবই মত্ততা এবং তরীকার ইসলামের মধ্যে সবই সজ্ঞা। যেরূপ মাযাজী বা ভাবগত সজ্ঞা (অর্থাৎ সজ্ঞান থাকা) ভাবগত মত্ত্বতা (অর্থাৎ মাতলামী) হইতে শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ তরীকতের সজ্ঞা; তরীকতের মত্ত্বতা হইতে শ্রেষ্ঠ। 'তশবীহ' বা আল্লাহের অনুরূপ বস্তু প্রমাণ, অর্থাৎ একবাদ, তরীকার

কুফর, এবং 'তনজিহ' বা পবিত্রতা অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে শরীক ইত্যাদি হইতে পবিত্র জানা, তরীকার ইসলাম। তশ্‌বীহ্‌ ও তন্‌জিহের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য তরীকার ইসলাম ও কুফরের মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক্য আছে। যে সম্প্রদায় তশ্‌বীহ্‌ ও তনজীহ্‌কে একত্রিত করা মনোনীত করিয়াছেন এবং উহাকে পূর্ণতা বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন, উক্ত তনজীহ্‌ও তশবীহের অন্তর্ভুক্ত। উহা তাহাদের দৃষ্টিতে তনজীহ্‌ রূপে পরিদর্শিত হইতেছে। নতুবা তশবীহের কি শক্তি যে, প্রকৃত তনজীহের সহিত সম্মিলিত হয়, এবং উহা তনজীহের প্রখর নূরের সম্মুখে বিলীন হইয়া না যায়।

প্রখর কিরণে রবি পাইলে বিকাশ,
ছোহা, নক্ষত্রের আলো হয়কি প্রকাশ ?

আল্লাহ্‌ পাক আমাদিগকে প্রকৃত ইসলামের তত্ত্বে উপনীত করুন হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের অছিলায়। মওলানা বাবু যাইতেছিলেন বলিয়া সংক্ষেপে কয়েক কথা লিখা হইল। আপনার প্রতি ও যাহারা আপনার খেদমতে আছেন তাহাদের প্রতি ছালাম।

-ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ-

৮০ মকতুব

শায়েখ হামেদ তেহারীর নিকট লিখিতেছেন। আইনুল কোজাতের তামহিদাতে লিখিত আছে যে, "তোমরা যাহাকে খোদা বলিয়া জান, তিনি আমাদের নিকট মোহাম্মদ (ছঃ) এবং তোমরা যাহাকে মোহাম্মদ (ছঃ) বলিয়া জান, তিনি আমাদের নিকট খোদা", ইহার অর্থ কি?

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি সালাম। পূর্ণ মহব্বত ও খালেছ ভালবাসার সহিত যে পত্র দিয়াছেন তাহা উপস্থিত হইয়া অশেষ আনন্দ প্রদান করিল। আল্লাহ্‌ পাক আপনাকে এই সৌভাগ্যের প্রতি কায়েম রাখুন। যেহেতু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রেমিকগণ তাহাদের সংগে থাকিবে। "যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গে" হযরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এর ছহীহ্‌ হাদীছ। আইনুল কোজাতের তামহীদ নামক পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছেন "তোমরা যাহাকে খোদা বলিয়া জান, তিনি আমাদের নিকট মোহাম্মদ (ছঃ) এবং তোমরা যাহাকে মোহাম্মদ (ছঃ) বলিয়া জান, তিনি আমাদের নিকট খোদা"।

হে মান্যবর, এই প্রকারের তৌহিদ এত্তেহাদ বা একবাদ জ্ঞাপকবাক্য ছোকর বা মত্ততার প্রবল অবস্থায় মাশায়েখগণের মুখ হইতে বাহির হয়। যাহাকে মর্ত্তবায়ে জমা বা কুফরে তরিকাত বলা হইয়া থাকে। সে সময় পার্থক্য ও দ্বিত্ব তাহাদের দৃষ্টি হইতে উঠিয়া যায় এবং সৃষ্ট বস্তুকে অবিকল স্রষ্টা বলিয়া প্রাপ্ত হয়। বরং তাহারা সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া কোন বস্তুই প্রাপ্ত হয়না, এবং অবশ্যম্ভাবী জাত আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অপর কিছুই তাহাদের

দৃষ্টিগোচর হয় না। এই হিসাবে উক্ত বাক্যের অর্থ এই হইবে যে, তোমাদের নিকট আল্লাহতায়ালার ও মোহাম্মদ (ছঃ)-এর মধ্যে যে পার্থক্য ও দ্বিত্ব আছে তাহা আমাদের নিকট নাই। বরং তিনি এক ও এক হইতেও পবিত্র ও পরস্পর অবিকল এক বস্তু। তাহাদের নিকট যখন যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে আল্লাহতায়ালার পার্থক্য নাই, তখন মোহাম্মদ (ছঃ)-এর সঙ্গে আর কিভাবে পার্থক্য থাকিবে। যেহেতু তিনি আল্লাহ-পাকের গুণাবলীর পূর্ণ আবির্ভাবস্থল। এইরূপ দর্শন 'জমা' বা সম্মিলনের স্তরে হইয়া থাকে। কিন্তু সাধক যখন এই মাকাম হইতে উন্নতি করে, এবং মত্তুতার আধিক্য অতিক্রম করিয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন করে তখন মোহাম্মদ (ছঃ)কে তাঁহার দাস ও রাছুল বা প্রেরিত বলিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ প্রারম্ভে জানিত। (১) প্রারম্ভে প্রত্যাবর্তনকে অন্ত বলা হয়; বাক্যটি শুনিয়া থাকিবেন। জানিবেন যে, প্রারম্ভকারী এবং শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তি বাহ্যিক দৃষ্টিতে একইরূপ। ইহা তাহার মুখের আবরণ স্বরূপ।

পুতঃ জগতের সাথে হীন মৃত্তিকার
কি আর তুলনা দিয়া করিবে বিচার।

মধ্যবর্তী অবস্থার সহিত শেষ মর্ত্তবার যখন তুলনা হয় না, তখন প্রারম্ভের সহিত কি আর তুলনা হইতে পারে। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগের নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর; তুমি সর্বশক্তিমান।

-ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ-

৮১ মকতুব

মোহাম্মদ মুরাদ কুর্বিকীর নিকট নছীহতের বিষয়ে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার অনুমোদিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আমি ভয় করিতেছি যে, সুযোগ্য বন্ধুগণ নিকৃষ্ট দুন্ইয়ার চাকচিক্য যাহা বাহ্যতঃ শ্যামল ও কোমল এবং সুমিষ্ট, তাহার মধ্যে শিশুদিগের ন্যায় লিপ্ত না হয়, ও পরম শত্রু শয়তানের নির্দেশানুযায়ী মোবাহ্ বা বৈধ বস্তু হইতে মুশতাবেহে (বা সন্দিগ্ধ বস্তুতে) এবং তথা হইতে হারামে উপনীত না হয় ও স্বীয় মালিকের নিকট অপদস্ত ও লজ্জিত না হয়। তওবা ও এনাবত বা আল্লাহ্তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি দৃঢ়তা অবলম্বন করা উচিৎ এবং শরাগর্হিত, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে প্রাণনাশক বিষতুল্য জানা আবশ্যক।

---

(১) ছুফিগণের পরিভাষায় এই মাকামকে "মাকামে ফরক বা'দাল্ জমা" বা একত্রিতির পর পার্থক্য বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্-পাক এবং জগতকে এক বলিয়া দর্শনের পর উন্নতি হইলে বিভিন্ন হিসাবে দর্শন।

মূল উপদেশ মোর শুনহে তনয়,
শিশুতুল্য তুমি, ইহা রঙিন আলয়।

আল্লাহ্-পাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি স্বীয় বান্দাগণের প্রতি মোবাহ্ বিধেয় বস্তুর পরিসর প্রশস্ত করিয়াছেন। ভাগ্যহীন ঐ ব্যক্তি, যে মনের সংকীর্ণতাহেতু এই প্রশস্ততাকে সংকীর্ণ ধারণা করে এবং এই প্রশস্ত বৃত্তের বাহিরে পদক্ষেপ করিয়া শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করে, ও সন্দিগ্ধ ও হারাম বস্তুতে উপনীত হয়। দৃঢ়তার সহিত শরীয়তের সীমা রক্ষা করা উচিৎ, যেন চুল পরিমাণও সীমা লঙ্ঘন না হয়। রছম, আদত (স্বভাব ও অভ্যাস) হিসাবে নামাজী ও রোজাদার বহু আছে; কিন্তু শরীয়তের সীমা রক্ষাকারী পরহেজগার (সংযমী) অতি অল্প সংখ্যক; এই পরহেজ্গারীই (সংযমন) হক বাতেল বা সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী। রোজা-নামাজ বাহ্যিক হিসাবে (সংযমী ও অসংযমী) উভয়ে করিয়া থাকে। হযরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "তোমাদের দীন বা শরীয়তের মূল পরহেজগারী !" আরও ফরমাইয়াছেন যে, পরহেজগারীর সহিত কোন আমলের তুলনা করিও না (পরহেজগারীর অর্থ নিষিদ্ধ বিষয় ও বস্তুসমূহ হইতে বিরত থাকা)। বন্ধুগণ, যতই সুস্বাদু ও মজাদার খানা গ্রহণ করুন না কেন এবং যতই সুন্দর পোশাক ব্যবহার করুন না কেন, প্রকৃত লজ্জৎ ও উপকার, ফকীরগণের খানা ও পরিচ্ছদের মধ্যেই আছে। যে মহাজন বাদশাদিগকে উহা দিয়াছেন; তিনিই ফকীরগণকে ইহা প্রদান করিয়াছেন। উহার মধ্যে ও ইহার মধ্যে বহু পার্থক্য বর্তমান আছে। কেননা উহা মালিকের সন্তুষ্টি হইতে দূরবর্তী এবং ইহা তাঁহার সন্তুষ্টির অতি নিকটবর্তী। পরন্তু উহার হিসাব অতি কঠিন হইবে এবং ইহার হিসাব অত্যন্ত সহজ হইবে। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্যসমূহ সরল করিয়া দাও।

স্নেহাস্পদ সুলতান মুরাদ তওবা ও প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাইয়াছে এবং তরীকা গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা যে, তিনি যেন ইহার প্রতি তাহাকে কায়েম ও বর্তমান রাখেন। আপনাদের প্রতি ও যাবতীয় ভ্রাতাদিগের প্রতি ছালাম।

৮২ মকতুব

খাজা শরফুদ্দিন হোছাইনের নিকট লিখিতেছেন।

ইয়া আল্লাহ, তোমার হবিব পাকের (দঃ) অছিলায় দুনইয়া বা পার্থিব বস্তুকে আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট কর এবং আখেরাত বা পরবর্তী জগৎকে আমাদের অন্তঃকরণে বৃহৎ বা মূল্যবান কর। স্নেহাস্পদ বৎস সাবধান; দুনইয়ার চাকচিক্যে আসক্ত ও আকৃষ্ট হইবেন না। চেষ্টা করিবেন যেন প্রত্যেকটি গতিবিধি শরীয়ত অনুযায়ী হয়, এবং শরীয়তের অনুকূল জীবনযাপন হয়। প্রথমতঃ ছুন্নত জামাতের আলেমগণের মতানুযায়ী আকিদা বিশ্বাস বিশুদ্ধ

করা জরুরী; তৎপর ফেকাহের নির্দেশানুযায়ী আমল করিতে হইবে। ফরজ কার্যসমূহ পূর্ণ সাবধানতার সহিত প্রতিপালন করা উচিৎ, এবং হালাল-হারামের মধ্যে সতর্কতা অবলম্ব করা আবশ্যক। ফরজ এবাদতের সম্মুখে নফল এবাদত পথে ফেলাইয়া দিবার বস্তুতুল্য মূল্যহীন। এই জামানার অধিকাংশ ব্যক্তি নফলের প্রচলন প্রদান করিয়া থাকে এবং ফরজ এবাদত নষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা মনযোগের সহিত নফল এবাদত পালন করে এবং ফরজ সমূহকে মূল্যহীন বলিয়া জানে। তাহারা সময়, অসময় বহু টাকা-পয়সা ব্যয় করে, এবং যোগ্য-অযোগ্যকে তাহা প্রদান করে; কিন্তু জাকাত হিসাবে তাহাদের পক্ষে এক কপর্দ্দক উপযুক্ত পাত্রে প্রদান কঠিন হইয়া থাকে। তাহারা ইহা অবগত নহে যে, এক কপর্দ্দক জাকাত প্রদান করা নফল ছদ্‌কা হিসাবে লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা জাকাত প্রদানের মধ্যে শুধু মালিকের আদেশ পালন ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, এবং নফল ছদ্‌কা প্রায় সময় নফছের আকাঙ্খা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইহেতু ফরজের মধ্যে [১] রেয়া'র অবকাশ নাই, এবং নফলের মধ্যে রেয়া'র স্থান বর্তমান আছে। এই কারণে প্রকাশ্যভাবে জাকাত আদায় করা উৎকৃষ্ট এবং গোপনভাবে ছদ্‌কা খয়রাত করা উচিত, যাহাতে উহা অপবাদমুক্ত ও কবুল হওয়ার উপযোগী হয়। ফলকথা শরীয়তের হুকুমসমূহ দৃঢ়ভাবে ধারণ না করিয়া উপায় নাই; যাহাতে দুন্‌ইয়ার ক্ষতি হইতে রক্ষা লাভ হয়। যদি প্রকৃতরূপে দুনিয়া পরিত্যাগ সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে হুকমী বা অর্থগতভাবে পরিত্যাগ করিতে অবহেলা করিবেন না। ইহার অর্থ কথাবার্তা, কার্যকলাপে দৃঢ়তার সহিত শরীয়াত প্রতিপালন করা। আল্লাহতায়ালা তৌফিক প্রদানকারী। যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, তাহার প্রতি ছালাম।

৮৩ মকতুব

মীর-মাহ্-মাহ্‌মুদের নিকট এই বোজর্গগণের মহব্বতের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এথাকার ফকীরগণের অবস্থা আল্লাহতায়ালার প্রশংসার উপযোগী অর্থাৎ ভাল। আল্লাহ পাকের নিকট আপনার ছালামতি বা নিরাপত্তা ও সুস্থতা এবং মোস্তফা (ছঃ)-এর শরীয়তের প্রতি অটল থাকা কামনা করি। সরলচিত্ত সম্মানী ভ্রাতঃ– আপনি এ ফকীরের নিকট হইতে যে তরীকা গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও উহা সংসর্গের স্বল্পতাহেতু উপযুক্ত ফলপ্রদ হয় নাই; যেহেতু পীরের সংসর্গে অবস্থান, এই বোজর্গগণের নিকট বৃহত্তর কানুন; তথাপি তরীকা শিক্ষা প্রদানের আনুষঙ্গিক যে প্রেম–বন্ধন তাহার যৎকিঞ্চিত যদি বর্তমান থাকে, তাহাও অতি উচ্চ দৌলত। যেহেতু "যে যাহাকে ভালবাসিবে সে তাহারই সঙ্গে থাকিবে"। এই উচ্চ তরীকার সরলচিত্ত প্রারম্ভকারীগণ প্রথম সংসর্গেই যে বরকত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত উদ্দিষ্ট

টীকা ঃ (১) রেয়া–লোক দেখানো কার্যাবলী।

বস্তু-আল্লাহতায়ালার প্রতি কলবের অবিচ্ছিন্ন লক্ষ্য থাকা। অল্পকাল মধ্যে এই স্থায়ী লক্ষ্য খোদা ব্যতীত অন্যকে ভুলিয়া যাওয়ার পর্যায় উপনীত করে। এ পর্যন্ত যে, উক্ত তালেবের যদি সহস্র বৎসর আয়ুষ্কাল হয়, তথাপি তাহার অন্তর্জগতে খোদা ব্যতীত অন্য চিন্তার উদ্রেক হয় না; যেহেতু সে খোদা ভিন্ন অন্য সকল বস্তুকে ভুলিয়াই যায়, ইচ্ছাপূর্বক স্মরণ করাইয়া দিলেও যেন স্মরণ না হয়। যখন এই নেছবৎ বা সম্বন্ধ হাছিল হয়, তখন এ পথের প্রথম পদক্ষেপ লাভ হইবে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং আল্লাহতায়ালার যতদূর ইচ্ছা; সে সকল পদক্ষেপের বিষয় কি আর লিখিব। সামান্যই অনেকের প্রতি নির্দেশ দিয়া থাকে, ও একবিন্দু পানিতে মহাসমুদ্রের সংবাদ পাওয়া যায়। আমার উদ্দেশ্য বন্ধুগণকে উৎসাহিত করা। আল্লাহতায়ালা যেন কার্যকরী করেন। মিয়া আব্দুল আজিম আপনার খালেছ-মহব্বতের বিষয় মৌখিক বর্ণনা করাই এই সকল আলোচনার কারণ হইয়াছে। আপনার প্রতি এবং যাহারা হেদায়েতের পথে গমন করে, এবং মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহাদের প্রতি ছালাম।

৮৪ মকতুব

শায়েখ হামীদ বাঙ্গালীর নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। সরলচিত্ত ভ্রাতঃ মিয়া শায়েখ হামীদ আশ্চর্য ধরণের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন যে, তথায় ছালাম পয়ামের (বার্তার) অবকাশও নাই। সাত-আট বৎসরের মধ্যে আপনার নিকট হইতে মাত্র একখানা পত্র আসিয়াছে, তাহাও অপূর্ণ। এ দিক হইতে যে সকল পত্র প্রদত্ত হয়, তাহা আপনার নিকট পৌঁছে কিনা জানিনা। স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ শায়েখ আবদুল হাই যখন স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, তখন তাঁহাকে বলা হইল যে তিনি যেন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আপনার অবস্থা অবগত হইয়া আমাদিগকে জানাইয়া দেন। শায়েখ আবদুল হাই প্রায় পাঁচ বৎসর পর্যন্ত খেদমতে ছিলেন। অধিকাংশ খেদমত তাঁহার প্রতি ন্যস্ত ছিল। তিনি এ ফকীরের এল্ম মারেফতে 'ছেরাব' (তৃপ্ত) আছেন; যয্বা, ছুলুকের অবস্থা তিনি অবগত হইয়াছেন। তাহাকে আমি বলিয়াছি যে– কয়েক দিবস যেন তিনি আপনার বাটীতে অবস্থান করেন এবং সময় ও অবস্থার উপযোগী এল্ম মারেফতের আলোচনা করেন। অতীত ও বর্তমানের হালৎ ও প্রেরণাসমূহ তাহার নিকট ব্যক্ত করিবেন। তিনি যাহা বলিবেন তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন। অবশিষ্ট বিষয় তিনি আপনাকে খোদা চাহে মৌখিক বলিবেন। আপনার প্রতি ও যাহারা হেদায়েতের পথে গমন করে তাহাদের প্রতি ছালাম।

৮৫ মকতুব

শায়েখ নূর মোহাম্মদের নিকট লিখিতেছেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

এদিকের ফকীরগণের অবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালার শুকুর-গোজারীর উপযোগী। আল্লাহ্-পাকের নিকট আপনার কায়েম (দৃঢ়) থাকা কামনা করি। ভ্রাতঃ মিয়া শেখ আবদুল হাই আপনার স্বদেশী ও এক নগরবাসী, পড়শী। তিনি এলম মারেফৎ সমূহের একটি অত্যাশ্চর্য তালিকা স্বরূপ। এ পথের বহু সামগ্রী তাঁহার নিকট গচ্ছিত আছে। দূরবর্তী বন্ধুগণের জন্য তাঁহার সাক্ষাত অতি মূল্যবান। যেহেতু তিনি নবসমাগত এবং নব নব সংবাদবাহক। তাঁহার নিকট ফানা-বাকার নিদর্শন ও জজবা-ছুলুকের বর্ণনা আছে। সর্ববিদিত ফানা-বাকার উর্দ্ধের বিষয় ও নির্ধারিত জজবা-ছুলুকের পরের কথাও তাঁহার জানা আছে। বরং বলা যাইবে যে, উহা তাঁহার অতিক্রম করা আছে। মকতূবাতের অধিকাংশ মারেফৎ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। তিনি যথাসাধ্য জটিল বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছেন। আল্লাহ্-তায়ালা তওফিক (সুযোগ) প্রদানকারী। তাঁহার নিকট বিস্তৃতভাবে অবস্থা সমূহ জানিতে পারিবেন। অধিক লেখা বাহুল্য।

—ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ—

৮৬ মকতুব

শায়েখ তাহের বদ্‌খশীর নিকট তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিতেছেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, এবং তাঁহার নির্বাচিত দাসগণের প্রতি ছালাম।

স্নেহাপদ ভ্রাতঃ- আপনার পত্র প্রাপ্ত হইলাম। যে সকল হালত ও মারেফৎ লিখিয়াছেন তাহা জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। খালেছ বন্ধুগণ যদি সকল বিষয় হইতে হাত গুটাইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মনোযোগী হয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুকে পদাঘাত করিয়া পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি অগ্রসর হয়, তাহা যে কত উচ্চ নেয়ামত, তাহা বলাই বাহুল্য। এদিকের অবস্থা ভ্রাতঃ শায়েখ আবদুল হাই হয়তো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন। মৌখিক ও লিখিত বহু এল্‌ম মারেফৎ তাঁহার নিকট আছে। অতএব সে সকল বিষয় কিছুই লিখিলাম না। আল্লাহ্-পাক হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের অছিলায় সকল বিষয়ের শেষ ফল মঙ্গলময় করুন।

—ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ—

৮৭ মকতুব

ফাতাহ্ খান আফগানের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার মনোনীত দাসগণের প্রতি ছালাম।

পূর্ণপ্রেম ও নিছক ভালবাসা জ্ঞাপক যে পত্র দিয়াছেন তাহা পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ্-পাক আপনাকে এই বোজর্গগণের প্রেম ও ভালবাসার প্রতি স্থায়ী রাখুন। সৌভাগ্যবান দোস্তগণকে যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহা সমুজ্জ্বল সুন্নতের অনুসরণ করা, এবং অপছন্দনীয় বেদ্আত বা নূতন কার্য হইতে বিরত থাকা। "যে ব্যক্তি পরিত্যজ্য কোন ছুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করে, সে একশত শহীদের ছওয়াব প্রাপ্ত হয়"। অতএব কোন ফরজ বা ওয়াজেবকে পুনরুজ্জীবিত করিলে যে কিরূপ ছওয়াবের ভাগী হইবে তাহা অনুমেয়। নামাজের মধ্যে রোকন বা অন্তর্ভুক্ত কার্য সমূহ সুঠাম ও সুষ্ঠুভাবে পালন করা অধিকাংশ হানাফী আলেমগণের নিকট ওয়াজেব, এবং আবু ইউছুফ (রাঃ) ও ইমাম শাফী (রাঃ)-এর নিকট 'ফরজ' ও অন্যান্য হানাফী আলেমগণের নিকট ছুন্নত। অধিকাংশ ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যদি ইহা পুনরুজ্জীবিত ও প্রচলিত করা যায় তাহা হইলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একশত শহীদেরও অধিক ছওয়ার লাভ করিবে।

এইরূপ শরীয়তের হালাল, হারাম, মক্রুহ ইত্যাদি হুকুমকেও জানিবেন। আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, কাহারো অর্দ্ধদাং অর্থাৎ তিন রতি বস্তু তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া, যাহা উহা হইতে অন্যায়ভাবে শরাগর্হিতরূপে লওয়া হইয়াছিল, তাহা দুইশত দেরেম অর্থাৎ সাড়ে বাষট্টি তোলা খয়রাত করা হইতে শ্রেষ্ঠ। আরও বলিয়াছেন, "যদি কোন ব্যক্তির নেক্ আমল পয়গম্বর (দঃ)গণের তুল্য হয়, এবং তাঁহার প্রতি কাহারও অর্দ্ধদাং দাবী থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাহাকে বেহেস্তে প্রবেশ করান হইবে না"। ফলকথা বহির্দেহ শরীয়তের আদেশাদি কর্তৃক সুসজ্জিত করতঃ অন্তর্জগতের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিৎ। যাহাতে অন্তর্জগতে গাফলাত্ বা অমনোযোগিতার সহিত জড়িত না হয়। অন্তর্জগতের সাহায্য ব্যতীত শরীয়তের আদেশাদি দ্বারা সজ্জিত হওয়া সুকঠিন। আলেমগণ ফত্ওয়া প্রদান করিয়া থাকেন, এবং আল্যাহ্ওয়ালাগণ তাহা কার্যকরী করেন। অন্তর্জগত দুরস্ত বা বিশুদ্ধ হইলে বাহ্যিক জগত দুরস্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তর্জগত লইয়া ব্যস্ত থাকে এবং বহির্জগতের প্রতি লক্ষ্য না করে, সে বেদ্বীন বা বিধর্মী। যদি তাহার বাতেনী অবস্থা বা উন্নতি দৃষ্ট হয়, তাহা প্রতারণামূলক উন্নতি। অন্তর্জগতের সত্যতার চিহ্ন বহির্জগত শরীয়তের আদেশ কর্তৃক সু-সজ্জিত হওয়া। অটল থাকিবার পথ ইহাই; আল্লাহ-পাক তৌফিক প্রদানকারী। ওয়াচ্ছালাম।

৮৮ মকতুব

মোল্লাহ বদীউদ্দীনের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

মকবুল বান্দা[১] (বৃত্যদাস) ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় মালিকের কার্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি স্বীয় সন্তুষ্টির অনুগামী, সে নিজের দাস। যদি প্রভু তাহার গলদেশে ছুরিকাঘাত করে, তখনও যেন সে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্লচিত্ত থাকে এবং 'প্রভুর' উক্ত কার্যেই যেন তাহার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। বরং তাহাতে যেন সে লজ্জৎ প্রাপ্ত হয়। খোদা না করুন, যদি প্রভুর কার্যের প্রতি ঘৃণা উদ্রেক হয় এবং বক্ষ সংকুচিত হয়, তবে সে দাসত্বের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যাইবে, এবং প্রভুর নৈকট্য হইতে বিদূরীত ও বঞ্চিত হইবে। প্লেগ যখন আল্লাতায়ালার ইচ্ছা তখন তাহাকে নিজের ইচ্ছা বলিয়া জানিতে হইবে, ও তাহাতে প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

প্লেগের প্রাবল্যে ভ্রূকুঞ্চিত ও মনক্ষুণ্ন হইবেন না; বরং প্রিয়জনের কার্য বলিয়া উহাতে লজ্জৎ প্রাপ্ত হইবেন। 'আজল' বা মৃত্যুকাল প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত, যাহা হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনারহিত। অতএব অস্থির হইবার আর কি আছে। একান্ত না হয়, বিপদ হইতে রক্ষা প্রার্থনা করিবেন ও আল্লাহর গজব হইতে নিষ্কৃতি যাঞ্চা করিবেন, যেহেতু দোয়া-প্রার্থনা আল্লাহতায়ালার অভিপ্রেত। আল্লাহতায়ালা ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের প্রতিপালক বলিয়াছেন, আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তাহা কবুল করিব"। মওলানা আবদুর রশিদ আসিয়া তথাকার অবস্থা বর্ণনা করিলেন। আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে জাহেরী, বাতেনী সুস্থতা প্রদান করুন। (আমিন)।

-ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ-

৮৯ মকতুব

ছৈইয়দ মীর মোহেব্বুল্লাহের নিকট উপদেশ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য। মানব ছরদার (ছঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্পাক আমাদিগকে এবং আপনাকে, আপনার পিতামহগণের প্রশস্থ পথের প্রতি দণ্ডায়মান রাখুন। এতদ্দেশের ফকিরগণের অবস্থা আল্লাহ পাকের প্রশংসার উপযোগী। সর্বদা আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা ও তাহার অনুগ্রহ স্বীকার করিতেছি, এবং তাঁহার নবী (ছঃ)-এর প্রতি সকল সময় দরুদ প্রেরণ করিতেছি। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আপনার জন্য অক্ষুণ্নতা, সুস্থতা, স্থায়ীত্ব ও দৃঢ়তা কামনা করি। হে স্নেহাস্পদ-কর্মকাল অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, যে খণ্ড সময় চলিয়া

টীকা (১) বৃত্য-বরণীয়, সসম্মানে গৃহীত।

যাইতেছে, জীবনের সেই খণ্ড কমিতেছে, এবং মৃত্যুর নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী হইতেছে। এখন (ইহকালে) যদি সাবধান না হওয়া যায় তাহা হইলে আগামীকল্য (পরকালে) আফছোছ ও লজ্জিত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ হইবে না। সতর্ক থাকা উচিৎ যেন এই সামান্য জীবন উজ্জ্বল শরীয়তের আদেশানুযায়ী অতিবাহিত হয়, তবেই পরকালে উদ্ধারের আশা করা যায়। ইহা কর্মক্ষেত্র, সুখশান্তির সময় সম্মুখে আছে, যাহা এই কর্মের ফলস্বরূপ। কর্মকালে বিশ্রাম করা, ফসল বিনষ্ট করা ও উহার ফল হইতে বঞ্চিত হওয়া মাত্র। অধিক আর কি কষ্ট দিব, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৌভাগ্য লাভ হউক। ওয়াচ্ছালাম।

৯০ মকতুব

মির্জ্জা আরব খানের প্রতি লিখিতেছেন।

আল্লাহতায়ালা আপনাকে সাহায্য করুন, এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শত্রুদিগের প্রতি আপনাকে প্রবল করুন। এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিপদাপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। হযরত রাছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "সৃষ্ট জীবগণ আল্লাহতায়ালার পরিবারবর্গ" আল্লাহতায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে, তাঁহার পবিরারবর্গের সহিত সদ্ব্যবহার করে"। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা স্বীয় সৃষ্ট জীবগণের রেজেকের দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং সৃষ্টজীবগণ তাঁহার পরিবারবর্গতুল্য। কোন ব্যক্তি যদি কাহারও পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি করে, এবং উহার ভার বা দায়ীত্ব বহন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় উক্ত ব্যক্তি পরিবারের মালিকের নিকট প্রিয় হইবে। যেহেতু সে তাহার ভার লাঘব করিল এবং তাহার কষ্ট নিজের প্রতি গ্রহণ করিল। এই কারণে আপনাকে কষ্ট দিতে সাহস করিতেছে যে, হাফেজ-হামেদ সৎ ব্যক্তি এবং কোরান তেলাওয়াতকারী, ইহার বহু পোষ্য আছে; তাহারা ইহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ইনি তাহাদের দায়ীত্ব পালন করিতে সক্ষম হইতেছেন না।

আপনার নিকট ইহার জন্য সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করি। দাতাগণের জন্য বাহানই (উপলক্ষই) যথেষ্ট।

-ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ-

৯১ মকতুব

মাখদুমজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ ছঈদের নিকট কাবা কাওছাইনের রহস্যের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার সম্মানিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। "কাবা কাওছাইনে 'আও আদ্‌না'-এর মাকামের বৃহৎ রহস্য শুনুন ঃ পূর্ণ মানব যখন ছয়ের

এলাল্লাহ্ সমাপ্তির পর ছয়ের ফিল্লাহের সহিত সম্মিলিত হয়, এবং আল্লাহ্তায়ালার চরিত্রে চরিত্রবান হয়, তৎপর সংক্ষেপে উক্ত ছয়েরকেও সমাপ্ত করে এবং এছ্ম ছেফ্ত সমূহের প্রতিবিম্বের আবির্ভাবের বৃত্ত যাহা ছয়ের ফিল্লাহের প্রতি নির্ভরশীল তাহাও সমাধা করে; তখন তাহার এইরূপ যোগ্যতা সম্পাদিত হয় যে প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্তায়ালা) আছল হিসাবে অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়ার সংমিশ্রণ ব্যতিরেকে এবং প্রবিষ্ট ও আধার হওয়া ধারণা ব্যতীত তাহার মধ্যে প্রকাশ পায়। যখন প্রিয়জনের জাতী গুণাবলী তাঁহার পবিত্র জাত হইতে পৃথক হয় না, তখন উক্ত গুণাবলীসহই সাধকের মধ্যে আবির্ভূত হয় এবং দুইটি 'ধনু' সৃষ্টি হইয়া থাকে। একটি ছেফ্ত সমূহের অপরটি আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের। এই মাকাম কাবা কাওছাইনের মাকাম সমূহের সর্বোচ্চ মাকাম; ইহা প্রতিচ্ছায়া রহিত ও আসল বা মূল বস্তুর আবির্ভাবের সহিত সম্বন্ধিত। তৎপর আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে সত্য প্রেমিকের যদি আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাতের সহিত পূর্ণ আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এ পর্যন্ত যে, সে যেন আল্লাহতায়ালার এছ্ম, ছেফাত বা নাম, গুণাবলী কিছুই কামনা করে না, তখন আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে উক্ত এছ্ম, ছেফাত তাহার দৃষ্টি হইতে উঠিয়া যায়, এবং পবিত্র জাত ব্যতীত অন্য কিছুই তাহার লক্ষ্য ও দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য ছেফতসমূহ বর্তমান থাকে, কিন্তু উহা তাহার পরিলক্ষিত হয় না। এই অবস্থায় 'আও আদ্নার' রহস্য প্রকাশ পায়, এবং দুই ধনুর চিহ্ন বর্তমান থাকে না। এই উচ্চ মাকাম হইতে যখন অবতরণ ঘটে, তখন সাধকের প্রথম পদক্ষেপ আলমে খালক বা স্থুল জগতে পতিত হয়, বরঞ্চ মৃত্তিকার প্রতি উপবিষ্ট ও সমাসীন হয়। যেহেতু উক্ত পবিত্র বস্তুটি (মৃত্তিকা) দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও যাবতীয় বস্তু হইতে সেই পবিত্র জগতের অধিক নিকটবর্তী। অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, উর্ধারোহণ হিসাবে যদি লক্ষ্য করি তাহাতে আলমে আম্র বা সুক্ষ্ম জগত অধিক নিকটবর্তী বলিয়া জানিতেছি, বরং আলমে আমরের 'আখ্ফা' নামক লতিফা আল্লাহতায়ালার পবিত্র জগতের সর্বাধিক নিকটবর্তী প্রাপ্ত হইতেছি। কিন্তু যখন অবতরণের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন নৈকট্যের সৌভাগ্য আল্মে খাল্ক বা স্থুল জগতের জন্য, বরং তাহার মধ্যে উহা মৃত্তিকার অংশ বলিয়া জানিতেছি। হাঁ, বৃত্তের দ্বিতীয় বিন্দু উর্ধারোহণের সময় লক্ষ্য করিলে প্রথম বিন্দুর নিকটবর্তী, এবং নিম্নে অবতরণের সময় দেখিলে শেষ বিন্দুটিই প্রথম বিন্দুর অধিক নিকটবর্তী হয়। এই মাত্র পার্থক্য যে, বৃত্তের দ্বিতীয় বিন্দুটি উর্ধারোহণকালে প্রথম বিন্দু হইতে বিমুখ এবং এই শেষ বিন্দু প্রথম বিন্দুর সম্মুখবর্তী ও তাহার প্রতি লক্ষ্যকারী। মনোযোগী ও অমনোযোগীর মধ্যে বহু পার্থক্য হইয়া থাকে। কেননা দ্বিতীয় বিন্দুটি প্রথম বিন্দুর আবির্ভাব সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে এবং শেষ বিন্দুটি উক্ত আবির্ভাব সমূহ উপেক্ষা করতঃ শুধু আবির্ভূত বস্তু (আল্লাহ্তায়ালা)-এর পবিত্র জাত কামনা করিতেছে। অতএব ইহার সহিত উহার কোনই তুলনা হইতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর; ও আমাদিগের কার্যসমূহ সরল করিয়া দাও।

–ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ–

৯২ মকতুব

ছইয়েদ মীর মোহাম্মদ নোমানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, বেলায়েতের অর্থ আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ। অলৌকিক ঘটনাদি প্রকাশ প্রাপ্তি বেলায়েতের শর্ত নহে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ ছইয়েদ মীর মোহাম্মদ নোমান, সানন্দে থাকুন। জানিবেন যে, কারামাত প্রকাশ বেলায়েতের বা অলিত্বের শর্ত নহে, যেরূপ আলেমগণ কারামাত বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশের জন্য দায়ী নহেন তদ্রূপ অলিআল্লাহ্গণও দায়ী নহেন। কেননা 'অলি হওয়া অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুর বিস্মৃতি ঘটার পর তাহার নৈকট্য লাভ করা; যাহা তিনি স্বীয় অলিগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। হয়তো কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ নৈকট্য প্রদান করেন, কিন্তু গায়বের সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অবগতি প্রদান করেন না এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে হয়তো উক্ত নৈকট্য প্রদান করেন, তৎসঙ্গে গায়বের অবগতি ইত্যাদিও প্রদান করিয়া থাকেন। তৃতীয় এমন এক ব্যক্তি হইতে পারে, তাহাকে নৈকট্যের কিছুই প্রদান করেন না, কিন্তু গায়বের সংবাদ প্রদান করেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি ছলনামূলক উন্নতিধারী (এবং শুধু নফছের নির্মলতা অর্জনকারী), উহার নফ্ছের নির্মলতা উহাকে গায়বের সংবাদের মধ্যে লিপ্ত রাখিয়া পথভ্রষ্ট করিয়াছে। "তাহারা ধারণা করিতেছে যে, তাহারা কোন এক বস্তুর (ভিত্তির) উপর আছে। সাবধান উহারাই মিথ্যুক, শয়তান তাহাদের প্রতি প্রবল হইয়া আল্লার স্মরণ ভুলাইয়া দিয়াছে, উহারাই শয়তানের দল। নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত" (কোরান)। আয়াতটি ইহাদের অবস্থার নিদর্শন স্বরূপ। উল্লেখিত প্রথম ব্যক্তি ও দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়াছেন তাহারা অলিআল্লাহগণের অন্তর্ভুক্ত, অদৃশ্যের বিকাশ তাহাদের অলিত্বের মধ্যে কিছুই বর্ধিত করে না। পক্ষান্তরে বিকাশ-শূন্যতার কারণেও তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি বা অবনতি ঘটে না। নৈকট্যের ক্রমানুযায়ী মর্তবার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। বহুস্থলে অদৃশ্যের বিকাশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে অপ্রাপ্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে এবং উহা হইতে অগ্রগামী হয়। কেননা আল্লাহ্তালায়ালার নৈকট্য তাহার অধিক হাছেল হইয়াছে। আওয়ারেফ পুস্তকের লেখক যিনি সকলের অগ্রগণ্য এবং সকলেই তাঁহাকে মানিয়া থাকে, তিনি স্বীয় পুস্তক আওয়ারেফের মধ্যে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। যদি কেহ বিশ্বাস না করে, তথা হইতে দেখিয়া লইতে পারে। উক্ত পুস্তকে কারামাত ও আলৌকিক ঘটনাদি আলোচনার পর বর্ণিত আছে যে, এই সকল কারামাত ও স্বভাববিরুদ্ধ কার্যাদি আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের দান। অনেক স্থলে কোন দলকে ইহা অর্পণ করিয়া থাকেন, এবং বিকাশ প্রদান করেন এবং অনেক সময় উহাদের উর্ধ্ব মর্তবাবিশিষ্ট দলের কোন ব্যক্তিকে হয়তো উক্ত কারামাতাদি কিছু মাত্র প্রদান করেন না। কেননা এই কারামাতসমূহ একীন বা

বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব যে ব্যক্তি নিছক একীন দৃঢ় বিশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার জন্য উক্ত কারামাতের কোনই আবশ্যক নাই। এই কারামাত সমূহ এছমে জাত–আল্লাহ্, আল্লাহ্ জেকের হইতে এবং কলব উক্ত জেকের কর্তৃক রঞ্জিত হওয়া হইতে নিম্নতম, যথা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। এই সুফীগণের ইমাম খাজা আবদুল্লাহ্ আনছারী যিনি শায়খুল ইসলাম উপাধিপ্রাপ্ত, তিনি মানাজেলে চ্ছায়েরীন পুস্তকে লিখিতেছেন যে, 'ফেরাছত' বা বিবেক দুই প্রকার, এক প্রকার মারেফত প্রাপ্তগণের 'ফেরাছত', দ্বিতীয়তঃ অনশনকারী ও কঠোরব্রত পালনকারীগণের ফেরাছত বা বিবেক। মারেফত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ফেরাছত তালেব বা শিক্ষার্থীগণের যোগ্যতার পরিচয়প্রাপ্তি এবং সত্য অলিগণ যাহারা হযরতের 'যা'মা' বা একত্রিতির মর্ত্তবায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাদের পরিচয়ের সহিত সম্বন্ধিত, ও কঠোর ব্রতপালনকারী এবং অনশনকারীগণের ফেরাছত অদৃশ্য আকৃতি ও অবস্থা ইত্যাদির সহিত বিশিষ্ট যাহা সৃষ্ট পদার্থের সহিত সম্বন্ধিত। যখন অধিকাংশ ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত হইতে বিমুখ ও তাহাদের মন পার্থিব বস্তুর মধ্যে লিপ্ত। অতএব তাহারা অদৃশ্য আকৃতির বিকাশ ও সৃষ্ট বস্তুর গায়েবী খবরের প্রতি মনোযোগী হয়, ইহাই তাহাদের নিকট অতি বৃহৎ কার্য, তাহারা ধারণা করে যে, ইহারাই আল্লাওয়ালা এবং তাহার খাছ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাহারা হকিকতপ্রাপ্ত অলিগণের বিকাশ হইতে বিমুখ হয়, এবং তাঁহারা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে যে সংবাদ প্রদান করেন, তাহার প্রতি দোষারোপ করে এবং তাহারা বলে যে–ইহারা যদি আল্লাহর অলি হইত যেরূপ উহারা ধারণা করে, তবে নিশ্চয় ইহারা আমাদের অদৃশ্যের অবস্থার ও সৃষ্ট জীবগণের অদৃশ্যের অবস্থার সংবাদ দিত। যখন আমাদের অবস্থার কাশফ্ বা বিকাশ ইহাদের নাই তখন ইহা হইতে উচ্চ স্তরের অবস্থার বিকাশ অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার জাত ছেফাতের বিষয়ের বিকাশ কিভাবে লাভ করিতে সক্ষম হইবে। অতএব তাহারা মারেফত প্রাপ্তগণের 'ফেরাছত' বা বিবেক যাহা আল্লাহতায়ালার জাত ছেফাতের ও কার্য-কলাপের সহিত সম্বন্ধিত তাহা অগ্রাহ্য করে। এই অমূলক যুক্তি দ্বারা এবং অসৎ ধারণার কারণেই তাহারা ইহাদের সত্য এল্‌ম মারেফত হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাহারা ইহা জানে না যে, আল্লাহ্ পাক ইহাদিগকে খল্‌কুল্লার প্রতি লক্ষ্য করা হইতে হেফাজত বা রক্ষা করিয়াছেন ও স্বীয় দরবারের জন্য বিশিষ্ট করিয়া লইয়াছেন এবং লজ্জা রক্ষার্থে ইহাদিগকে অপর সকলের প্রতি লক্ষ্য করা হইতে বিরত রাখিয়াছেন। যদি ইঁহারা খলকুল্লার অবস্থার প্রতি মনোযোগী হইতেন তবে আল্লাহতায়ালার দরবার পাকে বিদ্যমান থাকার যোগ্যতা ইহাদের মধ্যে থাকিত না। আবদুল্লাহ আনছারীর বাক্য সমাপ্ত হইল। তিনি এইরূপ আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। আমি স্বীয় পীর কেবলা (কোঃ)-এর নিকট বলিতে শুনিয়াছি যে, শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনে আরবী লিখিয়াছেন, "অনেক অলিউল্লাহ্ যাহাদের দ্বারা অনেক কারামাত প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহারা শেষ নিঃশ্বাসে ইহার জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন এবং কামনা করিয়াছিলেন যে, যদি এইরূপ কারামাত আমার দ্বারা প্রকাশ না পাইত (তবে ভাল হইত)"। অতএব যদি কারামাতের আধিক্য দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব হইত তাহা হইলে অনুতাপের কোনই অর্থ হয় না।

প্রশ্ন ঃ কারামাত যদি অলি হওয়ার জন্য শর্ত না হয়, তবে অলি কে? এবং কে নহে।

কে সত্য, কে সত্য নহে– তাহা কিভাবে পার্থক্য করা যাইবে।

উত্তর ঃ পার্থক্য করা নাই বা গেল, সত্যাসত্য সম্মিলিতই বা থাকিল, তাহাতে কি আসে যায়, ইহকালে সত্যাসত্য সম্মিলিত থাকাই জরুরী। অলি হওয়ার অবগতি কোনই আবশ্যক করে না। অনেক অলিউল্লাহ্ আছেন যাহারা নিজেদের অলি হওয়ার অবগতিও রাখেন না। সুতরাং অন্যের জন্য তাহা জানা কোনই আবশ্যকীয় নহে। অবশ্য 'নবী' বা পয়গম্বরগণের জন্য অলৌকিক ঘটনার বিকাশ ব্যতীত উপায় নাই; যেন 'নবী' সাধারণ লোক হইতে পার্থক্য লাভ করে। যেহেতু নবীর জন্য স্বীয় নবীত্বের অবগতি ওয়াজেব। পক্ষান্তরে অলিগণ যখন স্বীয় নবীর শরীয়াতের প্রতি আহবান করিবে, তখন নবীর মো'জেজা বা অলৌকিক কার্যাদিই উহার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু অলি যদি স্বীয় নবীর শরিয়াত ব্যতীত অন্য পথে আহবান করে, তখন কারামাত ব্যতীত উপায় নাই এবং যখন তাহার আহবান কার্য নবীর শরিয়াতের সহিত নির্দিষ্ট, তখন কারামাতের কোনই আবশ্যক নাই। জাহেরী আলেমগণ শুধু জাহেরী শরিয়াতের প্রতি আহবান করিয়া থাকেন এবং অলিউল্লাহ্গণ জাহেরী শরিয়াত এবং বাতেনী শরিয়াত উভয়ের দিকে আহবান করেন। তাহারা মুরিদান ও সাধকগণকে প্রথমতঃ তওবা ও এনাবত অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন এবং শরিয়াতের হুকুম পালন করার জন্য উৎসাহিত করেন। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহতায়ালার জেকের বা স্মরণের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং তাকিদ করেন যে, সকল সময় ব্যাপিয়া তাহারা আল্লাহর জেকেরে যেন নিমজ্জিত থাকে, এ পর্যন্ত যে, এই জেকেরের প্রাবল্য লাভ হয় এবং স্মরণকৃত বস্তু (আল্লাহ) ব্যতীত দেলের মধ্যে অন্য কোন বস্তুরই গতিবিধি না থাকে। অবশেষে যেন আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুকে ভুলিয়া যায়। যদি ইচ্ছাপূর্বক তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তথাপি যেন স্মরণ না হয়। ইহা সত্য যে, অলিগণের এই আহবান কার্যের জন্য যাহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শরীয়তের সহিত সম্বন্ধ রাখে, কারামতের কোনই আবশ্যক নাই। পীর-মুরিদী করার অর্থই ইহা। কারামতাদির সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহাও বলিতে পারি যে, সরলচিত্ত মুরিদ ও উপযোগী তালেব আত্মিক পথ চলার সময় প্রতি মূহুর্তেই পীরের কারামাত অনুভব করে এবং গায়েবী বা অদৃশ্য জগতে কার্যকলাপে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্য লোকের জন্য কারামাত প্রকাশ করার কোনই আবশ্যক করে না। মুরীদগণ সকল সময় (১) কারামাতের মধ্যে কারামাত পাইয়া থাকেন। মুরীদগণ পীরের কারামাত কিভাবে অনুভব করিবেন না? তিনিতো মুরীদগণের মৃত দেলে জীবন দান করিয়াছেন, এবং মোশাহাদা ও মোকাশাফার–আত্মিক দর্শন ও বিকাশে পৌছাইয়া দিয়াছেন। সর্বসাধারণের নিকট মৃতদেহকে জীবিত করা বৃহৎ কার্য। কিন্তু খাছ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য কলব ও রূহ্‌কে জীবিত করাই উচ্চ দলিল। খাজা মোহাম্মদ পারছা (কোঃ) তদীয়

টীকা ঃ (১) অর্থাৎ উপর্যুপরি কারামত প্রাপ্ত হয়।

রেছালায়ে কোদছিয়াতে ফরমাইয়াছেন, অধিকাংশ লোকের নিকট দেহকে জীবিত করাই মূল্যবান। সুতরাং অলি আল্লাগণ উহা হইতে বিমুখ হইয়া আত্মাকে জীবিত করা ও সাধকের মৃত দেলকে পুনরুজ্জীবন প্রদান করার প্রতি মনযোগী হইয়াছেন। সত্য কথা এই যে, দেল বা অন্তঃকরণ জীবিত করার তুলনায় দেহ জীবিত করা, পথে ফেলাইয়া দিবার বস্তু এবং এইদিকে (কলবের জীবিত করা) লক্ষ্য করিলে উহা অনর্থক বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বটে। কেননা দেহ জীবিত করিলে তাহা কয়েকদিন মাত্র জীবিত থাকিবে, কিন্তু দেল বা অন্তঃকরণ জীবিত করিলে তাহা চিরস্থায়ী থাকিয়া যাইবে। বরঞ্চ বলিব যে, অলি আল্লাহ্গণের পবিত্র দেহই একটি আল্লাহ-পাকের কারামাত এবং তাহারা যে সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহতায়ালার দিকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহাও আল্লাহতায়ালার রহমত এবং মোরদা দেলসমূহ জীবিত করা আল্লাহ্তায়ালার একটি উচ্চ নিশানী। ইঁহারা জগতবাসীদের নিরাপত্তার কারণ এবং জামানার জন্য গণিমত (মূল্যবান)। "ইঁহাদের অছিলায় বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ইঁহাদের অছিলায় রেজেক প্রদত্ত হয়" হাদীছটি ইঁহাদের মহত্ত্বজ্ঞাপক। ইহাদের কথাবার্তা ঔষধতুল্য এবং ইঁহাদের লক্ষ্যই রোগমুক্তি। ইহারা আল্লাহ্র সহিত উপবেশনকারী, ইঁহাদের সহিত উপবেশনকারীগণ বদ্বখত হয় না ও ইহাদের সহিত মহব্বত ধারীগণ বঞ্চিত হয় না। ইঁহাদের মধ্যে সত্য ও অসত্যের পার্থক্যের চিহ্ন এই যে, যদি কোন ব্যক্তি শরীয়তের প্রতি কায়েম থাকে এবং তাহার মজলিছে আল্লাহতায়ালার প্রতি দেল সংলিপ্ত ও মনোযোগী হয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তু হইতে মনোবিমুখ হইয়া যায় (অর্থাৎ আকাঙ্খা থাকে না) তখন বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ব্যক্তি সত্য এবং আউলিয়া কেরামের মধ্যে পরিগণিত। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যেও তারতম্য হইয়া থাকে। অপিচ এই চিহ্ন সমূহ যাহারা সত্যের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহাদের জন্য; কিন্তু যে সম্পর্ক বিহীন সে নিছক মহরুম বা বঞ্চিত।

সততই সত্য হতে বিমুখ যে জন
নিস্ফল হইবে তার নবী (দঃ) দরশন।

আপনার পত্রে বর্তমান বাদশাহের সদাচার ও আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগ এবং সদ্বিচার ও শরীয়তের হুকুমাদি প্রতিপালন, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তৎদৃষ্টে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এবং মনে আকঙ্খা জাগিল যে, আল্লাহতায়ালা যেন এ জমানার বাদশার আদল, এনছাফ দ্বারা যেরূপ জগৎকে সমুজ্জল করিয়াছেন, তদ্রূপ হযরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর শরীয়তকে ও তাহার সহায়তা ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ী ও সম্মানী করুন। হে স্নেহাস্পদ, শরীয়ত তলোয়ারের নিম্নে বাক্যানুযায়ী শরীয়ত প্রচার বাদশাহের সহানুভূতি ও সহযোগিতার প্রতি নির্ভর করে। কিছুদিন হইতে এই সহানুভূতি শিথিল হইয়াছিল বলিয়া ইসলাম দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। ভারতের কাফেরগণ বেপরওয়াভাবে মসজিদ সমূহ ধ্বংস করিয়া তথায় নিজেদের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল। থানেশ্বরে, কুরুক্ষেত্রের হাউজের মধ্যে একটি মসজিদ ছিল এবং জনৈক বোজর্গের সমাধিও তথায় ছিল। তাহা বিধ্বস্ত করিয়া তথায় একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। কাফেরগণ খোলাখুলি বা মুক্তভাবে কাফেরীকার্য

করিতেছে, কিন্তু মোছলমানগণ ইছলামী হুকুমাদি প্রচার করিতে অক্ষম। একাদশীর দিবসে হিন্দুগণ অনশন পালন করে বলিয়া তাহারা সতর্ক থাকে যেন, ইছলামী রাজ্যে ও কোন মোসলমান বাজারে খাদ্য-দ্রব্য পাক ও বিক্রি করিতে না পারে। কিন্তু পবিত্র রমজান মাসে তাহারা প্রকাশ্যভাবে খানা পাক করে এবং বিক্রয় করিয়া থাকে। এছলামের দুর্বলতার কারণে কোন মোসলমান ইহা নিষেধ করিতে সক্ষম হয় না। শত সহস্র আফছোছের বিষয় এই যে, বাদশাহ আমাদের ধর্মের এবং ফকীরদিগের এইরূপ দুরবস্থা। বাদশাহ এজ্জত সম্মান প্রদান করিলে ইসলামের শ্রীবৃদ্ধি হইত এবং আলেম সুফীগণ ইহাদের দ্বারা সম্মানীত হইতেন ও ইহাদের সাহায্যে এবং ক্ষমতা বলে শরীয়তও প্রচার করিতেন। আমি শুনিয়াছি যে, তৈমুর বাদশাহ এক দিবস বোখারার কোন এক ক্ষুদ্র পথে যাইতেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই পথের উপর হযরত নক্সাবন্দ (কোঃছেঃ)-এর খান্‌কাহ্ শরীফের খাদেমগণ খান্‌কাহের কম্বলগুলির ধুলি ঝাড়িতেছিলেন। তখন বাদশাহ তৈমুর এছলামী সদ্ব্যবহার হিসাবে তথায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, যাহাতে খান্‌কার ধুলিগুলি আতর-গোলাপ স্বরূপ তাহার শরীর স্পর্শ করে এবং দরবেশগণের ফয়েজ বরকতের সৌভাগ্যলাভ করে। তিনি অলি-আল্লাহগণের সহিত এই নম্রতা ও আদব করার জন্য অন্তিম সময় তাহার ঈমানের সহিত মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা বর্ণিত আছে যে, হযরত খাজা নক্সাবন্দ (কোঃছেঃ) তৈমুরের মৃত্যুর পর ফরমাইয়াছেন যে, —"তৈমুরের মৃত্যু হইল এবং ঈমান লইয়া গেল।" আপনি জানিবেন যে, জুমার দিবস খোৎবা পাঠকালে নীচের ধাপে অবতরণ করিয়া বাদশাহ্‌গণের নাম পাঠ করিতে হয়, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, হযরত (ছঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্মুখে বাদশাদিগের তাওয়াজোয়্ বা নম্রতা দেখানো। যেহেতু তাহাদের নামের সহিত সমকক্ষভাবে একই স্তরে বাদশাদিগের নাম উচ্চারণ করা জায়েজ নহে (ইহা আলেমগণের মত)।

উপসংহার

হে ভ্রাতঃ ছেজদার অর্থ ললাট মৃত্তিকায় স্থাপন করা, যাহা নম্রতার চরম ও অপদস্তের শেষ অবস্থা। এই হেতু ইহা অবশ্যম্ভাবী জাত আল্লাহতায়ালার জন্যই বিশিষ্ট এবং অন্যের জন্য ইহা জায়েজ বা বিধেয় নহে। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, আমাদের পয়গম্বর (ছঃ) কোন এক পথে যাইতেছিলেন, তখন এক বেদুঈন আসিয়া তাঁহার নিকট মোযেজা দেখিতে চাহিল। তাহাতে সে ঈমান আনিবে। তখন হযরত (ছঃ) উহাকে বলিলেন যে, ঐ বৃক্ষটিকে যাইয়া বল পয়গম্বর তোমাকে ডাকিয়াছেন। বলা মাত্রই বৃক্ষটি স্বস্থান হইতে উঠিয়া হযরত (ছঃ)-এর খেদমতে হাজির হইল। যখন বেদুঈন এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল, তখন ঈমান আনিল এবং বলিল যে, হে রছুলুল্লাহ্, আমাকে হুকুম দিন আমি আপনাকে ছেজদা করি। তদুত্তরে হজরত (ছঃ) ফরমাইলেন যে, খোদা ভিন্ন অন্যকে ছেজদা করা যায়েজ নহে। আমি

যদি ছেজদাহ্ "যায়েজ" রাখিতাম, তাহা হইলে স্ত্রী তাহার স্বামীকে ছেজদাহ করার জন্য বলিতাম। অনেক ফেকাহ্‌বিদ আলেম বাদশাহ্‌দিগকে ছেজদা করা যায়েজ রাখিয়াছেন। কিন্তু বাদশাহ্‌গণের উচিৎ যে, এ বিষয় তাহারা আল্লাহতায়ালার সহিত নম্রতা প্রকাশ করে, এবং চরম অপদস্ত ও নম্রতা আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের জন্য যায়েজ না রাখে। আল্লাহতায়ালা অনুগ্রহ পূর্বক একদল জগৎবাসীকে তাহাদের বাধ্য ও অনুগত করিয়া দিয়াছে। অতএব এই উচ্চ নেমতের শুকরগুজারী করা আবশ্যক, এবং এইরূপ নম্রতা যাহা পূর্ণ অক্ষমতাজ্ঞাপক, তাহা আল্লাহতায়ালার জন্য ন্যস্ত করা দরকার, ও এ বিষয়ে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা উচিৎ নহে। যদিও কতিপয় আলেম ইহা যায়েজ রাখিয়াছেন, তথাপি সদাচার হিসাবে বাদশাহের উচিৎ যে, তিনি ইহা যায়েজ বা বিধেয় না রাখেন। যেহেতু আল্লাহ পাকের ফরমান, "উপকারের বিনিময়ে কি উপকার নহে"। বাদশাহ্ যখন দূরদেশ ভ্রমণ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, হয়তো আমি আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় অল্পদিনের মধ্যে রাজধানীতে উপনীত হইতে পারি; অবশিষ্ট বিষয় সাক্ষাতে বক্তব্য। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম এবং মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি উচ্চস্তরের দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৯৩ মকতুব

খাজা হাশিম বদখ্‌সির নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে আলমে খলক ও আলমে আমরের লতিফা সমূহের বিষয় বর্ণনা হইবে।

পূর্ণ মারেফতপ্রাপ্ত সাধকের আলমে খালক এবং আলমে আমর তাহার কাইয়ুম নামক বিশিষ্ট রূপের তুলনায় যদিও বাহ্যিক রূপ ও আকৃতির অন্তর্ভুক্ত, যাহা বাস্তবে উক্ত আরেফের অন্তর্জগত এবং তত্ত্ব (ইহার বিশদ বর্ণনা এক মকতুবে করা হইয়াছে)। কিন্তু যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কর্তৃক লক্ষ্য করা যায় তখন উহার মধ্যে আবার জাহের এবং বাতেন প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং আকৃতি ও তত্ত্বের উদ্ভব হয়। অবশ্য উক্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ হওয়াও আল্লাহতায়ালার নিছক অনুগ্রহ ও দান। ইহা নহে যে, আলমে খলক বা স্থূল জগত সম্পূর্ণ তাহার জাহের বা বহ্যিক বস্তু; এবং আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগত তাহার বাতেন বা আভ্যন্তরীণ বস্তু; যেরূপ অনেকে ধারণা করিয়া থাকে। বরং আলমে খলক ও আলমে আমরের প্রত্যেক লতিফারই ছুরত এবং হকীকত আছে। উনছুরে খাক বা মৃত্তিকার অংশটিরও জাহের এবং বাতেন আছে। তদ্রূপ (সর্ব উচ্চ লতিফা) 'আখ্‌ফারও' জাহের এবং বাতেন আছে। সাধকের এই বাতেন বা অন্তর্জগত যাহা আলমে খল্‌ক ও আলমে আমর উভয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা নেক আমল সমূহ দ্বারা বরং আল্লাহ-পাকের নিছক অনুগ্রহে দৈনন্দিন কিঞ্চিত কিঞ্চিত তাহার (প্রকৃত) বাতেন যাহা উহার কাইয়ুম নামে অভিহিত তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে থাকে। অবশেষে

এই (আলমে খলক ও আলমে আমরের) বাতেনের কোনই নমুনা থাকে না এবং নিছক জাহের ব্যতীত যাহা কিছু থাকে সবই গুপ্ত হইয়া যায়। এই বাতেন তাহার কাইয়ুম নামক এছ্‌ম -এর সহিত মিলিত হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, এই বাতেন উহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং উক্ত এছ্‌মের সহিত এক হইয়া যায়, যেহেতু উহা বেদিনী মাত্র। আল্লাহ্‌-পবিত্র; নুতনত্বের বিপর্যয়ে তাঁহার জাত ছেফত এবং এছ্‌ম সমূহের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। বরং এই বাতেন বা অন্তর্জগতের উক্ত কাইয়ুম এছ্‌মের সহিত এক সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়, যাহা প্রকার বিহীন। যদিও তাহাতে এক হওয়ার সন্দেহ হয়, বস্তুতঃ প্রবেশকরণ, একহওন তথা হইতে নিবারিত। যেহেতু তাহাতে সৃষ্ট পদার্থের তত্ত্বের পরিবর্তন হইয়া অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের তত্ত্বে পরিণত হওয়া অনিবার্য হয়। যাহা জ্ঞানতঃ অসম্ভব এবং শরীয়ত অনুযায়ী অধর্ম। উল্লিখিত সাধকের নিছক বাহ্যিক বস্তু যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা যদিও দৃশ্য জগতস্থিত বস্তু ; যেহেতু উহা পরিদর্শিত ও লক্ষিত হয়, তথাপি উহা বাতেনের রঙে রঞ্জিত। অবশ্য তাহার বাতেন বা অন্তর্জগত অনুভব ও দৃষ্টির আয়ত্তের বহির্ভূত এবং অদৃশ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রকারবিহীনের রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। কেননা, প্রকারসম্ভূত বস্তু যে পর্যন্ত প্রকারবিহীনতার রঙে রঞ্জিত না হয়, এবং অনুভূতির আয়ত্তের বাহিরে না যায় ও দৃষ্টিগোচর হওয়া হইতে অদৃশ্যে উপনীত না হয়, সে পর্যন্ত প্রকৃত প্রকারবিহীন (আল্লাহতায়ালার)-এর কিছুই প্রাপ্ত হয় না, এবং অদৃশ্যের অদৃশ্য বস্তু যিনি, তাহার সংবাদ পায় না।

জানা আবশ্যক যে, সাধকের এই অবশিষ্ট বস্তু জাহের বা বহির্জগত। পূর্ণরূপে ইহার লক্ষ্য সৃষ্ট জগতের প্রতি, এবাদত, বন্দেগী ইহার প্রতি নির্ভরশীল এবং আহবান কার্য ও পূর্ণর্তা সাধন ইত্যাদিও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট এইরূপ পুর্ণতাপ্রাপ্ত আরেফের অর্ন্তজগত সৃষ্ট পদার্থের সহিত সম্বন্ধিত হউক বা অবশ্যম্ভাবী মাকাম সমূহের সহিত সম্বন্ধিত হউক তাহা উহার বাহ্যিক জগতের প্রতি মনোযোগী। অর্থাৎ তাহার বাহ্যিক জগত, যেদিকে লক্ষ্য করে, উক্ত বাতেন বা অন্তর্জগতও তথদিকে লক্ষ্য করে। যাহাতে খল্‌কুল্লার প্রতিপালন ও পূর্ণতা সাধন ও এবাদত পূর্ণরূপে পালিত হয়। কেননা ইহজগত কার্যক্ষেত্র এবং ইহা খোদা-তায়ালার দিকে আহবান করার স্থান। প্রকৃত দর্শনাদি আখেরাতে বা পরকালে হইবে, এবং বিকাশ ও দৃষ্টি-গোচর হওয়ার সময় সম্মুখে আছে। ইহজগতে মাবুদের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকা হইতে তাহার এবাদত করাই শ্রেয়, এবং উদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে বিলীন হওয়া হইতে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকাই উৎকৃষ্ট। মত্ততাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহা বিশ্বাস করুন বা না করুন। পূর্ণ সাধক যিনি আহবান কার্যে লিপ্ত ও অন্যকে পূর্ণতা প্রদানে ব্যস্ত, তাহারা অন্তরজগতের এইরূপ লক্ষ্য আজল বা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বর্তমান থাকে, যাহা আহবান কার্যের শেষ মাকাম। তৎপর যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় ও মৃত্যুর সেতু আরোহণ করতঃ প্রিয়জনের মিলন পথে পদক্ষেপ করে, তখন অপরের বিনা কোলাহলে মিলন লাভ হয়।

নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ইহা অতি তৃপ্তিকর,
আশেক মিছকীন তরে সবই যেন কষ্টকর।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর; তুমি সর্বশক্তিমান। সৃষ্টির শ্রেষ্ট ব্যক্তি যিনি, এবং তাহার সম্মানী-ভ্রাতৃবৃন্দ ও তদীয় বংশধর ও সহচরগণের প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত দরূদ, ছালাম, সম্মান ও বরকত বর্ষিত হউক।

-ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ-

৯৪ মকতুব

মওলানা আবদুল কাদের আমবালির নিকট ফানা বাকার বিষয় লিখিতেছেন।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং ছাইয়েদুল মুরছালীন (ছঃ)-এর প্রতি দরূদ ও ছালাম। এ ফকীরের জ্ঞানে যাহা কতিপয় মকতুবে লেখা হইয়াছে, মোমকেন বা সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব 'আদম' বা নাস্তিসমূহ, যাহা যাবতীয় বিনষ্টি ও ত্রুটির উৎপত্তিস্থান। তৎসঙ্গে আল্লাহতায়ালার এলমস্থিত তদীয় এছ্‌ম ছেফত সমূহের আকৃতি সমূহ; যাহা উক্ত আদমের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ফলকথা উক্ত আদম বা নাস্তিসমূহ হাইউলা বা মূল বস্তুতুল্য, এবং উক্ত এছ্‌ম ছেফাত সমূহের প্রতিচ্ছায়া, উক্ত হাইউলার আকৃতি তুল্য—যাহা উক্ত হাইউলার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 'আদমসমূহ উল্লিখিত আবির্ভূত প্রতিবিম্ব সমূহ কর্তৃক নির্দিষ্টও পার্থক্যকৃত হয়, এবং উক্ত প্রতিবিম্ব সমূহ উক্ত পার্থক্যপ্রাপ্ত নাস্তি সমূহের সহিত দণ্ডায়মান। আরজ বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু, জওহর বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তুর সহিত যেরূপ দণ্ডায়মান থাকে, ইহা তদ্রূপ নহে। বরং হাইউলার বা মূলবস্তুর উপর যেরূপ আকৃতি থাকে তদ্রূপ। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে সাধক যখন আল্লাহতায়ালার প্রতি মনোযোগী হয় এবং জেকের মোরাকাবা কর্তৃক প্রতি মুহূর্তে খোদা ব্যতীত অন্যদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়—তখন অবশ্যম্ভাবী জাতের এছ্‌ম ছেফাত সমূহের এলমস্থিত আকৃতির প্রতিবিম্ব সমূহ প্রতি মুহূর্তে শক্তিশালী হইতে থাকে, এবং তদীয় সহচর আদম বা নাস্তিসমূহ হইতে প্রবল হইতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহর দলই প্রবল (কোরান)। অবশেষে এই পর্যায়ে উপনীত হয় যে, উক্ত 'অদম'সমূহ যাহা তাহার মূলবস্তুস্বরূপ ছিল তাহা গুপ্ত হইয়া যায় এবং সাধকের দৃষ্টির অন্তরাল হয়, ও উক্ত প্রতিবিম্ব এবং তাহার মূলও মূলের মূল ব্যতীত সাধকের অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এ পর্যন্ত যে, প্রতিবিম্ব সমূহ যাহা স্বীয় মূল বস্তুর দর্পণতুল্য, তাহাও অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেননা দর্পণের গোপন হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। এই মাকামই ফানার মাকাম, এবং ইহা অতি উচ্চ মাকাম। যদি এই 'ফানা' প্রাপ্ত সাধককে 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব প্রদান করেন এবং বিশ্বজগতে ফিরাইয়া দেন, তখন সে উক্ত আদম বা নাস্তিকে দেহের আবরণতুল্য সূক্ষ্ম চর্মবৎ প্রাপ্ত হয়। হয়তো উক্ত আদমের সহিত সম্পর্ক রাহিত্যের জন্য উহাকে পশমি বস্ত্রের ন্যায় ধারণা করতঃ নিজ হইতে পৃথকপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহজগতে উহা পৃথক হয় নাই,

বরং উহাই 'আমি' শব্দের ধারণা বা লক্ষ্যস্থল। ফলকথা এই মাকামে 'আদম' তাহার দেহের অপ্রধান, দুর্বল ও গুপ্ত অংশ। ইতিপূর্বে 'আদম' মূল হিসাবে বর্তমান ছিল, তাহা হইতে অবতরণ করতঃ উক্ত প্রতিবিম্বের অনুগামী ও তদ্বারা দন্ডায়মান হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে উহার (আদমের) সহিত দন্ডায়মান ছিল। এ ফকির কয়েক বৎসর যাবত এই মাকামে ছিল, স্বীয় আদমকে পশমী বস্ত্রের ন্যায় নিজ হইতে পৃথকপ্রাপ্ত হইত। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর যখন আল্লাহতায়ালার অশেষ অনুগ্রহ এ দাসের প্রতি প্রবর্তিত হইল তখন উক্ত দুর্বল অংশ অর্থাৎ 'আদম' বিগলিত হইয়া পৃথক হইল এবং উক্ত প্রতিবিম্ব সমূহ কর্তৃক তাহার যে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা যেন হারাইয়া গেল ও উহা যেন সাধারণ আদম বা নাস্তির সহিত সম্মিলিত হইল (যেরূপ কলসের পানি, কলসটি ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা সমুদ্রের পানির সহিত মিশিয়া যায়)। যথা একটি আকৃতি বা খিলান একখানি কালেবের উপর নির্মিত হয়, উক্ত আকৃতি বা খিলান উক্ত কালেবের উপর দন্ডায়মান থাকে। কিন্তু যখন খিলানটি ঠিক হইয়া শক্ত, সুদৃঢ় হয় এবং উক্ত কালেব ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তখন কালেবের প্রতি উহার নির্ভর থাকে না বরং সে স্বয়ং দন্ডায়মান হইয়া থাকে। আমাদের আলোচ্য বিষয়েও এইরূপ উক্ত প্রতিবিম্ব সমূহ যাহা প্রথমে আদমের সহিত দন্ডায়মান ছিল, আমি দেখিতেছি যে, তাহা এখন স্বয়ং দন্ডায়মান, বরং তাহার মূল বস্তুর সহিত দন্ডায়মান হইয়াছে। তাহার 'আমি' বাক্য উক্ত প্রতিবিম্ব ও তাঁহার মূল সমূহ ব্যতীত অন্যের প্রতি বর্তেনা। তাহার 'আদম' বা নাস্তি জাত অংশের সহিত যেন উহার কোনই সংস্পর্শ নাই। আরও বুঝিলাম যে- প্রকৃত 'ফানা' এই স্থলে সংঘটিত হইল। ইতিপূর্বের 'ফানা' ইহার আকৃতিস্বরূপ ছিল। এই মাকাম হইতে আল্লাহ্ পাক যখন আমাকে 'বাকার' মাকামে উপনীত করতঃ বিশ্বজগতে পুনরায় প্রত্যাবৃত করিলেন, তখন উক্ত 'আদম' বা নাস্তি যাহা পূর্বে আমার অংশতুল্য বরং মূলবস্তুস্বরূপ ছিল এবং উহারই প্রাবল্য ছিল, তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া আমার প্রতিবেশী ও সহচর করিয়া দিলেন, কিন্তু উহাকে আমার তত্ত্ব ও আকৃতি হইতে পৃথক এবং 'আনা' বাক্যের লক্ষ্যের বাহিরে রাখিলেন। কিন্তু বিশিষ্ট কারণবশতঃ উক্ত আদমকে পুনরায় পশমি বস্ত্রের ন্যায় পরিধান করাইয়া দিলেন। এমতাবস্থায় উক্ত 'আদম' যদিও প্রত্যাবৃত হইল, কিন্তু উক্ত প্রতিচ্ছায়া সমূহকে (আদমের) প্রতি নির্ভরশীল করিলেন না, বরং উক্ত আদমকেই উহাদের সহিত দন্ডায়মান করিলেন। যেরূপ ইতিপূর্বের 'বাকা'র মধ্যে হইয়াছিল। যখন উক্ত 'বাকার' মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ ছিল তখন এই 'বাকা' যাহা প্রকৃত 'বাকা' ইহাতে তাহা অধিকভাবে ও পূর্ণরূপে হইবে। অবশ্য পরিধানকারীর প্রতি পরিহিত বস্ত্রের তাছির বা ক্রিয়া হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি বস্ত্র উষ্ণ হয় তাহা হইলে পরিধানকারী তাহার উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং যদি বস্ত্র শীতল হয়, তবে পরিধানকারীও শীত অনুভব করে। তদ্রূপ উক্ত 'আদম' বা নাস্তি যাহা বস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে তাহার তাছির বা ক্রিয়া আমি নিজের মধ্যে প্রাপ্ত হইলাম, এবং দেখিলাম যে, সমস্ত শরীরে যেন উহার ক্রিয়া প্রবেশ করিল; কিন্তু জানিলাম যে, ইহার এই তাছির বাহ্যতঃ মাত্র, আভ্যন্তরীণ নহে এবং আনুষঙ্গিক, নিজস্ব নহে। বরং উহা বাহিরের

প্রতিবেশী হইতে সমাগত। উহা আভ্যন্তরীণ সঙ্গী হইতেও নহে। যদি দোষত্রুটি হয়; যাহা 'আদম' হইতে সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও বাহ্যতঃ; নিজস্ব বা মূলতঃ নহে। এই মাকামধারী ব্যক্তি মানব হিসাবে যদিও সকলের অনুরূপ ও মানবীয় গুণাবলীতে সমতুল্য, তথাপি তাঁহার এবং তাঁহার অনুরূপ ব্যক্তিগণ হইতে মানবীয় গুণাবলী প্রকাশ বাহ্যিক হিসাবে, যাহা তাহার প্রতিবেশী হইতে সমাগত, কিন্তু অন্য সকলের উহা নিজস্ব ও মৌলিক। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ধারণাতীত প্রভেদ বর্তমান আছে। সর্বসাধারণগণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সমতুল্য দেখিয়া বিশিষ্ট বরং বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিজেদের মত ধারণা করিয়া তাঁহাদিগকে এনকার (অমান্য) করিয়া থাকে ও তাঁহাদের প্রতি অসৎ সমালোচনা করে। অতএব তাহারা বঞ্চিত ও মহরুম হইয়া থাকে। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন যে, "তাহারা বলিল, তবে কি মানব আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে ? তৎপর তাহারা অস্বীকার করিল"। আবার বলিয়াছেন যে, "তাঁহারা বলিল, এই রাছুলের কি হইয়াছে; ইনি পানাহার করেন এবং বাজারে চলাফেরা করেন!" একথা ইহাদের অবস্থাজ্ঞাপক। আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে নিজের মধ্যে মানবীয় গুণাবলী যাহা দেখিতেছি, তাহার বহনকারী উক্ত আদমকেই প্রাপ্ত হইতেছি, যাহা সমগ্র দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং নিজেকে পূর্ণরূপে উক্ত মানবীয় গুণাবলী হইতে পবিত্র ও নির্দোষ অনুভব করিতেছি; ও উহার কণামাত্র নিজের মধ্যে আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি না। এইহেতু আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই গুণাবলী যাহা আনুষঙ্গিক বস্তু কর্তৃক প্রকাশ পাইতেছে- তাহা এইরূপ, যেরূপ কোন এক ব্যক্তি লোহিত রঙের বস্ত্র পরিধান করতঃ বস্ত্রের রংহেতু লাল মানুষ বলিয়া পরিদর্শিত হয়। যাহারা নির্বোধ ব্যক্তি ও এই পার্থক্য জ্ঞান রহিত তাহারা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত উক্ত ব্যক্তিকেই লোহিত বলিয়া নির্দেশ প্রদান করিবে।

কাহিনী বলিয়া পাঠ করিবে যে জন
তাহার নিকট ইহা গল্পের মতন।
নগদ সম্পদতুল্য করিলে যতন
বীরত্বের কার্য হবে ওহে বন্ধুগণ।
নীল-নদের পানি দেখি রুধীরাক্ত জল,
পরিত্যাগ করে তাহা ফেরাউনের দল;
সানন্দে করিল পান বনিইস্রাইল,
তাদের নিকট উহা সুমিষ্ট সলিল।

হে আমাদের পরওয়ারদিগার, হেদায়েত করার পর আমাদের দেল ভ্রষ্ট করিও না, এবং আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে রহমত প্রদান কর। তুমি প্রচুর প্রদানকারী। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

৯৫ মকতুব

মকছুদ আলী তবরেজীর নিকট তাহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও অতি দয়াবান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার পত্র পাইলাম। সুফীগণের কতিপয় বাক্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে মান্যবর, স্থান ও কাল যদিও আলোচনার উপযোগী নহে, তথাপি প্রশ্নের উত্তর ব্যতীত উপায় নাই বলিয়া অগত্যা কয়েক কথা লিখিতেছি। উক্ত মাছআলা সমূহের সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, শরীয়তের মধ্যে যেরূপ কুফর এবং ইসলাম আছে, তরিকাতের মধ্যেও সেরূপ কাফেরী ও মুসলমানী বর্তমান আছে। শরীয়তের মধ্যে কুফর যেরূপ মন্দ ও ক্ষতি, এবং ইসলাম ভাল ও পূর্ণতা, তদ্রূপ তরিকাতের মধ্যেও কুফর ক্ষতি এবং ইসলাম পূর্ণতা। তরিকাতের কুফরের অর্থ জমা বা একত্রিতির মাকামে উপনীত হওয়া, যাহা গুপ্ততার মাকাম। এ স্থলে হক বাতেল বা সত্যাসত্য পার্থক্য করা যায় না। যেহেতু এস্থলে সাধক ভালমন্দ উভয়বিধ দর্পণের মধ্যে এক প্রিয় ব্যক্তির (আল্লাহ-তায়ালার) সৌন্দর্য দর্শন করিয়া থাকে। অতএব ভালমন্দ, পূর্ণতা ও ত্রুটি সমূহকে সেই এক আল্লাহর আবির্ভাবস্থল ও প্রতিবিম্ব ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বলিয়া জানে না। সুতরাং পার্থক্য দ্বারা যে এন্‌কার বা ঘৃণার সৃষ্টি হয়, তাহা উহার নিকট নিবারিত। যেন সকলের সহিত তাহার সন্ধি এবং সকলকে সে সৎপথে আছে বলিয়া প্রাপ্ত হয় এই আয়াত শরীফ সুমধুর তানে সে পাঠ করিতে থাকে। "মা মিন দা আব্‌বাতিন্ ইল্লা হুয়া আখিজুম্ বিনাছিয়াতেহা ইন্না রাব্বী আলা ছিরাতিম মোছতাকীম।" অর্থাৎ কোন বিচরণকারী জন্তু নাই যাহার মস্তকের ঝুটি আল্লাহতায়ালা ধারণ করিয়া নাই। "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সঠিক পথে আছেন"। সে হয়তো কখনও আবির্ভাবস্থলকে আবির্ভূত বস্তু জানিয়া সৃষ্ট বস্তুকে অবিকল আল্লাহ্ এবং প্রতিপালিত বস্তুকে প্রতিপালক ধারণা করে। এই সকল (আত্মিক) পুষ্পসমূহ 'জমা' বা একত্রিতির মর্তবায় প্রস্ফুটিত হয়। এই মর্তবায় মনছুর হাল্লাজ বলিয়াছেন ঃ

কোফর করনু কর্তব্য মোর
সত্য আমার এই কথা।
মন্দ ইহায় বলবে সবেই,
মোসলমানী দ্বীন যথা।

তরীকার বা আধ্যাত্মিক পথের এইরূপ কুফর শরীয়তের কুফরের সহিত পূর্ণ সম্বন্ধ রাখে। অবশ্য শরীয়তের কাফের বিতাড়িত ও আযাবের উপযোগী এবং তরীকাতের কাফের আল্লাহতায়ালার মকবুল বা গৃহীত ও উচ্চ দরজার অধিকারী; যেহেতু এই কুফর ও বিহ্বলতা প্রকৃত প্রিয়জন আল্লাহতায়ালার প্রেমাধিক্য হইতে উদ্ভূত এবং ইহা প্রিয়জন ব্যতীত অন্য সকলকে ভুলাইয়া দেয়। সুতরাং ইহা আল্লাহতায়ালার পছন্দনীয় ও গৃহীত। পক্ষান্তরে উক্ত (শরার)

কুফর অজ্ঞতার প্রাবল্য ও অবাধ্যতা হইতে সৃষ্টি হয়। কাজেই উহা মরদুদ বা পরিত্যক্ত। তরীকার ইসলামের অর্থ ফরক, বাদাল জমা অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার পর বিভিন্ন হওয়ার মাকাম, যাহা বস্তু সমূহের ভালমন্দের প্রভেদ করার মাকাম। এস্থলে হক বাতেল এবং ভালমন্দ পৃথক হইয়া থাকে। তরীকার এই ইসলামের সহিত শরীয়তের ইসলামের পূর্ণ সম্বন্ধ আছে। বরঞ্চ যখন শরীয়তের ইসলাম পূর্ণ হয় তখন এই ইসলামের সহিত এক হইয়া যায়। বরং উভয় ইসলামই শরীয়তের ইসলাম, এইমাত্র প্রভেদ যে, উহা শরিয়তের বাহ্যিক অংশ এবং ইহা শরিয়তের আভ্যন্তরীণ অংশ ও উহা শরিয়তের আকৃতি ও ইহা প্রকৃত তত্ত্ব। তরীকাতের কুফরের স্তর, শরিয়তের আকৃতির ইসলাম হইতে উচ্চতর। অবশ্য উহা শরিয়তের হকিকতের ইসলাম হইতে নিম্নতর।

যদিও আকাশ আরশের সাথে
তুলনায় হয় নিম্নতর
মৃত্তিকার সাথে তুলনা করিলে
হইবে অতীব উচ্চতর।

মাশায়েখগণের মধ্যে যাহারা বাতুল বাক্য এবং শরার বিপরীত কথাবার্তা বলিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তরীকার কোফরের মাকামে ছিলেন, যাহা মত্ততা ও ভালমন্দ ভেদাভেদ না করার মাকাম। যে বোজর্গগণ প্রকৃত ইসলাম লাভ করিয়াছেন তাহারা এরূপ বাক্য হইতে পবিত্র। তাঁহারা জাহের বাতেন বা কায়মনোবাক্যে পয়গম্বর (ছঃ)গণের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতএব যদি কোন ব্যক্তি শরাগর্হিত বাতুল বাক্য সমূহ উচ্চারণ করে এবং সকলের সহিত সন্ধির স্থানে থাকে ও সকলকে সরল পথে আছে বলিয়া ধারণা করে এবং আল্লাহতায়ালার ও সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে প্রভেদ সাব্যস্ত না করে ও দুই অস্তিত্ব স্বীকার না করে, যদি উক্ত ব্যক্তি জমা বা একত্রিতির মাকামে এবং তরীকার কোফরে উপনীত হইয়া যায় এবং খোদা ভিন্ন অন্যের বিস্মৃতি লাভ করিয়া থাকে তবে সে মকবুল বা গৃহিত, এবং তাহার বাক্য সমূহ মত্ততা হইতে উদ্ভূত। অতএব তাহার বাহ্যিক অর্থ পরিত্যক্ত। কিন্তু যদি উক্ত ব্যক্তি উল্লেখিত অবস্থা লাভ না করিয়া ও পূর্ণতার প্রথম অবস্থায় উপনীত না হইয়া এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করে এবং সকল বস্তুকে সত্য ও সরল পথে আছে বলিয়া জানে, সত্যাসত্যের মধ্যে পার্থক্য না করে সে ব্যক্তি জিন্দিক ও কাফেরগণের দলভুক্ত। তাহার উদ্দেশ্য শরীয়ত বিনষ্ট করা এবং তাহার মনোভাব বিশ্বের রহমত বা শান্তিতুল্য পয়গম্বরগণের (দঃ) আহবান অপসারণ করা সুতরাং জানা গেল যে, সত্যবাদী ও বাতুল বক্তা মিথ্যুক উভয়ের দ্বারাই শরীয়তের বিপরীত বাক্যসমূহ সংঘটিত হইতে পারে কিন্তু যে সত্যবাদী তাহার জন্য ইহা আবেহায়াত বা অমৃতভুল্য। আর যে মিথ্যুক তাহার জন্য প্রাণনাশক হলাহলতুল্য। ইহা যেন নীল দরিয়ার পানি, বনিইস্রাইলের নিকট সুমিষ্ট সলিল এবং ফেরাউনের দল কিবতীগণের নিকট অখাদ্য শোণিততুল্য। ইহা একটি পদস্খলনের স্থান। মোসলমানগণের এক বৃহৎ সম্প্রদায় উল্লেখিত বোজর্গগণের অনুসরণ করিয়া উক্ত রূপ বাক্য উচ্চারণ করতঃ সরল পথ হইতে বিমুখ হইয়া ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের সংকীর্ণ পথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং স্বীয় দ্বীন বা ধর্ম সংহার করিয়াছেন। তাহারা ইহা জ্ঞাত নহে যে, এইরূপ বাক্য আল্লাহতায়ালার দরবারে কবুল

হওয়ার বহু শর্ত আছে, যাহা ছোকর বা মত্ততাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে বর্তমান আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে তাহা নাই। উক্ত শর্তসমূহের বৃহত্তম শর্ত খোদা ব্যতীত অন্য সমুদয় বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়া, যাহা কবুল হওয়ার বহিদ্বারতুল্য। তাহাদের সত্যাসত্যের প্রমাণ শরীয়তের উপর কায়েম থাকা এবং না থাকা। যে ব্যক্তি সত্য তাহার মত্ততা ও ভেদাভেদ না থাকা সত্ত্বেও তাহারা শরীয়তের একচুল ব্যতিক্রম করে না। হযরত মনছুর হাল্লাজ, আনাল হক বা আমি আল্লাহ্ বলা সত্ত্বেও প্রতি রাত্রে তিনি কারাগারের মধ্যে ভারী শিকল পায়ে লইয়া পাঁচশত রাকায়াত নফল নামাজ পাঠ করিতেন, এবং যে খাদ্য জালেমদিগের মাধ্যমে তথায় পৌছিত, তাহা হালাল হইলেও ভক্ষণ করিতেন না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মিথ্যুক শরীয়তের হুকুমাদি প্রতিপালন করাই তাহার প্রতি কোহকাফ বা বিশাল পর্বততুল্য ভারী। আল্লাহতায়ালা ফরমাইয়াছেন, "আপনি যে বিষয় মোশরেকদিগকে আহবান করিতেছেন তাহা, তাহাদের প্রতি অত্যন্ত কঠিন ও গুরু"। ইহাদেরই অবস্থার নিদর্শন স্বরূপ। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর, এবং আমাদের কার্যসমূহ সরল করিয়া দাও। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাহার প্রতি ছালাম।

৯৬ মকতুব

খাজা আবুল হাছান বাহাদুর বদ্‌খসী কাশ্মীরীর নিকট লিখিতেছেন। হযরত নবী করিম (ছঃ)-এর ওফাত্ বা পরলোকগমনের সময় যে কাগজ চাহিয়াছিলেন তদ্বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাহার নির্বাচিত দাসগণের প্রতি ছালাম।

প্রশ্ন ঃ শেষ নবী হযরত রাছুল (ছঃ) মৃতুশয্যায় কাগজ চাহিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, "আমাকে কাগজ দাও। আমি তোমাদের জন্য এক কেতাব লিখিয়া দেই, যাহাতে আমার পর তোমরা পথভ্রষ্ট না হও"। হযরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) কতিপয় ছাহাবাসহ কাগজ আনিতে নিষেধ করিলেন, এবং বলিলেন যে, আল্লাহর কেতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। পুনরায় তাঁহারা বলিলেন যে, "ইহা কি প্রলাপ, তোমরা আবার জিজ্ঞাসা করিয়া লও"। হযরত রাছুল (ছঃ) যাহা কিছু বলিতেন, তাহা অহী বা ঐশীবাণী কর্তৃক বলিতেন। যেরূপ আল্লাহপাক ফরমাইয়াছেন যে, "হযরত রাছুল (ছঃ) স্বীয় নফছের আকাঙ্খানুযায়ী কথাবার্তা বলেন না, উহা ঐশীবাণী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; এবং অহীকে নিষেধ ও রদ করা কুফর"। যথা আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহাতায়ালার অবতারিত আদেশ অনুযায়ী বিচার না করে, তাহারাই কাফের"। তদ্রূপ পয়গাম্বর (ছঃ)-এর প্রতি প্রলাপ–বাক্য প্রয়োগ যায়েজ রাখা তাঁহারা শরীয়তের আদেশাদীর প্রতি বিশ্বাস উঠিয়া দেওয়া অনিবার্য করে এবং ইহা কুফর ও বেদ্বীনী। এই কঠিন সমস্যার সমাধান কি?

উত্তর ঃ আল্লাহতায়ালা আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, এই সন্দেহ ও এইরূপ অনেক সন্দেহ যাহা খলিফাত্রয়ের প্রতি এবং সকল সাহাবা কেরামের প্রতি এক সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া থাকে ও এইরূপ সন্দেহ কর্তৃক তাঁহাদিগকে রদ রহিত করার সংকল্প করে। তাহারা যদি ইনছাফ ও সুবিচার করেন ও হযরত (ছঃ)-এর সংসর্গের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাস করেন এবং ইহা অবগত হন যে, তাঁহাদের 'নফছ' হযরত নবী করিম (ছঃ)-এর সংসর্গে কুমতি ও লিপ্সা আকাঙ্ক্ষাদি হইতে পবিত্র হইয়াছিল, ও হিংসা-দ্বেষ হইতে তাহাদের বক্ষ পরিষ্কার হইয়াছিল ও ইঁহারাই দ্বীন ইসলামের শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তি এবং ইসলামের 'কলেমা' (বাক্য) প্রচারার্থে ও হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর সাহায্যের জন্য নিজেদের যাবতীয় ক্ষমতা ব্যয় করিয়াছিলেন ও ইসলামের উন্নতিকল্পে নিজেদের ধনসম্পদ দিবারাত্রি গোপনে ও প্রকাশ্যে বিলাইয়াছিলেন। ইঁহারা হযরত রছুল (ছঃ)-এর ভালবাসায় স্বীয় আত্মীয়স্বজন, গোত্র, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, গৃহদ্বার, পানির ঝরণাক্ষেত্র, বাগিচা, বৃক্ষলতা, কূপ, কানন ইত্যাদি পরিহার করিয়াছিলেন। ইঁহারা স্বকীয় 'নফছ' বা আত্মার বিনিময়ে হযরত (ছঃ)-এর নফছকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও নিজ হইতেও স্বীয় সন্তানাদি ও ধনসম্পদ হইতে হযরত (ছঃ)-এর মহব্বত ভালবাসা প্রবল করিয়াছিলেন। ইঁহারা অহী বা ঐশীবাণী এবং ফেরেস্তা ও মোযেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলী দর্শনকারী, অপর সকলের জন্য যাহা অদৃশ্য ইঁহাদের জন্য তাহা দৃষ্ট এবং অন্যের জন্য যাহা জানিত বস্তু ইঁহাদের জন্য তাহা প্রত্যক্ষ। আল্লাহতায়ালা কোরান-পাকে ইঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন যে, আল্লাহপাক তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ-পাকের প্রতি সন্তুষ্ট। পরন্তু আরও বলিয়াছেন, 'এই ছাহাবা কেরামের প্রশংসা তওরাত ও ইঞ্জিল কেতাবদ্বয়ে বর্তমান আছে"। সমুদয় ছাহাবা যখন এইরূপ বোজর্গ ও সম্মানার্হ তখন ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁহারা অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনগণের বোজর্গী ও সম্মান কি আর ব্যক্ত করিব। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ঐ ব্যক্তি যাহার বিষয় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় পয়গম্বর (ছঃ)কে বলিয়াছেন, "হে নবী, আপনার জন্য আল্লাহতায়ালাই যথেষ্ট-তৎসঙ্গে আপনার মো'মেন অনুসরণকারীগণ" অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) হযরত এব্‌নে আব্বাছ (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন যে, এই আয়াত শরীফ নাজেল হইবার কারণ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ। অতএব ইন্‌ছাফ করার পর এবং হযরত (ছঃ)-এর সংসর্গের উৎকর্ষ গ্রহণ করার পরও এই বোজর্গগণের বরং ছাহাবাগণের বোজর্গী ও উচ্চতা অবগত হওয়ার পর উক্ত সমালোচনাকারী (শিয়া) সম্প্রদায় হয়তো এই সন্দেহ সমূহ দার্শনিকগণের ভুল স্বর্ণমণ্ডিত কানুনগুলির মত ধারণা করিবেন। নির্ভরযোগ্যতার স্তর হইতে উহাদিগকে নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিবেন। যদিও ভুলের মূল তাহারা উদ্ধার করিতে অক্ষম, তথাপি স্থূলভাবে জানা উচিৎ যে, এই সন্দেহ সমূহের শেষ ফল শূন্য, বরং ইসলামী স্বতঃসিদ্ধ ও অনিবার্য বিষয় সমূহের বিপরীত। অপিচ ইহা হাদীস কোরান অনুযায়ী মরদুদ ও পরিত্যাজ্য। ইহা সত্ত্বেও উক্ত প্রশ্নের উত্তর এবং ভুল সমূহের মূল নির্দিষ্টকরণার্থে কয়েকটি ভূমিকা লিখা হইতেছে, মনযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন। যেহেতু এই প্রশ্নের পূর্ণরূপে

সমাধান হওয়া কয়েকটি ভূমিকার প্রতি নির্ভর করিতেছে। অবশ্য ইহার প্রত্যেকটি ভূমিকা পৃথক পৃথক উত্তর।

প্রথম ভূমিকা ঃ হযরত (ছঃ)-এর যাবতীয় বাক্য অহি বা ঐশিবাণী অনুযায়ী ছিল না। "তিনি স্বীয় আকাঙ্ক্ষানুযায়ী কথা বলেন নাই" আয়াতটি কোরান শরীফের জন্য বিশিষ্ট; যেরূপ তফছীরকারক (ব্যাখ্যাকারক)গণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহার যাবতীয় কথাবার্তা অহি অনুযায়ী হইত,তাহা হইলে তাঁহার কোন কোন কথার জন্য ঐশী সমালোচনা অবতীর্ণ হইত না এবং তাহার জন্য ক্ষমা করারও অবকাশ থাকিত না। আল্লাহ্পাক নিজের হাবিব পাক (ছঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আল্লাহতায়ালা আপনাকে ক্ষমা করুক, আপনি কেন তাহাদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন।" (অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে বিরত থাকার জন্য)।

দ্বিতীয় ভূমিকা ঃ 'এজতেহাদ' বা গবেষণামূলক ও জ্ঞানসম্ভূত কার্যসমূহে- "হে দূরদর্শীগণ তোমরা অন্যের দুর্দশা দৃষ্টে সাবধান হও" এবং "বিষয় সমূহে তাহাদের সহিত পরামর্শ করুন।" আল্লাহপাকের এই আদেশানুযায়ী ছাহাবাগণের সহিত হযরত রাছুল (ছঃ)-এর আলোচনার অবকাশ এবং রদবদল করার অধিকার আছে। কেননা গবেষণা ও পরামর্শ রদবদল ব্যতীত সংঘটিত হয় না। বদরের বন্দীদিগকে বধ করা বা অর্থদণ্ড লইয়া মুক্তি প্রদানের মধ্যে যে মতভেদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে হযরত ওমর (রাজিঃ) বধ করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মতের অনুকূল অহী বা ঐশীবাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল। অর্থদণ্ড গ্রহণের জন্য ভীতি প্রদর্শন পূর্বক অহী আসিয়াছে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত (ছঃ) ফরমাইয়াছিলেন যে, "যদি আজাব নাজিল হইত, তাহা হইলে ওমর এবং ছায়াদ এব্নে মায়াজ ব্যতীত কেহই রক্ষা পাইত না। কেননা ছায়াদ এব্নে মায়াজ ও উক্ত বন্দীদিগকে বধ করার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।"

তৃতীয় ভূমিকা ঃ পয়গম্বরের জন্য ভুলভ্রান্তি হওয়া যায়েজ বরং ঘটিয়াছে, জুল ইয়াদানের হাদীছে আসিয়াছে। হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে দুই রাকাতের পর ছালাম ফিরাইয়াছিলেন, তখন জুল ইয়াদায়ন বলিলেন যে, ইয়া রাছুলুল্লাহ নামাজের মধ্যে স্বল্পতা হইল না আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। জুল ইয়াদায়নের বাক্য সত্য হওয়ার পর হযরত (ছঃ) দাঁড়াইয়া আবার দুই রাকাত তাহার সহিত মিলিয়া পাঠ করিলেন, এবং ছহো ছেজ্দাহ্ করিলেন। অতএব যখন সুস্থ সচ্ছন্দ অবস্থায় মানুষ হিসাবে ভুলভ্রান্তি হওয়া যায়েজ, তখন মৃত্যু শয্যায়, কষ্টের প্রাবল্যের সময়, মানুষ হিসাবে হযরত (ছঃ) হইতে অনিচ্ছাকৃত বাক্য উচ্চারিত হওয়া সম্ভব হইবে না কেন? এবং তাহাতে শরীয়তে হুকুমের প্রতি নির্ভর উঠিয়া যাইবে কেন? যখন অকাট্য অহী কর্তৃক হযরত (ছঃ)-এর ভুলভ্রান্তির প্রতি অবগতি প্রদান করা হইয়াছে, এবং সত্যাসত্য পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা নবীর জন্য ভুলের প্রতি স্থায়ীত্ব বিধেয় নহে, তাহাতে শরীয়তের হুকুমের উপর হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যায়। সুতরাং শুধু বুঝা গেল যে, ভুলভ্রান্তি শরীয়তের উপর হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যাওয়ার কারণ নহে বরং নবী ভুল ভ্রান্তির উপর স্থায়ী থাকাই শরীয়তের উপর হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যাওয়ার কারণ এবং ইহা যে বৈধ তাহা অনিবার্য নহে।

চতুর্থ ভূমিকা ঃ হযরত ওমর ফারুক এবং খলিফাত্রয় (রাঃ) বেহেস্তে প্রবিষ্ট হওয়া সুসংবাদ প্রাপ্ত , ইহা হাদিছ কোরান দ্বারা প্রমাণিত। এত অধিক রাবীর মাধ্যমে এই হাদিছগুলি বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে যে, ইহাদিগকে মসহুর হাদিছ বলা হয়। বরং অর্থ হিসাবে মোতাওয়াতেরও বলা যাইতে পারে, যাহা অস্বীকার করা অজ্ঞতা বশতঃ কিংবা শত্রুতামূলক হইবে। এই ছহিহ্ ও হাছান হাদীছ সমূহের বর্ণনাকারী আহলে ছুন্নত জামাত সম্প্রদায় তাহারা স্বীয় ছাহাবী ও তাবেয়ী ওস্তাদগণ হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। বিরোধী দলগণের যাবতীয় ফেরকা একত্রিত করিলে তাহাদের রাবীগণ ইহাদের শত ভাগের এক ভাগ হইবে বলিয়া অনুমিত হয় না, সুবিচারক অনুসন্ধানকারীগণের নিকট ইহা অবিদিত নহে। আহলে ছুন্নত জামাতের হাদিসের কেতাবসমূহ এই বোজর্গগণের বেহেস্তে দাখিল হওয়ার সুসংবাদে পরিপূর্ণ আছে। যদি বিরোধী দলগণের কাহারও হাদীছের কেতাবে এই হাদীছ বর্ণিত না থাকে তাহাতে দুঃখ কিসের। সুসংবাদ বর্ণিত না থাকা, সুসংবাদ না থাকার দলীল নহে। অবশ্য কোরান পাকে ইহাদের বেহেস্তে দাখিল হওয়ার যে সুসংবাদ আছে তাহাই যথেষ্ট এরূপ বহু আয়াত আছে। যথা আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন এবং পুরোগামী পূর্ববর্তী মোহাজের ও আনছারগণের মধ্য হইতে ও যাহারা তাহাদের সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহতায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহতায়ালা তাহাদের জন্য বেহেস্ত বা উদ্যান নির্মাণ করিয়াছেন। যাহার পাদদেশ সমূহে ঝরণা সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাঁহারা উহার মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিবেন। ইহা অতি উচ্চ সফল মনোরথ। আবার আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন "তোমাদের মধ্যে যাহারা ফতেহ্ মক্কার পূর্বে ব্যয় এবং যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা সমতুল্য নহে, উহারা ঐ সকল লোক হইতে অতি উচ্চ দরজা বিশিষ্ট, যাহারা পরবর্তী সময়ে ব্যয় এবং যুদ্ধ করিয়াছেন।" অবশ্য সকলের জন্যই আল্লাহতায়ালা ভাল বা বেহেস্তের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে যে ছাহাবাগণ ইসলাম প্রচারার্থে ব্যয় ও যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই যখন বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত তখন স্বনামধন্য ছাহাবাগণের বিষয় আর কি বলা যাইবে। তাহারা ব্যয় ও যুদ্ধে এবং হেজরত (জন্মভূমি পরিত্যাগ) করায় পুরোগামী। ইহাদের মর্তবার উচ্চতা যে কত তাহা অনুভব করাই কঠিন। তফছিরকারকগণ বলিয়াছেন যে সমতুল্য নহে, বাক্যটি হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) বিষয় অবতীর্ণ হইয়াছে। যেহেতু তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যয় ও যুদ্ধে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। আল্লাহতায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক মো'মেন দিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যখন তাহারা (হোদাইবিয়ার) বৃক্ষের তলদেশে আপনার নিকট বয়াত (প্রতিজ্ঞা) করিয়াছিলেন। ঈমাম বগ্‌বী মায়ালেমত তনজিল নামক তফছিরে হযরত জাবের (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণনা করিতেছেন যে, হযরত রাছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, যাহারা উক্ত বৃক্ষের নিম্নে বয়াত করিয়াছেন, তাহাদের এক ব্যক্তিও দোজখে যাইবে না। এবং এই বয়াতকে বয়াতে রেজওয়ান বলা হইয়া থাকে। রেজওয়ান অর্থাৎ সন্তুষ্টি। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যে ব্যক্তি বেহেস্তের

সুসংবাদ প্রাপ্ত, যাহা হাদীছ কোরান দ্বারা প্রমাণিত, তাহাকে কাফের বলা কুফর এবং সর্বনিকৃষ্ট জঘন্য কার্য।

৫ম ভূমিকা ঃ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কাগজ আনিতে ইতস্ততঃ করা এনকার হিসাবে ছিলনা। খোদা না করুন এইরূপ বেয়াদবি বা অসম্মান অতি ভদ্র ও সৎচরিত্রবান হযরত পয়গম্বর (ছঃ)-এর উজির ও বন্ধুগণ হইতে সংঘটিত হওয়া কিভাবে ধারণা করা যাইতে পারে। সাধারণ ছাহাবি যাহারা দুই একবার মাত্র হযরত (ছঃ)-এর সংসর্গ লাভ করিয়াছেন, তাহাদের দ্বারা এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে বরং সাধারণ উম্মত যাহারা ইসলামের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাহাদের দ্বারাও এইরূপ এন্কার ও অবিশ্বাস সংঘটিত হওয়া ধারণা করা যায় না। তাহা হইলে যে ব্যক্তি উজিরগণের শ্রেষ্ঠ এবং মোহাজের ও আনছারগণের শীর্ষস্থানীয় তাহার দ্বারা এইরূপ কার্য কিভাবে ধারণা করা যায়। আল্লাহতায়ালা উহাদিগকে ইন্ছাফ প্রদান করুন, তাহারা যেন দীন ইসলামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের প্রতি এই প্রকার অসৎ ধারণা না করে, এবং বুঝিতে সক্ষম না হইয়া প্রত্যেক বাক্যের প্রতিবাদ না করে। হজরত ফারুক (রাঃ) এর উদ্দেশ্য ছিল জিজ্ঞাসা করা, কারণ তিনি বলিয়াছেন যে তোমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর অর্থাৎ সত্যই তিনি যদি কাগজ আনিতে বলেন তাহা হইলে আনিতে হইবে, এবং যদি জোর না করেন তবে এই অন্তিম সময় তাঁহাকে কষ্ট প্রদান উচিৎ নহে। যদি ইহা অহির আদেশ হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি প্রবলভাবে তাগিদ করিবেন এবং যৎপ্রতি আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা লিখিয়া দিবেন। যেহেতু অহি প্রচারকরণ নবীর প্রতি ওয়াজেব বা একান্ত কর্তব্য। পক্ষান্তরে যদি ইহা অহির নির্দেশ না হয় এবং তিনি স্বকীয় চিন্তা গবেষণা কর্তৃক কিছু লিখিবেন তবে এখন সময় তাঁহার অনুকূল নহে। পরন্তু এজতেহাদ বা গবেষণার সময় তাঁহার পরেও বর্তমান থাকিবে। তাঁহার উম্মতের গবেষক ও তথ্যানুসন্ধান কারীগণ ইসলামের মূলবস্তু পবিত্র কোরান হইতে গবেষণাকৃত হুকুম সমূহ বহিষ্কৃত করিতে সক্ষম হইবেন। যখন হযরত (ছঃ)-এর বর্তমান কালে অহী (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হওয়ার জামানায়ও গবেষণা করার অবকাশ ছিল, তখন তাহার তিরোধানের পর এবং যখন অহী বন্ধ হইয়া যাইবে, সেসময় আরও ভালভাবে আলেমগণের চিন্তা ও গবেষণা কর্তৃক মাছআলা বা প্রষ্টব্য বিষয়ের সমাধান আল্লাহ্ তায়ালার নিকট মকবুল হইবে। সুতরাং যখন হযরত (ছঃ) এ বিষয় জোর করিলেন না, বরং ইহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, তখন জানা গেল যে, ইহা অহীর আদেশ নহে। জিজ্ঞাসা করার জন্য যে বিলম্ব হইয়াছিল, তাহা কোন নিন্দনীয় নহে। ফেরেস্তাবৃন্দ হযরত আদম আলাইহেচ্ছালামের খেলাফতের কারণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, যথা তাহারা বলিয়াছিলেন, "হে খোদা তুমি পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করিবে, যাহারা উহার মধ্যে বিপর্যয় ও বিনষ্টির উৎপত্তি করিবে। এবং পরস্পর রক্তপাত করিবে। অথচ আমরা তোমার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকি।" আরও হযরত জাকারিয়া (আঃ) তদীয় পুত্র এহিয়ার (আঃ) সুসংবাদ প্রাপ্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কিভাবে আমার পুত্র হইবে? যেহেতু আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের চরমে উপনীত

হইয়াছি। আবার হযরত মরিয়ম (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, আমার পুত্র কি করিয়া হইতে পারে? আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যাভিচারিণীও নহি। হযরত ফারুক (রাঃ)ও এইভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং কাগজ আনিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন ইহাতে ক্ষতির কারণ কি ও হট্টগোল করার আবশ্যক কি?

৬ষ্ঠ ভূমিকা ঃ হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ)-এর ও ছাহাবাগণের প্রতি সদ্বিশ্বাস রাখা আবশ্যক এবং তাহার জামানা সর্বশ্রেষ্ঠ জামানা ছিল ও তাঁহার ছাহাবাগণ পয়গাম্বর (আঃ)গণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন, ইহাও জানা দরকার। তাহা হইলে ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হইবে যে, হযরত (ছঃ)-এর পরলোক গমনের পর যাঁহারা পয়গাম্বর (আঃ)গণের পর শ্রেষ্ঠ মানব তাঁহারা 'বাতেল' বা অমূলক কার্য্যে দলবদ্ধ হইতে পারেন না এবং কোন ফাছেক বা কাফের ব্যক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ নর হযরত রছুল (ছঃ)-এর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত করিতে পারে না। হযরত নবী করিম (ছঃ)-এর ছাহাবাগণকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলার কারণ এই যে, কোরান শরীফের অকাট্যবাণী অনুযায়ী এই উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং এই উম্মতের মধ্যে ইঁহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; যেহেতু কোন অলি কোন ছাহাবীর মর্ত্তবায় উপনীত হইতে পারে না। অতএব সামান্য ইন্‌সাফ করিয়া দেখা উচিৎ এবং ইহা উপলব্ধি করা কর্তব্য যে, কাগজ আনা নিষেধ করা যদি হযরত উমর ফারুকের জন্য কুফর হইত তবে হযরত ছিদ্দিক আকবর যিনি কোরান শরীফের অকাট্য বাণী কর্তৃক এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ পরহেজগার প্রমাণিত হইয়াছেন, তিনি হযরত উমর ফারুকের খেলাফতের প্রকাশ্য নির্দেশ প্রদান করিতেন না এবং মোহাজের আনছারগণ যাঁহাদের প্রশংসা পবিত্র কোরানে আসিয়াছে ও আল্লাহপাক যাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বেহেস্তের ওয়াদা করিয়াছেন, যাঁহারা হযরত উমর ফারুকের হস্তে বয়াত বা আত্মসমর্পন করতঃ তাঁহাকে পয়গাম্বর (ছঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত করিতেন না। যখন হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণের সংসর্গের প্রতি সৎ বিশ্বাস লাভ হইবে, যাহা প্রেম-ভালবাসার পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ তখন এইরূপ সন্দেহের উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ হইবে, এবং এই সন্দেহ সমূহ বাতিল হইবার জ্ঞানের উদ্ভব হইবে। খোদা না করুন, যদি তাঁহাদের সংসর্গের প্রতি এই সৎ বিশ্বাসের সৃষ্টি না হয় এবং অসৎ বিশ্বাসের প্রতি ধাবিত হয় তখন উক্ত অসৎ বিশ্বাস উক্ত সংসর্গধারী ব্যক্তি ও তাঁহার সহচরবর্গের প্রভু (রাছুল ছঃ)-এর প্রতি প্রবর্তিত হয়। বরং মূল মালিক অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার প্রতিও পরিচালিত হয়। অতএব ইহা যে কত জঘন্য ও কদর্য্য তাহা ভালভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ। যে ব্যক্তি রাছুল (ছঃ)-এর ছাহাবাগণকে সম্মান করিল না, সে ব্যক্তি রাছুল (ছঃ)-এর প্রতি ঈমান আনিল না। হযরত (ছঃ) তাঁহার ছাহাবাগণের বিষয়ে ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভালবাসিল সে আমার ভালবাসার জন্য তাঁহাদিগকে ভালবাসিল এবং যে ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিল সে ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতার কারণেই শত্রুতা করিল"। সুতরাং ছাহাবাগণের ভালবাসা হযরত (ছঃ)-এর ভালবাসার কারণ, এবং তাঁহার ছাহাবাগণের সহিত শত্রুতা,

তাঁহার সহিত শত্রুতা অনিবার্যকারী। যখন এই ভূমিকা সমূহ জানা গেল তখন বিনা সমারোহে পূর্বে উল্লিখিত ও তদনুরূপ প্রশ্ন সমূহের উত্তর হইয়া গেল। যেহেতু ইহার প্রত্যেকটি ভূমিকাকেই এক একটি নির্ভরযোগ্য উত্তর বলা যাইতে পারে এবং ইহাদের সমষ্টি উক্ত সন্দেহাদী খোদা চাহে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিবে এবং ইহা রদ ও বাতিল করণার্থে দলীল হইতে জ্ঞান ও বিবেকে উপনীত করিবে। সুবিচারক জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের প্রতি ইহা অবিদিত নহে। জ্ঞান বিবেক শব্দ উচ্চারণ অতিরিক্ততা মাত্র নতুবা এইরূপ সমালোচনার নিবারণ স্বতঃসিদ্ধ এবং যে ভূমিকা সমূহ এই সন্দেহগুলি নিবারণার্থে বর্ণিত হইল তাহা ঐরূপ, যেরূপ কোন চতুর ও বিদ্যান ব্যক্তি কোন এক নির্বোধ দলের নিকট যাইয়া একখানা প্রস্তর খণ্ড যাহা তাহাদের অনুভূতির আয়ত্তাধীন। তাহাকে প্রমাণাদি কর্তৃক তাহাদের নিকট স্বর্ণ মণ্ডিত বলিয়া প্রমাণ করে কিন্তু উক্ত নির্বোধগণ যখন তাহার প্রমাণাদিকে রদ করিতে অক্ষম এবং উক্ত দলীলের ভুল সমূহ নির্দিষ্ট করিতে অপারগ তখন তাহারা সন্দেহে নিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, বরং উহাকে স্বর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা স্বকীয় ইন্দ্রীয় ও জ্ঞানবোধও যেন ভুলিয়া যায়। বরং ইন্দ্রীয় সমূহের প্রতি দোষারোপ করে। সে সময় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির আবশ্যক। যিনি তাহাদের ইন্দ্রীয় সমূহের স্বতঃসিদ্ধতার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় এবং তাহার (চতুর ব্যক্তির) ভূমিকা ও প্রমাণাদিকে দোষণীয় সাব্যস্ত করে। আমাদের আলোচ্য বিষয়েও খোদা চাহে খলিফাত্রয়ের বুজুর্গী ও মর্যাদা বরং যাবতীয় ছাহাবা কেরামের মর্যাদা কোরান হাদীছ অনুযায়ী অনুভূত ও পরিদৃষ্ট আছে। দোষারোপ ও নিন্দাকারীগণ স্বীয় স্বর্ণমণ্ডিত প্রমাণাদি কর্তৃক ইঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিতেছে। উহা যেন পূর্ববর্ণিত প্রস্তর খণ্ডকে স্বর্ণমণ্ডিত বলার প্রমাণের তুল্য। যৎকর্তৃক ইহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতেছে। "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অন্তঃকরণকে বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর। তুমি অত্যন্ত প্রদানকারী।" আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, তাহাদিগকে কি সে এই বুজর্গগণের দুর্নামের ও দোষারোপের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিল; অথচ কোন ফাছেক বা কাফের বিধর্মীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ও দোষারোপ করা শরীয়তে কি এবাদত বা বুজর্গী কিংবা শ্রেষ্ঠত্ব; অথবা উদ্ধারের পথ বলিয়া পরিগণিত হয়? তাহা হইলে পথ প্রদর্শক ও হেদায়েতকারী এবং ইসলাম রক্ষাকারীগণকে গালাগালি করা যে কিরূপ জঘন্য, তাহা বুঝা উচিৎ। শরীয়ত বা ইসলামের মধ্যে এরূপ কোন হুকুম নাই যে, হযরত রছুল (ছঃ)-এর শত্রুদিগকে গালি দেওয়া বা কটুবাক্য প্রয়োগ করা এবাদত বা পুণ্য কার্য। যথা-আবুযহল, আবুলাহাব ইত্যাদিগণ। বরং তাহা ইহতে বিরত থাকা ও তাহাদের বিষয় সমালোচনা না করাই শ্রেয়। যেহেতু তাহাতে সময় নষ্ট হয় এবং অনর্থক কার্যে লিপ্ত হইতে হয়। তাহারা এক সম্প্রদায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাই (উপকারী হইবে) এবং

তোমরা যাহা অর্জন করিয়াছ তাহাই তোমাদের জন্য। "তাহারা কি করিয়াছে তদ্বিষয় তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না।" (কোরান)। আল্লাহ্-পাক কোরান মজিদে ছাহাবাগণের প্রশংসায় বলিতেছেন যে–"তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহকারী।" তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের হিংসা দ্বেষ রাখা কোরাণের অকাট্য বাণীর বিপরীত প্রমাণীত হয় এবং ইঁহাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা প্রমাণ করিলে উভয় দলের প্রতি দোষারোপের সৃষ্টি হয় ও উভয়দলের উপর হইতে নিরাপত্তা উঠিয়া যায়। অতএব ছাহাবাগণের উভয় দলই দোষনীয় হওয়া অনিবার্য হয়। আল্লাহতায়ালা ইহা হইতে রক্ষা করুন। যেহেতু পয়গম্বর (আঃ)গণের পর যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তাঁহারা সর্বনিকৃষ্ট হইয়া যায়, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জামানাও সর্ব নিকৃষ্ট হইয়া যায়। কেননা উক্ত জামানায় সকলেই হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ হয়। কোন মোসলমান ব্যক্তি এরূপ কার্যে সাহস করিবে না এবং ইহা যুক্তি সংগত ও বিধেয় বলিয়া জানিবে না। ইহাতে হযরত আলী (রাঃ)-এর কি বুজর্গী বা সম্মান হইবে যে, খলিফাত্রয় তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়াছেন এবং তিনিও গোপনে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিতেন। ইহা উভয় দলকে নিন্দনীয় ও দোষনীয় করা মাত্র। তাঁহারা পরস্পরে দুগ্ধ–শর্করাতুল্য ও পরস্পর পরস্পরের মধ্যে নিমজ্জিত হইবে না কেন। খেলাফত কার্য উহাদের নিকট লোভনীয় ও পছন্দনীয় বস্তু ছিল না, যাহাতে তাঁহাদের শত্রুতার সৃষ্টি হইতে পারে। 'আকিলুনী' আমাকে রেহাই দাও। অর্থাৎ আমার সহিত বয়আতকে তোমরা ফিরিয়া লও"। হযরত ছিদ্দিক (রাঃ)-এর প্রকাশ্য বাক্য, এবং হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন, "যদি গ্রাহক পাইতাম তবে এই খেলাফত এক দিনারের বিনিময়ে (আড়াই টাকার পরিবর্তে) বিক্রয় করিতাম"। হযরত আলী (রাঃ) খেলাফতের জন্য হযরত মোয়াবিয়ার সহিত যুদ্ধ করেন নাই। বরং তিনি বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করা ফরজ জানিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন, "এবং যাহারা বিদ্রোহী হয় তাহাদের সহিত তোমরা যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের প্রতি তাহারা ফিরিয়া না আসে।" ফলকথা হযরত আলী (রাঃ)-এর সহিত যাহারা যুদ্ধ করিয়াছেন তাহারা হাদীছের অর্থে গবেষণা করিয়া বিদ্রোহ করিয়াছেন। তাহারা ইজতেহাদ বা গবেষণাকারী, যদিও তাহাদের এই এজতেহাদে তাহাদের ভুল হইয়াছে, তথাপি তাহারা নিন্দা, অপবাদ এবং ফাছেক ও কাফের হওয়া হইতে পবিত্র। হযরত আলী (রাজিঃ) ইহাদের বিষয় ফরমাইয়াছেন যে, "উহারা আমাদের ভাই, আমাদের প্রতি বিদ্রোহ্ করিয়াছে, তাহারা কাফের বা ফাছেক নহেন, যেহেতু তাহাদের পোষকতার এক (হাদীছের) অর্থ আছে"। হযরত ইমাম শাফী (রাজিঃ) বলিয়াছেন, "তিনি ওমর এব্নে আবদুল আজিজ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত খুন সমূহ হইতে আল্লাহ-পাক আমাদের হস্ত পবিত্র রাখিয়াছেন, অতএব তাহা হইতে আমাদের বর্ণনা পবিত্র রাখা উচিৎ"।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্বে যে সকল ভ্রাতৃবৃন্দ ঈমান লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, তাহাদিগকে ক্ষমা কর, এবং মো'মেনদিগের সহিত আমাদের কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি রউফ, রহীম, অনুকম্পাশীল, দয়াময়। হযরত ছায়েদুল আনাম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণ এবং ছাহাবা কেরামের প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

–ঃ ওয়াচ্ছালাম ঃ–

৯৭ মকতুব

খাজা হাশেম কাশ্মিরীর নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্টতম মকতুবে এই কথা বর্ণিত আছে, ইহার অর্থ কি? "আমি ধারণা করিতেছি যে, আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, বেলায়েতে মোহাম্মাদী বা মোহাম্মদ (ছঃ)-এর নৈকট্য বেলায়েতে ইব্রাহীম বা ইব্রাহীম (আঃ) -এর নৈকট্যের রঙে রঞ্জিত হয়, এবং এই বেলায়েতের সৌন্দর্য্য, লাবণ্য উক্ত বেলায়েতের 'রূপ' ও কান্তির সহিত সম্মিলিত হয়, ও এই রঞ্জন ও সংমিশ্রণ কর্তৃক মোহাম্মদ (ছঃ)-এর প্রিয়ত্বের মাকামের চরম উন্নতি সাধিত হয়"। জানিবেন যে, পথ নির্দেশক ও কেশ বিন্যাসাদির পদ গর্হিত ও নিষিদ্ধ নহে। দূতিকা দুই প্রিয় ব্যক্তির মধ্যে সুন্দরভাবে যোগাযোগের ফলে সুন্দর গুণধর বন্ধুদ্বয়কে একত্রিত করে এবং পরস্পরের সৌন্দর্যকে সম্মিলিত করে। ইহা তাহার পূর্ণ খেদমত ও তাহার চরম সৌভাগ্য। ইহাতে উক্ত সৌন্দর্য্যধারী ব্যক্তিদ্বয়ের সম্মানের কোন লাঘব হয় না। তদ্রূপ কেশবিন্যাস দ্বারা উক্ত সৌন্দর্য্যধারী ব্যক্তিদ্বয়ের সৌন্দর্য বর্ধিত হয় এবং নুতন সৌন্দর্যের প্রতিভার সৃষ্টি হয়। ইহা উক্ত কেশ বিন্যাসকারীর সৌভাগ্য ও সম্মান এবং ইহাতে ইহাদের মর্যাদার কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় না।

ওদিকে তদীয় গুণ রবে বর্ধমান।
এদিকে নগণ্য দাস হবে গরিয়ান।

ফলকথা সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিগণ দাস ও ভৃত্যগণ কর্তৃক যে উপকৃত হন, তাহা কখনও নিষিদ্ধ ও গর্হিত নহে এবং ইহাতে তাঁহাদের সম্মানের কোন লাঘব হয় না; বরং গোলাম ও খাদেমগণের খেদমত ও সেবা দ্বারা তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভাগ্যহীন, সেই খাদেম ভৃত্যগণ কর্তৃক উপকৃত হইতে সক্ষম হয় না। সমকক্ষ ব্যক্তিগণ দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাই সম্মানের লাঘবতা ও অপমানজনক। আল্লাহতায়ালা ফরমাইয়াছেন, "হে নবী (ছঃ), আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং যে সকল মোমেন আপনার অনুসরণ করিয়াছে।" হযরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ করাই এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বাক্য যে ছোট ও নিম্নস্তরের ব্যক্তির সেবা ও পরিচর্যা কর্তৃক বড় ও উচ্চস্তরের ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। যদি কেহ স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টির পথপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে বর্ণনার ত্রুটি কিসের? বাদশা আমীরগণ আড়ম্বর ও জাঁকজমকের জন্য খাদেম ও ভৃত্যদের মুখাপেক্ষী। তাঁহারা স্বীয় মর্যাদার পূর্ণতা উহাদের প্রতি নির্ভরশীল বলিয়া জানেন। ইহাতে তাঁহাদের সম্মানের কোনই ক্ষতি হয় না; একথা ভদ্র-অভদ্র সকলেই অবগত। নিম্নস্তরের ব্যক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়া ও উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য করিতে না পারাই এই সন্দেহের কারণ বটে। অতএব ইহা প্রকট হইল যে, প্রথমটি মানসম্মান পূর্ণ করে এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা

সম্মানের লঘুতা ঘটে। সুতরাং প্রথমটি জায়েজ বা বিধেয় এবং দ্বিতীয়টি নাজায়েজ বা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্পাক সত্যের অবগতি প্রদানকারী। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের যাবতীয় কার্য সরল ও সহজ করিয়া দাও। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাহার প্রতি ছালাম।

৯৮ মকতুব

হযরত খাজা মোহাম্মদ ছাঈদ এবং খাজা মোহাম্মদ মা'ছুম (রাজিঃ) মাখদুম জাদাদ্বয়ের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে আদম ও ইবলিছের অনিষ্টের প্রভেদের বিষয় বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আলেমগণ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্পাক বিশ্বজগতের অন্তর্ভুক্তও নহে এবং বহির্ভূতও নহে, তিনি বিশ্বজগতের সহিত মিলিতও নহে পৃথকও নহে। এ বিষয়ের সমাধান কি?

উত্তর ঃ অন্তর্ভুক্ত, বহির্ভূত এবং সম্মিলিত ও পৃথক সম্বন্ধগুলি ঐ সময় ধারণাকৃত হইবে যখন দুইটি অস্তিত্বধারী বস্তু নির্ধারিত হইবে। অর্থাৎ একটি বস্তু অন্য বস্তুর তুলনায় উল্লেখিত সম্বন্ধগুলি হইতে শূন্য থাকিবে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দুইটি অস্তিত্বধারী বস্তু বর্তমান নাই, যাহাতে উক্ত সম্বন্ধগুলি লাভ হইতে পারে। কেননা আল্লাহতায়ালাই অস্তিত্বধারী এবং নিখিল বিশ্ব যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তু, তাহা 'অহম' 'খেয়াল' ধারণা ও অনুমানকৃত মাত্র। বিশ্বজগৎ যদিও আল্লাহতায়ালার পূর্ণ নৈপুণ্য; দক্ষতা, কারিগরি ও সৃষ্টি কর্তৃক এক প্রকারের স্থিতি, দৃঢ়তা অর্জন করিয়াছে; যাহাতে চিন্তা ধারণা অপসারিত হইলে ইহা অপসারিত হয় না এবং পরকালে চিরস্থায়ী শাস্তি ও শান্তি ইহার প্রতি নির্ভরশীল, তথাপি অনুমান ও ধারণার স্তরেই ইহা বর্তমান। অনুভূতি ও ধারণার বাহিরে ইহার কোনই পদক্ষেপ নাই। ইহা আল্লাহতায়ালার পূর্ণ শক্তির পরিচয় যে, ধারণাকৃত ও অনুমিত বস্তুকে স্থিতি ও দৃঢ়তা হিসাবে অস্তিত্বধারী বস্তুর অনুরূপ করতঃ উহার নিয়মধারা ইহার প্রতি প্রবর্তিত ও পরিচালিত করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও যাহা অস্তিত্বধারী তাহা অস্তিত্বধারীই থাকিবে এবং যাহা ধারণাকৃত বস্তু তাহা ধারণাকৃতই থাকিবে। বাহ্যিক দৃষ্টিধারীগণ যদিও ধারণাকৃত বস্তুকে তাহার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার প্রতি লক্ষ্য করতঃ অস্তিত্ববান বাস্তব বস্তু ধারণা করিয়া থাকে এবং দুই বস্তুর অস্তিত্ব বর্তমান আছে বলিয়া জানে। আমি স্বীয় পুস্তকাদিতে ইহার প্রকৃত সমাধান বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, আবশ্যক হইলে তথায় দেখিয়া লইবেন। ফলকথা অস্তিত্ববান বস্তুর সহিত ধারণাকৃত বস্তুর উল্লেখিত সম্বন্ধ সমূহের কোনটিই প্রমাণিত হয় না। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত অস্তিত্ববান বস্তু (আল্লাহ-পাক) ধারণাকৃত বস্তুর (বিশ্ব জগতের) মধ্যে প্রবিষ্ট নহে এবং বহির্ভূতও নহে। তাহার সহিত সম্মিলিত ও নহে,

তাহা হইতে বিভিন্নও নহে। যেহেতু যে স্থলে অস্তিত্বধারী বস্তু বর্তমান আছে, সে স্থলে ধারণাকৃত বস্তুর কোন নামগন্ধও নাই, যাহাতে কোন প্রকার সম্বন্ধের অনুমান হইতে পারে। ইহা একটি উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেই। যেরূপ একটি ঘূর্ণয়মান বিন্দু দ্রুতগতির জন্য উহা একটি বৃত্ত বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু তথায় একটি বিন্দুরই অস্তিত্ব আছে মাত্র এবং ধারণা ও অনুমান ব্যতীত বৃত্তটি অন্য কোথাও বর্তমান নাই। যে স্থলে বিন্দুটি বর্তমান, সে স্থলে উক্ত বৃত্তের কোন নামগন্ধও নাই। এমতাবস্থায় ইহা বলা যাইতে পারে না যে, বিন্দুটি বৃত্তের ভিতরে আছে এবং ইহাও বলা যাইবে না যে বৃত্তের বাহিরে আছে। তদ্রূপ উহার সহিত সম্মিলিত বা পৃথক হওয়ারও ধারণা করা যাইবে না। কেননা সে স্তরে বৃত্তই নাই যে তাহার সহিত সম্বন্ধের চিন্তা বা অনুমান হইতে পারে। "প্রথমে প্রাচীর নির্মাণ কর তৎপর তাহাতে চিত্র অংকন কর" -প্রবাদ বাক্য।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ-পাক বিশ্বজগতের সহিত নিজের নৈকট্য ও বেষ্টন ইত্যাদি প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব বস্তুর সহিত আনুমানিক বস্তুর নৈকট্য, বেষ্টন, ইত্যাদির কোন সম্বন্ধই নাই। বাস্তব যথায় আছে, আনুমানিক বস্তুর তথায় নাম–নিশানা নাই, যাহাতে বেষ্টনকারী বা বেষ্টিত হওয়ার চিন্তা করা যাইতে পারে?

উত্তর ঃ উল্লিখিত নৈকট্য ও বেষ্টন দেহ, দেহের নৈকট্য এবং এক দেহ অন্য দেহকে বেষ্টন করার অনুরূপ নহে। বরং উক্ত নৈকট্য ও বেষ্টনের রকমপ্রকার অজ্ঞাত, কিন্তু অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। অতএব আল্লাহতায়ালার নৈকট্য ও বেষ্টন প্রমাণ করিয়া থাকি এবং তাহার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস রাখি। কিন্তু উহা কি প্রকারের তাহা জানি না। পূর্বোল্লিখিত সম্বন্ধ চতুষ্টয় যাহা নিবারিত হইয়াছে, তাহা ইহার বিপরীত। যেরূপ-তাহার রকমপ্রকার অজ্ঞাত, তদ্রূপ তাহার সংঘটনও অনিশ্চিত। কেননা শরীয়াতে উক্ত সম্বন্ধ সমূহের কোন প্রমাণ নাই, যাহাতে উহা সাব্যস্তকৃত হয় এবং উহার প্রকার অজ্ঞাত বলিয়া জানি। যদিও আল্লাহতায়ালার দরবারে প্রকারবিহীন নৈকট্য ও বেষ্টনের অনুরূপ প্রকারবিহীন সম্মিলন প্রমাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন 'সম্মিলন' শব্দটি তথায় ব্যবহৃত হয় নাই এবং নৈকট্য, বেষ্টনাদি ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন আল্লাহতায়ালাকে সম্মিলিত বলা যাইবে না বরং নৈকট্যধারী ও বেষ্টনকারী বলা যাইবে। পৃথক ও বিহর্গত, প্রবিষ্ট হওয়া ইত্যাদিও সম্মিলনের মত শরীয়তে উল্লেখ নাই। (অতএব উহাও তদ্রূপ বলা যাইবে না)। উল্লেখিত উদাহরণটির মধ্যে যদি ঘূর্ণায়মান বিন্দুটির ধারণাকৃত বৃত্তের সহিত বেষ্টন, নৈকট্য ও সঙ্গতা ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রমাণ করা যায় তাহা হইলে তাহারও প্রকার অজ্ঞাত হইবে। কেননা সম্বন্ধের দুইদিক ভিন্ন উপায় নাই, এ স্থলে শুধু এক ঘূর্ণায়মান বিন্দু ব্যতীত বাস্তবে অন্য কিছুই বর্তমান নাই। এইরূপ প্রকারবিহীন সম্মিলনে, পার্থক্য, বহির্গমন, প্রবেশকরণও উক্ত উদাহরণে অনুমিত হইতে পারে। যদিও সম্বন্ধের দুইদিক বর্তমান নাই। কেননা জানিত রকমপ্রকারের সম্বন্ধের জন্য দুইদিকের বাস্তবতা আবশ্যক, যাহা সর্বজনবিদিত ও প্রচলিত। কিন্তু যাহার প্রকার অজানিত তাহা জ্ঞানের বহির্ভূত, তদস্থলে দুইদিকের বাস্তবতা অনিবার্য বলিয়া ধারণা করা ও ধারণাকৃত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যাহার কোনই মূল্য নাই এবং উহা অদৃশ্যের প্রতি প্রত্যক্ষের অনুমান করা মাত্র।

বিজ্ঞপ্তি ঃ

নিখিল বিশ্বকে ধারণাকৃত ও আনুমানিক এই হেতু বলা হইয়া থাকে যে, বিশ্বজগত ধারণা ও চিন্তার স্তরে সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা অনুভূতি ও প্রদর্শনের মর্তবায় গঠিত হইয়াছে। যদি কোন ক্ষমবান ব্যক্তি তাঁহার পূর্ণ ক্ষমতাবলে ধারণাকৃত বৃত্ত যাহা ধারণা ও অনুমানজাত ব্যতীত নহে, তাহাকে ধারণা ও চিন্তার স্তরে সৃষ্টি করে এবং নিজের পূর্ণ কারীগরি কর্তৃক তথায় উহাকে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব প্রদান করে। এ পর্যন্ত যে চিন্তা ও ধারণা যদি পূর্ণরূপে অপসারিত হয় তথাপি যেন উহার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। এই ধারণাকৃত সৃষ্ট বৃত্তটি যদিও বহির্জগতে বর্তমান নাই শুধু উক্ত বিন্দুটি আছে মাত্র, কিন্তু বহির্জগতস্থিত অস্তিত্বের সহিত উহার এক প্রকার সম্বন্ধ আছে, এবং উক্ত অস্তিত্বের প্রতি উহা নির্ভরশীল। কেননা যদি উক্ত বিন্দুটি না থাকে তবে কোথা হইতে বৃত্তটির সৃষ্টি হইবে।

প্রিয়ার রহস্য বটে অতি মনোহর
পরের কথায় কহা অতিব সুন্দর।

উক্ত বৃত্তকে যদি উক্ত বিন্দুটির পর্দা বলা যায়, তাহারও অবকাশ আছে, এবং উক্ত বিন্দু দর্শনের দর্পণ বলা যায় তাহাও বলা যাইতে পারে। যদি উহার প্রতি নির্দেশক বলা যায় তাহারও পথ আছে। সর্বসাধারণের দৃষ্টি হিসাবে পর্দা বলা যাইতে পারে এবং ঈমানে শুহুদি বা দৃশ্য ঈমান এবং বেলায়তের মাকাম অনুযায়ী আবির্ভাব ও বিকাশের দর্পণতুল্য বটে। ঈমান বিল্ গায়েব বা অদৃশ্য প্রতি বিশ্বাস যাহা দৃশ্য ঈমান হইতে পূর্ণতর এবং কামালাতে নবুওতের মর্তবা, তদনুযায়ী "নির্দেশ প্রদানকারী" বলা হইয়া থাকে। যেহেতু দর্শনের মধ্যে প্রতিচ্ছায়ার সহিত আকৃষ্ট হওয়া ব্যতীত উপায় নাই এবং অদৃশ্যে এই আকর্ষণমুক্ত হয়। অদৃশ্যের মধ্যে যদিও কার্যতঃ বস্তুর কিছুই লাভ হয় না, তথাপি সে ব্যক্তি মিলন লাভকারী এবং মূল বস্তুর সহিত আকৃষ্ট। দর্শনের মধ্যে যদিও বাস্তবে কিছু লাভ হয়, কিন্তু সে মিলন লাভকারী নহে যেহেতু সে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট, অর্থাৎ উক্ত মূল বস্তুর প্রতিচ্ছায়ার প্রতি। ফলকথা 'হাছিল' বা লাভ হওয়া ত্রুটিজ্ঞাপক; এবং সম্মিলন বা উপনীতি পূর্ণতার নির্দেশক। একথা মাথামুণ্ড রহিত সকলের বোধগম্য নহে। বরং হয়তো অনেকেই সম্মিলন হইতে প্রাপ্তি ও লাভ করাকেই উৎকৃষ্ট মনে করিবে। ছুফস্তায়ী বা দার্শনিকগণ অজ্ঞতাবশতঃ বিশ্বজগতকে এইহেতু ধারণাকৃত ও অনুমিত বলিয়া থাকে যেহেতু উহার কোন স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব বর্তমান নাই। উহা শুধু ধারণা ও অনুমান কর্তৃক সংঘটিত মাত্র। অতএব যদি চিন্তা ও ধারণা পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে উহার স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে. যে কোন বস্তুকে যদি মিষ্ট বলিয়া ধারণা করা যায় তবে উহা মিষ্ট হয় এবং উক্ত বস্তুকে যদি অন্য সময় তিক্ত বলিয়া মনে করা যায় তবে উহা তিক্ত হইবে। এই দুর্ভাগ্যবানগণ আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি কারীগরি হইতে নৈপুণ্য ও বিমুখ, বরং অমান্যকারী এবং ইহা যে বহির্জগতস্থিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধিত ও তৎপ্রতি নির্ভরশীল, তাহা হইতে ইহারা অজ্ঞ। তাহারা এই প্রকারের বোকামী

কর্তৃক বহির্জগতের নিয়মাবলী যাহা বিশ্বজগতের প্রতি নির্ভরশীল তাহা উঠাইয়া দেয় এবং পরকালের চিরস্থায়ী আজাব ও ছওয়াব যাহা সত্য সংবাদদাতা হযরত (ছঃ) সংবাদ দিয়াছেন এবং যাহা না হইবার নহে তাহা অপসারিত করিতে চেষ্টা করে। ইহারাই শয়তানের দল, সাবধান হও। নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত (কোরান)।

প্রশ্ন ঃ–বিশ্বজগতের অস্তিত্ব যখন প্রমাণিত হইল যদিও উহা ধারণার স্তর এবং চিরস্থায়ী আজাব ও ছওয়াব বা পাপ–পুণ্যও উহার প্রতি প্রমাণিত হইল, তখন উহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা জায়েজ রাখা হয় না কেন এবং উহাকে অস্তিত্বধারী বলিয়া জানিবেন না কেন? অথচ স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব পরস্পর একার্থবোধক শব্দ, যেরূপ বিশ্বাস শাস্ত্রবিদ আলেমগণ বলিয়াছেন।

উত্তর ঃ- এই ছুফী সম্প্রদায়ের নিকট অজুদ বা অস্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ট সম্মানীত ও উৎকৃষ্ট এবং দুস্প্রাপ্য বস্তু। ইঁহারা উহাকে যাবতীয় উৎকর্ষ ও পূর্ণতার উৎপত্তি স্থান বলিয়া জানেন। এইরূপ শ্রেষ্ঠতম রত্ন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তু যাহারা সমুদয় ত্রুটি ও ক্ষতিপূর্ণ তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা অনুচিত বলিয়া জানেন, এবং উৎকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্টকে প্রদান করা যাইতে পারে না। এ বিষয় তাঁহাদের পথ প্রদর্শক তাঁহাদের আত্মিক বিকাশ ও বিবেক। ইহারা আত্মিক বিকাশ ও অনুভূতি কর্তৃক অবগত হইয়াছে যে, অজুদ বা অস্তিত্ব আল্লাহ ছোবহানাহু তায়ালার জন্যই বিশিষ্ট এবং তিনিই একমাত্র অস্তিত্ববান। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুকে এই হিসাবে অস্তিত্বধারী বলা হয় যে, উক্ত (আল্লাহের) অস্তিত্বের সহিত উহাদের একপ্রকার প্রকারবিহীন সম্বন্ধ ও বন্ধন বর্তমান আছে। যেরূপ প্রতিচ্ছায়া, যাহা স্বীয় মূল বস্তুর সহিত দন্ডায়মান থাকে, তদ্রূপ উহারাও উক্ত অজুদের সহিত দন্ডায়মান আছে। ধারণান্তরে তাহাদের যে অবস্থিতি আছে তাহা উক্ত অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিম্ব মাত্র। উক্ত 'অজুদ' বা অস্তিত্ব যখন বহির্জগতে (বাস্তব জগতে) অবস্থিত অস্তিত্ব এবং আল্লাহ্-পাকও বহির্জগতে অবস্থিত, তখন উক্ত ধারণার স্তর আল্লাতায়ালার সৃষ্টি নৈপুণ্য কর্তৃক স্থায়িত্ব লাভ করার পর, উহাকে যদি উক্ত বহির্জগতের প্রতিবিম্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিম্ব বলা যায় তাহারও অবকাশ আছে। উক্ত ধারণাকৃত স্থায়িত্বকে এই প্রতিবিম্বদ্বয় অনুযায়ী যদি বহির্জগতস্থিত অজুদ মনে করা যায় তাহাও করা যাইতে পারে। বরং বিশ্বজগতকেও উক্ত প্রতিবিম্ব হিসাবে বহির্জগতে অবস্থিত বলিয়া যদি ধারণা করা যায় তাহাও বৈধ হইবে। ফলকথা সৃষ্ট বস্তুর যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী স্তর ও মর্তবা হইতে সংগৃহীত। সে স্বীয় পিত্রালয় (নাস্তি) হইতে কিছুই লইয়া আসে নাই। উহাকে প্রতিচ্ছায়ার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত বহির্জগতিস্থ বা বাস্তব অস্তিত্বধারী বলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এবং আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট গুণাবলীর মধ্যে তাহাকে অংশী স্থাপন করা মাত্র। ইহা হইতে আল্লাহপাক অতি উচ্চ। এ ফকির কোন কোন মকতুব ও রেছালায় বিশ্বজগতকে যে বাস্তব অস্তিত্বধারী বলিয়াছে তাহাকেও এই বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং উহাকেও প্রতিচ্ছায়া হিসাবে বলিতে হইবে। বিশ্বাস শাস্ত্রবিদগণ 'অজুদ' বা অস্তিত্বকে এবং ছবুতে ও তাহাক্কোক বা সত্যতা ও অবস্থিতিকে একার্থবোধক শব্দ বলিয়াছেন। তাহা হয়তো আভিধানিক অর্থে

বলিয়া থাকিবেন। নতুবা অস্তিত্বই বা কোথায় এবং অবস্থিতিই বা কোথায়! (অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ)। কাসফ শুহুদ বা আত্মিক বিকাশ ও দর্শনপন্থী এবং দলিল প্রমাণধারীগণের বিরাট এক দল 'অজুদ' বা অস্তিত্বকে অবিকল আল্লাহতায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের হকিকত বা তত্ত্ব বলিয়াছেন এবং 'ছবুত' বা স্থায়িত্বকে দ্বিতীয় বোধগম্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত; (যাহার অবস্থিতি মেধা ও ধারণার স্তর ব্যতীত অন্য কোথাও নাই) কিন্তু ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে।

সারমর্ম

'অজুদ' বা অস্তিত্ব যেরূপ যাবতীয় উৎকর্ষ ও পূর্ণতা এবং রূপ-লাবণ্যের উৎপত্তি স্থান; 'আদম' বা নাস্তি যাহা উহার বিপরীত তাহা অবশ্য সমুদয় ক্ষয়ক্ষতি বিনষ্টি, মন্দ ও বিপর্যয়ের উৎপত্তি স্থান হইবে। যদি বিপদ ও দুর্ভোগ হয় তাহাও উহা হইতে এবং যদি ভ্রষ্টতা ও বিপথে গমন হয় তাহাও উহা হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু উহার মধ্যে অনেক হুনর বা ভাল গুণ গচ্ছিত আছে এবং অনেক সৌন্দর্যও লুক্কায়িত আছে। (যথা) অস্তিত্বের সম্মুখে সে নিজেকে সমূলে বিলীন করিয়া দেয়, ইহা তাহার একটি সৌন্দর্য এবং সে নিজেকে অস্তিত্বের জন্য প্রতিরোধক আবরণ বা ঢাল স্বরূপ করতঃ ত্রুটি ও ক্ষতিসমূহ নিজের প্রতি গ্রহণ করে; ইহাও তাহার একটি সুন্দর গুণ। আবার সে (নাস্তি) অস্তিত্বের দর্পণতুল্য হইয়া উহার পূর্ণতা সমূহকে প্রকাশ করা এবং উক্ত পূর্ণতা সমূহকে আল্লাহর এলেম গৃহের বাহিরে পরস্পর পরস্পর হইতে বিভিন্নকরণ এবং সংক্ষিপ্তি হইতে বিস্তৃতির পর্যায় উপনীতকরণ উহার একটি সুন্দর ও মনোরম গুণ। ফলকথা সমূহ বা অস্তিত্বের পরিচর্যা, খেদমত ও সেবা শুশ্রূষা তাহার দ্বারাই দন্ডায়মান আছে, এবং উহার ত্রুটি ও অপকৃষ্টতাও জঘন্যতা কর্তৃক অস্তিত্বের সৌন্দয্য ও রূপ এবং পূর্ণতা গুণসমূহ প্রকাশ হইয়াছে। উহার মুখাপেক্ষিতার কারণেই অস্তিত্ব বেপরোয়া বা মুখাপেক্ষি রহিত হইয়াছে, এবং উহার অপমানিত ও অপদস্ততা কর্তৃক অস্তিত্ব ইজ্জত ও সম্মান লাভ করিয়াছে, ও উহার ইতরতাহেতু অস্তিত্ব উচ্চ ও বোজর্গ হইয়াছে এবং তাহার নিকৃষ্টতার জন্য অস্তিত্ব উৎকৃষ্ট ও ভদ্র হইয়াছে, এবং তাহার দাসত্ব কর্তৃক অস্তিত্বের প্রভুত্ব লাভ হইয়াছে।

ছাত্র আমি; শিক্ষকেরে করেছি শিক্ষক
দাস আমি; মুক্ত করি প্রভুর মস্তক
শিষ্য আমি; গুরুজনে করি গুরুজন
প্রভুরে করেছি মুক্ত, দাসত্ব কারণ।

ইবলিছ লঈন যাবতীয় বিপর্যয় ও ভ্রষ্টতার মূল, সে 'আদম' বা নাস্তি হইতেও বদ ও ইতর। যে সকল সৎগুণ আদমের মধ্যে নিহিত আছে, ঐ হতভাগা তাহা হইতে বঞ্চিত। তাহার 'আনাখায়রুন' বা 'আমি ভাল' বাক্যটিই তাহার মধ্যে যেটুকুও সৎগুণ ছিল তাহা

সমূলে উৎপাটিত ও নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং নিছক মন্দের পথে লইয়া গিয়াছে। 'আদম' (নাস্তি), অস্তিত্ববিহীনতা দ্রব্যত্ব রাহিত্তি হিসাবে অজুদের সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া সে অস্তিত্বের রূপলাবণ্যাদির দর্পণতুল্য হইয়াছে এবং বিতাড়িত ইবলিছ অস্তিত্বধারী ও শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া মরদুদ বা বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হইয়াছে। সুন্দরভাবে সম্মুখীন হওয়ার পদ্ধতি আদম বা নাস্তির নিকট শিক্ষা লওয়া উচিৎ; সে (আদম) 'অস্তিত্বে'র সম্মুখে 'নাস্তি' দেখাইতেছে এবং পূর্ণতার সম্মুখে 'ত্রুটি' প্রকাশ করিতেছে। সে যখন সম্মান ও মহত্ত্বের সম্মুখীন হইতেছে-তখন হীন ও ভগ্নপ্রায়ভাবে নিজকে প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ইবলিছ লঈন, অহংকার ও অবাধ্যতাহেতু যেন আদম বা নাস্তির দোষত্রুটি সমূহ নিজের প্রতি টানিয়া লইয়াছে। আমার ধারণা হইতেছে যে, ইবলিছ নাস্তির মধ্যে উৎকর্ষ ব্যতীত বিশেষ কিছুই রাখে নাই। হাঁ, যদি উৎকর্ষ না থাকে তবে উৎকৃষ্ট বস্তুর দর্পণ হইতে পারে না। বাদশাহের বাহন ভিন্ন তাঁহার দান বহিতে সক্ষম হয় না, প্রবাদ বাক্য। আমি জানিতে পারিলাম যে, এই বিশাল সৃষ্টির ব্যাপারে ইবলিছ কার্যরত আছে। সে যেন সম্মার্জক ও ঝাড়ুদারী করিতেছে, এবং সকলের মলমুত্র ও ময়লা সমূহ স্বীয় মস্তকে বহন করিতেছে ও অন্য সকলকে পবিত্র করিতেছে। কিন্তু ঐ হতভাগা অহঙ্কারের জন্য এবং স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে তাহার সমূহ সৎকার্য ধ্বংস হইল এবং উহার পারিতোষিক হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল। তাহার বাস্তব অবস্থা এই যে, তাহার ইহ-পরকাল ধ্বংস বটে। কিন্তু 'আদম' বা নাস্তি ইহার বিপরীত, সে স্বয়ং ত্রুটিময় ও নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত না হইয়া আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের দর্পণতুল্য হইয়া গেল।

নল[১] কহিল শূন্য আমি, পাইল[২] মধুর শর্করা
বৃক্ষ–শাখা উচ্চ হলে, শীর ছেদিত হয় তারা।

প্রশ্নঃ–আদম বা নাস্তির পরে বা নাস্তি ব্যতীত সবই অস্তিত্ব, যাহা দোষ-ত্রুটিরহিত। অতএব ইবলিছ লঈন দোষ ত্রুটির এই আধিক্য কোথা হইতে প্রাপ্ত হইল?

উত্তর ঃ–আদম বা নাস্তি যেরূপ অস্তিত্বের দর্পণ ও উহার উৎকর্ষ ও পূর্ণতার আবির্ভাবস্থল, তদ্রূপ অস্তিত্ব ও নাস্তির দোষ ত্রুটির আবির্ভাবস্থল। ইবলিছ মালাউন নাস্তির দিকে দোষ-ত্রুটি সমূহ আদম বা নাস্তি হইতে গ্রহণ করিয়াছে, যেহেতু উহা দোষ-ত্রুটির আধার এবং অস্তিত্বের দিকে, অস্তিত্বের মধ্যে উল্লিখিত আনুমানিক দোষ-ত্রুটি সমূহ যাহা নাস্তির দর্পণতুল্য হওয়ার জন্য উহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ইবলিছ উভয় দিকের দোষ-ত্রুটির বাহক স্বরূপ হইল। তাহার নিজস্ব দোষ-ত্রুটি এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি ও মৌলিক এবং প্রতিবিম্বজাত দোষ-ত্রুটি সমূহের বাহক হইল। সুতরাং দোষ-ত্রুটি প্রদর্শক অস্তিত্বের গর্ব, তাহাকে অস্তিত্ব শূন্যতা ও বিলীনতা যাহা আদমের উৎকৃষ্ট গুণ তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। পরন্তু নাস্তির দর্পণবৎ হওয়ার কারণ অস্তিত্বের

টীকা ঃ ১নং নল-নলখাগড়া। ২নং–মধুর শর্করা–ইক্ষু।

মধ্যে যে ধারণাকৃত দোষ-ত্রুটি ছিল ইবলিছ তাহারও পূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছে। অতএব সে চিরস্থায়ী ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর্যায় উপনীত হইয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে হেদায়েত করার পর আমাদের অন্তঃকরণ বক্র করিও না, এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর। যে-ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম।

সমস্যা ভঞ্জন

উল্লেখিত ২য় খন্ডের ৯৮ নং মকতুবে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ) ইবলিছকে আদম হইতে পৃথক বস্তু হিসাবে দেখাইলেন, অবশ্য ইহা অবিদিত নহে যে, ইবলিছ ও আদম বা নাস্তি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ)-এর বর্ণনা হইতে অনুমান হয় যে, আদম এবং ইবলিছ পৃথক বস্তু। অর্থাৎ ইবলিছ আদম বা নাস্তি হইতে উৎপন্ন নহে, এবং হয়ত নাস্তি ব্যতীত অন্য কোন মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন। বাস্তবে তাহা নহে। যেহেতু আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত ও তাঁহার নাম গুণাবলী ব্যতীত যাবতীয় বস্তু নাস্তি হইতে উৎপন্ন। অন্য সকলের মূল যেরূপ নাস্তি, তদ্রূপ ইবলিছ-এরও মূল উপাদান নাস্তি, অতএব ইবলিছ নাস্তির মোকাবেলায় অন্য বস্তু নহে। হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) এই মকতুবে ইবলিছকে তুলণামূলক ভাবে নাস্তির বিপরীত বলিয়া দেখাইলেন, ইহা সমাধানযোগ্য বাক্য। যেহেতু মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) যাহা ফরমাইয়াছেন তাহা অমূলক ও অবাস্তব নহে। যাহা হউক, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই বিষয়টির সমাধান এই হইতে পারে যে, নাস্তি যখন যাবতীয় অসৎ গুণের ভাণ্ডার এবং বিনষ্টি ও নিকৃষ্টির আকর, তখন অহংকার ও অবাস্তবকে বাস্তব হিসাবে প্রদর্শন এবং হীন হইয়া নীচতা স্বীকার না করা গুণত্রয়ও উক্ত নাস্তির মধ্যে নিশ্চয় নিহিত ছিল। আল্লাহ-পাক স্বীয় সৃষ্টি নৈপুণ্য ও পূর্ণ ক্ষমতাবলে সমগ্র নাস্তির মধ্য হইতে উক্ত গুণত্রয় সমবেত করিয়া তদ্বারা ইবলিছকে সৃষ্টি করিলেন, যেন উল্লেখিত অসৎ গুণ সমূহ নাস্তি হইতে নিষ্কাশিত করতঃ তাহাকে ইবলিছের মূলতত্ত্ব করিলেন। অতএব বুঝা গেল যে, ইবলিছও নাস্তিজাত। কিন্তু সে নাস্তির সর্বাধিক অসৎ গুণের আকর। এই হেতু অহম জ্ঞানাদি গুণত্রয় ইবলিছ ব্যতীত অন্যের মধ্যেও অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়। অপিচ ইহাই সৃষ্ট বস্তুর সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্বভাব। পরন্তু জানা উচিৎ যে, অহংকার যেরূপ সর্বনিকৃষ্ট স্বভাব, তদ্রূপ ইহার বিপরীত নম্রতা ও বিনয় এবং আনুগত্য ও সমর্পণ সর্বাধিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠগুণ। অতএব এই সকল গুণ যে ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান থাকে সে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হয়। এইহেতু হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ব্যতীত যাবতীয় পয়গম্বর (আঃ)গণের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। কেননা আত্মসমর্পণ গুণ যাহাকে মাদ্দায়ে তক্‌লীদি বলা হয়, তাহা তাঁহার মধ্যে অধিকতর ছিল। যখন আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রতি আদেশ করিলেন যে-তুমি সমর্পণ কর, তখন তিনি বলিলেন

যে, "আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভুর জন্য আত্মসমর্পণ করিলাম", এবং মৃত্যুর সময় তিনি স্বীয় সন্তান সন্তুতিগণকে অছিয়ত করিয়াছিলেন যে–আত্মসমর্পণ ব্যতীত যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। (সুরায়ে বাকারা 'আয়াত নং ১৩২ দ্রষ্টব্য)। উল্লেখিত কারণের জন্যই হয়তো আমাদের পয়গম্বর (দঃ)-এর প্রতি তাঁহার অনুসরণ করার আদেশ হইয়াছে। অথচ তিনি আল্লাহপাকের মহবুব বা প্রিয় ব্যক্তি এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খলিলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বন্ধু বা মিত্র। এই বন্ধুত্ব প্রেম-ভালবাসার সর্বাধিক নিম্নস্তর; কিন্তু নিম্নস্তর হওয়া সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ কর্তৃক তিনি উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। জানা আবশ্যক যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যেরূপ আল্লাহতায়ালার প্রিয় ব্যক্তি, তদ্রূপ হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহতায়ালার প্রেমিক ছিলেন। এই প্রেমিকত্বের মাকাম প্রিয়ত্বের মাকাম হইতে কোন অংশে কম নহে। যেহেতু হযরত মোজাদ্দেদ আল্‌ফেছানী (রাঃ) লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ-পাক হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে যেরূপ ভালবাসিতেন, হযরত মুছা (আঃ)ও আল্লাহপাককে তদ্রূপ ভালবাসিতেন। এই দুই ভালবাসার মধ্যে যেন কোন ব্যতিক্রম বা ন্যূনাধিক্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। আশ্চর্যের বিষয় যে, সৃষ্টিকর্তার অবশ্যম্ভাবী জাতের ভালবাসা–যাহা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) লাভ করিয়াছেন তাহা এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর ভালবাসা যাহা আল্লাহ-পাকের পবিত্র জাতের প্রতি হইয়াছিল, এই উভয় ভালবাসার মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ বুঝা যায় না, অথচ একপক্ষ স্রষ্টা ও অপরপক্ষ সৃষ্ট পদার্থ। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ইহা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ ও নম্রতা কর্তৃক হযরত ইব্রাহিম (আঃ) হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর অনুসৃত হইয়াছেন। যেহেতু ইহা বিতাড়িত ইবলিছের বিপরীত আত্মভাব ও সর্বাধিক উচ্চ শ্রেষ্ঠত্ব গুণ। সুতরাং হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) যাহা লিখিয়াছেন তাহা সঠিক। স্বীয় পীর কেবলা ও হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) এবং যাবতীয় পীরানে কেরামের অছিলায় যাহা লিখিলাম সত্য হইলে তাহা যেন আল্লাহ-পাক কবুল করেন এবং ভুল-ত্রুটি হইলে যেন ক্ষমা করেন।

নিজের বলিতে নহে এসব আমার
তব অবদান ইহা ওহে গুণাধার।

–অনুবাদক

৯৯ মকতুব

হযরত মীর মোহাম্মদ নোমানের নিকট তাঁহার প্রশ্নসমূহের উত্তরে লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে–অনেক সময় সাধক উর্ধারোহণের পথে পয়গম্বরগণের

ছাহাবাগণ যাহারা সর্ববাদি সম্মতিক্রমে উহা হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মাকামে নিজেকে প্রাপ্ত হয়, বরঞ্চ অনেক সময় তাহারা নিজেকে পয়গম্বরগণের মাকামেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহার তত্ত্ব কি ? এই ঘটনা হইতে অনেকে উক্ত মাকামধারীগণের সহিত এই সাধকের সমকক্ষতা ধারণা করিয়া থাকে এবং ইহারা তাহাদের শরীক বলিয়া মনে করে ও অনেকেই উক্ত সাধকের প্রতি দোষারোপ করে ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে। এই সমস্যার সমাধান কি ?

উত্তর ঃ- ইহার উত্তর এই যে, ইতর ব্যক্তিরা মহৎগণের মাকামে উপনীত হইয়া অনেক সময় এই প্রকারের হয়, যেরূপ ফকীর-মিছকীনগণ ধনবান-সমৃদ্ধশালীগণের দ্বারে ও বিশিষ্ট গৃহে স্বীয় আবশ্যক ও ভিক্ষা প্রার্থনার জন্য গমন করে। তথায় তাহাদের এইরূপ উপনীত হওয়াকে সমকক্ষতা বা অংশীদার বলিয়া ধারণা করা নিতান্ত নির্বোধের কার্য। ইহা অনেক সময় ভ্রমণ ও পরিদর্শনের জন্যও হইয়া থাকে। যথা হয়ত কাহারও মাধ্যমে বড় আমির-বাদশাগণের বিশিষ্ট গৃহাদি পরিদর্শন করিতে যায়, যাহাতে উক্তরূপ উন্নতি করার আকাঙ্খা তাহার মনে সৃষ্টি হয়। অতএব ইহাতে সমকক্ষতা করার কোনই অবকাশ নাই এবং অংশীদার হওয়ারও কোন ধারণা আসিতে পারে না। খাদেম ও দাসগণ যদি প্রভূর খাছগৃহে খেদমতের উদ্দেশ্যে গমন করে, উহা যে অসংগত নহে তাহা উত্তম– অধম কাহারও নিকট অবিদিত নাই। নিতান্ত নির্বোধ যে, সেই এইরূপ গতিবিধি দ্বারা সমকক্ষতা বা অংশীদার হওয়ার ধারণা করে। সম্মার্জক ব্যজনী অসিবাহক ইত্যাদিগণও নৃপতিগণের সহিত অবস্থান করে এবং তাহার বিশিষ্ট স্থানসমূহে হাজির থাকে, যাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি এই গতিবিধি কর্তৃক সমকক্ষতা ধারণা করিতে পারে।

দুঃখীর দুঃখের কথা কি বলিব আর–
গৃহদ্বার হ'তে আসে বিপদ তাহার

গরীব বেচারাদিগকে অপদস্ত করার জন্য যদি কেহ সূত্র অন্বেষণ করে এবং তাহাদিগকে দোষারোপ করার পথ অনুসন্ধান করে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে এনছাফ প্রদান করুন। তাহাদের জন্য গরীব দুর্বলদিগকে বিপদ ও দোষারোপ হইতে রক্ষা করার পথ গ্রহণ করা উচিৎ এবং মোছলমান হিসাবে তাহাদের সম্মান বজায় রাখা কর্তব্য। যাহারা দোষারোপ করিতেছে তাহাদের এই দুই অবস্থা ব্যতীত উপায় নাই। যদি তাহারা এই বিশ্বাস রাখে যে, এই অবস্থাধারী ব্যক্তি নিজেকে উক্ত বোজর্গগণের সমকক্ষ ও শরীক ধারণা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাফের বেদীন বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত বলিয়া জানিতে হইবে, কেননা নবুয়তের মধ্যে শরীক হওয়া এবং পয়গাম্বর আল্লায়হেচ্ছালামগণের সমকক্ষ হওয়া কুফর। এইরূপ শায়েখায়েন হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃজিঃ) হুমার শ্রেষ্ঠত্ব ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের একতাবদ্ধ মত কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা উম্মতের মহান ব্যক্তিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে হযরত ইমাম শাফী একজন। বরঞ্চ অবশিষ্ট উম্মত হইতে ছাহাবা কেরাম সকলেই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু হযরত রছুল (ছঃ)-এর সংসর্গের শ্রেষ্ঠত্বের কোন তুলনা নাই। ইসলামের দুর্বলতার সময় যখন মোসলমানগণ অল্প সংখ্যক ছিলেন

তখন ইসলাম ধর্মের সহায়তার জন্য ছাহাবা কেরাম যৎসামান্য যাহা করিয়াছেন অন্যে যদি জীবন ভরিয়া কঠোর ব্রত পালন করেও এবাদত বন্দেগী করে, তাহা উক্ত সামান্য কার্যের তুল্য হইবে না। এই হেতু হযরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ওহুদ পর্বত তুল্য স্বর্ণ প্রদান করে, তাহা ছাহাবাগণের এক সের বা অর্ধ সের যব প্রদান করার তুল্য হইবে না। (বোখারী)। হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজীঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে-ঈমান আনিতে ও ইছলাম ধর্ম গ্রহণে তিনি পুরোগামী ছিলেন এবং স্বীয় জীবন ও প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করিতে ও তাহার উপযোগী খেদমত করিতেও তিনি সকলের অগ্রগামী ছিলেন। এই হেতু তাঁহার প্রশংসায় নিম্ন আয়াত শরীফ নাজেল হইয়াছে যে, "তোমাদের যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা এবং যাহারা পরে দান ও যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা সমতুল্য নহে।" উহারা অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দানকারীগণ পরবর্তী দান ও যুদ্ধকারী হইতে উচ্চ মর্তবাধারী। অবশ্য প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ-পাক উৎকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ বেহেস্ত প্রদানের ওয়াদা করিয়াছেন। এক সম্প্রদায় অন্য সকল ছাহাবার প্রশংসাদী দর্শনে হযরত ছিদ্দিকের শ্রেষ্ঠত্বে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে। তাহারা ইহা জানে না যে, প্রশংসাদী কর্তৃক যদি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইত হবে উম্মতের অনেক ব্যক্তি যাহারা প্রশংসাপ্রাপ্ত, স্বীয় নবী (ছঃ) হইতে যাহারা উক্ত রূপ প্রশংসা প্রাপ্ত নহেন তাহারা শ্রেষ্ঠ হইত। অতএব জানা গেল যে, শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ইহা ভিন্ন অন্য বস্তু। এ ফকীরের ধারণায় উহা দীন ইসলামের সাহায্যে অগ্রগামী হওয়া এবং তৎসাহায্যে জানমাল ব্যয়ে পুরাগীম হওয়া। যখন পয়গম্বর (আঃ) এ বিষয়ে সকলের অগ্রগামী তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ এ বিষয় যাহারা অগ্রগামী হইবে তাহারা অবশিষ্টগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে। দীন ইসলামের কার্যে অগ্রগামী ব্যক্তি যেন পরবর্তীগণের শিক্ষক স্বরূপ। পরবর্তীগণ পুরোগামীগণের নূর বা আলোক দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে এবং তাহাদের ফয়েজ বরকত গ্রহণ করে। এই উম্মতের মধ্যে আমাদের পয়গম্বর (ছঃ)-এর পর এই উচ্চ দৌলত লাভকারী হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) যেহেতু হযরত রছুল (ছঃ) এবং শরীয়তের সহায়তা করণার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা, যুদ্ধ ও প্রতিরোধ করা, স্বীয় মান সম্মানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা এবং বাদ-বিষম্বাদ উৎপাটিত করার বিষয়সমূহে তিনি পুরোগামীগণের পুরোগামী ছিলেন। অতএব সর্ববাদী সম্মতিক্রমে তিনি অন্য সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। হযরত নবী করিম (ছঃ) হযরত ওমর ফারুকের সাহায্য দ্বারা ইসলামের ইজ্জত ও প্রাবল্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ-পাক স্বীয় হবীব পাকের সাহায্যার্থে ইহজগতে তাঁহাকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। যথা আল্লাহ-পাক ফরমাইয়াছেন, "হে নবী (ছঃ), আপনার জন্য আল্লাহতায়ালা এবং যে সকল মোমেন আপনার অনুগামী তাহারাই যথেষ্ট"। হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হযরত ওমর ফারুকের ইসলাম গ্রহণ বলিয়াছেন। অতএব হযরত ছিদ্দীক (রাঃ)-এর পর হযরত ওমর ফারুকের শ্রেষ্ঠত্ব অবধারিত। এই হেতু ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ এই দুই বোজর্গের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি একতাবদ্ধ হইয়াছেন। অপিচ হযরত আলী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে-হযরত আবুবকর ও

ওমর (রাঃ) এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেহ তাহাদের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে, তবে সে মিথ্যা অপবাদকারী। আমি তাহাকে মিথ্যা দোষারোপকারীদের ন্যায় বেত্রাঘাত করিব। আমি এ বিষয় বিস্তৃত বর্ণনা স্বীয় পুস্তকাদিতেও করিয়াছি। এস্থলে ইহা হইতে অধিক লিখার অবকাশ নাই। যে নিজেকে পয়গম্বর (ছঃ)-এর ছাহাবাতুল্য ধারণা করে, সে নিতান্ত নির্বোধ এবং যে নিজেকে পূর্ববর্তীগণের অন্তর্ভুক্ত ধারণা করে সে হাদীছ ও ছাহাবাগণের বর্ণনাদি হইতে অজ্ঞ। অবশ্য ইহা জানা উচিৎ যে, পুরোগামী হওয়া সৌভাগ্য–যাহা শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তাহা প্রথম জামানার সহিত বিশিষ্ট। অর্থাৎ যাহারা হযরত নবী-করিম (ছঃ)-এর সংসর্গলাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছেন তাহাদের জন্য বিশিষ্ট। অন্য সকল জামানায় ইহা সংঘটিত নহে। অর্থাৎ কোন জামানার পরবর্তীগণ অন্য কোন জামানার পুরোগামীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হয় না। কিন্তু এক জামানার মধ্যে পরবর্তীগণ, পূর্ববর্তীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। আল্লাহতায়ালা দোষারোপকারীগণকে চক্ষু প্রদান করুক। তাহারা যেন মোসলমান, মো'মেনের প্রতি শুধু ধারণার বশীভূত হইয়া দোষারোপ করা এবং হিংসা ও পক্ষপতিত্বের জন্য মোসলমানকে কাফের বা গোমরাহ্ বলার কদর্যতা অবলোকন করিতে সক্ষম হয়। ইহার কি আর চিকিৎসা করা যাইবে। যদি তাহারা কাফের বা ভ্রষ্ট বলার উপযোগী না হন তবে বক্তার উপরই উহা যাইয়া পড়িবে এবং কুফরের আঘাত ঘাতকের প্রতি প্রবর্তিত হইবে, ইহা পয়গম্বর (ছঃ)-এর হাদীছেও বর্ণিত আছে।

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপকার্যের অতিরিক্ততা সমূহ ক্ষমা কর; এবং আমাদের পদ দৃঢ় রাখ ও কাফেরদিগের প্রতি আমাদিগকে সাহায্য কর। আসল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হই, এবং দ্বিতীয় দলের কথা আলোচনা করি যে (পক্ষান্তরে) উক্ত অবস্থাধারী ব্যক্তির প্রতি দোষারোপকারীগণ যদি শেরেক বা সমকক্ষতার বিশ্বাস না রাখেন এবং তাহাকে কাফের বলিয়া ধারণা না করেন, তখন তাহার অবস্থা দুই প্রকার না হইয়া উপায় নাই। হয়তো তাহার ঘটনা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে হইবে, কিন্তু ইহা অসৎ ধারণা যাহা মোসলমানের প্রতি প্রয়োগ শরীয়ত গর্হিত কার্য। পক্ষান্তরে যদি তাহাকে মিথ্যুক না জানেন এবং শেরেক বা সমকক্ষতা বিশ্বাসকারী বলিয়া ধারণা না করেন তাহা হইলে তাহার প্রতি দোষারোপ বা নিন্দা ও অপবাদের কারণ কি ? সত্য ঘটনাটিকে সৎভাবে স্থাপন করা উচিৎ। ইহা নহে যে, সত্য ঘটনার মালিকের প্রতি দোষারোপ করা যায় ও তাহাকে মন্দ বলা হয়।

যদি বলেন যে, এরূপ অপ্রীতিকর অবস্থা প্রকাশ করতঃ কোলাহল সৃষ্টি করার কারণ কি ? তদুত্তরে বলিব যে, তরিকার মাশায়েখগণ হইতে এইরূপ ঘটনাবলী প্রকাশের বহু নজির আছে এবং ইহা যেন তাঁহাদের প্রচলিত অভ্যাস যেরূপ। ইহা ইসলামের মধ্যে প্রথম বোতল ভাঙ্গা নহে (অর্থাৎ নতুন ব্যাপার নয়)। ইহা সৎ উদ্দেশ্য ও সৎ ইচ্ছা ব্যতীত নহে। অনেক সময় স্বীয় পীরের নিকট এইরূপ খোদাপ্রদত্ত অবস্থা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য, সত্যাসত্যের বিষয়ে তাঁহার মতামত অবগত হওয়া অর্থাৎ যেন পীর ইহার ভালমন্দ অবগত করাইয়া দেন এবং উহার তাবির বা ফলাফলের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। আবার অনেক সময়

তালেবগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে এবং অনেক সময় ইহার কোন উদ্দেশ্য থাকে না; শুধু অবস্থার চাপে মত্ততার প্রাবল্যে এসব কথা আলোচিত হইয়া থাকে, যাহাতে দুই-এক নিশ্বাস ফেলিয়া মনের উষ্ণতা দূর হয় ও প্রাণে শান্তি পায়। যে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থা বর্ণনা কর্তৃক লোকসমাজে প্রচারিত ও ঘোষিত হইবার এবং সর্বসাধারণকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য রাখে, সে মিথ্যা দাবীকারী, দুর্জন; তাহার উক্ত অবস্থা সমূহ তাহার প্রাণের বিপদ এবং তাহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে হেদায়েত করার পর আমাদের অন্তঃকরণ বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর। তুমি প্রচুর প্রদানকারী"। এবং আমি আমার নফ্ছকে (প্রবৃত্তিকে) পবিত্র বলিয়া ব্যক্ত করি না, নিশ্চয় নফ্ছ (প্রবৃত্তি) অসৎ কার্যের প্রতি অতিশয় উদ্বুদ্ধকারী। অবশ্য যাহাকে আমার প্রতিপালক অনুগ্রহপূর্বক রক্ষা করেন, সে–ব্যতীত। "নিশ্চয় আমার প্রভু গফুরুর রহিম ক্ষমতাশীল, দয়াময়।" আপনি ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পয়গম্বর (দঃ) ও অলিউল্লাহ্গণ ইহজগতে অধিকতর বিপদাপদে লিপ্ত থাকেন। যেরূপ কথিত আছে যে, অত্যধিক কঠিন বিপদ পয়গম্বরগণের প্রতি, তৎপর অলিগণের প্রতি, তৎপর যে, যত ভাল তাহার প্রতি তদ্রূপ হইয়া থাকে এবং আল্লাহতায়ালা স্বীয় কালাম মজিদে ফরমাইয়াছেন যে "তোমাদের প্রতি যে সকল বিপদ আসে, তাহা তোমাদের হস্তের অর্জনের জন্যই আসিয়া থাকে"। এই আয়াত শরীফ হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, যে ব্যক্তির পাপ অধিক, তাহার প্রতি বিপদাপদ অধিকতর আসিবে। তাহা হইলে পয়গম্বরগণ ও অলিউল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলের প্রতি কঠিন বিপদ আসা উচিৎ, পয়গম্বরগণ ও অলিগণের প্রতি নহে। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং অথবা ব্যপদেশে এই বোজর্গগণ আল্লাহতায়ালার মহবুব ও প্রিয় ব্যক্তি এবং বিশিস্ট নৈকট্যধারী। প্রিয় ও বিশিষ্ট নৈকট্যধারীগণের প্রতি বিপদ-আপদ অর্পণ করা এবং তাঁহাদিগকে কষ্ট ও পরিশ্রমে নিক্ষেপ করা কিভাবে সঙ্গত হয়। শত্রুগণ সুখশান্তির মধ্যে অবস্থিত এবং বন্ধুগণ বিপদ– কষ্টে জর্জরিত। ইহা কিরূপে হইতে পারে? জানিবেন "আল্লাহতায়ালা আপনাকে সুপন্থা ও সরল পথ প্রদান করুন" যে, ইহজগত সুখশান্তি ও লজ্জত উপভোগের জন্য সৃষ্ট নহে। আখেরাত বা পরবর্তী জগত সুখশান্তির জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যখন দুনিয়া এবং আখেরাত পরস্পর বিপরীত ও সপত্নী তুল্য, তখন ইহাদের একটির সন্তুষ্টি অন্যটি অসন্তুস্টির হেতু বটে। ইহাদের একটির লজ্জত ও সুখ অপরটির কষ্ট ও দুঃখের কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহজগতে শান্তি অধিক উপভোগ করিবে সে ব্যক্তি পরকালে অধিকতর ক্লিষ্ট ও লজ্জিত হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইহকালে কষ্ট ও বিপদে অভিভূত থাকিবে, সে আখেরাতে সুখ শান্তি ও লজ্জত অধিকতর উপভোগ করিবে ও সন্তুষ্ট থাকিবে। পরকালের তুলনায় ইহকালের স্থায়িত্ব অতি সামান্য; মহাসাগরের সহিত বিন্দুর যে তুলনা হয়, ইহাদের মধ্যে তাহাও নিবারিত। যাহার অন্ত আছে; অনন্তের সহিত তাহার কি আর তুলনা হইতে পারে। সুতরাং আল্লাহতায়ালার অশেষ অনুগ্রহে স্বীয় বন্ধুগণকে সামান্য কয়েকদিনের জন্য কষ্ট প্রদান করতঃ

অনন্তকালের সুখ-শান্তির মধ্যে পরিতৃপ্ত রাখিবেন এবং তদীয় শত্রুগণকে কৌশলে ও সাময়িক উন্নতি প্রদানে সামান্য কয়েকদিন সুখ-শান্তি প্রদান করতঃ চিরকালের কষ্টে ও বিপদে আক্রান্ত রাখিবেন।

প্রশ্ন ঃ–কাফের ভিক্ষুক দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় স্থানে মহরূম ও বঞ্চিত। তাহার দুনিয়ার কষ্ট আখেরাতের শান্তির কারণ হইল না কেন, ইহার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ–কাফের আল্লাহতায়ালার দুষমন ও শত্রু, সে চিরস্থায়ী শাস্তির উপযোগী। ইহজগতে তাহার উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করা এবং তাহাকে বহালচিত্তে বর্তমান রাখা তাহার জন্য একমাত্র নেয়ামত এবং শান্তি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ। এই কারণেই ইহজগতে কাফেরদের জন্য জান্নাত বা স্বর্গ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ফলকথা তাহাদের অনেককে আল্লাহতায়ালা ইহজগতে আযাব হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং তদুপরি সুখশান্তি প্রদান করিয়াছেন। আবার কোন কাফেরকে আযাব হইতে মুক্ত করিয়াছেন মাত্র, সুখশান্তি প্রদান করেন নাই। তাহাকে শাস্তিমুক্ত করিয়া যে অবসর প্রদান করা হইয়াছে, ইহাই তাহার জন্য যথেষ্ট। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কৌশল ও রহস্য নিহিত আছে।

প্রশ্ন ঃ– আল্লাহ্তায়ালা সর্বশক্তিমান যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তিনি তাহার বন্ধুগণকে উভয় জগতের সুখশান্তি প্রদান করিতে পারেন, যাহাতে ইহার একটি–অপরটির দুঃখকষ্ট উপভোগের কারণ না হয় ?

উত্তর ঃ– ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তাহারা ইহজগতের কয়েকদিনের দুঃখ কষ্ট ভোগ না করিলে অনন্তকালের সুখশান্তির মূল্য বুঝিতেন না এবং চির সুস্থতার অবদান যথাযথরূপে অনুভব করিতে পারিবেন না, যথা–ক্ষুধাতুর না হইলে খানার পূর্ণ লজ্জত প্রাপ্ত হয় না এবং গ্রেপ্তার না হইলে মুক্ত হওয়ার মূল্য বুঝে না। সুতরাং সাময়িক কষ্টের উদ্দেশ্য অনন্তকালের পূর্ণ লজ্জত প্রাপ্তি। ইহা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ, যাহা সাধারণের চক্ষে তাঁহার রোষ হিসাবে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার দ্বারা অনেকে পথপ্রাপ্ত হয় এবং অনেকে পথভ্রষ্ট হয়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, উক্ত বিপদ কষ্ট সমূহ যদিও সাধারণের নিকট কষ্টদায়ক কিন্তু উহা যখন সর্বগুণময় সৌন্দর্যের আকর আল্লাহতায়ালার পবিত্র জাত হইতে সমাগত, তখন উহা ইহাদের নিকট লজ্জত বা শান্তির কারণ বটে। ইহারা বিপদ-আপদ হইতে ঐরূপ আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সুখ-শান্তি হইতে যেরূপ প্রাপ্ত হন। বরং বিপদের মধ্যে ইহারা অধিকতর শান্তি লাভ করেন। যেহেতু উহাতে নিছক প্রিয়জনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, কিন্তু সুখ-শান্তি উক্ত বৈশিষ্ট্য রহিত। যেহেতু প্রত্যেকের নফ্ছ বা প্রবৃত্তি শান্তি কামনা করে এবং বিপদাপদ হইতে রক্ষার চেষ্টা করে। অতএব এই বোজর্গগণের নিকট সুখ-শান্তি হইতে বিপদই শ্রেষ্ঠ এবং ইহারা বিপদের মধ্যেই অধিক লজ্জত বা আস্বাদ প্রাপ্ত হন। ইহাদের নিকট বিপদাদি একমাত্র ইহজগতে লজ্জত বা আস্বাদের বস্তু। আল্লাহপাক এই দুনিয়ার মধ্যে যদি

এই লবণত্ব না রাখিতেন তাহা হইলে ইহারা উহাকে এক যবের পরিবর্তেও ক্রয় করিতেন না এবং ইহার মধ্যে এই মাধুর্য্য না থাকিলে ইহাদের চক্ষে দুনিয়া অনর্থক বস্তুতুল্য হইত। জনৈক কবি বলিয়াছেন–

তব প্রেম হ'তে এই বাসনা আমার,
দুঃখ- যাতনায় থাকি ক্লিষ্ট অনিবার।
নতুবা আকাশ তলে সুখের ছামান
আছে নাকি ? কম কিছু তব অবদান।

অতএব আল্লাহতায়ালার দোস্তগণ ইহকালেও আস্বাদপ্রাপ্ত এবং পরকালেও আহ্লাদিত ও সুখী। পার্থিব এই আস্বাদ ও লজ্জত পরকালের সুখশান্তির সহিত কোনরূপ দ্বন্দ্ব রাখে না। যে লজ্জত পরকালের সহিত বিরূপভাবাপন্ন তাহা অন্য লজ্জত; তাহা সর্বসাধারণের জন্য লাভ হইয়া থাকে। হে খোদা, তুমি স্বীয় দোস্তগণকে কি (ভাবে সৃষ্টি করিয়াছ) যে, অন্যের কষ্টের কারণ যাহা, তাহা ইঁহাদের লজ্জত ও সুখের কারণ এবং অন্য সকলের জন্য যাহা জহমত বা বিপর্যয় ইহাঁদের জন্য তাহা রহমত বা শান্তি। আবার যাহা অন্যের জন্য কষ্ট , তাহা ইহাদের জন্য ইষ্ট। মানুষ সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়। কিন্তু এই বোজর্গগণ সুখে সুখী এবং দুঃখেও প্রফুল্যচিত্ত হইয়া থাকেন। কেননা ইহাদের লক্ষ্য ভাল-মন্দ কার্যসমূহের বৈশিষ্ট্য হইতে উৎপাটিত হইয়া কার্যের কর্তা, যিনি বাস্তব ও অবাধ সুন্দর, তাঁহার সৌন্দর্যের প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রণয়হেতু তদীয় যাবতীয় কার্য প্রিয় ও আহ্লাদপ্রদ হইয়াছে। অতএব চিরসুন্দর কর্তার ইচ্ছায় বিশ্বে যে কোন কার্য সংঘটিত হইতেছে তাহা যদিও তাঁহাদের জন্য কষ্ট–ক্ষতির কারণ হয় তথাপি উহা প্রিয়জনের বাসনা ও ইচ্ছা বলিয়া তাঁহাদের জন্য লজ্জতপ্রদ ও আস্বাদজনক হয়। হে খোদা, ইহা তোমার কি অনুগ্রহ ও মর্যাদাশীল অবদান যে, এইরূপ গুপ্ত ও মনঃপুত নে'মত ও অবদান অপরের কূটিল দৃষ্টি হইতে গোপন করতঃ স্বীয় বন্ধুগণকে উহা প্রদান করিয়াছ এবং সকল সময় ইঁহাদিগকে স্বীয় ইচ্ছার প্রতি দন্ডায়মান ও বহাল রাখিয়া লজ্জতপ্রাপ্ত করিয়াছ। অমনপুতঃ ও কষ্টদায়ক বস্তু সমূহ যাহা অপরের (শত্রুদের) অংশ, তাহা ইঁহাদের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়াছ। লজ্জিত ও অপদস্ততা যাহা অন্যের জন্য অপযশ তাহাকে ইঁহাদের জন্য সৌন্দর্য ও পূর্ণতা করিয়াছ এবং মনোবাঞ্ছা অপূর্ণতা ও অকৃতকার্য হওয়ার মধ্যেই মানোবাঞ্ছা পূর্ণ ও কৃতকার্য হওয়া গচ্ছিত রাখিয়াছ। অন্য সকলের নিয়মের বিপরীত ইঁহাদের এইরূপ পার্থিব লজ্জত ও সুখ পরকালের উন্নতির কারণ করিয়াছ। "ইহা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের অবদান। যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে ইহা প্রদান করেন। আল্লাহপাক অতি উচ্চ ও প্রাচুর্য্যময়।"

তৃতীয় উত্তর ঃ এই যে, ইহজগৎ পরীক্ষার স্থান। এ স্থলে– সত্যাসত্য সম্মিলত আছে অতএব, যদি দোস্তগণের প্রতি বিপদাপদ অর্পণ না করেন, শুধু দুষমনদিগের প্রতি অর্পণ করেন তাহা হইলে দোস্ত-দুষমন পৃথক হইয়া যাইবে, এবং পরীক্ষার কৌশল পণ্ড হইবে যাহা ঈমান–বাগায়েব বা অদৃশ্য ঈমান নিবারণকারী। পরন্তু উহার মধ্যেও পরকালের অপার

সৌভাগ্য নিহিত আছে। আল্লাহতায়ালার ফরমান "যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছে।" আরও বলিয়াছেন –"আল্লাহকে এবং তাঁহার রছুলকে না দেখিয়া কাহারা সাহায্য করে –তাহা অবগত হওয়ার জন্য, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা শক্তিশালী ও প্রবল" ইহা উল্লেখিত বিষয়ের ইঙ্গিতস্বরূপ। অতএব আল্লাহাতায়ালা শত্রুদের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করতঃ স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি দৃশ্যত বিপদ প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে পরীক্ষার কৌশল পূর্ণ হয়। দোস্তগণ উক্ত বিপদের মধ্যেই লজ্জত প্রাপ্ত হন। কিন্তু শত্রুদিগের অর্ন্তচক্ষু অন্ধ, অতএব তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত। "ইহার দ্বারা অনেকেই পথভ্রষ্ট হয় এবং অনেকেই পথপ্রাপ্ত হয়।" (কোরান) পয়গম্বর (দঃ) গণের সহিত কাফেরদিগের এইরূপ অবস্থা ছিল; কখনও ইহারা জয়ী হইতেন, কখনও কখনও উহারা জয়ী হইত। বদরের যুদ্ধে মোছলমানগণ বিজয়ী হইলেন, এবং ওহোদের যুদ্ধে কাফেরদিগের প্রাবল্য হইল। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন-"যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছ তবে তাহারাও তদনুরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। জনগণের মধ্যে এই দিবসগুলি আমরা আবর্তিত করিতেছি, আল্লাহ পাক যাহাতে বিশ্বাসীদিগের সন্ধানপ্রাপ্ত হন এবং যাহাতে তোমাদের মধ্যে ইহার সাক্ষী থাকে।" আল্লাহাতায়ালা অত্যাচারীগণকে ভালবাসেন না এবং যাহাতে ঈমানদারগণকে আল্লাহতায়ালা বিশুদ্ধ করিয়া লন ও কাফেরদিগকে বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন করেন।"

৪র্থ উত্তর ঃ আল্লাহাতায়ালা যদিও সকল বিষয় সক্ষম এবং তিনি স্বীয় দোস্তগণকে ইহ-পরকাল উভয় জগতে সুখশান্তি প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহার হেকমত বা কৌশল ও আস্বভাবের বিপরীত হয়। আল্লাহ-পাক স্বীয় ক্ষমতাবলীকে, কৌশল ও অভ্যাসের আড়ালে গুপ্ত রাখা পছন্দ করেন এবং সূত্র ও সরঞ্জামকে তাহার তিরস্করণী বা যবনিকা স্বরূপ করিয়াছেন। অতএব ইহ-পরকালের বৈপরিত্যানুযায়ী ইহকালে তাঁহার দোস্তগণের প্রতি বিপদ অর্পণ না করিয়া উপায় নাই। যাহাতে পরকালের নেয়ামত তাঁহাদের জন্য সুখময় ও শান্তিপ্রদ হয়। মূল প্রশ্নের উত্তরেও ইহার ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে।

এখন আসল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করি এবং মূল প্রশ্নের উত্তরে উপসংহার বর্ণনা করি যে, পাপ যদিও বিপদাপদ আসার কারণ, তথাপি বিপদাপদ কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে পাপের কাফ্ফারা বা ক্ষতি পূরণ ও সংশোধন হয় এবং তৎকর্তৃক উক্ত পাপের তমসাদি বিদূরীত হয়। অতএব আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ যে তিনি স্বীয় দোস্তগণকে বিপদগ্রস্ত করেন, যাহাতে তাহাদের গোনাহের কাফফারা এবং উহার তমসাদি বিদূরীত হয়। দোস্তগণের গোনাহ্ বা পাপ শত্রুদিগের পাপের তুল্য ধারণা করিবেন না, "নেককার (পুণ্যবান)গণের 'পুণ্য–নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পাপতুল্য"–হাদিসটি শুনিয়া থাকিবেন। অতএব যদি তাহাদের দ্বারা কোন অনিষ্ট ও অবশীভাব ঘটে, তাহা অন্য সকলের পাপ ও অবাধ্যতার মত নহে। হয়তো তাহা ভুলভ্রান্তি স্বরূপ হইয়া থাকে, স্বেচ্ছাকৃত নহে। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন" এবং নিশ্চয়ই আমরা ইতিপূর্বে আদম আলায়হেচ্ছালামের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা বিস্মৃত হইলেন, তাহার মধ্যে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলাম না"। সুতরাং বিপদ আপদের আধিক্য

গোনার ক্ষতি পূরণের আধিক্যের চিহ্ন, পাপের আধিক্যের চিহ্ন নহে। দোস্তদিগের প্রতি বিপদ আপদ অর্পণ করেন, যাহাতে তাঁহাদের গোনার ক্ষতি পূরণ অধিকভাবে হয় এবং নির্মল ও পবিত্র করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যান, ও পরকালের কষ্ট পরিশ্রম হইতে রক্ষা করেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত রছুল (ছঃ)-এর মৃত্যুর কষ্টের সময় মাই ফাতেমা জহ্‌রা (রাঃ) ও তাঁহার প্রতি দয়া ও অনুকম্পা বশতঃ কষ্ট পাইতেছিলেন। যেহেতু তাঁহার বিষয় হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, ফাতেমা আমার দেহের অংশ বিশেষ। যখন হযরত রছুল (ছঃ) তাহার উক্তরূপ অস্থিরতা ও কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, তখন তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে ফরমাইলেন যে, "তোমার পিতার এই কষ্টই শেষ কষ্ট, ইহার পর তাহার আর কোনই কষ্ট নাই।" ইহা অতি সৌভাগ্য যে, অত্যন্ত কঠিন ও চিরস্থায়ী আজাব-শাস্তি কয়দিনের পরিশ্রমে চলিয়া যায়। দোস্তদিগের সহিতই এইরূপ ব্যবহার করা হয়, অন্যের (অরিদের) সহিত নহে। তাহাদের ইহজগতের পাপের যথোপযুক্ত কাফফারা হয় না, বরং পরকালের জন্য তাহা থাকিয়া যায়। অতএব দোস্তগণ অধিকতর বিপদাপদের উপযোগী; অন্যরা নহে। যেহেতু তাহাদের গোনাহ্‌ কবিরা বা অতি বৃহৎ পাপ এবং তাহারা আল্লাহাতায়ালার নিকট কাঁদাকাটি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে না, ও নির্ভয়ে গোনাহ্‌ করিয়া থাকে। বরং পাপকার্যে তাহারা দৃঢ়সংকল্প। অবাধ্যতা হইতেও তাহারা মুক্ত নহে। এ পর্যন্ত যে, তাহারা আল্লাহতায়ালার আয়াত সমূহের প্রতিও তিরস্কার, ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত পাপের পরিমাণানুযায়ী হইয়া থাকে, যদি পাপ সামান্য হয়, তবে প্রায়শ্চিত্তও লঘু হয় এবং সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট কাঁদা-কাটি করে। সুতরাং পার্থিব বিপদাপদ কর্তৃক তাহার ক্ষতি পূরণ হইয়া যায়। কিন্তু যদি পাপ গুরুতর হয়, তখন উক্ত পাপী ব্যক্তি অবাধ্যতা ও অহঙ্কার করে। উক্ত ব্যক্তির পাপের প্রায়শ্চিত্ত পরকালে হইবার যোগ্য, যাহা অতি কঠিন ও স্থায়ী হইয়া থাকে। "আল্লাহতায়ালা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, বরং তাহারাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে" (কোরান)।

আপনি লিখিয়াছেন যে, অনেকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে এবং বলে— যে, আল্লাহ পাক স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি বিপদাদী প্রদান করে কেন। তাহাদিগকে সকল সময় সুখ-শান্তিতে রাখে না কেন ? তাহাদের এরূপ বলার অর্থ তাঁহাদিগকে অস্বীকার করা, (অর্থাৎ) ইহারা দোস্ত নহেন বলিয়া প্রমাণ করা। হযরত রাছুল (ছঃ)-এর বিষয় কাফেরগণও এইরূপ কথা বলিত। যথা তাহারা বলিত যে, "ইনি কেমন রছুল, পানাহার করেন এবং বাজারে চলাফেরা করেন, ইহার প্রতি ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয় নাই কেন? তাহাদের সহিত ভীতি প্রদর্শনকারী হইত। অথবা ইহার প্রতি বহু গচ্ছিত ধন নিক্ষিপ্ত হয় নাই কেন ? কিংবা ইহার জন্য একটি উদ্যান হয় নাই কেন ? যাহা হইতে তিনি ভক্ষণ করিতেন"। তাহাদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য পরকাল এবং পরকালের চিরস্থায়ী শাস্তি ও শান্তি অস্বীকার করা এবং দুনিয়ার অস্থায়ী লজ্জতের প্রতি নির্ভর করা ও তাহাকে মূল্যবান জানা। যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, এবং তথাকার আজাব ছওয়াবকে চিরস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করে, পার্থিব বিপদাপদ তাহার নজরে সামান্য

বলিয়া অনুমিত হইবে। বরং সাময়িক পরিশ্রম অনন্তকালের সুখের কারণ হিসাবে এই কষ্ট তাহার নিকট শান্তি বলিয়া অবধারিত হইবে। আপনি লোকের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। বিপদাপদ প্রেম-মহব্বতের বিশ্বস্ত সাক্ষীস্বরূপ। যাহাদের অন্তঃকরণ অন্ধ, তাহারা যদি ইহাকে মহব্বতের প্রতিবন্ধক বলিয়া অনুমান করে তাহার আর কি করা যাইবে। মুর্খদিগের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া ও তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করা ভিন্ন উপায় কি ? "আপনি সুষ্ঠুরূপে ধৈর্য্য ধারণ করুন" (কোরান)।

মূল প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে ঃ এই যে বিপদাপদ প্রিয়জনের বেত্রদণ্ড তুল্য; প্রেমিককে অন্যের প্রতি লক্ষ্য করা হইতে বিরত রাখে এবং পূর্ণরূপে প্রিয়জনের প্রতি আকৃষ্ট করে। অতএব বন্ধুগণই বিপদাপদের উপযোগী। এবং এই বিপদ সমূহ তাহাদের অন্যের প্রতি লক্ষ্য করা পাপের কাফ্ফারা বা সংশোধক বটে। দোস্তগণ ব্যতীত অপর কেহ এই সৌভাগ্য প্রাপ্তির যোগ্য নহে। তাহাদিগকে (অপ্রিয়গণকে) বলপূর্বক প্রিয়জনের নিকট কি কারণে লইয়া আসা হইবে। আল্লাহতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন বলপূর্বক হইলেও তাহাকে প্রিয়জনের নিকট লইয়া আসেন, এবং তাহাকে মহবুব বা প্রিয় করিয়া লন। পক্ষান্তরে যাহাকে লইয়া আসার ইচ্ছা করেন না, তাহাকেই তাহার মতই পরিত্যাগ করেন, তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করেন না। কিন্তু সে যদি ভাগ্যবান হয় তবে সে 'এনাবাত' বা খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করার পথে হস্তপদ মারিতে থাকিবে, এবং আল্লাতায়ালার অনুগ্রহে মকছুদ বা মনের উদ্দেশ্যে উপনীত হইবে। অন্যথায় সে জানে এবং তাহার কার্য জানে (তাহার কিছুই লাভ হইবে না)। "হে খোদা, তুমি আমাকে আমার প্রতি এক পলকের জন্যও ন্যস্ত করিও না।" অতএব জানা গেল যে, "মোরাদ' বা আল্লাহর মনোনীত ও আকাঙ্খিত ব্যক্তিগণের প্রতি 'মুরিদ' বা আকাঙ্খাকারীগণ হইতে বিপদাপদ অধিক হইয়া থাকে। এই হেতু 'মোরাদ' বা আকাঙ্খিত ও প্রিয়গণের শীর্ষস্থানীয় হযরত মোহাম্মদ (ছঃ) বলিয়াছেন যে, "কোন নবীই ঐরূপ ক্লিষ্ট হয় নাই, যেরূপ আমি ক্লিষ্ট হইয়াছি।" সুতরাং বিপদাপদ সংযোজনকারী ঘটকতুল্য, সুন্দরভাবে পথ প্রদর্শন করতঃ দোস্তকে দোস্তের নিকট উপনীত করে। এবং অন্যের প্রতি দৃকপাত করা হইতে পরিষ্কার ও রক্ষা করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, দোস্তগণ যদি কোটি কোটি টাকা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহারা উহার বিনিময়ে বিপদাপদ ক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অপর ব্যক্তিগণ কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে হইলেও উক্ত বিপদাপদ অপসারিত করার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন ঃ– অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইলে দোস্তগণের মধ্যেও কষ্ট, অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ইহার কারণ কি?

উত্তর ঃ– তাঁহাদের উক্ত কষ্ট ও অস্থিরতা বাহ্যিক অস্থিরতা ও মানবিক স্বভাব অনুযায়ী অস্থিরতা। কোন বিশিষ্ট কারণবশতঃ আল্লাহ পাক তাহাদের মধ্যে ইহা বর্তমান রাখিয়াছেন। কেননা নফছের সহিত জেহাদ বা যুদ্ধ ইহা ব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে না। শুনিয়া থাকিবেন যে, ইহ–পরকালের সরদার হযরত নবীয়ে করিম (ছঃ) হইতেও তাঁহার

পরলোকগমনের সময় কিরূপ অস্থিরতা ও অস্বস্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। উহা তাহার নফছের সহিত অবশিষ্ট জেহাদ ছিল, যাহাতে খোদাতায়ালার শত্রুদের সহিত মোকাবিলা করিয়া তাঁহার শেষ যাত্রা হয়। তাঁহার কঠোর পরিশ্রম কর্তৃক মানবীয় গুণাবলী সমূলে উৎপাটিত হওয়া এবং নফ্‌ছ পূর্ণ অনুগত হইয়া প্রকৃতরূপে 'মোৎমায়েন্না' বা শান্ত ও পাক-পবিত্র হওয়া প্রতীয়মাণ হইতেছে। অতএব বিপদাপদ প্রেম নগরের দাল্লাল বা সংযোজনকারী ঘটকতুল্য বলিয়া সাব্যস্ত হইল। যাহার মধ্যে প্রেম-মহব্বত নাই সে ঘটক কি করিবে ও তাহার জন্য ঘটকের কোনই আবশ্যক করে না বরং তাহার নিকট ঘটকের কোন মূল্যই নাই। বিপদ আসার অপর এক কারণ এই যে, ইহার দ্বারা সত্য প্রেমিক এবং মিথ্যা দাবীকারীর পার্থক্য সাধিত হয়। অর্থাৎ যদি সত্য প্রেমিক হয় সে, বিপদে লজ্জত প্রাপ্ত ও পরিতৃপ্ত হয়, এবং যদি মিথ্যা দাবীকারী হয় তাহা হইলে বিপদে শুধু ক্লিষ্ট হয় মাত্র। সত্য প্রেমিক ব্যতীত ইহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না। সে প্রকৃত দুঃখকষ্ট বাহ্যিক দুঃখকষ্ট হইতে পৃথক বুঝিতে পারে এবং প্রকৃত মানবীয় গুণাবলী বাহ্যিক মানবীয় গুণাবলী হইতে বিভিন্ন করিতে সক্ষম হয়। "অলিগণ, অলিকে চিনিতে পারে"। বাক্যটি ইহারই প্রতি ইঙ্গিত মাত্র। আল্লাহপাক সরল পথের প্রতি নির্দেশ প্রদানকারী। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি আদম বা নাস্তিকে নিছক অস্তিত্ব বিহীন বলিয়াছেন। তাহা হইলে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। অতএব যখন তাহার অস্তিত্ব নাই তখন ধারণার মধ্যে তাহার যে অস্তিত্ব সৃষ্টি হয় তাহার সহিত উহার যোগাযোগ ও উন্নতি কিভাবে হইতে পারে? যদিও বা হয় তবে তাহাও ধারণার মধ্যে হইবে, এবং ধারণার মধ্যে হইলে উহা খেয়াল বা অনুমান হইতে কিরূপে বহিস্কৃত হইবে?

জানিবেন যে, 'আদম' যদিও অস্তিত্ব শূন্য তথাপি এই সমস্ত কারবার তাহারই প্রতি দণ্ডায়মান বিস্তৃতি ও আধিক্যের উৎপত্তি উহার দর্পণত্বের দ্বারাই হইয়াছে, এবং আল্লাহতায়ালার এছ্‌ম সমূহের এলমস্থিত আকৃতি সমূহ উক্ত আদমের আর্শিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহাকে পার্থক্য দান করিয়াছে, এবং এল্‌ম-এর স্তরে উহার স্থিতি দণ্ডায়মান করিয়াছে। সুতরাং নিছক শূন্যতা হইতে উহাকে মুক্তকরতঃ উহাকে কার্যকলাপ ও আদেশাদির স্থান করা হইয়াছে। এই আদেশ বা কার্যকলাপ এল্‌ম গৃহের বাহিরেও বর্তমান আছে, এবং ধারণার স্তরেও বিদ্যমান আছে। উহা যখন আল্লাহতায়ালার কারিগিরি ও সৃষ্টি নৈপুণ্য কর্তৃক ধারণার স্তরে অবস্থিতি ও দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে এ পর্যন্ত যে, ধারণা অপসারিত হইলেও উহা অপসৃত হইবে না। তখন বলা যাইতে পারে যে, এই হুকুম–আদেশাদি বাস্তব জগত বা বহির্জগতস্থিত। আপনি আদম বা নাস্তির উন্নতি বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হন কেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই সকল জাঁকজমক ও চাকচিক্য সবই আদমের প্রতি অবস্থিত। আল্লাহতায়ালার পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা পরিদর্শন করুন যে, তিনি নাস্তির মধ্যে এই সকল কারবার পরিব্যপ্ত করিয়াছেন ও তদীয় অস্তিত্বের পূর্ণতা সমূহ তাহার বিপরীত বস্তু কর্তৃক প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই আদমের উন্নতি। আল্লাতায়ালার এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহ যেন তাহার কুঠরী ও ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে অবস্থিত এবং তাহার সহিত যেন এক শয্যাভুক্ত বরং তাহার ক্রোড়স্থিত। আকৃতি হইতে তত্ত্বে ও প্রতিবিম্ব হইতে মূল বস্তু পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ আছে; যাহাদের অন্তঃকরণ অন্ধ

তাহারা ইহা অনুভব করিতে অসমর্থ। "নিশ্চয় ইহা একটি (মূল্যবান) উপদেশ। যাহার ইচ্ছা হয় সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ গ্রহণ করতে পারে" (কোরান)। 'অন্তঃকরণ' এবং ধারণা ইত্যাদি শব্দগুলি যেন আপনাকে সন্দেহে নিক্ষিপ্ত না করে এবং অনুগমন ও উন্নতি আপনার দৃষ্টি-পথে সুকঠিন বলিয়া দৃষ্ট না হয়। যে কোন কার্য-কলাপ হউক না কেন তাহা জ্ঞান ও ধারণার বহির্ভূত নহে। ফলকথা ধারণা ও চিন্তার মধ্যেও তারতম্য আছে। ধারণার স্তরে সৃষ্টি অন্য কথা এবং নুতন চিন্তা-ধারণা সৃষ্টি হওয়া অন্য কথা। প্রথমটি বাস্তব, উহাকে বহির্জগতে অবস্থিত বা আস্তিত্বধারী বলা যাইতে পারে; দ্বিতীয়টি (ধারণার) নানারূপ চিন্তার উৎপত্তি এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ও উক্ত রূপ স্থায়িত্ব রহিত। আদম বা নাস্তির কতিপয় সৎগুণ পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মীর মোহেব্বুল্লাহ উহার নকল লইয়া গিয়াছেন; যদি আপনার আকাঙ্খা থাকে তবে তথা হইতে দেখিয়া লইবেন। আপনি 'ফানা'-'বাকার' বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উহার অর্থ পুস্তক ও রেছালা সমূহে বহুবার লিখিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও যদি আপনার কোন সন্দেহ থাকে তবে সম্মুখে উপস্থিত হওয়া ব্যতীত তাহার অন্য কোন চিকিৎসা নাই। যাবতীয় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে; করিতে পারিলেও তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কে-যে কি বুঝে এবং কি-না বুঝে তাহা বলা যায় না। ফানা বাকা বা লয় প্রাপ্তি ও স্থায়িত্ব দৃশ্যতঃ হইয়া থাকে, বাস্তবে নহে। বান্দা অস্তিত্ববিহীন হয় না এবং আল্লাহতায়ালার সহিত এক হইয়াও যায় না। দাস সর্বদাই দাস, প্রভু সর্বদাই প্রভু। ঐ সকল লোক জিন্দিক বা ধর্মচ্যুত যাহারা 'ফানা' 'বাকাকে' বাস্তব ধারণা করে। তাহারা বিশ্বাস করে যে, বান্দা স্বীয় অস্তিত্বের ব্যক্তিত্ব সমূহ উঠাইয়া দিয়া মূল বস্তু যাহা ব্যক্তিত্বমুক্ত ও শতশূন্য তাহার সহিত এক হইয়া যায়, এবং নিজে নিস্তনাবুদ বা বিলীন হইয়া তাহার প্রভুর সহিত স্থায়িত্ব লাভ করে। যেরূপ একবিন্দু পানি নিজে লয়প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিয়া যায় এবং স্বীয় (ব্যক্তিত্ব) বন্ধনমুক্ত হইয়া সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হয়। আল্লাহ-পাক তাহাদের এইরূপ অসৎ বিশ্বাস হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। প্রকৃত 'ফানা'আল্লাহ ব্যতীত অপর সকল বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়া এবং অন্যের সহিত আকৃষ্ট না হওয়া ও যাবতীয় উদ্দেশ্য হইতে স্বীয় বক্ষ পবিত্র করা, যাহা দাসত্বের মাকামের উপযোগী। পক্ষান্তরে 'বাকার' মাকামের উপযোগী দাসের জন্য স্বীয় প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী কায়েম থাকা এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যকেই অবিকল স্বীয় উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় হিসাবে প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু ইহা আভ্যন্তরীণ নিদর্শন সমূহ পরিদর্শনের পর। পরন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আনফুছ বা আভ্যন্তরীণ ছয়েরের বাহিরে যে ছয়রের বিষয় লিখিয়াছেন তাহা কোন ছয়ের? কেননা 'আলমে আমর' ও 'আলমে খলক' -এর দশ লতিফার ছয়ের তৎপর হায়আতে ওয়াহ্‌দানি (একত্রিত রূপ)-এর মধ্যে ছয়ের সবই আন্‌ফোছ বা আভ্যন্তরীণ ছয়রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হয়। অতএব আন্‌ফুছের বাহিরের ছয়ের কাহাকে বলে?

জানিবেন যে, আন্‌ফুছ বা অন্তর্জগত, আফাক বা বহির্জগতের ন্যায় আল্লাহতায়ালার এছ্‌ম সমূহের প্রতিচ্ছায়া। যখন প্রতিচ্ছায়া আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে আত্মবিস্মৃতি লাভ করতঃ স্বীয় মূল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে ও তাহার সহিত প্রেম ভালবাসা জন্মায় তখন "যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সংগে" হাদীছানুযায়ী সে নিজেকে স্বীয় মূল বস্তু হিসাবে প্রাপ্ত হয়, এবং

তাহার 'আমি' বাক্য বলা তাহার উক্ত মূল বস্তুর প্রতি উপনীত হয়। তৎপর উক্ত মূল বস্তুর আবার যখন দ্বিতীয় মূল বস্তু আছে তখন এই মূল বস্তু হইতে পুনরায় তথায় নীত হয়, বরং নিজকে অবিকল উক্ত মূল বস্তু বলিয়া প্রাপ্ত হয়। এইরূপ উত্তরোত্তর চলিতে থাকে, যে পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত না হয় (অর্থাৎ যে পর্যন্ত প্রতিচ্ছায়া সমূহের অবসান না হয়)। উল্লিখিত ছয়ের বা ভ্রমণ বহির্জগত ও অন্তর্জগতের ছয়েরের বর্হিভূত। কিন্তু জানিবেন যে, অনেকেই ছয়েরে আনফুছিকে ছয়েরে ফিল্লাহ্ বা আল্লাহ্র মধ্যে ভ্রমণ বলিয়াছেন; কিন্তু ইতিপূর্বে যে ছয়েরের কথা বলা হইল তাহা ইঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা নহে। যেহেতু তাহাদের এই ছয়ের অর্জন সাপেক্ষ এবং পূর্বের উল্লিখিত ছয়ের সম্মিলন সাপেক্ষ। অর্জন ও সম্মিলনের মধ্যে পার্থক্যের বর্ণনা বিভিন্ন মকতুবে বিস্তৃতভাবে লিখা হইয়াছে, তথা হইতে দেখিয়া লইবেন (১ম জেলদের ৩০২ মকতুবে দ্রষ্টব্য)। আপনি আল্লাহতায়ালার জাত ছেফাত ও কার্যকলাপের 'আক্রাবীয়াত' বা অধিক নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনার জন্যও সাক্ষাতের আবশ্যক। লিখা সমীচিন মনে করিলাম না। যদি লিখি, তাহা অবোধগম্য হইবে। আমার ধারণা হয় না যে আপনার জ্ঞানে সংকুলান হইবে। সাক্ষাতে যদি বর্ণনা দ্বারা বুঝিতে পারেন তাহাও যথেষ্ট। কামালাতে নবুয়তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ফানা বাকা এবং তাজাল্লী ও মাবদায়ে তাআইয়ুন বা উৎপত্তিস্থান, সবই বেলায়াতত্রয়ের কামালাতের মর্তবায় সংঘটিত হয়। তাহা হইলে কামালাতে নবুয়তের মাকামে ছয়ের কিভাবে হইয়া থাকে! জানিবেন যে, উর্ধারোহণের মর্তবায় যতদিন মর্তবা সমূহের পরস্পরের পার্থক্য থাকে এক আছল বা মূল হইতে অন্য আছলে উপনীত হওয়া যায়– ততদিন উক্ত কামালাত সমূহ বেলায়েতের বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু যখন এই পার্থক্য তিরোহিত হয় ও এই বিস্তৃতি অপসারিত হয় এবং সংক্ষিপ্ত ও নিছক অবিভাজ্যের সহিত কারবার হয়, তখন কামালাতে নবুয়তের মর্তবা আরম্ভ হয়। তথায় যদিও প্রশস্ততা আছে, "নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা প্রশস্ত এবং জ্ঞানী" কিন্তু উক্ত প্রশস্ততা-অন্যরূপ প্রশস্ততা এবং যে পার্থক্য আছে, তাহাও অন্যরূপ পার্থক্য। ইহা হইতে অতিরিক্ত আর কি লিখা যাইতে পারে এবং আর কিই বা বুঝা যাইবে। "হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্যকলাপ সরল কর।" আপনি নামাজের কতিপয় রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর অন্য সময়ের জন্য রাখা হইল। এখন সময় খুব সংকীর্ণ; জমানা হইতে এবং জমানাবাসীদের হাত হইতে কিছু সময় চুরি করিয়া কিছু লিখা হইল। ফকীরের প্রতি রহম করতঃ নির্ভীকের ন্যায় অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা করিবেন না। "হে-আমাদের প্রতিপালক, আমাদের কার্যের অতিরিক্ততা সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের পদ সুদৃঢ় রাখ, কাফেরদিগের প্রতি আমাদিগকে সাহায্য কর"। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য এবং পূর্বে ও পশ্চাতে তাঁহারই অনুগ্রহ। দরূদ ও সম্মান সদা সর্বদা তাঁহার প্রেরিত রছুল ও তদীয় গরিয়ান বংশধর ও সহচরগণের প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হউক। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে এবং মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম। এবং মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। ওয়াচ্ছালাম।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-